শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

(দ্বিতীয় কিরণ)

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা
বা
নামাপরাধ-দর্পণ

নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

দ্বিতীয় কিরণ

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা

বা

নামাপরাধ-দর্পণ

"হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৮ অঃ)

"নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৪ অঃ)

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৫০৭

নামবিজ্ঞানাচার্য প্রভুপাদ
শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-
প্রণীত
ও
শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামি-
কর্তৃক সম্পাদিত

আনুকূল্য— মূল্য ৪০ টাকা

। প্রকাশক।
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া,
কলিকাতা-২

গ্রন্থ প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ,
প্রাচীন মায়াপুর,
পোঃ নবদ্বীপ । জিলা নদীয়া ।

শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া,
কলিকাতা-২

শ্রীগৌররায় গোস্বামী
সি এন-৮৬, কোক-ওভেন কলোনী
দুর্গাপুর-২
জিলা—বর্দ্ধমান

ঢাকা ষ্টোর্স
রাজার বাজার,
পোঃ নবদ্বীপ,
জিলা—নদীয়া

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-৭৩

॥ শ্রীহরিঃ ॥

—উৎসর্গ পত্র—

যাঁহার অচিন্ত্য কৃপা বিশেষের ফলে আমার ন্যায় একান্ত
অজ্ঞ ও অযোগ্য জনের পক্ষেও এই সুচারু গ্রন্থখানি
সম্পাদনা সম্ভব হইয়াছে

সেই আমাদের নিত্য অভিভাবক ও
পরমারাধ্যতম দেবতা

শ্রীশ্রীগৌররায় হরির

শ্রীপাদপদ্মে
এই পুস্তক নিবেদন পূর্বক,
সেই প্রসাদী নির্মাল্য
মদীয় গুরুদেব ও জ্যেষ্ঠতাত
শ্রীহরিপাদপদ্ম-গত
(ওঁ বিষ্ণুপাদ)

নামবিজ্ঞানাচার্য

শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি-প্রভুপাদের

পূণ্য স্মৃতি তর্পণ স্বরূপ
গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায়
তৎকৃত গ্রন্থ—তাঁহারই নামে
উৎসর্গীকৃত হইল।

———

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

= উপহার পত্র =

প্রথম সংস্করণে—
॥ সম্পাদকীয় নিবেদন ॥

মদীয় অভীষ্টদেব শ্রীশ্রীগৌররায় জীউ যে অচিন্ত্য কৃপাশক্তির প্রভাবে আমার ন্যায় একজন অজ্ঞ, সাধনভজনহীন জনের দ্বারা "নামাপরাধ-দর্পণের" ন্যায় গ্রন্থ সম্পাদনা কার্য সুসম্পন্ন করাইয়া লইলেন তজ্জন্য বিস্ময়াবিষ্ট ও সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তদীয় রাতুল শ্রীচরণারবিন্দে অশেষ প্রণতি নিবেদন করিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে এ দীনজনের কিছু নিবেদন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। গ্রন্থ প্রণেতা—মদীয় পরমারাধ্যতম জ্যেষ্ঠতাত ও শ্রীগুরুদেব (ওঁ বিষ্ণুপাদ) শ্রীনাম-বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু মহোদয়—যাঁহার রচিত বিখ্যাত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম" "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি" "শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা" প্রভৃতি মৌলিক গবেষণা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থসকল, বৈষ্ণব সমাজে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত তাঁহার পরিচয় প্রদানে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পক্ষে কোন প্রকার সার্থকতা থাকিতে পারে না। শ্রীমৎ গোস্বামি-প্রভুবর তদীয় প্রকটকালের শেষ প্রায় পঞ্চ-বিংশতি বৎসরকাল একাদিক্রমে শ্রীধাম নবদ্বীপে সুরধুনী সন্নিকটবর্তী আশ্রমবাটীতে অবস্থান করিয়া একান্তভাবে তদীয় আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগৌররায় হরির নিত্যসেবাদিকার্যে ও গ্রন্থ রচনায় সংরত ছিলেন ইহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রতি মঙ্গলবাসরীয় অধিবেশনে সমাগত সাধুসজ্জনগণ সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমূলক সাধ্য, সাধন ও বিশেষভাবে শ্রীনামতত্ত্ব, নাম-মাহাত্ম্য এবং নামাপরাধাদি বিষয়ে তৎকর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল ভাষণ প্রদত্ত এবং গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচিত হইত—যাহা শ্রবণে বহুলোক বিশেষ উপকৃত বোধ ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিতেন—বর্তমান গ্রন্থ তাহারই একতম অংশের ফলশ্রুতি।

১৩৪৯ সালে (৪৫৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ) শ্রীশ্রীনামচিন্তামণির প্রথম কিরণে, যাহাতে শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ বা শ্রীনামতত্ত্ব বিষয়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে, সেই প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কালেই এই গ্রন্থের দ্বিতীয় কিরণে শ্রীভগবন্নামের শক্তি বা শ্রীনাম-মাহাত্ম্য এবং তৃতীয় কিরণে শ্রীভগবন্নামাপরাধ বা শ্রীনামের অপ্রসন্নতা—ক্রমে প্রকাশিত হইবে এরূপ পূর্বাভাষ দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমানে গ্রন্থ সম্পাদনা কালে তদীয় আদেশে দ্বিতীয় কিরণে নামাপরাধ বিষয়টি সংস্থাপন করিয়া, ভবিষ্যতে শ্রীভগবৎ কৃপা সাপেক্ষে ও সুধী সজ্জন বৃন্দের আগ্রহ হইলে তৃতীয় কিরণে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" রূপে নাম-মাহাত্ম্য বা নামের মহিমা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি প্রথম কিরণের পর দ্বিতীয় কিরণ প্রকাশে দীর্ঘ বিলম্বের কারণ, প্রভুপাদ নিজ আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর নিত্যসেবাদি কার্য ও স্বীয় ভজনে দিনের প্রায় সর্বক্ষণ সংরত থাকার দরুণ গ্রন্থরচনাকর্মে একান্ত সময়াভাব সত্ত্বেও এক-যাগে প্রায় ৫।৬টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনা ও পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ-ত্রয়ের নূতন সংস্করণ প্রকাশাদি বিভিন্ন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তদুপরি শরীর মধ্যে মধ্যে অসুস্থ হওয়ায় ও অন্যান্য নানাবিধ বাধা বিপত্তিতে পাণ্ডুলিপি রচনায় বিলম্ব ঘটে।

অবশ্য ইতিপূর্বে বহু ভক্তজনের আগ্রহাতিশয্যে, বর্তমান কালোপযোগী অস্বস্তিকর অবস্থার ভিতর প্রকৃষ্ট শান্তি লাভের উপায় নির্দেশ ও পরমার্থ পথের পথিকগণের পক্ষে প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনার্থ পূর্বোক্ত মঙ্গলবাসরীয় সভায়—গ্রন্থদ্বয়ের বিষয় বস্তু ও তদন্তর্গত দুরূহ তত্ত্ব সকল শ্রীভগবৎ কৃপাশক্তির প্রেরণায় তদীয় বাগ্মিতা ও ভাবাবেগ স্পর্শে বহিঃপ্রকাশতা প্রাপ্ত হইয়া, সুসিদ্ধান্ত ও বর্তমান যুগোপযোগী যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ সহ সুমধুর ভাষণে বেশ কয়েক বৎসর ধরিয়া আলোচিত হইয়াছিল। উক্ত ভাষণ দান কালে মৎ কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ

হইয়া ও ভবিষ্যতে প্রতিশ্রুতি মত সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচনার মানসে প্রভুপাদ যে পাণ্ডুলিপি রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই সুবিন্যস্ত করিয়া এবং প্রয়োজনস্থলে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপিত ও বিস্তারিত ভাবে এই গ্রন্থ-কলেবর প্রকাশিত হইলেন। এই গ্রন্থের আরও এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে বিশ্লেষণের নূতনত্ব ও চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। অতীব সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তগুলিও সুব্যাখ্যান কৌশলে সর্বসাধারণের বোধগম্য করা হইয়াছে।

গ্রন্থ সম্পাদনাকালে প্রভুপাদের রচনা প্রায় আনুপূর্বিকই রক্ষিত হইয়াছে, তথাপি সর্ব বিষয়ে অযোগ্য মাদৃশ জনের অনভিজ্ঞতাদি দোষ নিবন্ধন তন্মধ্যে ভ্রম প্রমাদাদি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুধী পাঠকবৃন্দ সেরূপ কিছু ত্রুটি থাকিলে নিজগুণে উহা সংশোধন করিয়া লইবেন ইহাই বিনীত নিবেদন।

পরিশেষে নিবেদন—শ্রীগ্রন্থ স্বপ্রকাশ, শ্রীভগবানের স্বতঃ-প্রকাশিকা শক্তি বলে এই জগতে লোকলোচনে প্রকাশিত হন স্বেচ্ছায়। উক্ত অবসরে সেবানুকূল্য বিধানের নিমিত্ত মদীয় অন্যতম জ্যেষ্ঠতাত শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী প্রভু ও নবদ্বীপ গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব-দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী (কাব্য-ব্যাকরণ-তর্ক-বেদান্ত-বৈষ্ণবদর্শন-তীর্থ) এই গ্রন্থের সমুদয় পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়া আমার উপর ন্যস্ত গুরুভারের অনেকটা লাঘব করিয়াছেন। পণ্ডিতজী গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধনাদি বিষয়েও প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন কার্যের সমুদয় তত্ত্বাবধান ও তৎসহ প্রুফ্ সংশোধন ভার, কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব ডেপুটি পার্সোনেল অফিসার পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী (B.Sc., Dip. Lib.) মহোদয় বিশেষ উৎসাহপূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন। তদীয় এই সহায়তা ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশনা সম্ভব ছিল না। এই

হেতু তাঁহার নিকট অশেষ ঋণস্বীকার পূর্বক শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ-চরণে তদীয় ভজনানুকূল্য ও সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করিতেছি।

প্রভুপাদের অশেষ স্নেহধন্য ও তদীয় আদেশে বর্তমানে শ্রীনাম প্রচারে ব্রতী কীর্তনরসরসিক শ্রীযুক্ত নদীয়াভূষণ রায়ের (নদীয়াদা) স্বতঃপ্রণোদিত অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থ মুদ্রণের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে—একারণে এই মহৎপ্রাণ শ্রীনামপ্রভুর প্রচারে উৎসর্গীকৃত হইয়া তদীয় বিজয়পতাকাবাহীর গৌরব অর্জন করুন—এই প্রার্থনা।

শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশের অভিপ্রায়ে ঠাকুর ভক্তিরত্নদেবের দীনাতিদীন শিষ্য দ্বারা গঠিত 'ঠাকুর ভক্তিরত্ন-স্মৃতি ফাণ্ডের' সভাপতি মহোদয়ের স্বতঃপ্রণোদিত সদৈন্য অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের অধিকাংশ মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহ হইয়াছে—এই গ্রন্থপাঠে সজ্জনগণ মধ্যে কেহ যদি কিছু প্রীতি লাভ করেন, তাহা হইলে তদীয় শুভেচ্ছার সহিত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ চরণে, তাঁহার পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত তিনি যেন কৃপা-পূর্বক প্রার্থনা করেন—ইহাই বিনীত অনুরোধ।

প্রভুপাদের প্রতিটি গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে যাঁহাদের ঐকান্তিক সহানুভূতি, আনুকূল্য, সহযোগিতা এবং প্রীতি ও শুভেচ্ছার অনাবিল সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে, সেই সকল উদারচরিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় (বি.ই. সি.ই.—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার, সিভিল), ডাঃ শ্রীমণীন্দ্র কুমার সিংহ (এম. বি.), শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম রায় (বি. এ. বি. এল.), শ্রীমান প্রশান্ত রায়—বি. এম. ই. (যাদবপুর) এম. এস. (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীমান কল্যাণ রায়—এম. টেক (কলিকাতা). পি. এইচ. ডি. (যুক্তরাষ্ট্র) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদুলাল মুখার্জী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ চরণে ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

বর্তমানে কাগজের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্রন্থের মুদ্রণব্যয় পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইলেও যথাসম্ভব ব্যয় পরিমাণের নিকটবর্তী করিয়া, গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। তবে গ্রন্থের ক্রয়মূল্য অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তুর মূল্য যদি সহৃদয় পাঠকগণের নিকট অধিক বোধ হয়, তাহা হইলে আমাদের এই প্রচেষ্টার সার্থকতা ও চিত্তের প্রসন্নতা অবশ্যই লভ্য হইতে পারিবে।

সর্বশেষে, সর্ববৈষ্ণবচরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে, নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন।

শ্রীনবদ্বীপধাম।
অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৮৫ সাল
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৯৩

ইতি—
শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ-শ্রীচরণাশ্রিত
দীনাতিদীন
সম্পাদক।

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অবিচিন্ত কৃপায় এই "নামাপরাধ দর্পণ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ভক্তিগ্রন্থ মাত্রেই স্বপ্রকাশ বস্তু। কোনরকম প্রচার ও বিজ্ঞাপনের সহায়তা ব্যতিরেকেই এই শ্রীগ্রন্থ নিজেই নিজেকে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিলেন। ইহাতে আমাদের কোন রকম কৃতিত্ব নাই।

বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা শুধু ভারতবর্ষেই নহে সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া চলিতেছে—তাহা হইতে উত্তরণের এবং প্রকৃষ্ট শান্তি লাভের উপায় স্বরূপ ভক্তিগ্রন্থ সমূহের প্রয়োজনীয়তা একান্তই অনস্বীকার্য। সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে পারস্পরিক সংহতি, প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বোধের উন্মেষের জন্য জড়বাদমূলক ধর্মের বিপরীত যাহা—সেই প্রকৃষ্ট প্রেমধর্ম বা আত্মধর্মের কোন বিকল্প নেই। দুর্নীতি, নিরাপত্তাহীনতা ও মানবিক মূল্যবোধহীন বর্তমান মানব সভ্যতার ঘোর অমানিশার মধ্যেও ক্ষীণভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্তিত উক্ত শ্রীনাম প্রেমধর্মের যে প্রচার ও প্রসার লক্ষ্য করা যাইতেছে—তারই সুরক্ষা ও বিঘ্ন নিবারণের জন্য বর্তমান গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সুমেধা পাঠকবৃন্দ কর্তৃক যে অবশ্যই সমর্থিত হইবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গ্রন্থ প্রকাশনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শুধু এইটুকুমাত্র ইঙ্গিত দেওয়া রহিল।

বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যে লাগামছাড়া অবস্থা তাহা প্রকাশনা কার্যের একান্তই পরিপন্থী। বিশেষতঃ যেখানে কোন সাংগঠনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা নাই। তথাপি শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর কৃপায় অচিন্ত্য ভাবেই কতিপয় ভক্তের আন্তরিক সহযোগিতা ও সদৈন্য অর্থানুকূল্যে এই সংস্করণের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ হইয়া প্রকাশনা কার্য

সম্ভবপর হইয়াছে। সেই সকল মহানুভব ভক্তবৃন্দের মধ্যে ডাঃ শ্রীমণীন্দ্র কুমার সিংহ, ডঃ শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল—রিডার দুর্গাপুর রিজিওন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী - এম, কম ; বি, এ ; এল, এল, বি ; চার্টার্ড সেক্রেটারী, কষ্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট, শ্রীপ্রশান্ত রায়—বি, ই (যাদবপুর) এম এস (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীকল্যাণ রায়—এমটেক কলিকাতা ; পি, এইচ, ডি (যুক্তরাষ্ট্র) এবং ঠাকুর ভক্তিরত্ন স্মৃতিফাণ্ডের সভাপতি শ্রীল দীনবন্ধু মিশ্রজী—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনান্তে, শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর চরণে সকলের পারমার্থিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করি।

প্রভুপাদের যে কোন গ্রন্থ প্রকাশনা বিষয়ে অপর যাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সর্বদাই বর্তমান থাকে—তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার, পূর্ত দপ্তর, পঃ বঙ্গ সরকার ; অগ্রজ শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী, শ্রীযুগল কিশোর দে, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—ভূতপূর্ব এ্যাঃ পার্সোনাল অফিসার, কলিকাতা পৌরসভা ; শিল্পী শ্রীঅশোক চৌধুরী—প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ ইঁহাদের মঙ্গল করুন এই প্রার্থনা।

এই সংস্করণের প্রুফ সংশোধন প্রভৃতি মুদ্রাঙ্করণের যাবতীয় তত্ত্বাবধান ভার স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণব দর্শনের অধ্যাপক ও আমাদের পরম সুহৃদ, পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ মহাশয় আমাকে একান্ত কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহায্য ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব ছিল না। শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ চরণে পণ্ডিতজীর সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

ভবিষ্যত গ্রন্থ প্রকাশনা উদ্দেশ্যে এবং পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া এই সংস্করণের মূল্য পূর্বের তুলনায় বহুল পরিমাণে বর্ধিত করিতে হইল এজন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তথাপি গ্রন্থের মূল্য অপেক্ষা

ইহার বিষয়বস্তু হইতে পাঠকবৃন্দ উপকৃত হইলে আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে বর্তমান নামাপরাধ বহুল যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই একান্ত প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার চেয়ে ইহার এবং প্রভুপাদের অপরাপর মৌলিক গবেষণা গ্রন্থগুলির বিভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হওয়া একান্তই প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। সেই সর্বাধীশ স্বেচ্ছাময় প্রভুর ইচ্ছা হইলে সময়ে ইহা ফলবতী হইবে বলিয়াই বিশ্বাস।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
জন্মাষ্টমী, ৩রা ভাদ্র
১৩৯৯ সাল।

ইতি—
ভক্তকৃপালবপ্রার্থী
প্রকাশক

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

(দ্বিতীয় কিরণ)

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা

বা

নামাপরাধ-দর্পণ

॥ পূর্ব বিভাগ ॥

নামাপরাধ-দর্পণের ভূমিকা তথা কলি ও তৎসৃষ্ট নামাপরাধের ইতিহাস

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

কল্পকাল মধ্যে অপর সমস্ত কলিযুগের তুলনায় শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের বৈশিষ্ট্য অবগত হইবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ প্রয়োজন,— ধর্মজগতের পূর্ব ইতিহাসের সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন।

শ্রীভগবান, ভক্তি ও ভক্ত, ইহা সর্বাদি ত্রিসত্য অর্থাৎ নিত্যেরও নিত্যবস্তু। সুতরাং ইহার সার্বত্রিকতা ও সর্বব্যাপকতা থাকিলেও, সূর্য যেমন সর্বত্র সর্বকালে সর্বভাবে ভাস্বর হইয়াও, পৃথিবীর অবস্থিতি ও অবস্থাভেদে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নাদিক্রমে উহাকে বিভিন্নরূপে পরিদৃশ্যমান এবং দিবা ও রাত্রি ভেদে, দৃশ্য ও অদৃশ্য থাকিতে দেখা

যায়, সেইরূপ সৃষ্টি ও সৃষ্টজীবের অবস্থা অনুসারে জগতে ভক্তির ক্রমিক বিকাশ কিম্বা কাহাতেও দৃশ্য বা অদৃশ্য হইবার সংবাদ শাস্ত্র হইতে জানা যাইলেও, উহাকে নিত্য, নির্বিকার ও নিরবচ্ছিন্নই জানিতে হইবে।

অতএব স্বভাবতঃ ভক্তিবিরল জগতে, "ধর্মার্থকামমোক্ষ"— এই চতুর্বর্গই 'পুরুষার্থ'-রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে অপর সর্বকালেই। অধিকতর মূল্যবান বস্তুর বিপণিতে গ্রাহক সংখ্যা যেমন যথাক্রমে অল্পতর হইয়া, অমূল্য বস্তুর গ্রাহক আর কেহই থাকে না, সেইরূপ 'ধর্মার্থকাম' বা ভুক্তির গ্রাহক কোটিজন হইলে, সেই তুলনায় দুর্লভ হয় একজন মোক্ষার্থী বা মুক্তির গ্রাহক। এতাদৃশ দুর্লভ মোক্ষার্থী কোটিজনের মধ্যেও একজন শুদ্ধাভক্তির অধিকারী অর্থাৎ ভক্তের সুদুর্লভতার কথাই সুস্পষ্টরূপে উক্ত হইতে দেখা যায় শাস্ত্রে।

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥

—(শ্রীভাঃ ৬।১৪।৫)

ইহার অর্থ— (সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া) মুক্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন যাঁহারা, তাদৃশ কোটিজন মধ্যে একজন প্রশান্তাত্মা হরিভক্ত সুদুর্লভ।

তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥

—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত তন্ত্রোক্তি)

অর্থাৎ— জ্ঞান-সাধন দ্বারা মুক্তি সুলভা, যজ্ঞাদি কর্মদ্বারা ভুক্তি সুলভা হইয়া থাকে ; কিন্তু তদ্রূপ সহস্র সাধন দ্বারা হরিভক্তি সুদুর্লভা।

তাহা হইলে, জগতে প্রায় সর্বকাল শুদ্ধাভক্তির সুদুর্লভতার

কথাই জানা যাইতেছে।[১] শুদ্ধাভক্তি সর্বাধিক প্রয়োজন হইলেও উহা চতুর্বর্গের তুলনায় মরজগতে অমূল্য সম্পদ বলিয়া, ইহার গ্রাহক না থাকিবারই কথা। এই হেতু ভক্তি-সম্পদার্থী জনের বিরলতা বশতঃ পুরুষার্থ গণনায় পূর্বোক্ত চতুর্বর্গ পর্যন্তই নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রায় সকল শাস্ত্রেই। এই জন্য তাহার মধ্যে ভক্তির উল্লেখ দেখা যায় না, মায়িক স্থূল দৃষ্টির সমক্ষে। ভক্তির সর্বাধিক পুরুষার্থতা অনুভব করিয়া, তাই সূক্ষ্মদর্শী মহানুভবগণ কর্তৃক উক্ত প্রসিদ্ধ চতুর্বর্গের উপরিতনী ভক্তিকে 'পঞ্চম পুরুষার্থ' বলিয়া নির্দেশ করিতে হইয়াছে।

এখন বিবেচ্য এই যে, পুরুষার্থের তালিকায় শাস্ত্রে সাধারণতঃ শুদ্ধাভক্তি গণনীয়া না হইলেও, সাধ্য চতুর্বর্গের প্রত্যেক সাধনার সহিত ভক্তির সংযোগ রাখিয়া উহা সাধিত না হইলে, তৎসাধন দ্বারা কোন সাধনারই সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই,— এ-কথা প্রায় সর্বশাস্ত্রেই উক্ত হইতে দেখা যায়।[২]

ভক্তির সংযোগ বা সম্বন্ধ ব্যতীত, চতুর্বর্গের কোন সাধনাই তদ্বিষয়ে সিদ্ধিদানে অসমর্থ, অর্থাৎ "ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল"। এই হেতু চতুর্বর্গার্থীর সাধন, সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ ভুক্তি ও মুক্তির সাধনরূপ কর্ম ও জ্ঞানাদির সহিত উহার 'অঙ্গ'রূপে ভক্তির সঙ্গ বা সম্বন্ধ একান্তই অনিবার্য হইয়া থাকে।

আকাশ যেমন স্বরূপতঃ নির্মল হইলেও, ধূলি-ধূমাদি সংযোগে

---

১ শ্রীভগবানকে প্রকৃষ্টরূপে অবগত হওয়া, কেবল ভক্তেরই অধিকার। সেই ভক্তের সুদুর্লভতার কথা, "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"—(৭।৩) ইত্যাদি শ্লোকে গীতায় স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তিতেই ব্যক্ত রহিয়াছে।

২ "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥" —(শ্রীচৈঃ। মধ্য ২২।১৫-১৬)

মলিন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ ভক্তি নির্গুণা হইলেও, উক্ত 'সগুণ' সাধন সকলকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত[১] তৎসহ মিলিত হওয়ায়, 'সগুণা ভক্তি' নামে কথিতা হয়েন ও নিজ গৌণ ফলেই উক্ত সাধন সকলকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তৎসাধকগণ কর্তৃক তৎ তৎ সাধনার 'অঙ্গ'রূপে বিবেচিতা ও গৃহীতা হওয়ায়, নিজ মুখ্যফল— শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমোদয় করাইয়া তৎসেবারূপ চতুর্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রদান করেন না।

অপরপক্ষে চতুর্বর্গার্থিগণের পক্ষে তৎ তৎ সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ ও উহার সিদ্ধি দানে ভক্তির এতাদৃশ প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াও, 'ভুক্তি' কিম্বা তদপেক্ষা দুর্লভ 'মুক্তি'কেই পুরুষার্থ বা প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে তাঁহাদের, কিন্তু শ্রীভগবৎ প্রেমসেবাপ্রদা ভক্তিকে নিজ প্রয়োজন সাধনের অঙ্গ ব্যতীত, কদাচ মুখ্য প্রয়োজন বোধ হয় না। ইহার মধ্যেও মায়ার ছলনা বা কৈতব[২] সক্রিয় রহিয়াছে।

ভগবদ্বশীকারিণী নির্গুণা শুদ্ধাভক্তিই নিজ প্রভাবে সর্বত্র মহা-মহিমান্বিতা ও সর্ব পুরুষার্থ বিধানে মহা গরীয়সী হইলেও, পূর্বোক্ত পুরুষার্থ তালিকায় গণনীয়া না হইবার কারণ সম্বন্ধে অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ঘটিত দেহ-

---

১ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভক্তিসকলকে গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাতে ভক্তি অপেক্ষা কর্ম-জ্ঞানাদির আধিক্য— তাহাই গুণীভূতা ; যাহাতে কর্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য— তাহাই প্রধানীভূতা এবং কর্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা যাহা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টা— তাহাই কেবলাভক্তি।

২ "অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—বাঞ্ছা এই সব ॥" —(শ্রীচৈঃ ১।১।৫০)

গেহাদি সগুণ বস্তুর সংযোগ বশতঃ জীবের শ্রদ্ধাও হইয়া থাকে ত্রিবিধা। এ বিষয়ে গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি ; যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ —(১৭।২)

ইহার অর্থ,— দেহধারী জীবের শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী — মূলতঃ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ইহা জীবের (পূর্ব সংস্কার রূপ) স্বাভাবিকী।

শ্রদ্ধানুরূপ বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। বিশ্বাস প্রগাঢ় হইলে তাহার নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল। সগুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সগুণা শ্রদ্ধায় সগুণ বিষয়ে এবং নির্গুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সেইরূপ আবার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ভেদে, যথাক্রমে তদনুরূপ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু এক প্রকার শ্রদ্ধান্বিত জনের অপর প্রকার গুণান্বিত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

এখন যথাক্রমে সত্ত্বাদি কোন্ গুণে কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে এবং নির্গুণ বিষয়ই-বা কী ? সে-সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবদ্বাক্যেই নির্ণীত হইতে দেখা যায়। যথা,—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২৫।২৭)

ইহার তাৎপর্যার্থ,— জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী,[১] স্বর্গাদি প্রাপক যজ্ঞাদি কর্মে যে শ্রদ্ধা তাহা রাজসী, দেবোদ্দেশ্যে পশুহননাদি কিম্বা মারণ, বশীকরণাদি অধর্ম বিষয়ে যে

১ সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং—" (গীঃ ১৪।১৭) অর্থ—সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তি—প্রাপক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্যত্রও "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং" —(ভাঃ ১১।২৫।২৪) অর্থ,— কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে সাত্ত্বিক।

মলিন দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্বরূপতঃ ভক্তি নির্গুণা হইলেও, উক্ত 'সগুণ' সাধন সকলকে সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত[১] তৎসহ মিলিত হওয়ায়, 'সগুণা ভক্তি' নামে কথিতা হয়েন ও নিজ গৌণ ফলেই উক্ত সাধন সকলকে সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু তৎসাধকগণ কর্তৃক তৎ তৎ সাধনার 'অঙ্গ'রূপে বিবেচিতা ও গৃহীতা হওয়ায়, নিজ মুখ্যফল— শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমোদয় করাইয়া তৎসেবারূপ চতুর্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রদান করেন না।

অপরপক্ষে চতুর্বর্গার্থিগণের পক্ষে তৎ তৎ সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ ও উহার সিদ্ধি দানে ভক্তির এতাদৃশ প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়াও, 'ভুক্তি' কিম্বা তদপেক্ষা দুর্লভ 'মুক্তি'কেই পুরুষার্থ বা প্রয়োজন বলিয়া বোধ থাকে তাঁহাদের, কিন্তু শ্রীভগবৎ প্রেমসেবাপ্রদা ভক্তিকে নিজ প্রয়োজন সাধনের অঙ্গ ব্যতীত, কদাচ মুখ্য প্রয়োজন বোধ হয় না। ইহার মধ্যেও মায়ার ছলনা বা কৈতব[২] সক্রিয় রহিয়াছে।

ভগবদ্বশীকারিণী নির্গুণা শুদ্ধাভক্তিই নিজ প্রভাবে সর্বত্র মহা-মহিমান্বিতা ও সর্ব পুরুষার্থ বিধানে মহা গরীয়সী হইলেও, পূর্বোক্ত পুরুষার্থ তালিকায় গণনীয়া না হইবার কারণ সম্বন্ধে অতঃপর কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জীবাত্মা স্বভাবতঃ নির্গুণ হইলেও, সত্ত্বাদি গুণত্রয় ঘটিত দেহ-

---

১ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভক্তিসকলকে গুণীভূতা, প্রধানীভূতা ও কেবলা এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাতে ভক্তি অপেক্ষা কর্ম-জ্ঞানাদির আধিক্য— তাহাই গুণীভূতা ; যাহাতে কর্ম-জ্ঞানাদি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য— তাহাই প্রধানীভূতা এবং কর্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা যাহা সম্পূর্ণ অস্পৃষ্টা— তাহাই কেবলাভক্তি।

২ "অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—বাঞ্ছা এই সব ॥" —(শ্রীচৈঃ ১।১।৫০)

গেহাদি সগুণ বস্তুর সংযোগ বশতঃ জীবের শ্রদ্ধাও হইয়া থাকে ত্রিবিধা। এ বিষয়ে গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি ; যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ —(১৭।২)

ইহার অর্থ,— দেহধারী জীবের শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী — মূলতঃ এই তিন প্রকার হইয়া থাকে। ইহা জীবের (পূর্ব সংস্কার রূপ) স্বাভাবিকী।

শ্রদ্ধানুরূপ বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি জন্মে। বিশ্বাস প্রগাঢ় হইলে তাহার নাম 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধাই সকল প্রবৃত্তির মূল। সগুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে কদাচ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। সগুণা শ্রদ্ধায় সগুণ বিষয়ে এবং নির্গুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। সেইরূপ আবার সত্ত্বাদি গুণত্রয়ভেদে, যথাক্রমে তদনুরূপ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয় ; কিন্তু এক প্রকার শ্রদ্ধান্বিত জনের অপর প্রকার গুণান্বিত বিষয়ে প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

এখন যথাক্রমে সত্ত্বাদি কোন্ গুণে কোন্ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে এবং নির্গুণ বিষয়ই-বা কী ? সে-সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবদ্বাক্যেই নির্ণীত হইতে দেখা যায়। যথা,—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২৫।২৭)

ইহার তাৎপর্যার্থ,— জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি আত্মজ্ঞান বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী,[১] স্বর্গাদি প্রাপক যজ্ঞাদি কর্মে যে শ্রদ্ধা তাহা রাজসী, দেবোদ্দেশ্যে পশুহননাদি কিম্বা মারণ, বশীকরণাদি অধর্ম বিষয়ে যে

১ সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং—" (গীঃ ১৪।১৭) অর্থ—সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তি—প্রাপক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অন্যত্রও "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং" —(ভাঃ ১১।২৫।২৪) অর্থ,— কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি বিষয়ক জ্ঞান হইতেছে সাত্ত্বিক।

শ্রদ্ধা, তাহাই তামসী। আর আমার (শ্রীভগবানের) সেবাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই নিগুর্ণা।

তাহা হইলে শ্রীভগবৎসেবা-প্রদায়িণী শুদ্ধাভক্তি লাভে যে শ্রদ্ধা, ইহা নিগুর্ণা বলিয়াই জানা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন চতুর্বর্গের সাধনা—সমস্তই ত্রিগুণময়ী।

সত্ত্বাদি সগুণভাবাপন্ন জীবের পক্ষে যখন নিগুর্ণ বিষয়ে প্রবৃত্তি বা তৎ বিষয়ে স্বতঃ শ্রদ্ধান্বিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ভক্তি-ই পরম পুরুষার্থ হইলেও, প্রাকৃত গুণাতীত হওয়ায়, সত্ত্বাদি গুণ সংযুক্ত জনগণের সত্ত্বগুণজাতা মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষ বিষয়া শ্রদ্ধা পর্যন্তই শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত শুদ্ধাভক্তি-বিষয়িণী নিগুর্ণা ভাগবতী শ্রদ্ধা—ইহা কেবল অহৈতুক ভক্তজন সঙ্গ ও কৃপা হইতে জীব সাধারণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভাগবতী শ্রদ্ধা উৎপাদিকা ভক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই।

এই হেতু তমো ও রজোগুণযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে, ধর্মার্থকাম বা ভুক্তির সাধন যাহা, যথাক্রমে সেই তামসিক ও রাজসিক কর্ম বিষয়েই অধিক পরিমাণে শ্রদ্ধান্বিত হইতে দেখা যায়। আবার কোটি কর্ম-নিষ্ঠজন মধ্যে কচিৎ কোন সত্ত্বগুণযুক্ত জনের পক্ষে মোক্ষধর্ম অর্থাৎ মুক্তির সাধন বা অভেদ-ব্রহ্ম ও পরমাত্ম-জ্ঞান বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হওয়া সম্ভব হয়। এমন, কোটি মুক্ত মধ্যে সুদুর্লভা যে নিগুর্ণা ভাগবতী শ্রদ্ধা উৎপাদিকা ভক্তি, ইহাকে প্রাকৃত বা লৌকিক জগতে অমূল্য সম্পদই বলিতে হইবে। সুতরাং ইহা স্বচেষ্টালভ্যা না হইয়া যদৃচ্ছা-[১] লভ্যা বা অহৈতুকী হওয়ায়, ইহাকে সাধারণ চতুর্বর্গরূপ সগুণ পুরুষার্থ মধ্যে গণ্য করা হয় নাই।

---

১ "যদৃচ্ছয়া"—অর্থে—শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,— "কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।"— ভক্তিসন্দর্ভঃ।

সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সংযুক্ত জীবের পক্ষে স্বচেষ্টায় তমো হইতে রজোগুণে ও রজো হইতে সত্ত্বগুণের অধিকার পর্যন্ত লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু নির্গুণা শুদ্ধাভক্তি লাভ করা স্ব-সামর্থ্য দ্বারা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। যে-হেতু ইহা স্বপ্রকাশ বস্তু এবং কোন নির্গুণ মহৎ-সঙ্গ ও কৃপার মাধ্যমে জীবে সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তথাপি জননীর আশ্রয়েই যেমন সন্তান পালিত হইয়া জীবিত থাকে,[১] —সেইরূপ ভক্তি বিনা চতুর্বর্গের কোন সাধনাই সিদ্ধ হইবার উপায় না থাকায়—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দনাদিরূপা সাধনভক্তি, সগুণ কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনসহ সংযুক্তা থাকিয়া, সগুণা ভক্তিরূপে সর্বদা বিদ্যমানা রহিয়াছেন। সেই সগুণা ভক্তিধারা, কথকের কথা, যাত্রার অভিনয়, ভাটের বর্ণনা, ভিখারীর গান, শিক্ষকের উপদেশ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রবাহিতা ও সহজলভ্যা হইয়া সগুণ সাধন সকলকে সঞ্জীবিত ও সিদ্ধিদান করিতেছেন—নিজ গৌণ ফল প্রদানে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—ভুক্তির সাধন ও সাধ্য সমস্তই সগুণ হইলেও, 'ব্রহ্ম' যখন নির্গুণ, —তৎসাযুজ্য লাভ হয় যাহা হইতে, সেই মুক্তিকেও অবশ্য নির্গুণাই জানিতে হইবে। মুক্তির সাধন যে 'জ্ঞান' তাহা সগুণ বা সাত্ত্বিক হওয়ায়, সগুণ বস্তুর সঙ্গ বা সহযোগে নির্গুণ ব্রহ্মে সাযুজ্যলাভ রূপ মুক্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়?

তদুত্তরে অতি সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে,—মুক্তির সাধন যে 'জ্ঞান', তাহা সাত্ত্বিক হইলেও তদঙ্গরূপে নির্গুণা ভক্তির সংযোগে তখন সেই জ্ঞান ভক্তিমিশ্র হইয়া, মুক্তির দ্বার পর্যন্ত উপনীত হইলে,

---

১ "জীবন্তি জন্তবঃ সর্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৫৬৯ বিধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

অর্থাৎ,—প্রাণিগণ যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবনধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকল সিদ্ধিই জীবন ধারণ করে।

তৎকালে মুক্তির সাধক উক্ত সগুণ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ অর্থাৎ 'জ্ঞান-সন্ন্যাস' অবলম্বন করিয়া থাকেন। 'জ্ঞান' পরিত্যক্ত হইলে, ভক্তি তখন পুনরায় নির্গুণা স্বরূপে বিদ্যমানা থাকিয়া, নিজ গৌণফলে সাধককে ব্রহ্ম-তাদাত্ম্যরূপ সাযুজ্য 'মুক্তি'র প্রাপক করাইয়া থাকেন।[১] সুতরাং সাত্ত্বিক জ্ঞান এবং যোগের সাধনায়, তদঙ্গরূপে নির্গুণা ভক্তির সঙ্গ থাকায়, নির্গুণা মুক্তি লাভের পক্ষে কোন বাধা হয় না।

এইরূপে ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি অপর সকল সাধনারই অঙ্গরূপে গৃহীতা হওয়ায়, ভক্তি নিজ মুখ্য ফল— শ্রীভগবৎ-সেবাধিকার প্রদান না করিয়া কেবল গৌণফলে সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন তৎ তৎ সাধন সকলকে।

তথাপি উক্ত সাধকগণের পক্ষে নিজ নিজ সিদ্ধিকেই মুখ্য প্রয়োজন ও তৎ প্রাপ্তিতেই পূর্ণকাম বোধ হইলেও, ভক্তির মুখ্য ফল বিষয়ে সন্ধান লইবার মত কোন চিন্তা কিম্বা উৎসাহ-ই জাগে না তাঁহাদের অন্তরে।

অতএব সর্বত্র, নির্গুণা শুদ্ধাভক্তির স্বতঃসিদ্ধ, অন্য-নিরপেক্ষ ও অপ্রতিহত মহিমা সর্বভাবে প্রমাণিত ও পরিদৃষ্ট হইলেও, নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অনুদয় অবধি, সেই ভক্তি ও উহার মুখ্য ফল— শ্রীভগবৎ-সেবাভিলাষ, জাগিতে পারে না কাহারও অন্তরে। এই হেতু প্রায় সর্বকাল জগতে শুদ্ধাভক্তির বিরলতাই স্বাভাবিক হইতেছে,— এ-কথা স্বয়ং শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্ ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২১।৩২)

---

১ "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন—" ইত্যাদি। গীতা ১৪।২৬ শ্লোকের শ্রীমদ্বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদকৃত সারার্থবর্ষিণী টীকা দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ,— রজঃ-সত্ত্ব-তমোগুণনিষ্ঠ ব্যক্তি সকলের, রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ সেব্য— ইন্দ্রাদি মুখ্য দেবতাদিগের উপাসনায় যেরূপ প্রবৃত্তি হয়, নিগু'ণা আমার উপাসনায় সেরূপ প্রবৃত্তি হয় না তাহাদের।[১]

তাই প্রাকৃত বা মায়িক জগতে, ভুক্তি হইতে মুক্তির বিপণিতে গ্রাহক সংখ্যা অত্যল্প হইলেও, এই জগতের অমূল্য সম্পদ ভক্তির কোন বিপণি না থাকায় জগতে উহার গ্রাহক শূন্যতাই দেখা যাইত, যদি যদৃচ্ছালভ্য মহৎগণের অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমে, উহা ক্বচিৎ কাহাতেও সঞ্চারিত না হইত।

যেমন চক্রবর্তী রাজাধিরাজের অধিকারে সুরক্ষিত কোন মহারত্ন, উহা অমূল্য বলিয়া উহার কোন বিপণি ও ক্রেতা থাকে না, এরূপ অমূল্য বস্তু, তদধিকারী কিম্বা তদনুগত পরিজনের কেবল অহৈতুকী কৃপার মাধ্যমেই ক্বচিৎ কাহারও পক্ষে অতি ভাগ্যে মিলিতে পারে। ভগবৎ-বশীকারিণী নিগু'ণা শুদ্ধা ভক্তির প্রাপ্তি বিষয়েও সেইরূপ সুদুর্লভতাই জানিতে হইবে। তাই বলা হইয়াছে,— "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

সুতরাং কোটি ভুক্তিকামী মধ্যে দুর্লভ যে একজন মুক্তিকামী,— তাদৃশ কোটি মুক্ত মধ্যে একজন ভগবদ্ভক্তের এই যে সুদুর্লভতার সংবাদ, ইহা কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইতেছে না।

চতুর্বর্গের তালিকাতিরিক্ত অমূল্য ভক্তি-মহারত্ন, যাহা তাদৃশ দুর্লভ[২] মহৎজন কর্তৃক জগতে ক্বচিৎ কাহাতে সঞ্চারিত হয়, উহাই হইতেছে— ভগবদ্বশীকারিণী ঐশ্বর্য-জ্ঞান-প্রধান 'বিধিভক্তি'। মোক্ষ হইতেও কোটিগুণ সুদুর্লভা হইয়া, ভক্তিবিরল জগতে, ক্বচিৎ কোন

---

১ "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।—" ইত্যাদি গীতা, ১৭।৪ শ্লোক আরও দ্রষ্টব্য।

২ "........তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥"

—শ্লোকে (শ্রীভাঃ ১১।২।২৯) ভক্ত মহতের দুর্লভতার কথা বলা হইয়াছে।

অতিভাগ্যবান জনেরই উক্ত প্রকারে ইহা লভ্য হইয়া থাকে। নিজ ভাবোচিত বৈকুণ্ঠধামস্থ শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-বামনাদি উপাস্য শ্রীভগবৎ স্বরূপে 'প্রভু' বোধ ও উপাসকের তদ্দাসভাব অবধি, যে ভক্তির সাধ্যের সীমা। সাযুজ্য ব্যতীত, সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির সহিত ভগবৎ-পার্ষদ-দেহ-প্রাপ্তি যাহার আনুষঙ্গিক ফল।[১]

অতঃপর উক্ত ভগবৎপরা ঐশ্বর্য-জ্ঞান-প্রধানা বিধিভক্তির উপর স্বয়ং-ভগবৎ পরা মাধুর্য-জ্ঞান-প্রধান 'রাগভক্তি' বিষয়ে কিঞ্চিৎ দিগদর্শন করা যাইতেছে।

যে 'রাগভক্তি' চিরদিন জগতে অজ্ঞাত, অপ্রকাশ ও অদেয় থাকিয়া, কেবল ব্রহ্মার দিবস বা কল্পকাল মধ্যে, বৈবস্বত মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে, শ্রীধাম পরিকরাদির সহিত যখন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন, কেবল তৎকালেই উহা প্রদর্শিত হয়—ব্রজলীলারূপে। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়া থাকেন—যে ভাগবতধর্মাত্মক বেদবাণী স্বয়ং শ্রীমুখে, সেই ভাগবতধর্মের সর্বসারাৎসার ব্রজপ্রেম-ধর্ম, ব্রজলীলায় রূপায়িত হইয়া, নামিয়া আসে ধরাপৃষ্ঠে জগতের সমভূমিকায় এবং সেই ভক্তি-ধর্মের পরমাবস্থা বা পূর্ণ প্রকাশ প্রদর্শিত হয়. প্রতিকল্পে একবার, পূর্ণপ্রভাবান্বিত মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের পূর্ণোদয়ের ন্যায় ব্রহ্মার দিবসের প্রায় মধ্যাহ্নকালে— ভক্তিধর্মের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি সীমারূপে।

উক্ত সর্ববেদসার, স্বয়ং-ভগবৎপরা রাগাত্মিকা ভক্তি বা 'ব্রজপ্রেম-ধর্ম'; তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ— স্বয়ং ভগবান্ কর্তৃক প্রপঞ্চে পূর্ণরূপে প্রদর্শিত

---

১ "রাগভক্তি, বিধিভক্তি—হয় দুইরূপ। স্বয়ং ভগবত্ত্বে, ভগবত্ত্বে প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং ভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদ দেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥"
—(শ্রীচৈঃ ২।২৪।৮১-৮২)

২ "পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে—" (শ্রীভাঃ ৩।৪।১৩)

হয়,— জীবের সাধ্যের সীমারূপা ও সৃষ্টির প্রারম্ভে কথিতা সেই সর্বাদিবাণী,— ব্রজলীলায় রূপায়িতা হইয়া।

তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত জগতের প্রকৃষ্ট চেতনা সম্পাদন এবং তদ্রহস্য উদ্‌ঘাটন ও সেই রাগানুগা ভক্তির অবধি পর্যন্ত জগতে নির্বিচারে অজস্রভাবে প্রদানের নিমিত্ত, সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষে, সর্বভক্তশিরোমণি শ্রীরাধারাণীসহ একীভূত হইয়া, সগণ শ্রীগৌর-কৃষ্ণরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন,— উক্ত দ্বাপরের ঠিক পরবর্তী কলিযুগে। বর্তমান যুগই সেই অসাধারণ কলিযুগ। কল্পকাল মধ্যে চিরদিন অপ্রকাশ্য ও অন্যের— এমন কী অপর কোন ভগবদবতার কর্তৃক অদেয় যাহা,—সেই 'রাগভক্তি', কেবল তৎকালেই তৎপ্রবর্তিত— অত্যাশ্চর্য নামকীর্তনরূপ এক অলৌকিক যূথিকারাশির প্রবল ঝটিকার সহিত ব্রজপ্রেমরূপ দিব্য মহামুক্তার অজস্র বর্ষণে, ভক্তিবিরলা বসুন্ধরা হইয়া উঠেন— বিপুলা সম্পদময়ী ও পরমা ধন্যা। কল্পকাল মধ্যে জগতের ইতিহাসে যাহা কল্যাণতম ঘটনা।

যেমন বর্ষা ব্যতীত অপর সময়ে, সুদূরের নদী হইতে কলস ভরিয়া জল আনিতে হয় বহু আয়াস স্বীকারে, কিন্তু বর্ষা সমাগমে প্লাবন আরম্ভ হইলে, সেই বিস্তীর্ণা নদী, নিজেই গৃহে গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, স্থানাস্থান পাত্রাপাত্র নির্বিচারে সকল জলপাত্রই পূর্ণ করিয়া দিয়া, সর্বদিকে প্রবাহিতা হয়, সেইরূপ সগণ সেই শ্রীগৌরকৃষ্ণের আবির্ভাব-কালেই, তৎপ্রবর্তিত শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনের মহামেঘগর্জনের সহিত ব্রজপ্রেমের অজস্র বর্ষণে ধরণীর বুকে সৃজন করে এক মহা প্লাবন। যাহা ভক্তিবিরল জগতে প্রেমবন্যা সৃজন করিয়া, স্থানাস্থান, পাত্রাপাত্র, দেয়াদেয় নির্বিচারে প্রদত্ত হয় তৎকালীন সর্বজীবে।

তৎপ্রদত্ত এই ব্রজপ্রেমোদয়ের পরম উপায় বা একমাত্র মুখ্য অভিধেয়— তৎপ্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন। যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনকে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের যুগধর্মরূপে অগ্রে করিয়া স্বয়ং শ্রীনামী

প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়া থাকেন;[১] এবং তদীয় জন্ম-লীলা-কালে গগনে চন্দ্রগ্রহণের সঙ্কেতে সর্বজনে প্রদত্ত হয় 'নামগ্রহণ-সামর্থ্য'—তদীয় অচিন্ত্য কৃপাবৈশিষ্ট্যে। এই হেতু বর্তমান যুগের যুগধর্মরূপে শ্রীনামকীর্তনকে অগ্রে করিয়া, স্বয়ং শ্রীনামী যে কালে প্রপঞ্চে প্রকট হয়েন,— সেই চন্দ্রগ্রহণকালে সর্বজনের বাগিন্দ্রিয়ে সহসা শ্রীনামের আবির্ভাব হইল, তৎপূর্বে গ্রহণকালে সেখানে দান, যজ্ঞাদি শুভকর্মেরই অনুষ্ঠান দেখা যাইত। এমন কী! সেই শুভক্ষণে নামগ্রাহী জনের প্রতি বিদ্রূপ করিবার উদ্দেশ্যে বিধর্মীজনের মুখেও হরিনাম গৃহীত হইবার সংবাদ অবগত হওয়া যায়, তৎকালীন ইতিহাস হইতেই।[২]

শ্রীনাম স্বপ্রকাশ বস্তু। প্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়-সামর্থ্যে গ্রাহ্যবস্তু নহেন। ইন্দ্রিয় তৎসেবনে উন্মুখ হইলে স্বকৃপায় উহাতে স্ফুরিত হয়েন,—আবার নাও হইতে পারেন, আপন ইচ্ছায়।[৩] সেই স্বপ্রকাশ শ্রীনাম,

---

১ "হেন মতে প্রভুর হইল অবতার। আগে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রচার।"
—"সঙ্কীর্ত্তন সহিত প্রভুর অবতার। গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার॥" ইত্যাদি
(শ্রীচৈঃ ভাঃ। আদিখণ্ড। ২য় অধ্যায়)

"কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসঙ্কীর্ত্তন। এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে—সর্ব্বশাস্ত্র সার। কীর্ত্তন নিমিত্ত—গৌরচন্দ্র অবতার॥"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ। আদিখণ্ড। ২য় অধ্যায়)

২ "জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'। সেই ক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমি অবতরি।
প্রসন্ন হইল সর্বজগতের মন। 'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন।" —ইত্যাদি
—(শ্রীচৈঃ ১।১৩।৯৩)

৩ অতঃ শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ —(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ১।২।২৩৪) কিম্বা
"অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ স্বরূপ—দুইত সমান॥
নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দ স্বরূপ॥
দেহ দেহী, নাম নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ। জীবের ধর্ম-নাম-দেহ-স্বরূপ বিভেদ॥
অতএব কৃষ্ণনাম-দেহ-বিলাস। প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ॥"
—(শ্রীচৈঃ ২।১৭।১২৬-১২৯)

যাহা সত্যাদি যুগজনের পক্ষেও প্রায়শঃ প্রাপ্য হয়েন নাই, সেই নাম বর্তমান সময়ে যে ইচ্ছামাত্র যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল শ্রদ্ধাতেই নহে— হেলায়, সঙ্কেতে, পরিহাসে— যে কোন ভাবে গ্রহণের সামর্থ্য দেখা যায়,— ইহাই হইতেছে, শ্রীনাম হইতে অভিন্নাত্ম স্বয়ং নামী— শ্রীগৌরহরির অচিন্ত্য কৃপাবৈশিষ্ট্য— বর্তমান জগজ্জনের প্রতি।

সেই শ্রীনাম এতাদৃশ সহজলভ্য হইয়া, ইচ্ছামাত্র রসনায় উদয় হইবার সঙ্কল্পে সর্বজনের পক্ষে গ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইয়াছেন— শ্রীগৌর-প্রকটকাল হইতেই। তৎকালে সেই নাম গ্রহণের ইচ্ছার উদ্রেক মাত্র, যাহাদের রসনায় উহা স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল একবারও, অন্যকালে ও অন্যের অদেয়— 'ব্রজপ্রেম' তাহাদের অন্তরে তৎক্ষণাৎ বিকাশ পাইয়া, হরবিরিঞ্চির বাঞ্ছিত সৌভাগ্যসীমা লভ্য হইয়াছিল তাহাদের পরমাশ্চর্যরূপে।

ভাগ্যহত যাহারা উহা গ্রহণের ইচ্ছা না করিয়া তৎসম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিল, কিম্বা যাহারা উহাকে উপেক্ষা করিল, অথবা যাহারা উহার বিপক্ষ বা বিরোধী হইয়া তৎগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিল তাহাদেরও উদ্ধার লাভের কোনো বাধা থাকে নাই। যে-হেতু তৎকালে সমষ্টি-জীবোদ্ধার-সঙ্কল্প লইয়া শ্রীগৌরকৃষ্ণ প্রকটিত থাকায়, যাহারা ইচ্ছা করিল না নাম গ্রহণের, তাহাদেরও নামসঙ্কীর্তনধ্বনির স্পর্শমাত্রই, সংসারপাশ-বিমুক্তির সহিত পরমপদ প্রাপ্তির কারণ সঞ্চার হইয়াছিল। অধিক কথা কী, শ্রীগৌর-লীলাকালে নামাপরাধেরও বিচার না রাখিয়া, যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র, দেয়াদেয় নির্বিচারে সর্বজীবোদ্ধার কার্য, যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।[১]

---

১ নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন,—বহে অশ্রুধার।
—(শ্রীচৈঃ ১।৮।২৭)

কিম্বা—

মাগে বা না মাগে কেহ—পাত্র বা অপাত্র। ইহার বিচার নাহি, জানে 'দিব' মাত্র॥
(শ্রীচৈঃ ১।৯।২৭)। উক্ত পরিচ্ছেদে কল্পবৃক্ষ বর্ণন দ্রষ্টব্য।

সত্যাদি প্রত্যেক যুগেরই চতুষ্পাদ সাধারণ নৈতিক ধর্ম হইতেছে— সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান। সত্যযুগের এই চতুষ্পাদ নৈতিক ধর্মই ত্রেতাদি অপর যুগত্রয়ে— যথাক্রমে এক এক পাদ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া, তদ্বিরুদ্ধ— মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহরূপ চতুষ্পাদ অধর্মের, এক এক পাদ প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ সত্যযুগে অধর্মশূন্য উক্ত চতুষ্পাদ ধর্মই বিদ্যমান থাকে। ত্রেতাযুগে— ত্রিপাদ ধর্ম ও একপাদ অধর্ম, দ্বাপর যুগে— দ্বিপাদ ধর্ম ও দ্বিপাদ অধর্ম এবং কলিযুগের প্রথমে— একপাদ ধর্ম ও ত্রিপাদ অধর্ম। কলির শেষে ধর্মশূন্য হইয়া, চতুষ্পাদ অধর্মেই পূর্ণ হইয়া যায়।[১]

কর্ষিত ভূমির উপর যেমন রোপিত বৃক্ষসত্তা সুরক্ষিত হইয়াই ফলপ্রদ হয়, সেইরূপ উক্ত নীতিমূলক ধর্মের কর্ষিত ক্ষেত্রের উপর সত্যাদি চতুর্যুগেই সাধনমূলক যুগধর্মের আবির্ভাব— সেই সেই যুগজনের বিশেষ সাধনার জন্যই হইয়া থাকে। কলিযুগ উক্ত নৈতিক ধর্মহীন হওয়ায়, সাধনমূলক কোন যুগধর্মের আবির্ভাবের পক্ষে কলিযুগ অযোগ্য বলিয়া, অন্যনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ— স্বতন্ত্র সর্বাধিক প্রভাবান্বিত যাহা,— সেই শ্রীহরিনামকীর্তন কলিযুগের একমাত্র যুগধর্মরূপে বিহিত হইয়াছে— শ্রীহরির বিশেষ কৃপার ব্যবস্থায়।[২]

মৃতের পক্ষে একমাত্র পরমৌষধি— মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায়, কলিহত জনের পক্ষে শ্রীনামকীর্তনরূপ যুগধর্মই সর্বশক্তিশালী মহামহৌষধিরূপে কলিযুগকে ধন্য করিবার জন্য, কৃপায় প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, সর্বাধম কলিযুগকে সর্বোত্তম করিবার উদ্দেশ্যে।

---

১ শ্রীভাঃ ১২।৩।১৮-২৪ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২ নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত ১১।২০৪ স্কান্দবাক্য।

অর্থ,— শ্রীহরির নামকীর্তনে দেশ, কাল বা অবস্থা বিষয়ে শুদ্ধির অপেক্ষা নাই; ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সর্বাভীষ্টপ্রদ।

সত্যাদি চতুর্যুগের সেই সাধনমূলক যুগধর্ম বিষয়ে শাস্ত্রে যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তৎ হরিকীর্তনাৎ॥
—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২)

ইহার অর্থ,— সত্যযুগে বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় ধ্যানদ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা ও দ্বাপরে অর্চ্চনদ্বারা যে-ফল লভ্য হয়, কলিযুগে কেবল শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই তৎসমুদয় ফল লাভ করা যায়। (অর্থাৎ, উক্ত যুগত্রয়ের যুগধর্ম-কৃত সমুদয় ফল, আনুষঙ্গিকরূপে ও তদধিক শ্রীহরিচরণে প্রেম-ভক্তিরূপ মুখ্যফল, কলিযুগের যুগধর্ম—শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এখন বিশেষ বিবেচ্য এই যে, —সত্যাদি অপর যুগত্রয়ে, সাধারণতঃ ভক্তিবিরল হইলেও, সেই সেই যুগজনের যুগধর্মেই অধিকতর নিষ্ঠা ও মোক্ষাবধিতেই পুরুষার্থবোধ থাকায়, তৎসাধনায় প্রবৃত্তি ও তৎপ্রাপ্তিতেই বিবেচিত হয় পূর্ণকাম বলিয়া নিজেদের।

ভক্তির সহায়তা ভিন্ন কোন সাধনার পক্ষেই সিদ্ধিদানে অসমর্থতা বশতঃ, সত্যাদি যুগে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চনরূপ যুগধর্মকে সিদ্ধি-দানের নিমিত্ত, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদি নবধা ভক্তির কোন এক বা একাধিক অঙ্গের সহিত সঙ্গ স্থাপন প্রয়োজন হইয়া থাকে, উক্ত যুগধর্মের পক্ষে। এই হেতু পূর্বোক্ত প্রকারে সহজলভ্য হইয়া, সগুণা ভক্তিকে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান থাকিবার আবশ্যক হয়— উক্ত চতুর্বর্গ পুরুষার্থের সাধনের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়া, উহাদের সিদ্ধিদানের প্রয়োজনে।

শ্রীনাম কিন্তু সর্বশক্তির সহিত সর্বযুগেই বিদ্যমান্ থাকেন, সাধারণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া। বিশেষতঃ সুদীর্ঘ পরমায়ু প্রাপ্ত ও সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী ধ্যান, ধারণা, যোগ-তপাদি সাধনার কঠোরতা

সহিষ্ণু উক্ত যুগজনের পক্ষে, অতি সহজসাধ্য শ্রীনাম গ্রহণে সে-রূপ প্রবৃত্তি না থাকায় এবং স্বপ্রকাশ শ্রীনামও তদবস্থায় তাঁহাদের দ্বারা গ্রহণীয় হইবার ইচ্ছা ও প্রয়োজন বোধ না করায়, উক্ত যুগজন কর্তৃক ভক্তিকে নিজ সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া সেই যুগধর্মের সাধন দ্বারাই নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির পক্ষে কোন বাধা থাকে না। তাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,— "তস্মাৎ ধ্যানাদি-সমর্থাস্তাঃ প্রজাঃ, জিহ্বৌষ্ঠস্পন্দনমাত্রস্য নাতি-সাধনত্বং ভবেদিতি মত্বা তন্ন শ্রদ্ধিতবত্যশ্চ।" —(ক্রমসন্দর্ভঃ। ১১।৫।৩৭)

অর্থ,— সেই হেতু ধ্যানাদি সমর্থ সত্যাদি ত্রিযুগের প্রজাগণ জিহ্বা ও ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রে গৃহীত সহজসাধ্য শ্রীনামকে সাধন বিষয়ে যথেষ্ট নহে বিবেচনায়, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হয়েন না।

উক্ত যুগত্রয়ে যেমন সাধারণতঃ নামগ্রাহীজনের একান্ত অভাব, সেইরূপ উহা কলিযুগ না হওয়ায় তৎকালে কলির অবিদ্যমানে, কলি-প্রভাবকৃত নামাপরাধেরও অভাব বুঝিতে হইবে। এই হেতু যদি কোন ভাগ্যে ক্বচিৎ কোন জন কর্তৃক কোন প্রকারে নাম গৃহীত হয়েন, তাহা হইলে শ্রীনামের মুখ্যফল যাহা, সেই কোটি মুক্তি হইতে দুর্লভ যে ভগবদ্ভক্তি, উহা লাভে ধন্যাতিধন্য হইবার পক্ষে কোন বাধাই হয় না— নামাপরাধশূন্য অপর যুগবাসীর পক্ষে। কিন্তু উক্ত যুগের ধার্মিক-জনের পক্ষেও যখন প্রায়শঃ নাম গ্রহণীয় হয়েন না, তখন ইতর জনের পক্ষে আর কি বলিবার আছে?

তথাপি নামাপরাধ-শূণ্য অন্য যুগে, স্বপ্রকাশ শ্রীনামের অচিন্ত্য মহামহিমার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—নামাপরাধ ব্যতীত অপর সর্বদোষযুক্ত কোন অধম জন কর্তৃক যদি কোন প্রকারে নাম গৃহীত হইবার মহাভাগ্যোদয় হয়— শ্রীনামেরই কৃপায়, তাহা হইলে উক্ত যুগের চতুর্বর্গীয় ধার্মিক জনেরও দুষ্প্রাপ্য গতি লাভ করিবার পক্ষে কোন বাধা হয় না, সেই ব্যক্তি যতই অধম হউন না কেন।

তবে তৎসহ ইহাও বুঝিতে হইবে যে,—যে-যুগে যুগধর্ম-যাজনকারী ধার্মিক জনেরও নাম গ্রহণে আগ্রহ থাকে না সেখানে শ্রীনামের বিশেষ কৃপা ব্যতীত, সর্ব-ধর্ম-বর্জিত অধম জন কর্তৃক নাম গ্রহণের সম্ভাবনা কোথায়? ইহা কেবল সর্বযুগেই নামাপরাধশূন্য ক্ষেত্রে শ্রীনামের অচিন্ত্য ও সর্বাধিক মহামহিমা প্রকাশের দৃষ্টান্ত মাত্র।

অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতাঃ॥
সর্বধর্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্বেঽপি ধার্মিকাঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত পাদ্মোক্তি। ১১।৪০৬)

ইহার অর্থ,— যাহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞানবৈরাগ্যবর্জিত, ব্রহ্মচর্যশূন্য এবং সর্ব-ধর্মত্যাগী তাহারাও বিষ্ণুর নাম মাত্র উচ্চারণ করিয়াই অনায়াসে ধর্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভ যাহা, এতাদৃশী পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে।

তথাপি সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও, অপর যুগত্রয়েই শ্রীনামের সর্বোপরি মহামহিমা বিষয়ে সুবিজ্ঞ সারগ্রাহিজনের বিদ্যমানতায় তৎকর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম গৃহীত হইয়া, কোটি মুক্তি হইতেও সুদুর্লভ 'প্রেমভক্তি' লভ্য হইতে দেখিলেও, যুগধর্মসেবী— চতুর্বর্গার্থিগণের পক্ষে উহা লাভ করিবার জন্য কোনও আগ্রহ কিম্বা প্রয়োজনবোধ মনে জাগে না— তজ্জাতীয়া নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাবে। যে বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তবে ইহাও জ্ঞাতব্য যে,— অপর যুগত্রয়ে কচিৎ কোন শ্রীনাম সম্বন্ধে সুবিজ্ঞ ও শ্রদ্ধালুজন কর্তৃক নামগ্রহণে 'প্রেমভক্তি' লভ্য হইলেও উহার সীমা বিধিভক্তি পর্যন্তই। যেহেতু কেবল স্বয়ং ভগবৎ-প্রকটিত বর্তমান এই অসাধারণ কলিযুগেই তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন হইতে অভিব্যক্ত হয়— রাগভক্তির সীমা বা মধুরাখ্য ব্রজপ্রেম।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে এই যে,— সত্যাদি যুগত্রয়ের যুগধর্ম নামসঙ্কীর্তন না হওয়ায়, এবং শ্রীনামও স্বেচ্ছায় সহজগ্রাহ্য না হওয়ায়, তৎকালে প্রায়শঃ উক্ত যুগজনের পক্ষে চতুর্বর্গ পর্যন্তই সাধ্যের সীমা থাকা স্বাভাবিক হইতে পারে ; কিন্তু বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত বিশেষ কলিযুগ ভিন্ন অপর সর্বসাধারণ কলিযুগেরই যুগধর্ম যখন 'নাম'-কীর্তন বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন অপর কলিযুগেও নামকীর্তনের পূর্ণ ফল অবশ্যই লভ্য হওয়া উচিত,— যাহা বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগের প্রাপ্য। সুতরাং বর্তমান কলিযুগ হইতে অপর কলিযুগের পার্থক্য কি থাকিতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,— অধর্মপ্রবণ কলির প্রভাবেই, হতবিবেক ও প্রবল বহির্মুখতাপ্রাপ্ত কলিযুগজনের অধর্মাচরণেই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে,— যুগধর্মে প্রবৃত্তি না হইয়া। সুতরাং তাহাদিগকে নিজ আয়ত্তে আনিবার নিমিত্ত নিজ স্বাভাবিক প্রভাব ব্যতীত অপর কোন-রূপ কৌশল বা উপায় বিস্তারের প্রয়োজন হয় না— কলির পক্ষে।

তন্মধ্যে কোন ভাগ্যে যদি কাহারও যুগধর্মের আচরণে অর্থাৎ নামকীর্তনে প্রবৃত্তি হয়, সে-ক্ষেত্রেই কেবল কলির অপর অস্ত্র— 'নামাপরাধ' অর্থাৎ নামের অপ্রসন্নতা সৃজনের প্রয়োজন হয়, কলির পক্ষে কৌশল বিস্তার দ্বারা। যেহেতু কেবল নামাপরাধ ব্যতীত নামের অব্যর্থ ফলোদয়ে অপর কোন বাধা নাই। কিন্তু পাপপ্রবণ কলির স্বাভাবিক প্রভাবেই যখন সর্ব-সাধারণ কলিহত জন অধর্ম পঙ্কেই নিমজ্জিত, তখন কলির পক্ষে বিশেষ স্থল ব্যতীত অপর অস্ত্র— নামাপরাধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। অতএব অপর সকল কলি-যুগেই যুগধর্ম নামকীর্তন বিহিত হইলেও, প্রায়শঃ জনগণ কর্তৃক উহা গৃহীত না হওয়ায়, তৎফলে অচ্যুত শ্রীহরির চরণকমলে ভক্তিলাভ করাও সম্ভব হয় না— এ কথা শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবত হইতেই জানা যায় ;—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্।
প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৪৩)

ইহার অর্থ,— হে মহারাজ পরীক্ষিত, কলিযুগের জনগণ ব্রহ্মাদি ত্রিলোকপতিগণ কর্তৃক প্রণত পাদপদ্ম যাঁহার— সেই জগতের পরমগুরু ভগবান্ অচ্যুতের আরাধনায় প্রায়শঃ বিরত থাকিবে— পাষণ্ডগণ কর্তৃক বিভিন্ন মতবাদে প্ররোচিত ও বিভ্রান্তমতি হইয়া।

তাহার কারণ দেখাইয়া বলা হইয়াছে— যে নামকীর্তন হইতে শ্রীহরিপাদপদ্মে অমলা ভক্তির উদয় হয়, সেই হরিনাম গ্রহণে উন্মুখতা-হীন অলস ও অধর্মরত কলিহত জন উহা গ্রহণ করিবে না। যথা,—

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥
—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৪৪)

ইহার অর্থ,—যাঁহার নাম ম্রিয়মাণ, আতুর, পতিত, স্খলিত, কিম্বা বিবশ অবস্থায় গ্রহণেও মানব সকল কর্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, উত্তমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কলিহত জন সেই নাম সহ অচ্যুতের যাজনা করিবে না।[১]

সুতরাং অপর সকল কলিযুগেও, কলিহত জনগণের নিমিত্ত মৃতসঞ্জীবনীরূপ সর্বোত্তম মহৌষধ—শ্রীহরিনাম-কীর্তন প্রবর্তিত হইলেও, গলাধঃকরণে অক্ষম একান্ত মরণাপন্ন রোগী যেমন উত্তম

১ "অত্যন্ত-দুর্লভা প্রোক্তা হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে।"—
(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত, ১০।১০৮)

ঔষধ সেবনেও অসমর্থ হয়, সেইরূপ তৎসেবনে অসমর্থ কলিহত মুমূর্ষু জনগণ কর্তৃক প্রায়শঃ উহা গৃহীত না হইয়া সেই শ্রেষ্ঠতম জীবনোপায় পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে পারা যায় উক্ত শাস্ত্রোক্তি হইতে।

অপর সর্বসাধারণ কলিযুগের যুগাবতার হইতেছেন—আবেশাবতার অর্থাৎ কোন মহত্তম জীবে, শ্রীভগবানের শক্তি বিশেষের আবিষ্টতাকে 'আবেশ অবতার' বলা হয়।[১] তৎকর্তৃক সাধারণ কলিযুগে নামকীর্তন প্রবর্তিত হইলেও, তিনি সর্বসাধারণ্যে উহার গ্রহণ-সামর্থ্য প্রদায়ক না হওয়ায় এবং পাপ-প্রবণ কলির প্রভাবে ও প্রেরণায় জনগণের প্রায়শঃ অধর্মেই অত্যাসক্তি বশতঃ উহা গ্রহণীয় না হওয়ায়, এইহেতু সত্যাদি যুগের সুদুর্লভ, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবান্বিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন সর্বসাধারণ কলিযুগের যুগধর্মরূপে প্রকটিত হইয়াও, তৎমহিমা প্রকাশের সুযোগ না হওয়ায়, তৎপ্রকটেরও তেমন কোন সার্থকতা হয় নাই—তৎকালে। তথাপি শ্রীনামের মহামহিমাদি বিষয়ে সুবিজ্ঞ, সারগ্রাহী, সূক্ষ্মদর্শী মহাজনগণ কলিযুগের যুগধর্মরূপে সেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের আবির্ভাবের কথা স্মরণে কলিযুগকে বিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন।

"প্রণমিহ কলিযুগ—সর্বযুগসার।
হরিনাম-সঙ্কীর্তন যাহাতে প্রচার॥"

অতএব শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন যুগধর্মরূপে প্রকটিত সর্বসাধারণ কলিযুগেই কিন্তু কলিহত জন উক্ত প্রকারে নাম গ্রহণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত

---

১ জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥ —(লঘু ভাঃ, ১।১৮)
অর্থ,— যে সকল মহত্তম জীবে শ্রীভগবান ভক্তি, জ্ঞান অথবা শক্তিতে আংশিকরূপে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহাদিগকে আবেশ অবতার বলা হয়। যেমন নারদ, শেষ, সনকাদি।

হওয়ায়, উহার কুফলে শ্রীহরিভক্তিহীনতাও অনিবার্য হইয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ কলিযুগে 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণবতার' বিকাশ হওয়া দূরের কথা,—এমন কী "বৈষ্ণব"—এই নাম পর্যন্ত শ্রুতিগোচর হওয়া দুর্লভ বলিয়াই শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা,—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত, গারুড়ে ইন্দ্রবাক্য ১০।৬৫)

ইহার অর্থ,—কলিকালে 'ভাগবত' অর্থাৎ 'বৈষ্ণব' নাম পর্যন্ত দুর্লভ। কদাচ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ভাগবতপদ, ব্রহ্মরুদ্রাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট। একথা মদীয় গুরুদেব (বৃহস্পতি) কর্তৃক মৎ সকাশে কথিত হইয়াছে।

তথাপি যেমন ধীবর কর্তৃক জাল বেষ্টিত জলাশয়ে মৎস্যকুল ধৃত হইয়া পড়িলেও, কচিৎ কোন মৎস্য কোন ভাগ্য বলে সেই বেড়াজাল হইতে পরিত্রাণ লাভ করে, সেইরূপ কলি কর্তৃক, অপকৌশল বিস্তারের মধ্যেও মুক্ত থাকিয়া, কচিৎ কোন নিরপরাধ জন কর্তৃক শ্রীনাম গ্রহণে উহার মুখ্যফল—শ্রীহরিপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারিলেও, উহার সীমা 'বিধিভক্তি' পর্যন্তই জানিতে হইবে। যে বিধিভক্তি সঞ্চারিত ভক্তের সংখ্যা কোটি মুক্ত মধ্যেও একজন দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায়। সে বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

বাস্তবিক পক্ষে শ্রীচৈতন্য-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ ব্যতীত অপর কোন যুগেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের পূর্ণ সার্থকতা সম্পাদনের এবং মহা-মহিমা প্রদর্শনের পক্ষে, সুযোগ আসে নাই। শ্রীনামকে, অপর সর্বযুগেই অচিন্ত্য মহামহিমার সহিত অপ্রকাশ্য বা প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও, নিজ পূর্ণমহিমা প্রকাশের জন্য অপেক্ষায় থাকিতে হয়—বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগের। এই হেতু শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগের প্রধান ও প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে,—তদীয় কৃপায়

তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন, জনসাধারণের গ্রাহ্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার ফলে, এই যুগের সর্বজনই শ্রদ্ধায় বা হেলায়—যে ভাবেই হউক সেই নামগ্রহণে সমর্থ। যে নামগ্রহণসামর্থ্য অপর সর্ব যুগেই সুদুর্লভ। কল্পকাল মধ্যে সর্বযুগ হইতে বর্তমান কলিযুগের এই অসাধারণ বিশেষত্ব বশতঃ শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যং, কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যতে ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্র তৎ-প্রশংসেতি স্থিতম্।" —(ক্রমসন্দর্ভঃ ১১।৫।৩৬)

ইহার তাৎপর্য এই যে,—সকল যুগেই শ্রীনামকীর্তনের সমান সামর্থ্য হইলেও, উহা তৎকালে প্রায়শঃ গ্রহণীয় হয়েন না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগে, তদীয় কৃপা বিশেষে উহা জন-সাধারণের গ্রাহ্য হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ। এই হেতু মহাজন কর্তৃক কলিযুগের যে প্রশংসা, ইহা মুখ্যতঃ বর্তমান কলিযুগবিশেষেরই বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১]

অতঃপর কল্পান্তর্গত অপর সর্বযুগ ও সর্বসাধারণ কলিযুগ হইতে শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের অপর বৈশিষ্ট্য বিষয়ে উক্ত হইতেছে। যাহার উপলব্ধিতে বর্তমান যুগের বিশেষত্বের সহিত শ্রীচৈতন্যের পরতত্ত্বসীমারূপ অবতার বৈশিষ্ট্যেরও উপলব্ধি হইবে। অপর সাধারণ কোনও কলিযুগের এই বৈশিষ্ট্য নাই।

১। জগতে শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় দিবস বা আবির্ভাবকাল হইতে, তৎসহ বর্তমান কলিযুগের যুগধর্ম— শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনেরও আবির্ভাব। তৎকালে গগনে চন্দ্রগ্রহণের সঙ্কেতে, বর্তমান যুগের সর্বজনকে, কৃপা-বিশেষে অপর যুগের দুর্লভ শ্রীনামগ্রহণসামর্থ্য প্রদান। ইচ্ছামাত্রই

---

১ "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ"— ইত্যাদি। —(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৬)
অর্থাৎ— যে কলিতে কেবলমাত্র শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন দ্বারাই সকল স্বার্থ লাভ হয়; সারভাগী বিচারনিপুণ মহাজনগণ সেই কলিযুগকে সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন।

যে অধুনা সকলেই নামগ্রহণে সমর্থ,— ইহাই সেই স্বয়ং নামীর কৃপা-বিশেষের পরিচায়ক। অপর সাধারণ কলিযুগ সকলের সাধারণ যুগাবতারের পক্ষে নামসঙ্কীর্তন যুগধর্মরূপে প্রবর্তন সামর্থ্য থাকিলেও, সেই 'নাম' সর্বজনের গ্রহণ করিবার সামর্থ্য— এই অত্যাশ্চর্য কৃপা-বৈশিষ্ট্য শ্রীগৌরকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কোন কলিযুগাবতারের কিম্বা অপর কোন ভগবৎ স্বরূপের অধিকারভুক্ত নহে।

২। শ্রীগৌর-প্রকটিত এই অসাধারণ কলিযুগে তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-কীর্তনের মুখ্যফল— স্বয়ং-ভগবৎ বিষয়া 'রাগভক্তি' বা ব্রজপ্রেমের পরিসীমা। যাহা অপর কোন যুগে, কাহারও কর্তৃক কখনও প্রদত্ত হয় না— পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরকৃষ্ণ স্বরূপের প্রকট কাল ব্যতীত। নিত্যসিদ্ধ ব্রজমঞ্জরীর আনুগত্যে, মঞ্জরীভাবে শ্রীরাধাদাস্যই যে ব্রজ-প্রেমের সীমা। শ্রীনামেরও পূর্ণতম শক্তি ও সার্থকতা প্রকাশের অবকাশ হইতেছে,— শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ ও বিশেষ ভাবে শ্রীগৌর-প্রকট-কাল।

৩। শ্রীগৌর-প্রকটিত এই অসাধারণ কলিযুগেই, সর্ববেদ ও বেদান্তের সারার্থ— শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবতের আবির্ভাব,— পরীক্ষিত মহারাজের প্রায়োপবেশন উপলক্ষে। কলিকৃত নষ্টদৃষ্টি জনগণের পক্ষে, যে পুরাণ সূর্য সমুদিত হইয়া, জগতে ধর্মসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটে তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপে দেদীপ্যমান যে-ভাগবতে 'ভক্তি' বা ভাগবতধর্মেরই মুখ্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে, উহার প্রথমে উক্ত— বিধিভক্তির আধিক্যের অন্তরালে হেমকৌটানিহিত মহারত্নের ন্যায়, সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে— 'রাগভক্তি'। উহার অর্ধাংশেরও অধিক দশমস্কন্ধে, দশম-লক্ষ্যপদার্থ 'আশ্রয়'-তত্ত্বের বর্ণনায়, বিশেষভাবে 'ব্রজপ্রেম' বা 'রাগভক্তির' সীমা প্রদর্শিত হইয়াছে— শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে। নিত্য হইয়াও সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাদুর্ভাব, বর্তমান অসাধারণ কলি-যুগেরই প্রধান ধর্মশাস্ত্ররূপে। তাই শৌনকাদি মুনিগণ কর্তৃক সূর্য-

তুল্য ভাগবতকে 'অধুনা উদিত' বলা হইয়াছে।[১]

তৎপূর্বেও এই কলিযুগের প্রারম্ভে গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায়, শ্রীশুকমুখ-বিনির্গত যে ভাগবতী কথার নিরবচ্ছিন্ন সুধাধারায় নিমজ্জিত থাকিয়া, নিজ নিজ আত্মাকে পরিস্নাত করাইয়াছিলেন তৎকালীন সর্বশাস্ত্র-সুবিজ্ঞ ও বহুমতাবলম্বী প্রায় নিখিল মুনি-ঋষিবৃন্দ। যাহার শ্রবণের আবিষ্টতায়, নির্বাক ও নতশির শ্রোতৃবর্গ দেহ-দৈহিক বিষয় বিস্মৃত হইয়া, সপ্তাহকালব্যাপী অনশনে ও অনিদ্রায় যাপন করিয়াও কেহই বিন্দুমাত্রও ক্লান্তিবোধ করেন নাই,— পরীক্ষিত মহারাজের মতই। সর্ব দৈহিক ধর্মের জীবন স্বরূপ যে সর্বোত্তম আত্মধর্ম শ্রবণে, কাহারও মুখে একটি প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারিত হয় নাই— তন্মধ্যে বিভিন্ন মতবাদী বিদ্যমান থাকিয়াও। সুতরাং ইহা যে বর্তমান যুগের সর্ববাদী-সম্মত সর্বসার— সর্বজীবাত্মার প্রসন্নতাদায়ক পরম ধর্ম[২] তাহার অপর প্রমাণ অনাবশ্যক।

৪। আবার সেই শ্রীভাগবতোক্ত সর্ব-সারাৎসার 'রাগভক্তি' লাভের একমাত্র মুখ্য উপায় ও বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের যুগধর্ম যে— 'শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন',— শ্রীভাগবতশাস্ত্রও যে সেই নামপ্রধান পুরাণ, এ কথারও নিগূঢ়ভাবে প্রকাশ রহিয়াছে— "ইদং ভাগবতং নাম-পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।" (ভা° ১।৩।৪০)— এই ভাগবতীয় বাক্যে। ইহার সাধারণ অর্থ হইতেছে,— সর্ববেদতুল্য এই 'ভাগবত' নামক পুরাণ। উহার নিগূঢ় অর্থ জানা যায়, শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদের ব্যাখ্যা হইতে। "ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম— শ্রীভাগবত-সংজ্ঞং।

---

১ 'কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ। —(শ্রীভাঃ ১।৩।৪৩)

২ 'স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥ —(শ্রীভাঃ ১।২।৬)

অর্থ,— যে ধর্ম হইতে শ্রীভগবানে ফলাভিসন্ধি ও বিঘ্নশূন্য ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেই ধর্মই দেহী বা জীবাত্মার পরমধর্ম।

যদ্বা নামপুরাণং— নামপ্রধানপুরাণমিদমিত্যর্থঃ। সর্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নামমাহাত্ম্যপ্রতিপাদনাৎ।" (টীকা— হঃ ভঃ বিঃ ১০।২৮৫) ইহার অর্থ,— এই পুরাণের 'ভাগবত' নাম অর্থাৎ শ্রীভাগবত সংজ্ঞা। কিম্বা ইহার সর্বত্রই বিশেষভাবে ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হওয়ায় ইহা হইতেছেন—"নামপুরাণ' অর্থাৎ নামপ্রধান পুরাণ। তাই এই-শ্রীনাম-প্রধান শ্রীভাগবতে, আদি, মধ্য ও অন্ত্য— সর্বত্রই বিশেষভাবে শ্রীনাম মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখা যাইবে। গ্রন্থমধ্যে বহুস্থলে এবং উহার উপক্রমেই "আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ —" (১।১।১৪) ইত্যাদি বাক্যে এবং উপসংহারেও "নামসংকীর্তনং যস্য—" (১২।১৩।২৩)— ইত্যাদি শ্লোক হইতেই শ্রীভাগবতশাস্ত্র যে, স্বয়ং নামীপ্রধান (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথা প্রধান) হইয়াও, শ্রীনামী ও শ্রীনামের অভিন্নতা প্রদর্শক— 'নামপ্রধান' পুরাণও, ইহা প্রমাণিত হইয়া থাকে—সূক্ষ্মদৃষ্টির সমক্ষে।

৫। বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের সর্বপ্রধান শাস্ত্র— যাহা সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক উহা সর্বপ্রথম ব্রহ্মাকে শ্রীমুখে কথিত হইয়া, সাধারণতঃ 'বেদ' নামে ও সাধুজনের নিকট 'ভাগবত' নামে পরিচিত[১]— সেই শ্রীভাগবতোক্ত ধর্ম বা ভাগবত-ধর্মের যাহা ভগবৎ-

---

১ 'পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে, পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদি-সর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং, যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥' —(শ্রীভাঃ ৩।৪।১৩)
অর্থ,— সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা অর্থাৎ লীলাদি-ব্যঞ্জক পরমজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম, যে জ্ঞানকে সাধুগণ 'ভাগবত' বলিয়া-কীর্তন করেন। আবার স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই জ্ঞানই যে 'বেদ' তাহাই কথিত হইতেছে,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥ —(শ্রীভাঃ ১১।১৪।৩)

অর্থ,— মদাত্মক অর্থাৎ মন আমাতেই আবিষ্ট হয় এতাদৃশ মৎ বিষয়ক ধর্ম যাহা আমি আদিতে (ব্রাহ্মকল্পে) ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম, 'বেদ' নামক এই বাণী কালধর্মে লুপ্ত ও প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বিষয়া, তাহা 'বিধিভক্তি' এবং স্বয়ং-ভগবৎ-বিষয়া যাহা, তাহাই 'রাগভক্তি' নামে কীর্তিতা। তন্মধ্যে উক্ত বিধিভক্তি প্রবর্তিত হয় এই বিশেষ কলিযুগের প্রথমে। যে বিধিভক্তি— ভজনের মুখ্যফল— নিজ ভাবানুরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে, শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-বামনাদি ভগবৎ স্বরূপের পরিকরত্ব ও দাস্যভাবে তৎসেবা প্রাপ্তি। অন্যযুগের কোটি মুক্তির অধিকারী মধ্যেও দুর্লভ যে, একজন বিধিভক্তির অধিকারী, সেই সুদুর্লভা বিধিভক্তি অজস্রভাবে সঞ্চারিত হইবার কথা জানা যায় এই বর্তমান কলিযুগের প্রথমে। তখনও বর্তমান যুগের যুগধর্মরূপে শ্রীনাম-সংকীর্তন প্রবর্তিত না হওয়ায়, সুদুর্লভ সাধুসঙ্গকে স্রোতস্বিনীর মাধ্যমে সহজলভ্য করাইয়া, তৎসংযোগেই সুদুর্লভা বিধিভক্তি সঞ্চারিত করা হইয়াছে—বিপুলভাবে সাধারণ জনগণে। তৎকালে বৈকুণ্ঠপতি, শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎ স্বরূপ সকলের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ও পরিকরগণ জগতে প্রকটিত হইয়া যে-যে-স্থানে বসতি করেন তাঁহারা তৎসন্নিহিত নদীসকলকে তাঁহাদিগের অবগাহনাদি পবিত্র স্পর্শ দ্বারা এরূপ প্রভাবান্বিত করেন যে,— উক্ত নদীর জল পান করিবামাত্র, প্রায়শঃ মনুষ্যগণে হরিভক্তি সঞ্চারিত হইবার অত্যাশ্চর্য বার্তা অবগত হওয়া যায়, নিম্নোক্ত ভাগবতীয় শ্লোক সকল হইতে সুস্পষ্টরূপেই।

সত্যাদি চতুর্যুগের উপাস্য ও উপাসনা সম্বন্ধে নিমিমহারাজের প্রশ্নের উত্তরে, নবযোগেন্দ্রের অন্যতম শ্রীকরভাজন কর্তৃক কলিযুগের বর্ণনায়, সাধারণ কলিযুগ হইতে কোন এক অসাধারণ কলিযুগের বিশেষত্ব বুঝা যায়,—যাহা হইতেছে শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ। যথা,—

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥

যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবে-ঽমলাশয়াঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৭-৩৯)

ইহার অর্থ,— হে রাজন্, সত্যাদি যুগত্রয়ের জনগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। যে কলিযুগে জনগণ নারায়ণ পরায়ণ হইবেন। ৩৭

হে মহারাজ, কলিযুগে, কোন কোন স্থলে এবং দ্রবিড়দেশে বহুল পরিমাণে হরিভক্তজনের প্রাদুর্ভাব হইবে,— যে স্থানে মহাপুণ্যা, তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী, প্রতীচী ও মহানদী নামক স্রোতস্বিনী সকল বিদ্যমান। ৩৮

হে নৃপতে, সেই সকল স্থানের মনুষ্যগণ, এমন কী ঐ সকল পুণ্যতোয়া নদীর জলপান মাত্র, সুনির্মল হইয়া, প্রায়শঃ ভগবান বাসুদেবে ভক্তিমান হইবেন। ৩৯

উক্ত ভাগবতীয় শ্লোক হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে যে, এই বর্তমান যুগ সেই একমাত্র অসাধারণ কলিযুগ, যাহার প্রথমে উক্ত দ্রাবিড়াদি স্থানসকলে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্থ শ্রীনারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপ সকলের পার্ষদগণ, জগতে প্রকটিত ও তাঁহাদিগের কৃপাশক্তি-প্রাপ্ত শ্রী-মধ্ব-নিম্বার্কাদি-সম্প্রদায়ভুক্ত মহানুভব বৈষ্ণব আচার্যগণ কর্তৃক ভগবৎ-বিষয়া 'বিধিভক্তি' প্রবর্তিত ও অতি সহজ উপায়ে উহা বিপুলভাবে সঞ্চারিত হইয়া, তৎকালে মুখ্যতঃ 'নারায়ণপরায়ণ' হইবার মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল— জনসাধারণের পক্ষে। যাহা অন্য কোন যুগের ঘটনা নহে। বর্তমান যুগের প্রধান ধর্মশাস্ত্র শ্রীভাগবতোক্ত বিধিভক্তি প্রবর্তনের ইহাই প্রথম নিদর্শন।

ইহার পরবর্তীকালে, জগতে প্রবর্তিত হয়, সেই শ্রীভাগবতোক্ত 'রাগভক্তি',— যাহা স্বয়ং-ভগবৎ-বিষয়া এবং যাহার প্রবর্তনে, সেই শ্রীকৃষ্ণ— স্বয়ং-ভগবান্ ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার নাই। এই হেতু ব্রজলীলার অন্তে সেই শ্রীকৃষ্ণই আবির্ভাব বিশেষ শ্রীগৌরকৃষ্ণ-

রূপে, সর্বভক্তশিরোমণি শ্রীরাধিকাসহ একীভূত ও তদীয় ভাবকান্তি দ্বারা ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া, ধরায়— শ্রীনবদ্বীপধামে গণসহ প্রকট হইয়াছেন, বর্তমান এই বিশেষ কলিযুগেই। সকল অবতার মধ্যে স্বয়ং-ভগবৎ-স্বরূপের ইহাই একমাত্র 'ছন্ন' অবতার হওয়ায়[১] অবতার বর্ণন বিষয়ক প্রধান শাস্ত্র শ্রীভাগবতেও এই অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনা বর্ণনায়, সেইরূপ প্রচ্ছন্ন লক্ষণই অবলম্বিত হইয়াছে— "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৫।৩২) শ্লোকে। এইরূপ ছন্ন লক্ষণে নির্দেশ করা না হইলে, তদীয় একমাত্র ছন্ন অবতারত্ব সিদ্ধ হয় না। পূর্বোক্ত সকল অবতারের লক্ষণাদি ও তৎসহ স্পষ্টতঃ নামের উল্লেখ থাকিলেও, কেবল এই স্থলেই দেখা যায়, তদীয় নামের উল্লেখ না করিয়া কেবল 'কৃষ্ণবর্ণাদি' বিশেষণ দ্বারাই তাঁহাকে বিশেষিত অর্থাৎ তদীয় লক্ষণাদি নির্দেশ করা হইলেও, নাম-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞে তদীয় উপাসনা এই বিশেষ নিদর্শন হইতেই সুমেধা জন তাঁহাকে অন্য অবতার হইতে বিশেষিত করিয়া থাকেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়, উক্ত শ্লোক নিহিত 'সুমেধসঃ' শব্দের ইঙ্গিতে।[২]

আবার সেইরূপ, কেবল যুগবিশেষেই ভাগবতোক্ত বিধিভক্তির প্রথম প্রবর্তন বিষয়ে (ভাঃ ১১।৫।৩৮ শ্লোকে) দ্রবিড়াদি স্থানের স্পষ্ট উল্লেখ করা হইলেও, ভাগবতোক্ত তৎপরবর্তী "রাগভক্তি" প্রবর্তন ও প্রচারের প্রধান স্থান বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ না করিয়া, উক্ত শ্লোকেই "ক্বচিৎ ক্বচিৎ" এইরূপ অস্পষ্ট ইঙ্গিত দ্বারা ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে যে,— এই কলিযুগে, প্রথমে দ্রবিড়াদি দেশে যেমন সহজলভ্য হইয়া

---

১ "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।" —(শ্রীভাঃ ৭।৯।৩৮)
এই শ্রীপ্রহ্লাদ উক্তির প্রমাণে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত 'শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য কণিকা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

২ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" —(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩২)

বিধিভক্তি সঞ্চারিত জনগণকে বহুলভাবে নারায়ণপরায়ণ করিবে, সেইরূপ পরবর্তীকালে কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বিশেষভাবে গৌড় ও উৎকলে রাগভক্তি প্রবর্তিত ও উহা তৎকালে সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া জনগণকে বিপুলভাবে কৃষ্ণপরায়ণ করিবে।

এ-স্থলে বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে,— কলিযুগের ও বিশেষভাবে এই অসাধারণ বর্তমান কলিযুগের উপাস্য ও উপাসনা বিষয়ে বর্ণন করাই, শ্রীকরভাজনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তৎসহ অপর সকল কথাই সেই মুখ্য বিষয়েরই আনুষঙ্গিক বা পরিপোষকরূপে বলা হইয়াছে। উহা তদ্রূপ মনে না করিয়া, যদি স্বতন্ত্র বা পৃথক বিষয় বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে উহাতে অপ্রাসঙ্গিকতা দোষ আসিয়া পড়ে উক্ত ঋষিবাক্যে। আর্য-ঋষিবাক্যে এইরূপ কোন দোষ থাকিতে পারে না।[১] অতএব শ্রীকরভাজনোক্ত এই বিশেষ কলিযুগীয় সকল প্রসঙ্গই উক্ত মুখ্য বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যতীত কোন প্রসঙ্গই— স্বতন্ত্র নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে ঋষি করভাজনোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং —" (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে, যে একমাত্র ছন্নাবতারকে তদ্রূপ প্রচ্ছন্নতার আড়ালে রাখিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট তাৎপর্য হইতেছে এই যে,— পূর্ববর্তী দ্বাপরে অবতীর্ণ সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্, আবির্ভাব বিশেষে ভক্তভাবে ছন্ন হইয়া, শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপে এই বিশেষ কলিযুগে সগণ প্রকট হইয়া, তদ্বিষয়া রাগভক্তি যা ব্রজপ্রেম-সীমা জগতে প্রবর্তন করেন— তৎপ্রাপ্তির মুখ্য উপায়—শ্রীনামসঙ্কীর্তনের সহিত। তৎপ্রবর্তিত সেই 'নাম' ও 'প্রেম' বিশেষভাবে 'গৌড়' ও 'উৎকল' এই উভয়-স্থলে ও তথা হইতে উহা সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া, পাত্রাপাত্র নির্বিচারে তৎকালীন সর্বজীবকেই প্রদান করা হয়— 'কৃষ্ণপরায়ণতা'।

১ "আর্য ঋষি-বাক্যে নাহি দোষ এইসব।" —(শ্রীচৈঃ আদি ৭)

সৃষ্টির মধ্যে স্বয়ং স্রষ্টার অবতরণ এবং নিজ প্রেম নির্বিচারে সর্বজীবে বিতরণ,— ইহাই হইতেছে সৃষ্টির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম বা সর্বোত্তম মাঙ্গলিক ঘটনা। উক্ত 'ছন্ন' অবতার ও তৎপ্রবর্তিত নাম সঙ্কীর্তন, ইহাই হইতেছে যথাক্রমে এই অসাধারণ কলিযুগের মুখ্য উপাস্য ও তদীয় মুখ্য উপাসনা।

এই হেতু, উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং—" (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে যেমন ছন্ন-লক্ষণে উপাস্যের নির্দেশ করা হইয়াছে তেমনি সেই একই শ্লোকে তদীয় যাজন বা উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে,—"যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"— অর্থাৎ সুবুদ্ধিমান জনগণ সঙ্কীর্তনপ্রধান যজ্ঞে তাঁহার যাজন বা আরাধনা করেন। তাৎপর্য হইতেছে,— নাম-সঙ্কীর্তনই, তদীয় প্রধান পূজা-সম্ভার এই যুগে।

এই অসাধারণ কলিযুগে সেই স্বয়ং শ্রীনামী কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের তাই অসাধারণ মহামহিমা বিঘোষিত হইয়াছে সেই শ্রীভাগবতেই শ্রীকরভাজন-বাক্যে। যথা,—

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৭)

ইহার অর্থ,— জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রাম্যমান জীবের পক্ষে ইহা হইতে পরম লাভ আর কিছু নাই। যে সঙ্কীর্তন হইতে পরমাশান্তি লাভ হইয়া থাকে এবং সংসার নাশ যায়।

ইহার তাৎপর্য— ভক্তি-সাধারণকেই শ্রীভগবান্ কর্তৃক বলা হইয়াছে "উত্তম লাভ"। "লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ॥" —(ভাঃ ১১।১৯।৪০)। ভগবদ্ভক্তিই যখন "উত্তম লাভ" তখন, 'পরমলাভ' বলিলে, স্বয়ং-ভগবৎ বিষয়া "রাগভক্তিসীমা"কে বুঝিতে হইবে।[১] অর্থাৎ উক্ত নামসঙ্কীর্তন

১ যে রাগভক্তি দ্বারা স্বয়ং-ভগবন্মাধুর্য আস্বাদনের আবিষ্টতারূপ পরমলাভের সকাশে অপর লক্ষ লক্ষ লাভ নিষ্প্রয়োজনীয় হইয়া যায়। যথা "মে মনস্যাবিরাস্তা-

হইতে রাগভক্তি বা ব্রজপ্রেমসীমা লভ্য হইয়া থাকে,— কেবল এই কলিযুগেই।

উক্ত শ্লোকে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে— "নামসঙ্কীর্তন হইতে পরমাশান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।" জীবাত্মার প্রসন্নতার নাম "শান্তি"। তাই উক্ত হইয়াছে— 'যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।" —(ভাঃ ১।২।৬) অর্থাৎ যে ভক্তি হইতে আত্মার সুপ্রসন্নতা বা শান্তি সাধিত হয়। তাহা হইলে ভক্তিই যখন শান্তিবিধায়িনী, তখন পরমাশান্তি প্রদত্ত হয় যে নাম-সঙ্কীর্তন হইতে, তাহাকে "পরমাভক্তি" বা রাগভক্তিসীমা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল এই কলিযুগের নামসঙ্কীর্তন হইতে পরমাশান্তিকে সঙ্গিনী করিয়া— সেই রাগভক্তি বা ব্রজপ্রেমসীমারূপ "পরমলাভ" জীবের ভাগ্যে সংঘটিত হইয়া থাকে—যাহার আনুষঙ্গিক ও অতি তুচ্ছ ফলে জীবের অনাদি সংসার-পাশ বিমুক্ত হইয়া যায়।

পরিশেষে উক্ত "কৃষ্ণবর্ণং —" ইত্যাদি শ্লোকে "সুমেধসঃ" শব্দের ইঙ্গিত দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে যে,— অতীব নিগূঢ় ও রহস্যপূর্ণ এবং তাহার উপর ছন্ন বলিয়া, "সুমেধা" অর্থাৎ সূক্ষ্মদর্শী সুবুদ্ধিজনের পক্ষেই কেবল এই উপাস্য ও উপাসনা বিষয় গ্রহণযোগ্য হইবে। তাহা হইলে "কুমেধা" অর্থাৎ কলিহতবুদ্ধি জনের নিকট ইহা গ্রাহ্য হইবে না তৎসহ ইহাও বুঝিতে হইবে। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"সঙ্কীর্তন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত' সুমেধা,— আর কুবুদ্ধি সংসার।
কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সর্ব্বযজ্ঞ সার॥

—(শ্রীচৈঃ ১।৩)

আরও বিবেচ্য এই যে, পূর্ব যুগত্রয়ের উপাস্য ও উপাসনা সম্বন্ধে শ্রীকর-

---

মলং লক্ষ-লাভৈঃ।"—(দামোদরাষ্টক।৫।—এবিষয়ে বিশদ আলোচনা 'ভক্তিরহস্য কণিকা' গ্রন্থের ৪৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভাজন কর্তৃক তিন চারিটি শ্লোকের অধিক কাহারো বিষয় বলা হয় নাই। কিন্তু এই অসাধারণ কলিযুগের উপাস্য ছন্ন অবতার ও তদীয় মুখ্য উপাসনা— তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন বিষয়ে মহোল্লাসে বর্ণন করা হইয়াছে ত্রয়োদশাধিক শ্লোকে। ইহাই অনাদি সংসার ভ্রাম্যমান্ জীবের ভাগ্যে, কল্পকালের ইতিহাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাঙ্গলিক ঘটনা। তদ্দ্বারা ইহাও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে— বর্তমান কলিযুগের সেই অসাধারণত্ব।

তদীয় 'ছন্ন' লক্ষণ অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে এই অসাধারণ কলিযুগের উক্ত উপাস্যের নাম-ধামাদি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া, কেবল বিশেষণে ব্যক্ত করা হইলেও, তথাপি নামসঙ্কীর্তনরূপ তদীয় উপাসনার কথা সুস্পষ্ট প্রকাশ থাকায় বর্তমান যুগে তৎপ্রবর্তক— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত ইহা দ্বারা অপর কোন অবতারকে নির্দেশ করা যায় না। যে-হেতু শ্রীরাম-নৃসিংহ-বামনাদি অপর কোন শ্রীভগবৎস্বরূপ নামসঙ্কীর্তনের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট নহেন। অপর সাধারণ কলিযুগের যুগাবতার কর্তৃক যুগধর্মরূপে নামসঙ্কীর্তন প্রবর্তিত হইলেও, উহা তৎকালে প্রায়শঃ জনগণের গ্রহণীয় হয় না— ইত্যাদি পার্থক্য বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব এই অসাধারণ কলিযুগের মুখ্য উপাসনারূপে শ্রীনাম-কীর্তনের সুস্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা, উহার একমাত্র উপাস্য— শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকেই নির্দেশ করা হইয়াছে— সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবতে।

তাহা হইলে অপর সকল যুগ হইতে বর্তমান কলিযুগের এবং উহার উপাস্য ও উপাসনা বৈশিষ্ট্য সর্বভাবেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

৬। এই কলিযুগের অপর বৈশিষ্ট্য এই যে,— অপর কলিযুগে কলির প্রবেশ হইয়া থাকে দ্বাপর যুগ শেষ হইয়া কলিযুগের ঠিক প্রথম দিন হইতেই। কিন্তু বর্তমান কলিযুগের প্রথম পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবান্ জগতে প্রকট থাকায়, কলিকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে উক্ত পঁচিশ বৎসর। যে-দিন শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট

হয়েন, ঠিক সেই দিন-ই কলির প্রবেশ হয় এই ধরায়— ইহা জানা যায় শ্রীভাগবত হইতেই।[১]

কোন কার্যের প্রারম্ভে বাধা উপস্থিত হইলে, সে কার্য সুফলপ্রদ হয় না। এই যুগে কলির ভাগ্যে ঘটিয়াছিল তাহাই। জগতে তাহার প্রবেশ কালে উক্ত পঁচিশ বৎসর ব্যর্থ হওয়ায়, ইহাকে বিঘ্ন স্বরূপ মনে করিয়া কলি জগতে প্রবেশ করে কিঞ্চিৎ বিমনা অবস্থায়। অপর কোন কলিযুগেই প্রবেশ কালে কোনও বাধা পাইতে হয় না কলিকে। কলি-যুগের স্থিতিকাল ৪,৩২,০০০ বৎসর। তন্মধ্যে প্রথম ছত্রিশ হাজার বৎসর তাহার কার্যারম্ভের উদ্যোগপর্ব মাত্র। উহাকে কলির প্রথম সন্ধ্যাংশ বলা হয় শাস্ত্রে। নিজ অধিকার কালের উক্ত যৎসামান্য অংশের অপচয় হইলেও, উহা গ্রাহ্য না করিয়া, জগতে প্রবিষ্ট কলি অতঃপর কিভাবে তাহার অধর্মের জাল বিস্তার করা হইবে ইত্যাদি বিষয় সকল চিন্তা করিতে থাকে।

এইভাবে পরীক্ষিত মহারাজের রাজ্যকাল উপস্থিত হয়। তখন অধর্মবন্ধু কলি কর্তৃক পূর্বচিন্তিত বিষয় কিছু কিছু কার্যে পরিণত হইতে থাকে। পরীক্ষিত মহারাজের রাজত্বকালে ইহাই কলিকৃত প্রারম্ভিক ঘটনা। ইহার পর কলির পূর্বোক্ত অশুভ যাত্রার প্রথম কুফল প্রচুরভাবেই ভোগ করিতে হইয়াছিল কলিকে। যে দুর্ভোগ অপর কোন কলিযুগে কলির অদৃষ্টে ঘটে নাই।

মহারাজ পরীক্ষিত শ্রবণ করিলেন, তাঁহার রাজ্যে কলির প্রবেশ-হেতু অধর্মলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। তৎশ্রবণে দুষ্ট নিগ্রহার্থ তিনি চতুরঙ্গিনী সেনাসহ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া, আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রসিদ্ধ [illegible]ক্ষেত্রে, সরস্বতী নদীর সন্নিকটস্থ ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে। তথায় স্ব-কর্মরত কলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল সাক্ষাৎভাবে। তিনি দেখিলেন, কপট রাজবেশধারী এক শূদ্র কর্তৃক গো-মিথুন লাঞ্ছিত হইতেছে নির্দয়-

১ "যস্মিন্নহনি —" (শ্রীভাঃ ১।১৮।৩)

ভাবে। তন্মধ্যে কলির তাড়নায় অমল ধবল বৃষটির তিনপদ ভঙ্গ হওয়ায়, কোনরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে একপদে। গাভীটি বৎসহারা হইয়াও যজ্ঞহবিক্ষরা, কৃশা, দীনা ও উক্ত শূদ্রের পদাঘাতে আহতা ও অশ্রুসিক্তা হইয়াও তৃণ-ভক্ষণের ইচ্ছা করিয়া দুষ্ট কর্তৃক তাড়িত হইতেছে।

উক্ত দৃশ্য দর্শনে সুবর্ণমণ্ডিত রথারূঢ় মহারাজ পরীক্ষিত ধনুতে বাণ সংযোগ পূর্বক উহাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া, মেঘগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি নরাধম, এইরূপ নিষ্ঠুর অধর্মকর্মে নিযুক্ত হইতে সাহসী হইয়াছ, বোধহয় শ্রীকৃষ্ণসহ অর্জুন অপ্রকট হইয়াছেন জানিয়া। বর্তমানে আমার ধর্মরাজ্যে এই দুষ্কর্মের সমুচিত দণ্ড এক্ষণেই গ্রহণ কর।" আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়া কলি তখন সভয়ে কম্পিতকলেবরে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া ও মহারাজ পরীক্ষিতের চরণতলে পতিত হইয়া, সকাতরে প্রাণভিক্ষা করিল।

শত্রুও শরণাগত হইলে তাহাকে নিধন করা রাজধর্ম না হওয়ায়, প্রাণরক্ষার্থ সকাতর কলিকে তিনি বধ না করিয়া অবিলম্বে ব্রহ্মাবর্ত ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে আদেশ করিলেন। এ স্থলে 'ব্রহ্মাবর্ত' অর্থ হইতেছে— যে স্থলে যজ্ঞরূপ পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠিত হয়।[১] পরীক্ষিত মহারাজের সমস্ত রাজ্যব্যাপী পুণ্য যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ভূষিত ছিল,— সম্প্রতি কলি কর্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং পরীক্ষিত মহারাজের সমস্ত রাজ্যই 'ব্রহ্মাবর্ত'।

উক্ত আদেশ শ্রবণে কলি কহিল, "হে মহারাজ! আপনি সার্বভৌমাধিপতি। পৃথিবীর সকল স্থানই আপনার অধিকারভুক্ত। সুতরাং আমি যে স্থানেই যাইব, আমাকে বধোদ্যত ধনুর্বাণ হস্তে আপনাকে দেখিতে পাইব। অতএব আপনার শরণাগত আমার জন্য এমন কোন স্থান নির্দেশ করিয়া দিন, যেখানে আমি নির্ভয়ে সুস্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারি।[২]

---

১ শ্রীভাঃ ১।১৭।৩৩ (শ্রীজীবপাদ-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।) ২ শ্রীভাঃ ১।১৭।৩৬-৩৭।

তৎশ্রবণে পরীক্ষিত মহারাজ কলির বাসস্থানরূপে (১) দ্যূত (পাশাক্রীড়াদি জুয়াখেলা) ; (২) পান (মদ্যাদি) ; (৩) স্ত্রী (কামস্ত্রী) এবং (৪) সূনা (প্রাণীবধ) এই চারিপ্রকার অধর্মস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। অর্থাৎ উক্ত মদ্যাদি অবৈধরূপে ব্যবহারে যে অধর্ম ঘটে, অধর্মবন্ধু কলির ইহাই হইবে উপযুক্ত বাসস্থান।

অবৈধরূপে ব্যবহৃত উক্ত বিষয় চারিটি প্রকাশ্যরূপে অধর্মজনক জানিয়া, লোক তৎপ্রতি সহজে আকৃষ্ট হইতে না পারে, এই আশঙ্কায়, উক্ত স্থান প্রাপ্তিতেও কলি অতৃপ্ত হইয়া— অপর স্থান প্রার্থনা করায় পরীক্ষিত মহারাজ চিন্তা করিয়া পুনরায় কলির জন্য নির্দেশ করিয়া দিলেন— 'সুবর্ণ' অর্থাৎ 'অর্থ' বা 'ধন'। যাহা অযোগ্য বা অসংযত জনের আয়ত্তে আসিলে, সেই ধনমত্ততাই উক্ত চতুর্বিধ অধর্ম বিষয়ে সহজে ও স্বতঃই আসক্তি জন্মাইয়া দেয়। যাহার ফলে মিথ্যা, মত্ততা, কাম, হিংসা ও শত্রুতা প্রভৃতি দোষসকল আশ্রয় করিয়া, কলি কর্তৃক অধর্ম সৃজনের সহায়ক হইয়া থাকে প্রচুর ভাবে। সুতরাং কলি, 'সুবর্ণ'-রূপ পঞ্চম স্থান প্রাপ্ত হওয়ায় পরিতুষ্ট হইয়া নিজস্থানে বাসের জন্য প্রস্থান করিল।[১]

কলি উক্ত পঞ্চস্থানে অবস্থান করিয়াও কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই পরীক্ষিত মহারাজের শাসনকালাবধি।[২]

বর্তমান যুগে উক্ত পঞ্চস্থান কলির নিবাসরূপে নির্দিষ্ট থাকায় এবং তন্মধ্যে কলির ছদ্ম নিবাস 'সুবর্ণ' অর্থাৎ অর্থকেই আশ্রয় করিয়া কলির অপর চারিটি অধর্মালয়ের অতিথি হওয়ার অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক প্রবণতাহেতু, উন্নতিকামী বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ, বিশেষতঃ ধর্মপরায়ণজন, নৃপতি, জননেতা, গুরু বা ধর্মোপদেষ্টা—ইহারা অর্থদ্বারা উক্ত বিষয়চতুষ্টয়ের অবৈধ সেবন কামনা পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবেন—ইহাই শাস্ত্রনির্দেশ।[৩]

১ শ্রীভাঃ ১।১৭।৩৮-৩৯। ২ শ্রীভাঃ ১।১৮।৫ ৩ শ্রীভাঃ ১।১৭।৪১

যে মন্ত্রপূত সরিষা দ্বারা ভূত ছাড়াইতে হয়, সেই সর্ষপই ভূতগ্রস্ত হইয়া পড়িলে ভূত ছাড়াইবার পক্ষে আর কি উপায় থাকে? সেইরূপ যাঁহাদের আদর্শে জনসমাজ নৈতিক জীবন গঠন করিয়া ধর্মপথে পরমার্থের সন্ধানে পরিচালিত হইবে, তাঁহারাই অর্থাসক্ত ও ধনমদে কলিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে জনসমাজের সংরক্ষণের আর কি উপায় থাকে— কলির নিষ্ঠুর কবল হইতে? এই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রের উক্ত অনুশাসন।

অতঃপর পরীক্ষিত মহারাজ কলি-লাঞ্ছিত বৃষরূপী ধর্মের ভগ্নপদত্রয় (তপঃ, শৌচ, দয়া) সংযোজন করিয়া দিলেন;[১] অর্থাৎ তদীয় রাজ্যে পুনরায় তপস্যাদি নৈতিকধর্ম প্রবর্তিত হইল। গাভীরূপা ধরিত্রীকে সান্ত্বনা ও অভয় দান করিয়া, তাহা হইতে ক্ষরিত 'হবি'-রূপ উপকরণে যজ্ঞাদি কর্ম পূর্ণাঙ্গ করিয়া তাহাকে সম্বর্ধিত করিলেন।

নীতিমূলক তপস্যাদি চতুষ্পাদ ধর্মের ভিত্তির উপর সাধনমূলক চতুর্যুগীয় ধ্যানাদি যুগধর্মের বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

সত্যযুগে চতুষ্পাদ নৈতিকধর্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ধ্যান যজ্ঞাদি সাধনমূলক ধর্ম। ত্রেতাদি ক্রমে উহার এক এক পাদ ক্ষয় ও কলির প্রথমে ত্রিপাদ ও শেষে চতুষ্পাদই বিনষ্ট হইয়া, তৎস্থলে চতুষ্পাদই অধর্ম সৃজিত হয় কলির প্রভাবে।[২] এইজন্য কলিযুগে নৈতিক ভিত্তি না থাকায়, অপর যে কোন সাধনমূলক ধর্ম সে স্থলে নিষ্ক্রিয় হইবে বলিয়া, যাহা অন্যনিরপেক্ষ ও স্বপ্রভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ— সেই শ্রীহরিনামসঙ্কীর্তনকেই অনন্যগতি কলিযুগের যুগধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে শাস্ত্রে— করুণাময় শ্রীভগবানেরই ইচ্ছায় ও ব্যবস্থায়।

কলি উক্ত প্রকারে পরীক্ষিত মহারাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে বন্দীপ্রায় বাস ও তদীয় তিরোধানের পর, ক্রমশঃ নিজেকে নির্বিঘ্ন বোধ করিয়া পুনরায় সচেষ্ট হইল— ধনগর্বসঞ্জাত অবৈধ স্ত্রী, মদ্যাদি নিজ

১ "তপঃ শৌচং দয়া সত্যমিতি —" (শ্রীভাঃ ১।১৭।২৪)
২ ইদানীং............কলিঃ। —(শ্রীভাঃ ১।১৭।২৫)

প্রভাবকৃত অধর্ম বিস্তারের জন্য। এইরূপে কলির কার্য চলিতে থাকিলে তৎপরে বেদবহির্ভূত বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে জগতে।[১] প্রতি কলি-যুগেরই প্রথমে এই ধর্মের আবির্ভাব দর্শনে কলি অভ্যস্ত থাকায় এবং এই ধর্ম, সত্য ও সনাতন বেদানুগত্যে না হওয়ায়, ইহাকে স্বকার্যের অনুকূল মনে করিয়া, কলি সুস্থিরভাবেই নিজ পরিকল্পনা বিষয়ে কার্য-রত ছিল। উক্ত ধর্মের অভ্যুদয় জন্য কোনরূপ অস্বস্তি বোধ করিতে হয় নাই কলিকে।

উক্ত ধর্ম, জগতে নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে থাকিলে, তৎকালে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতাবলম্বী[২] আচার্য শঙ্কর-প্রবর্তিত ধর্মের জগতে অভ্যুদয় ঘটে। কলির পক্ষে এই যুগে ইহা অভিনব বোধ হইলেও, 'ব্রহ্মবাদ' প্রবর্তন প্রয়াসী শ্রীপাদ শঙ্কর কর্তৃক প্রচ্ছন্নভাবে 'মায়াবাদ' প্রবর্তন,[৩] ইহাকেও কলিকর্তৃক পূর্বোক্ত বৌদ্ধ-ধর্মের মতই নিজ অনুকূলে বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, অধর্মপ্রবণ কলিকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই এই ধর্মের আবির্ভাব জন্য।

এ-স্থলে ইহাও বিবেচ্য যে,—বেদকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া বৌদ্ধের স্বকল্পিত 'শূন্যবাদ' এবং বেদকে মানিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর-প্রবর্তিত 'মায়াবাদ' —ইহা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধেরই 'শূন্যবাদ' সদৃশ হওয়ায়, উভয় মতবাদই বেদ-বিরোধী সুতরাং নাস্তিকতা স্বরূপ হইতেছে। তাই উক্ত হইয়াছে— "বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয়ত' নাস্তিক। বেদাশ্রয়ে নাস্তিকতা বৌদ্ধেতে

১ বর্তমান কলিযুগে প্রবর্তিত ধর্মসকল মধ্যে মূল ও প্রসিদ্ধ কয়েকটি মাত্র ধর্ম-পরম্পরার উল্লেখ ও ইঙ্গিত মাত্র করা যাইতেছে। শাখা প্রশাখাদিরূপ অপর বহু ধর্ম ও-উপধর্মাদির আবির্ভাব ঘটিলেও, উহার উল্লেখ কিম্বা পারম্পর্য প্রদর্শন করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

২ শ্রীচৈঃ ২।৬।১৫২

৩ ইহার বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত 'ভক্তিরহস্য-কণিকা' গ্রন্থের ২৩৩ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় সংস্করণ।

অধিক ॥” (শ্রীচৈঃ ২।৬।১৫২)। সুতরাং উক্ত উভয় ধর্মমত-পরম্পরা জগতে প্রাদুর্ভূত হওয়ায়, ইহা দ্বারা জগতে প্রবিষ্ট কলির পক্ষে তৎকালে কোন-রূপ প্রাতিকূল্য সৃজন করে নাই।

তৎসহ ইহাও চিন্তনীয় যে,—স্থূল দৃষ্টিতে নির্ধারিত শুভাশুভ কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় না জগতে, সর্বমঙ্গলময় শ্রীভগবানের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য বা তৎপ্রেরণা ব্যতীত। সুতরাং তৎকালে পরম্পরায় উক্ত উভয় ধর্মের অভ্যুদয়ে, কলির পক্ষে স্বকার্য পরিচালনার পক্ষে কোন অন্তরায় না ঘটিলেও, উহার প্রবর্তন তৎকালে ধর্ম সম্বন্ধে জনগণের বিকৃত মনোভাবের সংস্কার জন্য প্রয়োজন ছিল— সূক্ষ্মবিচারে। অতএব উহা শ্রীভগবানেরই অনুমোদিত। এই হেতু শ্রীবুদ্ধদেব শাস্ত্রসম্মত শ্রীভগবানের আবেশাবতার এবং শ্রীপাদ শঙ্কর, ভক্তশ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ শঙ্করের অবতার বিশেষ হইয়াও[১] শ্রীভগবানের উক্ত সময়োচিত অভিপ্রায়ের আনুকূল্য করিয়া, ভগবদানুগত্যই স্বীকার করিয়াছেন শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকৃষ্ট ভক্তজনোচিত ভাবে। তাই ভক্তির আশ্রয়ে নিজ পরিতৃপ্তির জন্য, তৎকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি ভগবৎ-বন্দনা সকল ও মহাভারতোক্ত সহস্রনাম-স্তোত্রের ভাষ্যরচনা প্রভৃতি নিজের পক্ষে প্রকৃষ্ট ভক্তজনোচিত শ্রীভগবৎ ও তন্নামাশ্রয়তারই পরিচায়ক।

এইরূপে কলি নিশ্চিন্তমনে অধর্ম প্রবর্তনে নিযুক্ত থাকা কালেই, সহসা বেদাদি শাস্ত্র-সার শ্রীভাগবতে ‘পরমধর্ম’ রূপে বিনির্ণীত যাহা, পূর্বকথিত— কোটি মুক্ত হইতেও গরীয়সী সেই প্রথমোক্ত বিধিভক্তির এক বিরাট প্লাবন, সিন্ধুত্থ তরঙ্গের ন্যায় আসিয়া পড়িল জগতের উপর, কলির নিতান্তই অপ্রত্যাশিতরূপে। যাহা অপর কোন কলিযুগেই দৃষ্ট হয় না কলির পক্ষে। সহসা এই অঘটন সংঘটিত হইতে দেখিয়া, প্রবেশ-কালের প্রথম বাধার কথা কলির স্মরণে আসিয়া, এই দ্বিতীয় বাধায় বিশেষভাবে সন্ত্রস্ত ও নিরুৎসাহ করিয়া দিল কলিকে।

১ “বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।” —(শ্রীভাঃ ১২।১৩।১৬)

তৎকালে ভক্তিরূপ পরমধর্মের সেই প্লাবন মধ্যে, অধর্মস্বরূপ কলিকে কোনরূপে থাকিতে হইয়াছিল আত্মগোপন করিয়া। মায়া-কবলিত অসংখ্য জীবের পরমা গতি দান করিয়া পরে উহার প্রভাব ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিলে, কলি বহির্গত হইয়া, তৎকালীন জন-সমাজের অন্তরে মায়া কর্তৃক পুনরায় বিষয়ভোগেচ্ছার বীজ অঙ্কুরিত করাইতে দেখিয়া, শিকার-সংগ্রহ-প্রয়াসী হৃষ্ট কলি, উহাতে তদানু-কূল্যরূপ জলসেচন পূর্বক বিষয়ভোগাভিনিবেশরূপ নিজ জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া রহিল, যাহা জীবকে অধর্মরত করাইয়া নিজ অধীনে রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। এইরূপে কলির প্রভাব, কেবল তৎকালীন জন-সাধারণ মধ্যেই নহে,— পূর্বাচার্যগণ-পরম্পরায় প্রাপ্তাধিকার তৎকালীন নবীন ধর্মাচার্যগণের মধ্যেও অনেকেই উহা সঞ্চারিত হওয়ায়, পরমার্থ অপেক্ষা, সুখ-সম্পদ-প্রতিষ্ঠাদি ব্যবহার বিষয়েই অধিকতর আগ্রহশীল করিয়াছিল তাঁহাদের। ভক্তিশাস্ত্রানুশীলন হইতেও তর্কাদি বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতাকেই অধিকতর যোগ্যতা মনে করিয়া, বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণ মধ্যে পরপক্ষের মতবাদ খণ্ডনাদি প্রয়াসকেই, নিজ ভজন সাধন হইতে অধিকতর প্রয়োজন বোধ জাগিয়াছিল অন্তরে, সেই কলির প্রভাবেই।

উক্ত প্রকারে আরও দীর্ঘদিন ধরিয়া কলি নিশ্চিন্তমনে নিজ শিকার সংগ্রহে নিযুক্ত ছিল পূর্ণোদ্যমে। অতঃপর শ্রদ্ধা-ভক্তির আচার প্রচারাদি লক্ষণ সকল স্তিমিত হইতে হইতে আসিল প্রায় নির্বাপিত হইয়া। স্রোতস্বিনীর খর প্রবাহ স্তিমিত হইয়া আসিলে, উহাতে যেমন শৈবালাদি বিবিধ জঞ্জাল জন্মাইতে দেখা যায়, সেইরূপ ভক্তির প্রবাহ মন্দীভূত হইয়া আসিলে, তৎস্থলে দেখা দিল বিষহরি মঙ্গলচণ্ডীর গান, বাশুলীর পূজন, মনসার ভাসান প্রভৃতি অপধর্ম। যাহাতে আকৃষ্ট নরনারীর বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হইয়া যাইত তৎশ্রবণের আগ্রহে। শ্রীহরিভজন-কীর্তনাদির প্রায় কোন সন্ধান মিলিত না সেই দিনে—কলির সেই প্রবল বিক্রমের মধ্যে। কচিৎ কোন ভক্তজন

দৃষ্ট হইলে সাধারণের বিদ্রূপ বা উপহাসের বস্তুরূপে গণনীয় হইতে লাগিল।[১]

ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়া চলিল প্রমত্ত কলি তাহার অধর্মের জাল বিস্তার করিয়া। সৃজন করিল জনসমাজে সাধনার নামে বামাচার, পঞ্চ-'ম'-কার প্রভৃতি অনাচারের আবর্জনা—যাহার দূষিত বাষ্প, বিষাক্ত ও কলুষিত করিয়া তুলিল সমাজদেহকে।

এইরূপে মদ-দর্পিত কলি, মনে করিল এই যুগের যুগদেবতার আসনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও নির্বাধ বলিয়া। সকল দিকেই বিস্তার করিতে লাগিল নিজ প্রভাব পূর্ণরূপে। অন্য কলিযুগে চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর ধরিয়া, তাহার যে প্রভাব ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণ হইয়া শেষ কলিতে প্রাপ্ত হয় উহার পূর্ণসীমা, এবার পূর্বোক্ত উভয় প্রতিবন্ধ অতিক্রান্ত ও পুনরায় নিজ প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়া, দর্পিত কলি, সেই শেষ কলির পরিপূর্ণ বিক্রম, এই যুগের প্রারম্ভেই প্রয়োগ করিতে লাগিল, পূর্ণোদ্যমে। যাহার ফলে কলির প্রভাব ক্ষয় হইয়া অকালে তাহাকে বিদায় লইতে হইবে—নিজ অবশিষ্ট শাসনাধিকার কালের সকল আশা পরিত্যাগ করিয়া। প্রমত্ত কলির পক্ষে একথা অজ্ঞাত থাকিলেও, সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের ইহাই অভিপ্রেত। যেহেতু কলি-পরিত্যক্ত এই কলিযুগের অবশিষ্ট চারি লক্ষ বর্ষাধিক কালে, কল্পকাল মধ্যে জীবজগতের পরম মঙ্গলোদয় যাহা, সেই শুদ্ধসত্ত্ব যুগ বা প্রেমযুগের অভ্যুদয় হইবে — অসাধারণ ছন্ন যুগাবতার শ্রীগৌরকৃষ্ণ কর্তৃক এই অবশিষ্ট অসাধারণ কলিযুগে। যাহার জন্য পরবর্তী সত্যযুগজনেরও এই বিশেষ কলিযুগে জন্মগ্রহণ প্রার্থনীয় ও বরণীয় হইবে।[২]

পূর্বোক্ত প্রকারে কলি নিজ প্রভাব অকালে প্রদর্শন করাইয়া,

---

১ "ধর্ম-কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে। মঙ্গল চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।" —(শ্রীচৈঃ ভাঃ। আদি। ২য় অঃ)

২ "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্.........নারায়ণপরায়ণাঃ॥" —শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৮

দুর্জনকে বর্ধিত ও সাধুজনকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতে লাগিলে।[১] জগতে প্রবেশকালে যাঁহার ভয়ে কলিকে তাহার অধিকারকালের পঁচিশ বৎসর বাহিরে অপেক্ষা করিয়া, উহাকে নিজের অশুভ যাত্রা বলিয়া মনে করিতে হইয়াছিল; পুনরায় নিশ্চিন্ত কলির এই উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যে আবার সহসা সেই শ্রীকৃষ্ণকেই, সগণে শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপে প্রকটিত দেখিয়া এবার প্রমাদ গণিতে হইল প্রমত্ত কলিকে। গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতে প্রতিরাত্রে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বকার্যে নিযুক্ত অবস্থায়, যদি কোন এক অপ্রত্যাশিত রূপে গৃহস্বামী— গৃহাগত হয়েন, তদবস্থায়, তস্কর যে-রূপ কেবল আত্মরক্ষার্থ চিন্তিত হইয়া, কোনরূপে অবস্থান করে অতি সংগোপনে, তৎকালে কলিরও অবস্থা হইয়াছিল ঠিক তদ্রূপ। এদিকে স্বয়ং-ভগবান্ সগণে আবির্ভূত হইয়া, সঙ্কীর্তনরূপ মেঘগর্জনের সহিত, অন্য কালে ও অন্যের অদেয় 'ব্রজপ্রেম' অজস্র বর্ষণে জগৎ প্লাবিত ও তৎফলে—তৎকালীন সর্বজীবকে সংসার ও কলির পাশ বিমুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন স্ব-ধামে। তৎকালে, খোল করতালের সেই উচ্চ ধ্বনির মধ্যে শমনকেও যখন সন্ত্রস্ত অবস্থায় থাকিতে হইয়াছিল আত্মগোপন করিয়া, তখন কলির পক্ষে আর কি কথা ?[২]

এইভাবে সর্বজীবের উদ্ধার সাধন করিয়া, এই অবশিষ্ট কলি-যুগের জীব উদ্ধারের পরম উপায় স্বরূপ, শ্রীহরিনাম-বীজ সর্বজগতে বপন করিয়া শ্রীগৌরহরি প্রস্থান করিলেন স্বধামে। সেই সঙ্গে সর্বজনের প্রতি সতর্কতামূলক উপদেশ রহিল তাঁহার, — তদীয় অপ্রকটে কলি প্রভাব-কৃত 'নামাপরাধ' বর্জন পূর্বক সর্বদা শ্রীনাম গ্রহণের জন্য। নামগ্রাহী

১ বিষ্ণুভক্তি-শূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥— (শ্রীচৈঃ ভাঃ। আদি। ২য় অঃ)

২ "ডাকিয়া হাকিয়া, খোল করতালে, গাহিয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়া কপাট হানিল দ্বারে॥"
—(প্রেমানন্দের মনঃশিক্ষা ১)

জনের প্রতি কলি-প্রযুক্ত এই চরম অস্ত্রের প্রতিকার নিমিত্ত প্রয়োজন — সতত 'নামাশ্রয়-দুর্গে' অবস্থান; অর্থ্যাৎ নামাশ্রয়ী বা নামপরায়ণ হওয়া।[১] সে বিষয়ে শাস্ত্রেও উপদিষ্ট হইয়াছে,—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলি যুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্॥

—(শ্রীহরিভক্তি বিঃ-ধৃত-১১।১৭৩। বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ, —এই ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনাম-পরায়ণ, তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ; নিশ্চয় কলি তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না।

অতঃপর কলি বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, এবার তাহার অশুভ যাত্রার ফল পূর্ণরূপেই ফলিয়াছে। এই যুগে তাহার অধিকার কাল শেষ হইয়াছে। জগৎব্যাপী রোপিত প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইবার পূর্বেই তাহাকে বিদায় লইতে হইবে—ইহা সুনিশ্চিত। যেহেতু স্বয়ং-ভগবান্ কর্তৃক নামপ্রেম সঞ্চারিত জগতে পাপপ্রবণ কলির পক্ষে কোন স্থান থাকিতে পারে না। সুতরাং অকালে কলিরও যে এই জগৎ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবার আদেশ হইয়া গিয়াছে, ইহা কলি নিজেই বুঝিতে পারিল। মৃত্তিকা মধ্যে রোপিত বীজ যেমন কিয়ৎকাল তন্মধ্যে অদৃশ্য থাকিয়া পরে যথাকালে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বিশ্বব্যাপী রোপিত প্রেমবীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবার এই অতি অল্প অবশিষ্ট কাল মধ্যে তাহাকে নিজ অধিকার ছাড়িয়া বিদায় লইতে হইবে— বিশ্বব্যাপী সেই নাম ও প্রেমধর্মের উদয়াবকাশ দিয়া, এই কলিযুগের অবশিষ্ট চারি লক্ষাধিক বৎসর অবধি। যাহা এই কালের অধিকার সীমা —তৎপরে পুনরায় সত্যযুগের আরম্ভ।

উক্ত অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হওয়ায়, কলি একেবারে ক্ষিপ্ত

১ 'নামাশ্রয়' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত "ভক্তিরহস্য-কণিকা" গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

হইয়া উঠিল, তাহার সকল প্রভাব একীভূত করিবার জন্য। শ্রীচৈতন্যের শ্রীচরণ-স্পৃষ্ট ধরিত্রী তদীয় শ্রীচরণ হইতে যতই অধিকতর দূরবর্তিনী অর্থাৎ তদীয় অপ্রকটকাল হইতে যতই অধিক দিন গত হইতে লাগিল, কলির প্রতাপ ততই দেখা দিতে লাগিল প্রবলতররূপে।[১] প্রদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে যেমন একবার প্রজ্জলিত হইয়া উঠে সর্বাধিকরূপে, বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলিও সেইরূপ স্বকার্য সাধনে প্রমত্ত হইয়া উঠিল— তাহার অকালে বিদায়ের এই অত্যল্প অবসর কাল মধ্যে যাহাতে একজনও পরিত্রাণ না পায় তাহার বিস্তৃত বেড়াজাল হইতে, কলি নিজ কার্য পরিচালন করিতে লাগিল সেইরূপ নিয়ত অধিকতর ক্ষিপ্রতার সহিত।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর হইতে, ক্রমবর্ধিতরূপে বর্তমান জগতের প্রায় প্রতি ঘটনার মধ্যে অকালে বিদায়োন্মুখ কলির অস্বাভাবিক প্রভাব ক্রমশঃ অধিকতররূপে পরিলক্ষিত হইবে, সুক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল জনমাত্রের দৃষ্টির সমক্ষে।

উক্ত অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত কলি প্রথমতঃ যোগাইতে লাগিল জনসমাজে, মায়িক বিষয়াসক্তির প্রচুর ইন্ধন। যাহার ফলে জনসাধারণের বহু জন হইয়া পড়িল ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং দেহ ও ইহ-সর্বস্ব। অর্থলালসাই অধিকার করিয়া বসিল পরমার্থের আসন। কলি-কবলিত হইবার প্রধান কারণ, যে অসংযত কাঞ্চন-মত্ততা।[২]

নিজ বিষয়ভোগ লালসায় নিমগ্ন থাকিয়া ও বিকাঙ্ক্ষের দুর্দমনীয় তৃষার মত কেবল অনেকে আবার ছলে, বলে বা কৌশলে অন্যের ভোগ্য

---

১ "—দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভূন্মহান্ ॥"
—শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত শ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃত। ৪;২৯

২ শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে—"কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গাঃ,
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ।" —(১২৫) কিম্বা
"কলি ঘোর তিমির গরাসল জগজন, ধরম করম গেল দূর।" —(শ্রীনয়নানন্দ)

বিষয় গ্রাসে প্রবৃত্ত কিম্বা ততোধিক আবার অপরে নিজ ভোগাসক্তির পূর্ণ আহুতি প্রদানের জন্য যে কোন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণকেই 'প্রগতি' বলিয়া পৌরুষ প্রকাশ করিতেও কোনরূপ দ্বিধাবোধ না করিয়া, শান্ত জনগণের উদ্বেগ স্বরূপ হইয়া দেখা দিল। তন্মধ্যে অনেকেই সুস্পষ্টরূপে কলির অধীনতা স্বীকার ও কলির অশুভ কার্যের সহায়ক বা 'চর' রূপে নিজেকে বিবেচনা করিয়া গর্ব অনুভব করিতে লাগিল।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত অধর্মের জাল বিস্তার করিয়াও তাহাতে ধরা দিল না যাহারা, — সেই ধর্ম-পথাবলম্বী পথিকগণকে নিজ আয়ত্তে আনিবার জন্য, কলি কৌশল বিস্তার পূর্বক ধর্মের নামে গজাইয়া তুলিল জাঁকজমকবহুল বহু উপধর্মের আস্তানা। যে সকল ধর্মের মুখপাতে আছে শাস্ত্রের কিঞ্চিৎ সংযোগ, কিন্তু উহা হইতেছে কলি অনুগত ব্যক্তি বিশেষের সম্পূর্ণ স্ব-কল্পিত। অধর্ম হইতেও যাহার অনর্থকারিতা অধিকতর।[১] আলোকের সন্ধানে আকুল পতঙ্গকুল যেমন রাত্রিকালে প্রদীপালোকে আকৃষ্ট ও তৎপ্রতি ধাবিত হইয়া প্রদান করে জীবনাহুতি, উক্ত উপধর্ম সকলের পরিণাম তদ্রূপ ভয়ঙ্কর হইলেও, কলির মোহে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধর্মাশ্রিত বোধে নিশ্চিন্ত তৎ-সাধকগণকেও কলি-কবলিতই জানিতে হইবে।

একমাত্র শাস্ত্রনির্দেশই ধর্মপথে পরিচালিত হইবার আলোক স্বরূপ।[২] সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, আলেয়ার আলোকে ধাবিত হইয়া

---

১ স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ।
তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিঃ॥ (পাদ্মে—উত্তর খণ্ডে, ১৭ অধ্যায়)
অর্থ,—যাহারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা একটি কল্পিত ধর্মমত প্রচার করিয়া তদ্দারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস করে, তাহাদের সপ্তবিংশতি যুগ পর্যন্ত নরক বাস করিতে হয়।

২ "তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্মকর্তুমিহার্হসি॥ (গীতা ১৬।২৪)

জীবন বিপন্ন করিবার মত, কলিসৃজিত উপধর্মের আলোকে বিভ্রান্ত জনগণকে কলি তদ্রূপ বিড়ম্বিত করিতেছে। শাস্ত্র হইতেও পাওয়া যায় যাহার ইঙ্গিত। যথা,—

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
তথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥

—(শ্রীভাঃ ১০।২০।৮)

তাৎপর্যার্থ,— বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন নিশামুখে যেমন খদ্যোতসমূহ আলোক দান করে, কিন্তু চন্দ্রাদি গ্রহগণ প্রকাশ পায় না, সেইরূপ কলি-যুগে পাপহেতু পাষণ্ডগণ প্রবর্তিত ধর্মশাস্ত্রসকল আলোক দান করিবে, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রসকল নহে। এই ভাগবতোক্তির সত্যতা, চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ মিলাইয়া দেখিবেন— কলি-বিপ্লবিত বর্তমান ধর্ম-জগতের অবস্থার সহিত।

তৃতীয়তঃ— যে কালে চিন্তামণি বিতরিত হয় অযাচিতভাবে, তৎকালে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধনসংগ্রহের প্রয়াস যেমন নিরর্থক, সেইরূপ সূর্যের ন্যায় উদীয়মান বর্তমান কলিযুগের মুখ্য ধর্ম-শাস্ত্র— শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতে, এই যুগের যিনি মুখ্য উপাস্য ও সঙ্কীর্তন যজ্ঞকেই তদীয় মুখ্য উপাসনা রূপে পূর্বোক্ত, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—" ইত্যাদি শ্লোকে নির্দেশ করা হইয়াছে। যে ধর্মের আশ্রয় লাভ, জীবের ভাগ্যে অসাধনে চিন্তামণি লাভের তুল্য। কিন্তু বিশেষ নিগূঢ়তা বশতঃ উহা যে কেবল, সুমেধা জনেরই বোধগম্য বিষয়— অন্যের নহে, একথারও উল্লেখ দেখা যায় উক্ত শ্লোকেই। সুতরাং কলি-প্রভাবে উক্ত ধর্ম উপলব্ধি বিষয়ে অসমর্থ জনগণকে শাস্ত্রোক্ত অন্য কালের সাধন যাহা,— সেই স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধন-সংগ্রহতুল্য— দান, যজ্ঞ, তপাদি শুভ কর্ম কিম্বা, জ্ঞান-যোগাদি সাধন বিষয়ে আসক্ত ও আগ্রহশীল হইতে দেখা যাইলেও, তৎ-

---

অর্থাৎ—কার্যাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই কর্মভূমিতে শাস্ত্রবিধান বিদিত হইয়া সমুদয় কর্ম করা উচিত।

সাধন সকলের সিদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজন— শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন সহযোগে উহাদের অনুষ্ঠান। যেহেতু যুগধর্মের প্রাধান্য থাকায় এবং নামসঙ্কীর্তনই এই অসাধারণ যুগের বিশেষ যুগধর্ম হওয়ায়, তৎ-সংযোগে উহাদের যথা-যোগ্য ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামবর্জিত হইয়া এই যুগে কোন সাধনারই সিদ্ধিদানের ক্ষমতা নাই।

যেহেতু কলির দুষ্ট প্রভাবে এই যুগের অপর ধর্ম-কর্মাদি ও উহার উপকরণাদি যাহা কিছু তৎ-সমস্তই সছিদ্র বা দোষদুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উহাদের নিশ্ছিদ্র করিয়া, প্রাণবন্ত করিবার পক্ষে শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে —একমাত্র শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন। যথা,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ-বস্তুতঃ।
সর্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম-সঙ্কীর্তনং তব॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০)

অর্থ,— মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রম-বিপর্যয়াদি দ্বারা, দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা ন্যূনতা ঘটে, তোমার (শ্রীহরির) নাম-কীর্তনে, সেই দোষসমুদয়কে নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ উহাদের ন্যূনতা পূর্ণ করিয়া ততোধিক ফল প্রদত্ত হইয়া থাকে।

তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে,— বিশেষভাবে এই অসাধারণ কলিযুগের যুগধর্মরূপে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন মুখ্য সাধন হওয়ায় এবং সর্বযুগেই যুগধর্মের প্রাধান্য থাকায়, তৎ-সংযোগ ব্যতীত অপর শুভ ক্রিয়া ও সাধনাদির কোন অনুষ্ঠানই সাফল্যলাভে সমর্থ হয় না,— বিশেষভাবে তৎ-সমুদয় যখন এইযুগে কলি কর্তৃক ছিদ্রগ্রস্ত ও দোষদুষ্ট। সুতরাং তৎ-সমুদয়ের সহিত শ্রীনামের সংযোগ ও বিয়োগরূপ উহাদের জীবন-মরণ সমস্যা বিষয়ে অনুপলব্ধি ঘটাইয়া বর্তমান কালে নাম-বর্জিত যে কোন শুভক্রিয়া ও সাধনা,— ইহাও নিষ্ফল হওয়ায়, ইহাও কলিরই

এক বিশেষ প্রতারণা বুঝিতে হইবে।[১] এই কলি-প্রতারণা হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য তাই সর্বশুভক্রিয়াদির অন্তে হরিনাম সঙ্কীর্তনের সংযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে স্মৃতি-শাস্ত্রেও ; যথা,—

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্বং হরের্নামানুকীর্তনাৎ॥

অর্থ,— জানিত বা অজানিত যে কোন ভাবে কৃত শুভ-কর্মের যাহা কিছু ন্যূনতা বা দোষ-ত্রুটি ঘটিয়াছে, শ্রীহরিনাম-কীর্তন দ্বারা তৎ-সমুদয় সাঙ্গ বা পূর্ণতা প্রাপ্ত হউন।

কলি ব্যতীত অন্যযুগে নাম-সঙ্কীর্তন যুগধর্ম না হওয়ায়, অন্য যুগের যুগধর্ম ও তদধীন অপর সাধনাদিকে সঞ্জীবিত রাখিয়া, উহাদের যথোপযুক্ত সিদ্ধিলাভের সহায়তার নিমিত্ত নবধা-ভক্তিকে স্বতন্ত্রাকারে ও সগুণাভাবে অবস্থান করিতে হয়। যে কোন প্রকারে উহার যে কোন অঙ্গের সংযোগেই ফলপ্রসূ হয় অপর ত্রিগুণাত্মক শুভক্রিয়া ও সাধনাদি।

যেমন 'চিন্তামণি' হইতে সর্বাভীষ্ট বস্তুই প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। তাহা হইলে চিন্তামণি হইতে চিন্তামণি প্রাপ্তিকেই উহার মুখ্যফল এবং তদ্ভিন্ন অপর মণি, মুক্তা, ধন-ধান্য ঐশ্বর্যাদি লাভ, উহার গৌণ ফল বলিয়াই জানিতে হইবে। তাহা না বুঝিয়া সাধারণতঃ লোকে চিন্তা-মণি হইতে উহার গৌণফল মাত্র প্রাপ্তিকেই প্রকৃষ্ট লাভ বলিয়া মনে করে —মুখ্যফল লাভে বঞ্চিত থাকিয়া। সেইরূপ শ্রীনাম-চিন্তামণি হইতে উহার মুখ্যফলে নবধা সাধন-ভক্তির আবির্ভাব[২] ও তৎসাধনে প্রেমোদয় করাইয়া শ্রীনাম, নিজ অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামীকে অর্থাৎ শ্রীভগবৎ-চিন্তামণিকে প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। অপর প্রয়োজন প্রাপ্তি যাহার

---

১ কলিপ্রভাবে দ্রব্যশুদ্ধ্যাদি অসম্ভব হওয়ায়, অর্চনাদি হইতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনেরই মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতেছে। যথা,—"কলৌ পূজাতঃ শ্রীমন্নামসঙ্কীর্তনস্য মাহাত্ম্যমেব সিদ্ধং দ্রব্যশুদ্ধ্যাদেরসম্ভবাৎ—" (টীকা, হঃ ভঃ বিঃ। ১১।২৪১)

২ "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।" —(শ্রীচৈঃ। মধ্য। ১৫।১০৮)

গৌণ ফলেই সাধিত হইলেও, শুদ্ধা ভক্তির অধিকারিজন, শ্রীভগবৎ-চরণ-সেবা ব্যতীত তাঁহার নিকট অপর কিছুই প্রার্থনা করেন না।[১] নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় ;—

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

(পদ্মপুরাণ। হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৬৯)

ইহার অর্থ,—শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধীয় নাম ও নামী উভয়ের অভিন্নতা বশতঃ চৈতন্যরস-বিগ্রহ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন, শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় শ্রীনামও চিন্তামণি-স্বরূপ পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য ও মুক্ত স্বভাব।

ইহার টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন,—"নামৈব চিন্তামণিঃ—সর্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব। অপিতু চৈতন্যাদি-লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ।"—(ভগবৎ সন্দর্ভ। ৪৮ অনুঃ)। ইহার অর্থ,—শ্রীনামই হইতেছেন চিন্তামণি। যেহেতু চিন্তামণি হইতে যেমন সকল অভীষ্ট বস্তু প্রদত্ত হয়, নামও সেইরূপ সর্বার্থপ্রদাতা। কেবল তাহাই নহে,—সচ্চিদানন্দঘন—শ্রীকৃষ্ণ যিনি, শ্রীনামও সাক্ষাৎ সেই কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ সেই কৃষ্ণ-ই।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, —চিন্তামণির গৌণফলেই যেমন মণি-মুক্তা ধন-ধান্যাদি সম্পদসকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং উহার মুখ্য ফলে চিন্তামণিই লভ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীনাম-চিন্তামণির গৌণ-ফলেই ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষাবধি চতুর্বর্গ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনামের অভিন্ন স্বরূপতা বশতঃ, নাম-চিন্তামণির মুখ্য ফলে কৃষ্ণ-চিন্তামণিই লভ্য হইয়া থাকে —শ্রীনাম হইতে যথাক্রমে নবধা ভক্তি ও তৎফলে প্রেমোদয় করাইয়া।

---

১ "ন বৈ মুকুন্দস্য পদারবিন্দয়োঃ— ॥" ইত্যাদি। (শ্রীভাঃ ।৪।৯।৩৬)

কিম্বা

"সালোক্যসার্ষ্টি……বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" —(শ্রীভাঃ ।৩।২৯।১৩)

তাহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, —"ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।" —এই হেতু উক্ত ত্রিযুগের ধ্যানাদি সাধন সহ নববিধা সগুণা ভক্তির যে কোন অঙ্গের সংমিশ্রণ দ্বারা যে চতুর্বর্গের ফল— ভুক্তি, মুক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে, কলিযুগে কেবল শ্রীকৃষ্ণনাম-চিন্তামণির গৌণ ফলেই উক্ত যুগধর্ম-ত্রয়ের সমুদয় ফল প্রাপ্ত করাইয়া, উহার মুখ্য ফলে "অঙ্গী" শ্রীনাম হইতে উহার অঙ্গরূপে ব্যক্ত হয়েন নবধা শুদ্ধাভক্তি। যাহার ফলে, শ্রীভগবৎ-সেবারূপ 'চিন্তামণি' প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। এইহেতু শাস্ত্র ও সাধুগণ কর্তৃক কলিযুগ বন্দনীয় হইয়াছে উক্ত মহিমাতিশয়ের জন্য।

একমাত্র বর্তমান অসাধারণ কলিযুগেই শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আবির্ভাব কাল হইতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন বিশেষ যুগধর্মরূপে তৎকর্তৃক প্রবর্তিত এবং তদীয় কৃপা বিশেষে উহা ইচ্ছামাত্র গ্রহণীয়ও হইয়াছে সর্বজনের। শ্রদ্ধায় বা হেলায় ইচ্ছা করিবামাত্র সকলেই যে বর্তমান কালে শ্রীনাম গ্রহণে সমর্থ, —ইহাই সেই অচিন্ত্য গৌরকৃপার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সুতরাং শ্রীনামের যথার্থ ও পূর্ণ সার্থকতা যে কেবল বর্তমান অসাধারণ কলিযুগেই —শ্রীগৌরপ্রকটকাল হইতে, ইহাও স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিবার বিষয়। তাহা হইলে শাস্ত্র ও সাধুজন কর্তৃক শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনধন্য কলিযুগের যে প্রশংসা,—উহা কেবল বর্তমান কলিযুগ সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।[১]

শুধু তাহাই নহে। শ্রীগৌর-প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ফলেই কেবল স্বয়ং-ভগবৎপরা পরমা রাগভক্তি-সীমা বা মধুরাখ্য ব্রজপ্রেমের উদয় হইয়া থাকে। যাহা অপর কোন যুগে কোন কালে, কাহা কর্তৃক প্রদত্ত হয় না – কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপ আবির্ভাব বিশেষের অবতার কাল ব্যতীত।[২]

---

১ "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা……॥" —(শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৬)

২ "যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ (শ্রীচৈঃ।১।৩।২০)

অতএব চিন্তামণি বিতরণ-কালে, অন্যত্র বিতরিত খই, কপর্দকাদি সংগ্রহ বিষয়ে আগ্রহের ন্যায়, এই বিশেষ কলিযুগে শ্রীগৌর-প্রকটকাল হইতে তৎ-প্রবর্তিত যে নাম-চিন্তামণি নির্বিচারে বিতরিত হইয়াছে সর্বজনের গ্রাহ্য বস্তু করাইয়া,—যাহার মুখ্যফলে প্রেমোদয়ে কৃষ্ণ-চিন্তামণি এবং গৌণ বা অতি তুচ্ছ ফলে, যাহা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বর্গ পুরুষার্থ[১] —সেই প্রাপ্ত চিন্তামণি পরিত্যাগ করিয়া, অধুনা চতুর্বর্গের সাধনরূপ অন্য শুভক্রিয়াদি কিম্বা জ্ঞান-যোগাদির যে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান, ইহাকেও কলিরই এক প্রবঞ্চনা বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেহেতু বর্তমানে বিশেষ যুগধর্মরূপে সমুদিত শ্রীনাম-কীর্তনই হইতেছেন একমুখ্য সাধন বা সকল সাধন ভজনের 'অঙ্গী'। সুতরাং কেবল সুমেধাগণের গ্রাহ্য উহার মুখ্যফল বিষয়ে অনুপলব্ধি স্থলে, উহার গৌণফল মাত্র অর্থাৎ ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি লাভেই বাসনা থাকিলে, —তৎস্থলেও শ্রীনামের সংযোগ ও সহায়তায় তদুৎপন্নরূপেই উহা গ্রহণীয় হইতেছে। কারণ নাম ব্যতীত, কোন সাধন-ভজন নাই—ইহা ত্রিসত্য করিয়া সত্যস্বরূপ শাস্ত্র কর্তৃক উক্ত হইতে দেখা যায়, যথা,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

(বৃহন্নারদীয়ে ।৩৮।১২৬)

এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি সকল কলিযুগ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, অপর কলিযুগ হইতে বর্তমান বিশেষ কলিযুগের বিশেষত্ব বিশেষ ভাবেই প্রদর্শিত হইয়াছে পূর্বে। সুতরাং বুঝিতে হইবে বর্তমান কলিযুগের

---

১ "কেহ বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়। কেহো বোলে নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥ হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে ॥ * * আনুষঙ্গিক ফল নামের মুক্তি পাপনাশ। * * মুক্তি—তুচ্ছ ফল হয় নামাভাস হৈতে। সেই মুক্তি ভক্ত না লয়—কৃষ্ণ চাহে দিতে ॥"—ইত্যাদি। (শাস্ত্র প্রমাণাদিসহ দ্রষ্টব্য। (শ্রীচৈঃ ।৩।৩।১৭৯-১৭৪)

আধুনিক কালেই উহার প্রয়োগের প্রকৃষ্ট সার্থকতা।

উক্ত শ্লোকে, প্রথমতঃ বিধিমুখে—হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম-ই কেবল, অর্থাৎ একমাত্র সাধন, — ত্রিসত্যে ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে সুদৃঢ় ভাবে — এবং শেষোক্ত হরিনাম সহ 'এব'-কারের যোগে অর্থাৎ "হরিনাম-ই" —অন্য কিছু নহে। [যাহার মুখ্যফলে, উহার অঙ্গরূপে যথাক্রমে রাগভক্তি ও ব্রজপ্রেমোদয়ে—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবানের সেবা লভ্য হইয়া থাকে। যাহার অধিক বা সমান অন্য কোন সাধ্য ও সাধন নাই।] সুতরাং তৎসকাশে অন্য শুভ ক্রিয়াদি ও জ্ঞান-যোগাদি সাধনার ফল অতি তুচ্ছ হওয়ায় উহা তৎকালে নিরর্থক হইতেছে। ইহার উপলব্ধির অভাবে, যদি অপর সাধনার স্বতন্ত্রতা আছে মনে করিয়া, উহার অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তৎসাধন দ্বারা যে কোন গতি অর্থাৎ সুফল প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই,—এই কথাই নিষেধ মুখে, আরও সুদৃঢ় করিবার আবশ্যকতায় পুনরায় ত্রিসত্যে ও তিন বারই 'এব'-কারের সংযোগে বিশেষ ভাবে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে—তদ্ভিন্ন অন্য গতি বা উপায় "নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই।"

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখাব্জ-বিনির্গত উক্ত শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা হইতে আমরা উক্ত অভিপ্রায়ের কথাই জানিতে পারি। যথা,—

"দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম-আদি নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক' নিস্তার।
"নাহি-নাহি-নাহি"—তিন, তিনে 'এব'কার॥

—(শ্রীচৈঃ ১৷১৭৷১৯-২২)

অতএব যে কালে 'চিন্তামণি', বিতরিত হইয়াছে নির্বিচারে,—

যাহার মুখ্যফলে প্রেমোদয় করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তামণি লভ্য হয়, তৎকালে উহার গৌণ বা তুচ্ছ ফলে যে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, উহা দ্বারা যে—কোনও সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না, এই কথাই উক্ত শাস্ত্র বাক্যে—'এব' শব্দের যোগে তিন বার 'নাস্ত্যেব' অর্থাৎ নাই-ই শব্দের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়। তথাপি কলিকৃত বুদ্ধির জড়তা বশতঃ যদি উক্ত সাধন সকলে আগ্রহ অনিবার্যই হয়, তাহা হইলেও, উহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠান না করিয়া, নাম-চিন্তামণির গৌণ ফল রূপেই উহা গ্রহণ করা আবশ্যক—অর্থাৎ নামের সংযোগে ও সহায়তায় উহা অনুষ্ঠিত হইলে তৎ তৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শ্রীনামের সম্বন্ধ বর্জন করিয়া নহে।

সুতরাং বর্তমান কালে চিন্তামণির ন্যায় শ্রীনাম হইতেই উহার মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণপদ-কমলে ব্রজপ্রেমোদয় ও গৌণফলে অপর সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। নবধা ভক্ত্যঙ্গও এখন অঙ্গী-নামাধীন অর্থাৎ নাম হইতেই প্রাদুর্ভূত—স্বতন্ত্র নহে। তাই বলা হইয়াছে,—এই কলিযুগে কেবল শ্রীনাম-ই একমাত্র গতি অর্থাৎ পরিত্রাণের পরম উপায়। তদ্ভিন্ন নাম-বর্জিত অপর উপায় বা সাধন ভজন তৎসমস্তই কলিপ্রতারিত ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়াই জানিতে হইবে। শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, নিম্নোক্ত শ্লোকে;—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ (শ্রীভাঃ ১২।৩।৫১)

তাৎপর্যার্থ, —কলিযুগ দোষের আকর কিম্বা দোষের সমুদ্র স্বরূপ। সমুদ্র যেমন জলময়, কলিযুগও সেইরূপ কলির প্রভাবে সমস্তই দোষময়। শুভকর্মাদি ও সাধন ভজনাদি রূপ কোন গুণকেই নিশ্ছিদ্র অর্থাৎ নির্দোষ রাখে নাই কলি। তাহা হইলেও, (এস্থলে নিশ্চয়ার্থক 'হি' শব্দের প্রয়োগে বলা হইয়াছে।) ইহার নিশ্চয় একটি মাত্রই গুণ আছে,

দুইটি নহে,—যাহা আবার মহান্ গুণ। অর্থাৎ যে গুণের অধিক বা সমান অপর কোন গুণ নাই—যাহা অতুলনীয়। তাহা হইতেছে, এই যুগের যুগধর্মরূপে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম-কীর্তনের আবির্ভাব। কীর্তন বলিতে তদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা,—যথাক্রমে এই চারি প্রকার কীর্তন বুঝাইলেও তন্মধ্যে নামই আদি বা অগ্রগণ্য হওয়ায়—এস্থলে নামকীর্তনকেই নির্দেশ করা হইয়াছে বিশেষ ভাবে। যাহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলে জীবের সমস্ত সংসার-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া, মুখ্য ফলে —পরমপদ প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। এস্থলে 'পরম'পদের চরম অর্থ হইতেছে—ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ-স্বয়ংভগবান ও তৎপদ-কমলে মধুরাখ্য ব্রজপ্রেমসীমায় মঞ্জরীভাবে ও তদানুগত্যে কুঞ্জসেবা লাভ। সুতরাং নাম-কীর্তনরূপ বর্তমান যুগধর্ম বিষয়েই উক্ত শ্লোকের প্রকৃষ্ট সার্থকতা,— অপর কলিযুগ সম্বন্ধে নহে।

অতএব বর্তমান কালে চিন্তামণির ন্যায় কেবল নাম-চিন্তামণি হইতেই উহার মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তামণি লাভ করাইয়া দেওয়াই হইতেছে—শ্রীনামের পূর্ণ সার্থকতা। যাহার প্রাপ্তিতে অপর কিছুই পাইবার অবশেষ কিম্বা পাইবার বাসনাও থাকে না। কোনক্রমে চতুর্বর্গাদির সংযোগ ঘটিলেও শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখের নিকট উহা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এই লক্ষণ একমাত্র ব্রজপ্রেম সহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা প্রাপ্তি ব্যতীত অপর কোন সাধ্য বস্তুতে দৃষ্ট হয় না। তাই শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন,

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

—(শ্রীভাঃ ৩।২৯।১৩)

উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য হইতেছে এই যে,—শ্রীভগবৎ-সেবাকাম বৈকুণ্ঠ-পরিকর ভক্তগণকে শ্রীভগবৎ কর্তৃক সালোক্য (নিজলোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লোকে বাস), সার্ষ্টি (নিজ সম ঐশ্বর্য), সামীপ্য (নিজ সন্নিকটে

অবস্থিতি), সারূপ্য (নিজ সম রূপ),—এই চতুর্বিধ মুক্তিসুখ প্রদত্ত হইলে, ভোগেচ্ছা না থাকিলেও উহা কেবল সেবার আনুকূল্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহারা। কিন্তু ব্রজপরিকর ভক্তগণকে শ্রীভগবান উহা প্রদান করিতে চাহিলেও তাঁহারা কেবল তদীয় সেবা ব্যতীত উহার কিছুই গ্রহণ করেন না। সুতরাং এতাদৃশ সালোক্যাদি-মুক্তিরূপ অপ্রাকৃত অলৌকিক নিত্য সুখ-সম্পদও যাঁহারা গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিসুখ কিম্বা জাগতিক দেবভোগ্য স্বর্গাদি ও মনুষ্য-ভোগ্য নিখিল ভুক্তিসুখ যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বোধে উপেক্ষিত হইবে, একথার অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু যাহা অন্য যুগে ও অন্যের অদেয়, সেই রাগভক্ত্যুত্থ ব্রজ-প্রেমোদয় ও তৎফলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণের নিত্য সেবা লাভের পক্ষে, শ্রীগৌর-প্রবর্তিত শ্রীনাম-কীর্তনই "পরম উপায়" বা একমাত্র 'অঙ্গী'। অর্থাৎ এই অঙ্গী নাম হইতেই উহার অঙ্গরূপে যে নবধা ভক্তির উদয় হয়, উহাই রাগভক্তি ও তৎপরিণতি ব্রজপ্রেম-সীমা। অর্থাৎ বর্তমান যুগের যুগধর্ম রূপে প্রবর্তিত শ্রীচৈতন্যের মুখোদ্গীর্ণ এই শ্রীনাম-কীর্তন[১] ব্যতীত, স্বয়ং-ভগবৎপরা রাগভক্তি-সীমা লাভের অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং এই শ্রীনামই অঙ্গীরূপে, যথাক্রমে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ সকলের বিকাশ করাইয়া থাকেন অর্থাৎ এই শ্রীনামরূপ অঙ্গীরই অধীন হইয়া, তদঙ্গরূপেই রাগ-ভক্ত্যঙ্গ সকলের বিকাশ হয়; কিন্তু অন্যযুগের ন্যায় কোন ভক্ত্যঙ্গেরই স্বতন্ত্রভাবে প্রেমোদয়ের[২] সামর্থ্য নাই— এই শ্রীনামের পূর্ণ সার্থকতার যুগে। সুতরাং প্রেমোদয়ের ক্ষেত্রে, নববিধ ভক্ত্যঙ্গ হইতেছেন শ্রীনামা-পেক্ষী, কিন্তু শ্রীনাম নিজে অনন্যাপেক্ষী।

---

১ শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়া॥ —শ্রীরূপগোস্বামিচরণ।

২ "এক অঙ্গ সাধে কেহ, সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥"—ইত্যাদি। —(শ্রীচৈঃ মধ্য। ২২ পঃ)

সুতরাং রাগভক্তির ভজনে এই শ্রীনামকেই ভজনের মূল বা 'অঙ্গী' রূপে জানিয়া, অপর যাহা কিছু ভক্ত্যঙ্গের উদয়, তৎসমুদয়কে এক শ্রীনামের কার্য বা মহিমা বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, নামকেও এই ভক্তির একটি অঙ্গরূপে মনে করা হইলে, তদ্দ্বারা নামের অপ্রসন্নতা বা নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। যাহাকে কলিপ্রভাব-কৃত বলিয়াই জানিতে হইবে। যেহেতু অন্য শুভ ক্রিয়াদিসহ নামের তুল্যত্ব বা সমতা চিন্তা,—ইহাও একটি নামাপরাধ।[১] সকল শুভ ক্রিয়া ভক্তিতেই সীমাপ্রাপ্ত। এইজন্য ভক্তির একটি লক্ষণে "শুভদা"[২] বলা হইয়াছে শাস্ত্রে। সুতরাং সকল শুভক্রিয়া সীমাপ্রাপ্ত যেখানে, সেই ভক্ত্যঙ্গ সকলেরও 'অঙ্গী' হওয়ায়, অর্থাৎ এই বিশেষ যুগে শ্রীনাম হইতেই নবধা ভক্ত্যঙ্গেরও অভিব্যক্তি হয় বলিয়া[৩] নামকীর্তনকেই আবার তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, নিম্নোক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্যেই।

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— নববিধ ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ— নাম সঙ্কীর্তন।
নিরপরাধ— নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

—(শ্রীচৈঃ।৩।৪।৬৫-৬৬)

ইহার তাৎপর্য এই যে,— প্রথমতঃ কৃষ্ণপ্রেমোদয় করাইয়া কৃষ্ণসেবা দানের পক্ষে শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপা নবধা ভক্তি মহাশক্তিধারিণী।

---

১ ধর্ম্মব্রতত্যাগহোমাদি (হইতে নবধা ভক্ত্যঙ্গ পর্যন্ত) সর্ব শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সমতা চিন্তন—ইহাও একটি নামাপরাধ।
(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত পাদ্মে—১১।২৮৫)

২ ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা॥ —(ভঃ রঃ সিঃ। পূর্ব্ব ১।১৩)

৩ "নামসঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস॥" —(শ্রীচৈঃ।৩।২০।১৪)

৪ "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।" —(শ্রীচৈঃ।২।১৫।১০৮)

সুতরাং সকল ভজন মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার তাহার মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছেন নাম-সঙ্কীর্তন। যেহেতু শ্রীনামই অঙ্গীরূপে উক্ত ভজনাঙ্গ ভক্তি সকলের উদয় করাইয়া থাকেন। যদিও উক্ত নবধা ভক্ত্যঙ্গ মধ্যেই এস্থলে নাম-কীর্তনকেও গণ্য করা হইয়াছে,— 'অঙ্গী' বলিয়া কোন উল্লেখ নাই, তথাপি "তারমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ" এই উক্তিদ্বারা নামের অঙ্গীত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; যেহেতু অঙ্গী ব্যতীত অঙ্গের বিকাশ সম্ভব হয় না, তাই 'অঙ্গ' মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা, তাহাকেই উহার 'অঙ্গী' বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ— অন্য শুভ ক্রিয়াদি সহ শ্রীনামের সমতা চিন্তায় যে, নামাপরাধ ঘটে,— ইহা আর অধিক কথা কী ? —সকল ভজনশ্রেষ্ঠ যে নবধা ভক্ত্যঙ্গ,— তাহারও সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তনে, অর্থাৎ "নামও নবধা ভক্তির একটি অঙ্গ"—এইরূপ মনে করা হইলে, ইহাও নামাপরাধ ঘটিবার কারণ হয়। তাই উক্ত ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে বিশেষতঃ এই যুগে নামই যে অঙ্গী,—ইহাই জানাইবার জন্য, তন্মধ্যে শ্রীনামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া এস্থলে এই 'অঙ্গী' ও 'অঙ্গের' মধ্যে সমতা চিন্তারূপ নামাপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা হইতে উক্ত ভজন-পথের সাধকগণকে সতর্ক করা হইয়াছে। 'অঙ্গী' শ্রীনামের সহিত উক্ত ভক্ত্যঙ্গ সকলের কিম্বা অপর কোন কিছুরই সমতা চিন্তারূপ 'নামাপরাধ' বর্জন করিয়া, নিরপরাধে নামগ্রহণেই শ্রীকৃষ্ণে রাগভক্ত্যুত্থ ব্রজ-প্রেমোদয় হইয়া থাকে, —ইহাই সূচিত হইয়াছে— "নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন"— এই পরবর্তী পয়ারেই।

বর্তমান বিশেষ কলিযুগে, শ্রীনাম-কীর্তনই যে নবধা ভক্ত্যঙ্গের ও তাহা হইতে সঞ্জাত চৌষট্টি সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' বা মূল কারণ,— সুতরাং 'অঙ্গী' নামের সহিত কাহারও বা কোন কিছুর সমতা চিন্তা না করিয়া —শ্রীনামকেই সর্বোপরি রাখিয়া, বিশেষভাবে এই রাগভক্তির ভজন-পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, কেবল সেই নাম হইতেই যথাক্রমে

পাপাদির নাশ হইতে কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিরূপ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন পর্যন্ত সকল সাধন ও সাধ্যই লভ্য হইয়া থাকে,[১] এই কথাই শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকারের লেখনী হইতে স্পষ্টই জানা যায় ; যথা,—

> "সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
> চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
> কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
> কৃষ্ণ প্রাপ্তি,— সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥"
>
> —(শ্রীচৈঃ ৩।২০।১০-১১)

ইহার তাৎপর্য, যথা,—

এক শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন হইতেই যথাক্রমে উহার আনুষঙ্গিক বা গৌণফলে— পাপাদি ও সংসার বন্ধন অর্থাৎ ত্রিতাপসহ জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসার-দুঃখ নিবৃত্তির সহিত মায়া মালিন্যাদি জনিত বিষয় বাসনাদি দূরীভূত হইয়া যায়। পরে উহার মুখ্য ফলে— সর্বভক্তি অর্থাৎ নবধা সাধন ভক্ত্যুত্থ রাগভক্তি ও সাধন অর্থাৎ চৌষট্টি প্রকার সাধনাঙ্গের (বিশেষভাবে তন্মধ্যে পঞ্চাঙ্গ) উদ্গম হয়।[২] যাহার ফলে শ্রীকৃষ্ণে ব্রজ-প্রেমোদয় হওয়ায় প্রেমামৃত, অশ্রু, পুলকাদি লক্ষণে আস্বাদিত হইতে

---

১ "সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব—যে কিছু মঙ্গল। কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥"
—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ।১।১০)

২ চতুঃষষ্টি 'সাধনাঙ্গ' বিষয়ে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের ২য় লহরী ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য লীলার ২২ পরিচ্ছেদে—"গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা গুরুর সেবন।......... 'চতুঃষষ্টি অঙ্গ' এই পরম-মহত্ত্ব ॥" —(১১২-১২৪ পয়ার) দ্রষ্টব্য। এবং শ্রেষ্ঠ সাধন পঞ্চকের বিষয়ে—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে (১।২।৯৩, ২৩৮) ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতন শিক্ষায় (২।২২।১২৫-১২৬) দৃষ্ট হয়—"সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্তি শ্রদ্ধায় সেবন ॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥"

থাকে। তৎপরে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হয়। তৎপরে নিমজ্জন হয়— কৃষ্ণ-সেবামৃতরূপ পরমানন্দ পাথারে। এই সমস্তই একমাত্র নামকীর্তনের মহামহিমা হইতেই সংঘটিত হয়— এই বিশেষ কলিযুগে বিশেষ নাম-কীর্তনের ফলেই।

সুতরাং যে শ্রীনাম, 'অঙ্গী' রূপে নবধা ভক্তি ও সাধনাঙ্গ প্রভৃতি ভজন পথের সমস্ত শুভোদয় করেন,— যথাক্রমে ও যথা পরম্পরায়— সর্ব মূল কারণ হইয়া, সেই নামকে সাধন ভক্তির একটি অঙ্গরূপে বোধ করিয়া তৎসহ, কিম্বা অপর কোন কিছুরই সহিত নামকে সমান মনে করিলে, ইহা যে কলির সৃজিত একটি নামাপরাধরূপে নামের অপ্রসন্নতা ঘটাইয়া, ভজন পথের সর্ব প্রধান অনর্থ বিস্তার করে, একথা না বুঝিতে পারা, ইহাও কলিরই প্রবঞ্চনা জানিতে হইবে। তাই বর্তমানে, বিশেষতঃ রাগভক্তির ভজন পথে শ্রীনামেরই অঙ্গীত্ব এবং তাহা হইতেই যথাক্রমে প্রেমোদয় পর্যন্ত সকল ভক্তি লক্ষণের উদয় অনিবার্যই হইয়া থাকে। নাম গ্রহণ করিয়া যথাক্রমে উক্ত লক্ষণ সকলের অনুদয় ঘটিলে 'নামাপরাধ' সঞ্চারিত হওয়াই উহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্ণীত হইতে দেখা যায়— বিদ্বদনুভব প্রমাণেও। যথা,—

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব পাপনাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার।
স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রু ধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত' ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥"—(শ্রীচৈঃ।১।৮।২২-২৬)

তাৎপর্য— একমাত্র কৃষ্ণনাম অঙ্গীরূপে, যথাক্রমে উহার আনুষঙ্গিক ফলে পাপাদির নাশ করিয়া, মুখ্য ফলে সাধ্য প্রেমভক্তির কারণরূপ সাধনভক্তির প্রকাশ করেন। প্রেমোদয়ে, স্বেদ-কম্প-পুলকাদি অষ্ট সাত্ত্বিক বা প্রেম লক্ষণের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং অনায়াসে পাপাদির নাশ ও সংসার মোচন হইতে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জ-সেবা অবধি নিখিল সাধন ও সাধ্যের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে এক শ্রীনামের ফলেই।

কিন্তু এতাদৃশ অব্যর্থ নাম, বহুবার বহুদিন কীর্তিত হইয়াও যদি উক্ত প্রেমোদয় লক্ষণ সকলের বিকাশ না দেখা যায়, তাহা হইলে, অঙ্গী শ্রীনামের সহিত তদঙ্গ সকলের সমতা চিন্তা প্রভৃতি দশবিধ নামাপরাধের কোনও না কোন অথবা একাধিক অপরাধ সঞ্চারিত হইয়াছে— কলি কর্তৃক, ইহাই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে হইবে। যেহেতু একমাত্র নামাপরাধের সংঘটন ব্যতীত, গৃহীত নামের ফলোদয়ের পক্ষে অপর কোন বাধা নাই। যাহা সংঘটিত হইলে শ্রীনাম অপ্রসন্ন হইয়া নিজ মহিমাদি প্রকাশে বিরত হয়েন, তাহাই হইতেছে— দশবিধ নামাপরাধ। নামগ্রাহী জনের প্রতি, বিদায়োন্মুখ এই অন্তিম কলির নিক্ষিপ্ত যাহা চরম অস্ত্র। এই হেতু নামের ভজন পথে সেই প্রধান অনর্থ হইতে, সর্বভাবে সর্তক থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,—বিশেষ ভাবে বর্তমান সময়ের রাগভক্তির সাধকগণকে।

বর্তমান যুগে শ্রীগৌর-প্রবর্তিত শ্রীনামই হইতেছেন 'রাগভক্তির' অঙ্গী। অপর কোন সাধন কিম্বা অপর কাহারও দ্বারা যাহা অলভ্য, ভক্তিমধ্যে সেই রহস্য-বিশেষ বা রাগভক্তি-সীমা— ব্রজপ্রেম, যাঁহার প্রবর্তিত শ্রীনাম হইতেই প্রাদুর্ভূত হইতে দেখিয়া, সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত-কেশরী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তিও সহর্ষে ও সবিস্ময়ে লিখিয়াছেন,—

"যন্নাপ্তং কর্মনিষ্ঠৈর্ন চ সমধিগতং যত্তপোধ্যানযোগৈ-
র্বৈরাগ্যৈস্ত্যাগতত্ত্বস্তুতিভিরপি ন যৎ তর্কিতঞ্চাপি কৈশ্চিৎ।

গোবিন্দ-প্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তৎ
নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ ॥"
(শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত । ৩ ।)

অর্থ,—কর্মনিষ্ঠা দ্বারা, তপস্যা, ধ্যান, যোগ কিম্বা বৈরাগ্যাদি দ্বারা যাহা কেহ লাভ করিতে পারে নাই, তার্কিকগণ তর্ক দ্বারা যাহা তর্কের গোচর করিতে সমর্থ হয়েন নাই, —অধিক কথা কী, —যাঁহার আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীগোবিন্দ-প্রেমভাজন ভক্তগণ কর্তৃক যে রহস্য প্রকাশ হয় নাই, যিনি জগতে (শ্রীনামসহ) অবতীর্ণ হইলে, কেবল সেই নাম হইতেই ব্রজ-প্রেমরূপ রহস্য-সীমা স্বয়ং প্রাদুর্ভূত করাইয়াছিলেন,— আমি প্রণতি জ্ঞাপন করি— সেই পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরিকে।

অতএব এই বিশেষ কলিযুগে রাগভক্তি-সীমা— ব্রজপ্রেম উদয়-কারী শ্রীগৌর-প্রবর্তিত সেই বিশেষ নাম-কীর্তনকে সর্ব রাগ-ভজনাঙ্গের 'অঙ্গী'রূপে আশ্রয় ও হৃদয়ে সংস্থাপন পূর্বক, ভজন করাই বিশেষ আবশ্যক, কলি প্রভাব হইতে নিরাপদ থাকিবার জন্য। তাহা না করিয়া, শ্রীনামকে "অপর ভজনাঙ্গের মধ্যে ইহাও একটি অঙ্গ বিশেষ," —এইরূপ বোধে ভজনানুষ্ঠান যেখানে, উহা বর্তমান বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলি কর্তৃক নামাপরাধ অস্ত্র নিক্ষেপের একটি বিশেষ শিকার ক্ষেত্রই জানিতে হইবে।

এইজন্য দেখা যায়, রাগভক্তির ভজনাঙ্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যাহা,— সেই স্মরণাঙ্গেরও অঙ্গীরূপে জানিয়া, শ্রীনাম-কীর্তন সহ 'স্মরণ' অনুষ্ঠিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই, বৈষ্ণব-আচার্যবর্য শ্রীমদ্বিশ্ব-নাথ চক্রবর্তিপাদেরও নির্দেশ,—

"অত্র রাগানুগায়াং যন্মুখ্যস্য তস্যাপি স্মরণস্য কীর্তনাধীনত্বমবশ্যং বক্তব্যমেব, কীর্তনস্যৈব এতদ্যুগাধিকারত্বাৎ সর্বভক্তিমার্গেষু সর্বশাস্ত্রৈ-স্তস্যৈব সর্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদনাৎ।"—(রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা। ১। ১৪)

অর্থ,— এই রাগানুগা-ভক্তিতে মুখ্য যে স্মরণ, তাহারও কীর্তনাধীনত্ব

অবশ্য বক্তব্য হইতেছে। কারণ এই বর্তমান কলিযুগে ঐ কীর্তনেরই অধিকার হেতু সমস্ত ভক্তি মার্গে সকল শাস্ত্রে নামকীর্তনেরই সর্বোৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখন বিবেচ্য এই যে,— "দশবিধ-নামাপরাধ" হইতেছে কলির পৃষ্ঠস্থিত তূণীর মধ্যে রক্ষিত দশটি বাণ বিশেষ। যাহার একমাত্র প্রয়োগ-ক্ষেত্র হইতেছে—তদধিকার কালীন নামগ্রাহী জন। যেহেতু নামগ্রাহী-জনে,—একমাত্র নামাপরাধের সঞ্চার ব্যতীত, তৎপ্রতি নামের অপ্রসন্নতা ঘটিবার অপর কোন কারণ থাকিতে পারেনা, যাহাতে নাম গ্রহণে নামের ফলোদয়ে শ্রীনাম বিরত হইতে পারেন। সুতরাং নামগ্রাহী-জনের ভজন পথে উক্ত দারুণ বিঘ্ন সৃজন করিয়া, কলি কর্তৃক তাহাকেও নিজ অধীনে আনিবার একমাত্র উপায় হইতেছে— তৎপ্রতি নিজ তূণীর রক্ষিত নামাপরাধ শর নিক্ষেপ।

সুতরাং শ্রীগৌর-প্রকটকাল হইতে তদীয় কৃপা বিশেষে, এই যুগে সর্বজন যেমন নামগ্রাহী হইবার অধিকার লাভে ধন্য হইয়াছে, সেইরূপ তদীয় অপ্রকটে, উহার ফলোদয়ের পক্ষে একমাত্র বিঘ্ন যাহা, রুষ্ট কলি কর্তৃক প্রযুক্ত সেই নামাপরাধ অস্ত্র হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য, তদীয় লীলাকালে তৎকর্তৃক ও তদীয় প্রধান পরিকরগণ কর্তৃক সকলকে নিরপরাধে নাম গ্রহণ বিষয়েও উপদিষ্ট হইয়াছে বহুল ভাবে। সেই নির্দেশ সকল উপেক্ষা করিয়া, নামাপরাধ স্পৃষ্ট না হইলে, যে কোন ভাবে নাম গৃহীত, স্মৃত বা শ্রুত হইলেই, নামের ফলোদয়ে অপর কোনই বাধা নাই। কিন্তু নামাপরাধ-স্পৃষ্ট জনে শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বশতঃ নাম গ্রহণেও তৎফলোদয়ের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না।

অতঃপর কোন্ সময় বিশেষে, কলি কর্তৃক সংরক্ষিত এই নামা-পরাধরূপ বাণ, নামগ্রাহী জনগণের প্রতি প্রয়োগের উপযুক্ত অবসর, তাহাই বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে,— সত্যাদি অপর যুগত্রয়ে কলির

অধিকার বা বিদ্যমানতা না থাকায়, এবং তৎকালে শ্রীনামও যুগধর্ম না হওয়ায় প্রায়শঃ নামগ্রাহী জনেরও অভাব। সুতরাং তখন কলির অস্ত্র বিশেষ—নামাপরাধ প্রয়োগের কোন কথাই উঠে না। তৎকালে কোন-ভাগ্যে কাহারও পক্ষে শ্রীনাম কোন প্রকারে গৃহীত হইলেই, প্রেমোদয়ের পক্ষে কোনও বাধা হয় না। তবে উহার সীমা বিধিভক্ত্যুত্থ প্রেম পর্যন্তই —যাহা কোটি মুক্তজন মধ্যেও একজনের ভাগ্যে সুদুর্লভ।

অপর সকল কলিযুগ, কলির অধিকারভুক্ত হইলেও এবং তৎ-কালের যুগধর্মরূপে নামের বিদ্যমানতা থাকিলেও, জনগণের পক্ষে সেই নাম গ্রহণীয় না হইবার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং তৎ-কালে অস্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ ও সেইজন্য পাপপ্রবণতারূপ সাধারণ অস্ত্র প্রয়োগেই জনগণকে কলি কর্তৃক স্ববশে আনয়ন করিতে কোনও অসুবিধা হয় না। সুতরাং তৎকালেও তাহার পৃষ্ঠধৃত নামা-পরাধ বাণ, তূণীর মধ্যেই অবস্থিত থাকিয়া যায়,— প্রয়োগের প্রয়োজনাভাবে।

এখন বর্তমান অসাধারণ কলিযুগের কথা। এই কলিযুগের বিশেষ যুগধর্মরূপে শ্রীনাম-কীর্তনের প্রবর্তন যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কাল হইতেই, সে বিষয়ে পূর্বে যথাস্থানে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং তৎপূর্বেও নামগ্রাহী-জনের একান্ত দুর্লভতা থাকায়, কলি কর্তৃক যে তৎ বিরুদ্ধে নামাপরাধাস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন হয় নাই, ইহা সহজবোধ্য। শ্রীচৈতন্যের প্রকটকাল হইতেই প্রায়শঃ সর্বজন নাম গ্রহণের অধিকার বা সামর্থ্য লাভ করায়, তৎকালেই ছিল কলি কর্তৃক নামাপরাধ সঞ্চার করিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু যাঁহার অচিন্ত্য কৃপা বিশেষে তৎপ্রকট-কাল হইতে শ্রীনাম প্রায়শঃ সর্বজনের গ্রাহ্য বিষয় হইয়াছে, তাঁহারই কৃপা বিশেষে, তদীয় প্রকটকালে, কলি কর্তৃক স্থল বিশেষে, সুযোগমত নামাপরাধ সঞ্চারিত হইলেও, উহা বিষদন্তোৎপাটিত সর্প-দংশনের ন্যায়, কোনও রূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—নামগ্রাহীজনের উপর।

যেহেতু সগণ শ্রীগৌরপ্রকটকাল পর্যন্ত নামাপরাধের কোন বিচার না রাখিয়া সর্বজনকে নাম গ্রহণ মাত্রই উহার আনুষঙ্গিক ফলেই নিমেষে নামাপরাধাদি খণ্ডন করাইয়া,— প্রেমোদয় করা হইয়াছে— তদীয় অস্বাভাবিক অচিন্ত্য কৃপা বৈশিষ্ট্যে এবং সেই প্রেম হইয়াছে রাগ-ভক্ত্যুত্থ— ব্রজপ্রেম-সীমা। যে সমস্ত বিষয়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে বিশদভাবে।

তদীয় অপ্রকটকাল হইতেই পুনরায় নামগ্রাহীজনের ভজনে, কলি-সঞ্চারিত নামাপরাধ বিশেষভাবে বিঘ্নোৎপাদন করিবে জানিয়া, এই-হেতু নামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া, নিরপরাধে নাম কীর্তনের জন্য সকলের প্রতি তদীয় নির্দেশ থাকায়, তাই শ্রীচৈতন্যের অপ্রকট হইতেই তৎপ্রবর্তিত বৈষ্ণব সমাজের প্রায় সকলকেই, কেবল 'নামগ্রাহী' না থাকিয়া 'নামাশ্রয়ী' হইয়া ভজন করিতে দেখা যায়,[১]— যাহা কলি-সঞ্চারিত নামাপরাধ হইতে সুরক্ষিত থাকিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

যেমন শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত তৎকালে দুর্গা-শ্রয়ে অবস্থিতিই শ্রেষ্ঠ উপায়, কিন্তু দুর্গের বাহিরে অবস্থিতি নিরাপদ নহে, সেইরূপ বর্তমানে নামগ্রাহী জনের প্রতি বিদায়োন্মুখ ক্রুদ্ধ কলির শেষ শিকারের চরমাস্ত্র স্বরূপ 'নামাপরাধ' সঞ্চারিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকায় দুর্গাশ্রয়ে, না থাকিয়া, কেবল নামগ্রাহীরূপে স্বাভাবিক-ভাবে অবস্থিতি— ইহাই হইতেছে, নামাপরাধাস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা কলির শেষ শিকারের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হওয়া।—এই হেতু আধুনিক কালে নাম-গ্রাহী বহুজনের পক্ষেই নামে 'অঙ্গী'-বোধ না থাকিয়া, অপর ভজনাঙ্গের মতই শ্রীনামকেও যে একটি ভজনাঙ্গরূপে বোধ করিতে দেখা যাইতেছে —ইহাই কলি-নিক্ষিপ্ত একটি নামাপরাধাস্ত্র। যাহার ফলে, নামের অপ্রসন্নতা ঘটিয়া, ভজন পথের সর্বাধিক অমঙ্গল সৃজন করিতেছে।

---

১ বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ পরম মঙ্গল॥ —(শ্রীচৈঃ। ১।৫।২০৪)

একটি অপরাধ উপেক্ষা করিলে, ক্রমশঃ কলি কর্তৃক সঞ্চারিত হইয়া থাকে, একে একে অপর নামাপরাধ সকল।

তাই দেখা যায়, শাস্ত্রেও কলিযুগের জনগণকে অভয় দিয়া কালসর্প সদৃশ দংশনোন্মুখ ক্রুদ্ধ কলির এই ভীষণ আক্রমণ অবরোধ ও তৎ-পরাজয়ের পক্ষে নামকেই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ; যথা,—

কলিকাল-কুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ।১১।৩৮৫ স্কান্দ বাক্য)

ইহার অর্থ, —কলিকালরূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রূর কালসর্প হইতে ভয় নাই। গোবিন্দ নামরূপ দাবাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

উহা কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে কেবল নামগ্রাহী হইয়া থাকিলেই, বর্তমান ঘোর কলি কর্তৃক নামাপরাধ-বিষ-সঞ্চার হইতে বিমুক্ত থাকা সম্ভব হইবে না বুঝিয়াই তাই পুনরায় শাস্ত্র, বিশেষভাবে, বর্তমান সময়ের জন্য, কেবল 'নামগ্রাহী' না হইয়া, 'নামাশ্রয়ী' বা 'নাম-পরায়ণ' হইয়া থাকিবার জন্যই সকলকে উপদেশ দিয়াছেন ; যথা,—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ১১।৩৬৬ বৃহন্নারদীয় বাক্য)

ইহার অর্থ,—এই ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি 'হরিনাম-পরায়ণ' তাঁহারাই কৃত কৃতার্থ ; (অর্থাৎ তাঁহাদের ভজন সার্থক হইবে।) নিশ্চয় কলি তাঁহাদিগকে বাধাদানে সমর্থ হয় না।

উক্ত শ্লোকে 'নামপরা' শব্দে নাম-পরায়ণ অর্থাৎ নামাশ্রিতকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইলে নামাশ্রিত জনকে কলি তদীয় ভজন সিদ্ধির পথে কোনও বাধা দিতে পারে না ; ইহা সুনিশ্চিত ভাবে জানা যাইতেছে।

যে-নাম পূর্বে যে-কোন প্রকারে গ্রহণ মাত্র, তাহার অব্যর্থ ফলোদয় কোন স্থলেই ব্যর্থ হয় নাই, সেই নামই যে এখন প্রায়শঃ বহুজন কর্তৃক বহুদিন ধরিয়া গৃহীত হইয়াও প্রেমোদয়ের লক্ষণ দৃষ্ট না হইয়া, তৎস্থলে দেহ ও গেহাদিতেই 'আমি' ও 'আমার' বোধের আধিক্য বিস্তার করিতেছে,—ইহার একমাত্র কারণ, কলি কর্তৃক 'নামাপরাধ সঞ্চার এবং নামগ্রাহী জনের তদ্বিষয়ে উপেক্ষা এবং নামদাতা শ্রীগৌরকৃষ্ণ কর্তৃক নিরপরাধে নাম গ্রহণের নির্দেশবাণীকে 'অনাদর'।

বর্তমান বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলির প্রভাবের পূর্বে নামগ্রাহী জনগণ কর্তৃক নামকে ভক্ত্যঙ্গের 'অঙ্গী' কিম্বা 'অঙ্গ', নাম সম্বন্ধে এতাদৃশ অঙ্গাঙ্গী বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা না করিয়া, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে থাকিয়াও, কেবল শ্রীনাম পরম মঙ্গলময় জানিয়া কিম্বা ইহাও না জানিয়া, নাম গ্রহণেই নামের ফলোদয়ের কোন ব্যতিক্রম হইত না; যেহেতু নাম সম্বন্ধে উক্ত প্রকার নিরপেক্ষতায় কোনও অপরাধ সৃজন করে না। কিন্তু বর্তমানে অস্বাভাবিক কলি প্রভাবে, 'অঙ্গী' নামকে উহার অঙ্গ সহ সমতা বোধ করাইয়া, যে নাম গ্রহণ, ইহা কলিরই প্রেরণায় সংঘটিত এবং তৎকর্তৃক প্রযুক্ত একটি নামাপরাধ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

সুতরাং বর্তমানে কলি কর্তৃক এই ঘোরতর অনিষ্ট-কারিতার মধ্যে সকল নামগ্রাহী জনের পক্ষে 'নামাশ্রয়ী' রূপে, দুর্গাশ্রয়ে থাকাই কলি প্রযুক্ত নামাপরাধাস্ত্র হইতে পরিত্রাণ পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত কর্তৃক পূর্বোক্ত "কৃষ্ণবর্ণাদি—" (ভাঃ ১১।৫।৩২) শ্লোকের নির্দিষ্ট উপাস্য ও উপাসনাকেই এই কলি-যুগের বর্তমান সময়ের প্রকৃষ্ট ভজন পন্থা বলিয়া বুঝিয়া লইবার পক্ষে "সুমেধা" যাঁহারা, সেই শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রবর্তিত স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত বর্তমান ভজনশীলজনের ভজন পথেও কলি, নামাপরাধাস্ত্র প্রয়োগে সমর্থ হইয়াছে,—পূর্ববৎ 'নামাশ্রয়' রূপ দুর্গাশ্রয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত না থাকিয়া

অসতর্কতা বশতঃ তাহা হইতে ক্রমশঃ বিচ্যুতি ঘটায়। তাই উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ভজনশীল জনগণকে আজ প্রায়শঃ বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলির শেষ শিকার রূপে পরিণত হইতে হইয়াছে —'নামাশ্রিত' বা নামপরায়ণ না থাকিয়া —কলি কর্তৃক ভেদনীতির প্রভাবে সম্প্রদায় মধ্যে নানা মত ও নানা পথ উদ্ভাবিত হইয়া পড়ায়।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর প্রায় চারিশত বৎসর পর্যন্ত উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণনাম-পরায়ণ অর্থাৎ শ্রীনামই ছিলেন যাঁহাদের পরমাশ্রয়। সেই অঙ্গীরূপে গৃহীত নাম হইতেই, অপর ভজনাঙ্গ সকলও সমুদিত হইয়াছে—প্রধানতঃ নামেই তাঁহাদের একনিষ্ঠা বা একাশ্রয়তা বশতঃ। পূর্বেকার ভজনশীল বৈষ্ণব মাত্রেরই নামপরায়ণতার সহিত ভজনরীতির সংবাদ অবগত হওয়া যায় শ্রীচরিতামৃতকারের উক্তি হইতেই,—

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম পরায়ণ পরম মঙ্গল॥
যার প্রাণধন নিত্যানন্দ চৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তি বিনা নাহি জানে অন্য॥"

—(শ্রীচৈঃ ১।৫।২০৪-৫)

তৎকালীন বৈষ্ণবতার সর্বপ্রথম পরিচয় হইতেছে —নাম-পরায়ণতা অর্থাৎ বৈষ্ণব মণ্ডল সকলেই ছিলেন 'নামাশ্রয়ী' —যাহা এই ভক্তির ভজন পথের পরম মঙ্গল-স্বরূপ। অঙ্গীরূপে অবলম্বিত যে নামাশ্রয় হইতে পরবর্তী সুমঙ্গল ভজনাঙ্গ সকলের স্বাভাবিক বিকাশ।

সুতরাং রাগভক্তির ভজন পথে, সমস্ত ভজনাঙ্গই একমাত্র 'অঙ্গী'-রূপে অবলম্বিত শ্রীনাম হইতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে।[১] রাগমার্গে কোন ভজনাঙ্গই স্বতন্ত্র নহে।

---

১ "সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু মঙ্গল।
কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল॥ —(শ্রীচৈঃ ভাঃ।১।১০)

অতএব এই রাগমার্গের ভজনের প্রারম্ভ হইতেই শরণাগতি লক্ষণের উদয় হওয়ায়, তৎফলে এই বিশেষ ভজনপথের যাহা কিছু শাস্ত্র বিহিত অনুকূল বিষয়, নিজ ভজনের সহিত তৎসংযোগের সঙ্কল্প এবং কলি-সঞ্চারিত নামাপরাধাদি ও অপর প্রতিকূল বিষয় সকলের বর্জনেচ্ছার সাফল্য লাভের জন্য শ্রীনামের নিকট সতত সকাতর প্রার্থনা জানাইয়া, শ্রীগৌর-প্রবর্তিত এই বিশেষ নাম-কীর্তনকেই ভজনের অঙ্গীরূপে সর্বোপরি সংস্থাপন ও সর্বভাবে শ্রীনামানুগত্যে থাকিয়া যে ভজন-কীর্তন,—সংক্ষেপতঃ ইহাকেই নামাশ্রয় লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত 'নামাশ্রয়' কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়া লইবার পক্ষে উপযোগী হইতে পারে।

যেমন সমস্ত অঙ্ক বা গণিত শাস্ত্রের মূল হইতেছে 'এক' (১)। এই 'এক'-অঙ্কটি দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত অর্থাৎ দুই 'এক' তিন 'এক' চার 'এক' ইত্যাদি রূপে পরিণত হইয়া 'নয়' (৯) পর্যন্ত অঙ্কে রূপায়িত হইলে, তাহাই 'দুই', 'তিন', 'চার' ইত্যাদি ক্রমে 'নয়' নামে কথিত হয়। ইহারা আকারাদিতে পৃথক হইলেও,—একেরই পরিণতি বা অভিব্যক্তি ভিন্ন স্বতন্ত্র কিছুই নহে। সুতরাং উক্ত '৯' অঙ্কেরই 'অঙ্গী' হইতেছে —'১' অঙ্ক। 'অঙ্গী' স্থানীয় একেরই উক্ত নবাঙ্ক রূপে বিকাশ।

সেইরূপ বর্তমান এই অসাধারণ কলিযুগ-ধর্মরূপে সমুদিত এক 'অঙ্গী' শ্রীকৃষ্ণ নামই নবধা ভক্ত্যঙ্গরূপে অভিব্যক্ত, রূপায়িত ও কথিত হইলেও, উহা এক নামেরই পরিণতি ভিন্ন, বর্তমান যুগে কেহই নাম হইতে স্বতন্ত্র নহে, —যেমন অন্যকালে নাম হইতে উহাদের স্বতন্ত্র অবস্থিতি, সম্ভব ও প্রয়োজন হইয়া থাকে, যে বিষয়ে পুর্বে উক্ত হইয়াছে। কল্পকাল মধ্যে কেবল এই বিশেষ কলিযুগে, এই বিশেষ নামই নবধা ভক্ত্যঙ্গকে নিজ হইতে সমুদিত করাইয়া নিজেও তন্মধ্যে "সর্বশ্রেষ্ঠ" অর্থাৎ তাঁহাদের 'অঙ্গী' রূপে অবস্থান করেন।

অতএব বিশেষভাবে এই রাগমার্গের ভজনের প্রারম্ভ হইতেই,

এই ভজন পথের যাহা কিছু (১) শাস্ত্র বিহিত অনুকূল বিষয়, তৎসংযোগের বা গ্রহণের সঙ্কল্প লইয়া ও (২) নামাপরাধাদি অপর প্রতিকূল বিষয় সকলের বর্জনেচ্ছা করিয়া এবং (৩) শ্রীনামের নিকট উক্ত গ্রহণ ও বর্জন বিষয়ে তৎকৃপায় সামর্থ্য লাভের জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইয়া, শ্রীগৌর-প্রবর্তিত (৪) এই বিশেষ নামকেই ভজনের "অঙ্গী" রূপে নির্ধারণ পূর্বক সর্বোপরি সংস্থাপন করিয়া (৫) সর্বভাবে নামানুগত্যে থাকিয়া, (৬) ভজনপথে যাহা কিছু মঙ্গলের উদয় বা সংযোগ হইবে, তৎসমুদয়কে শ্রীনামেরই কৃপালভ্য—এইরূপ সুদৃঢ় ধারণায় যে নামগ্রহণ, সংক্ষেপতঃ ইহাকেই 'নামাশ্রয়' লক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১]

উক্ত প্রকারে সতত নামাশ্রয়ে থাকিয়া এবং 'নামী' ও 'নাম' উভয়ের অভিন্ন-তত্ত্ব জানিয়া ভজনে অভ্যস্ত হইলে, শ্রীনামই তদীয় আশ্রিত জনকে নামাপরাধাদি অপর অনর্থ সকলের সংঘটন হইতে সংরক্ষণ করেন, যেহেতু তদীয় আশ্রিত ভক্তজনের ভজন কোনরূপে বিনষ্ট হইয়া যাহাতে ভক্তের বিনাশ না হয়, —"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" —(গীতা, ৯।৩২) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান তদীয় আশ্রিত রক্ষণে সতত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পূর্বোক্ত গণিত শাস্ত্রে, অঙ্ক ব্যতীত দেখা যায়, তাহার সহিত '০' শূন্যেরও ব্যবহার রহিয়াছে। 'অঙ্গী'-স্বরূপ 'এক' অঙ্কেরই অপর নবাঙ্কে পরিণতির কথা বলা হইয়াছে পূর্বে। এখন আলোচ্য হইতেছে 'শূন্য' সম্বন্ধে। মূলতঃ '১' (এক) অঙ্ককে অগ্রে রাখিয়া, তৎসহ 'শূন্য' যুক্ত হইলে, প্রতিটি শূন্যের জন্য দশ দশ গুণ যোগফল বাড়িয়া যায়। সকল শূন্যই সার্থকতা বরণ করে। কিন্তু '১' (এক) অঙ্ক কিম্বা উহার পরিণতি নবাঙ্কের মধ্যে কোন অঙ্ক বিযুক্ত কিম্বা অঙ্কের সম্বন্ধ শূন্য

---

১ 'নামাশ্রয়' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত "শ্রীশ্রী ভক্তিরহস্য-কণিকা" গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

হইয়া কোন শূন্যেরই সার্থকতা হয় না। অঙ্কহীন কোটি কোটি শূন্যের সমাবেশেও যেমন শূন্যমাত্রই ফল,—সেইরূপ হর-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ব্রজপ্রেম যাহার মুখ্যফল, সেই অসাধারণ যুগধর্মরূপে বর্তমানে শ্রীনাম-কীর্তন প্রবর্তিত হইবার পর, অন্যকালের অনুষ্ঠেয় অপর শুভ কর্মাদি ও জ্ঞান-যোগাদি চতুর্বর্গের সাধন সকল নিরর্থক অর্থাৎ শূন্য স্থানীয় হইয়া যাইলেও, কলি কর্তৃক বিভ্রান্তমতি হইয়া, তদ্বিষয়ে অনুপলব্ধ জনের পক্ষে উক্ত সাধনাদির অনুষ্ঠানে যে আগ্রহ, তৎসহ অঙ্ক স্থানীয় শ্রীনামের সংযোগ না থাকিলে, উহাকে কলিরই প্রতারণায় নিষ্ফল শ্রমমাত্রই বুঝিতে হইবে।[১]

যে নামের মুখ্য ফলে, অন্য যুগে ও অন্যের অদেয় ব্রজপ্রেম-সীমা এবং গৌণ বা তুচ্ছ ফলে চতুর্বর্গ পুরুষার্থ অক্লেশে প্রাপ্ত হওয়া যায় —পরিপূর্ণ মহিমার সহিত সর্বজনের সহজগ্রাহ্য হইয়া, জগতে অসাধারণ যুগধর্মরূপে বর্তমানে সেই নামের উদয় কাল। উহার সেই মহা-মহিমাদি বিষয়ে অনুপলব্ধ জন কর্তৃক সেই নামের সম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া, এইকালের 'শূন্য' স্থানীয় চতুর্বর্গাদি সাধন সকলের অনুষ্ঠান বিষয়ে বর্তমানে স্বতন্ত্রভাবে প্রয়াস যেখানে,—'অঙ্ক' বিযুক্ত 'শূন্য' সকল হইতে ফল লাভের বাসনা ও প্রচেষ্টার বৃথা শ্রমের ন্যায়, —ইহা অধর্মবন্ধু কলিরই পরিহাস বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অতএব বর্তমান কলিগ্রস্ত জগতে ভজনপথের একমাত্র দিগ্দর্শন স্বরূপ পূর্বোক্ত —"হরের্নাম —" ইত্যাদি শ্লোকের সারমর্মে, প্রথমতঃ ইহাই নির্দেশ করা হইয়াছে যে, 'একাঙ্ক' (১) হইতে 'নবাঙ্ক' (৯) অভিব্যক্তির ন্যায়, স্বয়ং-ভগবৎপরা রাগভক্তি-ভজন পথে, এক 'অঙ্গী' শ্রীনাম-কীর্তন হইতেই 'নবাঙ্গ' ভক্তি কিম্বা অপর যাহা কিছু মঙ্গল,

---

১ রাম নামতো অঙ্ক হৈ, সব সাধন হৈঁ সূন।
অঙ্ক গয়ে কুছ হাথ নহিঁ অঙ্ক রহে দস-গুন॥
—(রামচরিত-মানস। শ্রীতুলসী দাসজী।)

তৎসমুদয়ের অভিব্যক্তির সর্বমূলকারণ বা 'অঙ্গী' এক শ্রীনামকেই জানিতে হইবে। অর্থাৎ রাগমার্গের অপর ভক্ত্যঙ্গ কিম্বা ভজনাঙ্গ যাহা কিছু, তৎসমুদয় মূলতঃ এক শ্রীনামেরই পৃথক আকার ও আখ্যায় পরিণতি বলিয়াই মনে করিতে হইবে; কিন্তু অপর কোন কিছুরই স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি নাই —এই যুগে।

যেমন তাপমান যন্ত্র, রক্তচাপ পরিমাপক যন্ত্রাদি কিম্বা দর্পণের পৃষ্ঠদেশে লেপনাদি অপর বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন প্রকার পারদের ব্যবহারে তৎ তৎ কার্য সিদ্ধ হইতে পারিলেও, কেবল হিঙ্গুল হইতে উত্থিত বিশুদ্ধ পারদ ভিন্ন প্রসিদ্ধ মকরধ্বজের ন্যায় জীবনদায়ী মহৌষধ প্রস্তুতের প্রয়োজনে অন্য পারদের ব্যবহার হয় না, সেইরূপ স্বয়ং শ্রীনামী-প্রবর্তিত শ্রীনাম হইতে উত্থিত রাগভক্তি ভিন্ন, জীবের চরম সাধ্যসীমা যাহা, সেই ব্রজপ্রেমোদয়ে, মিশ্রা বা বৈধী অপর কোন ভক্তিরই সার্থকতা নাই। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণাদি নামই, রাগভক্ত্যঙ্গ ও তৎকার্য ব্রজপ্রেম এবং তদনুকূল অপর যাহা কিছু শ্রেয়ঃ, তৎসমুদয় অভিব্যক্তির একমাত্র সর্বমূল কারণ বা অঙ্গী।

আবার এক হিঙ্গুলোত্থ পারদই যেমন মকরধ্বজ মহৌষধের অঙ্গী হইয়াও, তদঙ্গরূপ মকরধ্বজে পরিণত হইয়া, পৃথক আকারে রূপায়িত ও পৃথক নামে পরিচিত হইলেও, উক্ত পারদই যেমন তৎ সর্বমূল কারণ বা অঙ্গী, সেইরূপ পরম সাধ্য—ব্রজপ্রেমসীমা ও তৎ কারণ রাগভক্ত্যঙ্গ ও ভজনাঙ্গ সকলের প্রকাশ এবং রাগমার্গের পথিকগণের অপর যাহা কিছু অনুকূল তৎসমুদয়ে রূপায়িত ও পৃথক নামে কথিত হইলেও, উক্ত সাধ্য ও সাধন এবং তৎ সমুদয়ের পরম্পরায় পরম কারণ বা অঙ্গী হইতেছেন— শ্রীগৌরকৃষ্ণ-প্রবর্তিত শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।[১]

---

১ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরকৃষ্ণ অভিন্নস্বরূপ বলিয়া, কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম— অভিন্নই হইতেছেন।

অতএব স্বয়ং শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামপ্রভুকেই[১] একাশ্রয় করিয়া, 'অঙ্গী'রূপে সেই নাম হইতেই উত্থিত ও পৃথক রূপে রূপায়িত রাগমার্গের প্রয়োজনীয় অপর ভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ প্রভৃতি যাহা কিছু 'অনুকূল' বিষয়, তৎসমুদয় প্রাপ্তির 'সঙ্কল্প' লইয়া এবং নামাপরাধাদি অপর 'প্রতিকূল' যাহা, তৎসমুদয় বর্জনেচ্ছা[২] পূর্ণ হইবার জন্য, শ্রীনাম-প্রভুর চরণে শক্তি লাভের সকাতর প্রার্থনা জানাইয়া এবং উক্ত রাগ-মার্গের সাধ্য-সাধনাদি— সকল শুভোদয় যে এক 'অঙ্গী'— শ্রীনামেরই পরিণতি, ইহাই নিশ্চয় করিয়া, যে নামগ্রহণ, সামান্যতঃ ইহাই 'নামাশ্রয়' লক্ষণ। যেমন দুর্গাশ্রয়ী জন ব্যতীত শত্রু নিক্ষিপ্ত অস্ত্রাদি হইতে আত্ম-রক্ষায় অপরে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বর্তমানে 'নামাশ্রয়ী'জন ব্যতীত, কেবল 'নামগ্রাহী' হইয়া কাহারও পক্ষে অকালে বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলি কর্তৃক ভজনের বিঘ্ন সৃজনের চরম উপায়,— নামাপরাধ অস্ত্র প্রয়োগ হইতে নিস্তারের উপায় নাই— ইহা সুনিশ্চয়।

অন্যকালে, যে নাম শ্রদ্ধায় কিম্বা হেলায়— যে কোন ভাবে কীর্তিত, স্মৃত বা শ্রুত হইলেও নামগ্রাহী জনমাত্রেরই নিজ অভিপ্রেত উহার মুখ্য বা গৌণ ফল লাভের পক্ষে কোনরূপ ব্যতিক্রম হইত না, শ্রীগৌরাপ্রকটের পর হইতে, অবশিষ্ট অল্পকাল মধ্যে বিদায়োদ্যত কলির শেষ শিকার রূপ নামগ্রাহী জনের প্রতি তৎকর্তৃক চরমাস্ত্র নামা-পরাধ প্রয়োগের ইহাই একমাত্র উপযুক্ত সময়। সুতরাং বর্তমানে তদ্‌বিরুদ্ধে নিজ ভজন রক্ষার শাস্ত্রবিহিত একমাত্র উপায় রহিয়াছে, কাল-সংঘটিত উক্ত অপরাধ সকল হইতে মুক্ত থাকিবার একান্ত প্রচেষ্টার সহিত 'নামাশ্রয়'-দুর্গে সতত অবস্থান করা,— যে পর্যন্ত কলি নিজ পূর্ণ ও শেষ প্রভাব প্রদর্শন করাইয়া, সম্পূর্ণরূপে জগৎ

১ "অভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ" —পদ্মপুরাণ।

২ "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্।" —ইত্যাদি।

(শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে। হঃ ভঃ বিঃ।১১।১১।৪১৭)

হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া না যায়।

এই হেতু সুখসাধ্য রাগমার্গের পথিকগণের পক্ষেও আজ নির্গমনোন্মুখ কলির এই অত্যল্প অবশিষ্ট কাল অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নিরুদ্যমতা বশতঃ ইহাকে অসাধ্য বিবেচনায় উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিলে রুষ্ট কলির শেষ শিকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে সকলকেই— ইহা সুনিশ্চয়।

কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে, তখন আর তৎপ্রযুক্ত 'নামাপরাধ' সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না কাহারও পক্ষে। নামাপরাধ-শূন্য জগতে পুনরায় পূর্ববৎ যে কোন লোক কর্তৃক যে কোন ভাবে নাম গ্রহণেই, উহার মুখ্যফল— 'ব্রজপ্রেম' শ্রদ্ধাদি যথাক্রমে[১] সমুদিত হইয়া উঠিবে। এবং অকালে কলি পরিত্যক্ত এই অসাধারণ কলিযুগের অবশিষ্ট প্রায় চারি লক্ষাধিক বর্ষকাল ব্যাপী,—সর্বজনই 'সুমেধা' হইয়া, শ্রীনাম-কীর্তন-রূপ পরম সাধন দ্বারা, ব্রজপ্রেমরূপ পরম সাধ্যের অভি-ব্যক্তিতে, এই যুগে, সত্যযুগ হইতেও ধন্য,— এক "শুদ্ধসত্ত্ব-যুগ" বা প্রেম-যুগের অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী, যাহা হইবে সৃষ্টির ইতিহাসে কল্পকাল মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাঙ্গলিক ঘটনা, যে বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

এই বিশেষ কলিযুগে, গ্রহ-নক্ষত্রগণ মধ্যে সূর্যের ন্যায় সমুদিত[২]— সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি হইতেছেন— শ্রীভাগবত। সেই ভাগবত-নির্দিষ্ট বর্তমান যুগের মুখ্য উপাস্য ও উপাসনা বিষয় যাহা পূর্বোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।৫।৩২) ভাগবতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—কলি নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইলে তাহাই হইবে সর্ব জগতের সার্বজনীন উপাস্য ও উপাসনা। যাহার ফলে জীব জগতের চির-আকাঙ্ক্ষিত যে পরাশান্তির উদয় হইবে, তাহাই উক্ত রহিয়াছে—"নহ্যতঃ

১ "আদৌ শ্রদ্ধা……………প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥"

—(শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুঃ, ১।৪।১৫-১৬)

২ 'কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।' —(শ্রীভাঃ ।১।৩।৪৩)

পরমো লাভো—" (ভাঃ ১১।৫।১৭) ইত্যাদি ভাগবতীয় শ্লোকে।

ইহাই হইতেছে— সেই নামকীর্তন-রূপ পরম সাধন বা উপাসনা, যাহার মুখ্য ফলে লভ্য হয়, জীবের পরম সাধ্যসীমা— ব্রজপ্রেম। যে 'নাম' ও 'প্রেম' অদূর ভবিষ্যতে এক বিরাট প্লাবন আনিবে সারা বিশ্বে —এক পরাশান্তির সুপ্রভাত দেখা দিবে যাহার পরম শুভ ফলে। যে শান্তি দেহ-দৈহিক নয়— আত্ম-সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ পরমাত্মার পরম স্বরূপের সহিত জীবাত্মার চিরসম্মিলন— প্রগাঢ় পরিরম্ভণ।[১] যাহা দেহ-দৈহিক সম্বন্ধশূন্য, যাহা অনাত্ম দেহ-দৈহিক ধর্মের সীমাতীত। সকল জীবাত্মার পরস্পর সম-সম্বন্ধ ও সম-প্রয়োজন যাহা, সেই আত্ম-ধর্মের চরম অভিব্যক্তির নামই শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত 'প্রেমধর্ম',— যাহা প্রাপ্তির পরম উপায়— একমাত্র তৎ-প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন— বর্তমান যুগের বিশেষ যুগধর্মরূপে সমুদিত যাহা। নাই যেখানে দেহ-দৈহিক অনাত্মধর্মের জাতি-বর্ণাদি মূলক বিভেদের কোন প্রশ্ন,—যাহা অনাত্ম-দৈহিক ধর্মেরই স্বাভাবিক ও অনিবার্য ফল হইতেছে। জীবের দেহে দেহে বিভিন্নতা থাকিলেও আত্মায় আত্মায় কোন ভেদ নাই। সকল জীবাত্মাই এক মূল পরমাত্মবস্তুর আশ্রিত সম্বন্ধ। অনাদি আত্মবিস্মৃত জীবের অবিদ্যাদি জনিত সেই নিত্য সম্বন্ধ স্মৃতি-পট হইতে মুছিয়া গিয়া, তৎস্থলে দেহ-দৈহিক অনাত্ম বিষয়ে—'আমি' ও 'আমার' বোধ ঘটিলেই, জাতি-বর্ণাদি বিবিধ দৈহিক ভেদমূলক অনাত্মধর্মে অবস্থিতি অনিবার্যই হইয়া থাকে। যাহার বিষময় ফলে,—জীবের ব্যবহারিক জগতে দৈহিক স্বার্থমূলক হিংসা, বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহাদি ধূমায়িত হইয়া, তৎপরিণতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে অশান্তির উগ্র অনল। যে সন্তাপ লইয়া, অমৃত স্বরূপ জীবাত্মাকে ভোগ করিতে হয়, অবিশ্রান্ত জন্ম-মরণ-রূপ সংসার-প্রবাহ। জীবাত্মার এই শোচনীয় পরিণতির দিগ্দর্শন সম্বন্ধে, যাহা সংক্ষেপে

১ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত "মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে দ্রষ্টব্য।

একটি শ্লোকেই উপদিষ্ট হইয়াছে শাস্ত্রে।

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জ্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥

—(শ্রীভাঃ।১২।৬।৩৩)

ইহার অর্থ,— সেই তাহারাই সর্বব্যাপক সর্বাত্মা বিষ্ণুর পরম স্থানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে,— যাহাদের দেহ-গেহাদি অনাত্ম বিষয়ে 'আমি', 'আমার'— ইত্যাদি প্রকার বোধরূপ দুর্জনতা নাই।

সেই 'বিষ্ণু' বা সর্বব্যাপক—সর্বাত্ম-তত্ত্বের পরিসীমাকে পরমাত্মীয় করিয়া লইবার পক্ষে, পরমাত্ম-ধর্মের সীমা যাহা তাহারই নাম —শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত "ব্রজপ্রেম-ধর্ম্ম" এবং তৎ-প্রাপ্তির পরম উপায় বা সাধন যাহা, তাহাই হইতেছে— তৎ-প্রবর্তিত—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। কলি নিক্রান্ত হইয়া যাইলে, সেই 'নাম' ও 'প্রেমধর্ম'রূপ বর্তমান জগতের মুখ্য সাধ্য ও সাধন যাহা— তাহাই সারা বিশ্বে সঞ্চারিত হইয়া তদীয় লীলা-কালের যে ভবিষ্যদ্বাণী দুইটিকে সত্য ও সার্থক করিয়া তুলিবে, তন্মধ্যে যথাক্রমে প্রথমটি হইতেছে সারা জগতে তৎ-প্রবর্তিত শ্রীনামের প্রচার এবং তৎফলে বিশ্বজনের অন্তরে সমুদিত হইবে— "ব্রজপ্রেম"-সীমা। যথা,—

পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥[১]

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ।৩।৪)

এবং

"প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥"

—(শ্রীচৈঃ। ১।৯।৫)

---

১ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সমর্থনেই শ্রীচৈতন্যভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

"সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে, নগরে নগরে অনুক্ষণ॥" —(মধ্য ২য় অধ্যায়।)

বর্তমান যুগে, ধর্মাকাশে আলোকদানে অর্ক-সম সমুদিত— শ্রীভাগবত-নির্ধারিত বর্তমানের মুখ্য উপাস্য হইতেছেন,— ব্রজলীলায় প্রকটিত পূর্ণাশক্তি— শ্রীরাধাসহ পূর্ণ শক্তিমান্ বা স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব— ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ যুগলের পরিপূর্ণ ভক্তভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া, আবির্ভাব বিশেষে একীভূত স্বরূপ— শ্রীগৌরকৃষ্ণ। তৎ-প্রবর্তিত এই বিশেষ নাম-কীর্তনই হইতেছেন—তদীয় উপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠ পূজা-সম্ভার। যে নাম-কীর্তনকে 'অঙ্গী'রূপে আশ্রয় করিয়া ও তদধীন বোধে সমস্ত ভজন অনুষ্ঠিত হইলে, উহা হইতে ভক্ত্যঙ্গ সকলের বিকাশ হয়, প্রপঞ্চে অপর কালের অলভ্য ও অগোচর যাহা, উহা সেই "রাগভক্তি"। যাহার পরিণতি বা সাধ্য— ব্রজপ্রেম-সীমা। অর্থাৎ "মধুরাখ্য" শ্রীরাধানুগতা ব্রজগোপিকার আনুগত্যে, মঞ্জরীভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলের নিভৃত কুঞ্জে অন্তরঙ্গ সেবা লাভ এবং অপর স্বরূপে ভক্তভাবে নিত্য শ্রীগৌর-লীলা-রসার্ণবে নিমজ্জিত থাকিয়া, সঙ্কীর্তন-ঘন-রাস-রসাস্বাদন।[১]

নিত্য ব্রজলীলায় লীলায়িত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালের আবির্ভাব বিশেষে একীভূত স্বরূপ যেমন শ্রীশ্রীগৌরকিশোর, সেইরূপ নিত্য নবদ্বীপলীলায় লীলায়িত শ্রীগৌরকিশোরের আবির্ভাব বিশেষে পৃথক যুগল-স্বরূপ—শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল এতাদৃশ উভয় আবির্ভাব বিশেষের যুগপৎ পরস্পর কার্য-কারণতায় অভিন্নতা থাকায়, উভয় আবির্ভাবেরই স্বয়ং-ভগবত্তা সিদ্ধ হয়।[২]

তাহা হইলে এখন আমরা বুঝিতে পারিব, শ্রীভাগবতপ্রোক্ত বর্তমান কালের মুখ্য উপাস্য ও উপাসনার প্রকৃষ্ট উপাসকেরাই হইতে-ছেন, সেই স্বয়ং উপাস্য-প্রবর্তিত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত

---

১ "হেথায় গৌরাঙ্গ মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ।" —শ্রীঠাকুর মহাশয়। কিম্বা "গৌর-লীলারসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।"

—শ্রীল ঠাকুর মহাশয়।

২ "এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।" —(শ্রীচৈঃ ভাঃ)

ভজননিষ্ঠ যাঁহারা। তাঁহারাই রাগমার্গের উপাসক —ব্রজপ্রেম-সীমা যাহার সাধ্য এবং তৎ-প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই হইতেছেন রাগভক্ত্যঙ্গ ও তৎফল যাহা কিছু সুমঙ্গল —সমস্তেরই 'অঙ্গী।'

এক বৃক্ষই যেমন কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল প্রভৃতি তদঙ্গরূপে অভিব্যক্ত ও তদাশ্রয় হইয়া, তৎসমুদয়কে ধারণ, পোষণ ও পালন করে, সেইরূপ রাগমার্গের ভজনে 'অঙ্গী'রূপে এক শ্রীনামই, তদঙ্গরূপ রাগমার্গের সাধ্য-সাধন ও অপর যাহা কিছু মঙ্গল, তৎসমুদয়-রূপে অভিব্যক্ত ও তৎসমুদয়েরই আশ্রয় হইয়া, উহাদের ধারণ, পোষণ ও পালন করিয়া থাকেন। সুতরাং সেই সর্বাশ্রয় ও অঙ্গী শ্রীনাম আবার যাহাদের 'আশ্রয়', —নামকে প্রসন্ন রাখিয়া ভজন করিতে পারিলে, তাহাদের আর কি অলভ্য থাকিতে পারে—শ্রীনাম-চিন্তামণির মুখ্যফল লাভে ?

কিন্তু 'অঙ্গী' বৃক্ষের সম্বন্ধশূন্য হইয়া তদঙ্গ—শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পাদির কল্পনা যেমন আকাশ-কুসুমবৎ অলীক, কিম্বা অঙ্গী বৃক্ষকে তদঙ্গ পত্র পুষ্পাদির মতই একটা 'অঙ্গ' রূপে বোধ করা যেমন মূঢ়তার কার্য, সেইরূপ 'অঙ্গী' শ্রীনামের সম্বন্ধশূন্য হইয়া রাগভক্তি ও ব্রজপ্রেমের কল্পনা, ইহা কলিরই ছলনা মাত্র এবং অঙ্গী নামকে, রাগভক্তির একটি অঙ্গরূপে গণনা করিয়া তৎসমতা চিন্তা ইহা কেবল মূঢ়তাই নহে — তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর —কলিসৃষ্ট একটি 'নামাপরাধ', যাহার প্রয়োগে শ্রীনামের অপ্রসন্নতা সৃজন করিয়া থাকে। আবার বীজ সমুদিত পরিপূর্ণ বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পত্র ও পুষ্পাদির ন্যায় তদন্তর্গত বীজও যেমন একটি অঙ্গ, যাহাতে অপর আর এক বৃক্ষের ভবিষ্য সম্ভাবনা নিহিত থাকে, তদ্রূপ শ্রীনাম হইতে উদ্ভূত নবধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রীনাম নিজেও একটি অঙ্গরূপে অবস্থান করেন বলিয়াই জানিতে হইবে —ইহাতে তদীয় অঙ্গীত্বের কোন হানি হয় না।

এই বিশেষ কলিযুগের পূর্বালোচিত ইতিহাস হইতে বুঝিতে

পারা যায় যে এই নিজযুগে প্রবেশকালে কলিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জগতের বাহিরে অপেক্ষমান থাকিতে হইয়াছিল পঁচিশ বৎসর কাল। স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে প্রপঞ্চে প্রকট থাকার জন্য।[১] কার্যারম্ভের প্রাক্কালে এই বাধা প্রাপ্তির বিষণ্ণতা লইয়া কলি তৎপরে জগতে প্রবিষ্ট হইল। কিন্তু নিজ প্রভাব বিস্তারে মস্তকোত্তোলন করিতে যাইয়া, সর্বপ্রথম মহারাজ পরীক্ষিত কর্তৃক পরাভূত হইয়া, পরিশেষে স্বর্ণ, স্ত্রী ও সুরা প্রভৃতি কয়েক স্থান মাত্র আশ্রয় করিয়া, বন্দীর ন্যায় জীবন-যাপন করিতে হইয়াছিল, অধর্মবন্ধু কলিকে। পরে পরীক্ষিত মহারাজের তিরোধানের অবকাশে, পুনরায় কলি নিজ দুষ্ট প্রভাব প্রয়োগে উৎসাহিত হইয়া উঠিতেই, সহসা জগতে কোটি মুক্ত মধ্যে সুদুর্লভ যাহা, সেই বিধিভক্তির এক বিরাট আলোড়ন আসিয়া পড়ায়, তন্মধ্যে কলিকে, কোনরূপে নিজ সত্তা বজায় রাখিয়া অবস্থান করিতে হইয়াছিল, সকল প্রভাব সঙ্কুচিত করিয়া। সুতরাং প্রবেশ কালের প্রথম বাধার ফলে, তাহার এবারের যাত্রা যে শুভ নহে— একথা কলি বিশেষভাবেই অন্তরে অনুভব করিয়াছিল উক্ত অসম্ভাবিত ঘটনায়।

অতঃপর জগতে বিধিভক্তির এই বিরাট প্লাবন ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসিলে, তখন "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" এই ন্যায় অনুসারে, কলি তাহার সকল লুপ্ত উদ্যম ও উৎসাহ একীভূত ও দ্রুততর বর্ধিত করিয়া, তাহার কার্যকালের প্রারম্ভেই প্রয়োগ করিতে থাকে পূর্ণ প্রভাব —নিজ অধিকার এবার সার্থক হইল ভাবিয়া।

তদবস্থায় বিধি-ভক্তিময় শ্রীভাগবতের অন্তর্নিহিত ও কমনীয় রত্নহারের মধ্যমণির ন্যায় পরম যত্নে সুরক্ষিত যাহা, সেই 'রাগভক্তির' জগতে একমাত্র প্রবর্তক— শ্রীগৌরকৃষ্ণকে গণসহ প্রপঞ্চে প্রকটিত হইতে দেখিয়া, এবার প্রমাদ গণিল কলি।

১ শ্রীভাঃ।১২।২।২৮-২৯ এবং।১২।২।৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এদিকে গণসহ অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য কর্তৃক উচ্চ হরি-সঙ্কীর্তন-রূপ মেঘমন্দ্রের সহিত ব্রজপ্রেমামৃতের বিপুল বর্ষণে বিশ্ব প্লাবিত করিয়া তৎকালীন সর্বজীবের সংসার-পাশ মোচনের সহিত পরমপদ-সীমায় প্রতিষ্ঠিত করিবার পরম উপায় বিহিত করা হইল। এই যুগের পরবর্তী জীবের তদ্রূপ উদ্ধারের জন্য, তৎকালেই সঞ্চারিত করিয়া রাখা হইল, জগৎ-ব্যাপী শ্রীনাম-বীজ। যাহা অচিরকাল মধ্যে অঙ্কুরিত ও ক্রমে মহা মহীরুহে পরিণত হইয়া, বিশ্বব্যাপী ভাবী জীবগণকে ত্রিতাপহারিণী পরাশান্তির সুশীতল ছায়া দানের পরিতৃপ্তির সহিত, 'ব্রজপ্রেম'রূপ সাধ্য-সীমা প্রাপ্ত করাইবে। যাহা হইবে বর্তমান যুগে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা।

শ্রীগৌরকৃষ্ণ সগণে অপ্রকট হইলে, তদনন্তর পাপ-প্রবণ কলি সভয়ে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া ও সর্বজগতে নামবীজ সঞ্চারিত করা রহিয়াছে দেখিয়া, কলি বুঝিতে পারিল, এই যুগে তাহার আর স্থান হইবে না। অকালে তাহার বিদায়ের হুকুম হইয়া গিয়াছে। অতএব যে পর্যন্ত জগৎব্যাপী বপিত এই নামবীজ অঙ্কুরিত হইয়া না উঠে, সেই স্বল্প অবকাশ মধ্যে তাহার কার্য শেষ করিয়া তাহাকে অকালে বিদায় লইতে হইবে,— সুদীর্ঘ চারিলক্ষাধিক বর্ষ— তাহার এই অধিকার কাল হইতে।

এই বোধে, অতৃপ্ত ও ক্রোধোদ্দীপ্ত কলি, তাহার পূর্ণ ও শেষ প্রভাব একীভূত করিয়া, অমিত বিক্রমে আক্রমণ করিল, সর্ব-সাধারণ জনগণকে যথাক্রমে— যে বিষয় পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। "সুবর্ণ" অর্থাৎ অর্থই ছিল যে কলির প্রধান আবাস। নিজ দুষ্ট প্রভাবে জনগণের ইন্দ্রিয়বর্গকে বলবান করিয়া,[১] সেই কলিভষনের প্রতি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেই, তখন কলি কর্তৃক সম্মোহিত ও তাহার অধীনতা পাশে আবদ্ধ হইয়া, কলির অপর নিবাসক্ষেত্র— স্ত্রী,

১ "কালঃ কলিঃ বলিন ইন্দ্রিয়বৈরিবর্গঃ" —ইত্যাদি। (চৈঃ চন্দ্রামৃত।১২৫)

সুরা ও দ্যূতক্রিয়াদি বিভিন্ন পাপ বিষয়ে প্রায়শঃ জনগণকে সহজেই আসক্ত করা যায়। অজিতেন্দ্রিয় জনগণের এই অর্থাসক্তি হইতেই অপর বিভিন্ন পাপ প্রবৃত্তি, দুর্দমনীয় হইয়া থাকে, এ কথা শাস্ত্রেও বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। যথা, "স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্ভঃ—" ইত্যাদি (ভাঃ। ১১।২৩।১৮-১৯)। অর্থাৎ— চৌর্য, হিংসা, মিথ্যা, দম্ভ, কাম, ক্রোধ, গর্ব, মত্ততা, ভেদ, শত্রুতা, অবিশ্বাস, স্পর্ধা, স্ত্রী-সেবা, দ্যূতক্রীড়া, মদ্যপান এই পঞ্চদশটি অনর্থ মনুষ্যগণের অর্থাসক্তির মূলে বিদ্যমান থাকে বলিয়া বিবেকিগণ নির্ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি 'অর্থ' নামক অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

বর্তমানে কলির প্রধান আবাসরূপে নির্দিষ্ট সেই কাঞ্চন বা অর্থের প্রতি অদম্য লালসা যে বিকারের তৃষার মত দিন দিন কিরূপ অধিকতর রূপে পাইয়া বসিতেছে এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া কলিসৃষ্ট অপর পাপানুষ্ঠান সকল বর্তমান জনসমাজে যে কিরূপ অধিকতর সংক্রামিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা কেবল সূক্ষ্মদর্শী জনেরই নহে— স্থূল-দৃষ্টির সমক্ষেও বিশেষভাবে লক্ষিত হইবার যোগ্য।

উক্ত প্রকারে পাপবন্ধু কলির স্বাভাবিক পাপপ্রবণতা প্রভাবে ও কুচক্রান্তে প্রায়শঃ জনগণ কলির আয়ত্তাধীন হইয়া পড়িলেও, কেবল নামগ্রাহী জনের প্রতি কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই কলি— নিজ স্বাভাবিক সামর্থ্যে।

এই হেতু বর্তমানে বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলি স্বাভাবিক সামর্থ্যে পাপ-প্রবণতা সৃজনের ফলে, তন্মূলে অবস্থিত কাঞ্চনমত্ততায় বা অর্থ লালসায় প্রায়শঃ জনগণকে স্বকরায়ত্ত করিলেও, কেবল শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত-নির্দিষ্ট বর্তমান কলির মুখ্য উপাস্য ও উপাসনার আশ্রিত নামগ্রাহী জনের একটি কেশ স্পর্শেরও ক্ষমতা নাই তাহার স্বাভাবিক প্রভাবে, ইহা বুঝিতে পারিল কলি। তখন মনে পড়িল তাহার পৃষ্ঠ-দেশস্থ তূণীর মধ্যে রক্ষিত "নামাপরাধ" নামক দশটি বাণের কথা।

যাহা প্রয়োগ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আসে নাই এ যাবৎ কলির পক্ষে। বর্তমানে তাহার শেষ শিকার—নামগ্রাহী জনের প্রতি উহা প্রয়োগের পক্ষে উপযুক্ত সময়, ইহা বুঝিয়া লইল কুচক্রী কলি। যে 'নামাপরাধ' সঞ্চার ব্যতীত শ্রীনাম, অপর কোন কারণেই অপ্রসন্ন হয়েন না নামগ্রাহী জনের প্রতি। কেবল নামাপরাধের সংঘটন ব্যতীত নাম গ্রহণে নামের ফল অনুদয়ের অপর কোন কারণ নাই। যে বিষয়ে স্বয়ং শ্রীনামী তদীয় লীলাকালে নানাপ্রকারে সর্বজনকে সতর্ক করিয়া দিয়া গিয়াছেন—তদীয় অপ্রকটকালে সেই নামাপরাধের সংঘটন হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য— যাহা হইবে নামগ্রাহী জনের প্রতি কলির সর্ব-শ্রেষ্ঠ প্রতারণা।

অধুনা সেই সম্প্রদায় মধ্যেও বিশেষভাবে দেখা যাইতেছে—ভজন পথের জীবন মরণ সমস্যা যাহা, সেই নামাপরাধ বর্জন ও স্পর্শন বিষয়ে উক্ত সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া এবং তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্ধান পর্যন্ত না রাখিয়া যে, নিজ ভজনানুষ্ঠান, ইহা কলিরই প্রতারণা বলিয়া জানিতে হইবে। নামাপরাধ বিষয়ে এই উদাসীনতার ছিদ্র পথের সুযোগ পাইয়া, কলি প্রবলভাবে প্রয়োগ করিতেছে— নামাপরাধাস্ত্র। যাহার সঞ্চারে শ্রীনামের 'অপ্রসন্নতা' ঘটাইয়া, নাম গ্রহণের কোন ফল পরিদৃষ্ট হয় না। নিরপরাধ ক্ষেত্রে যে নাম একবার মাত্র গ্রহণেই, নবধা ভক্তি উদয়ের সদ্যই কারণ হইয়া থাকে,— সেই নাম এখন যে বহুদিন বহুবার গ্রহণেও বহুক্ষেত্রেই ভক্তি লক্ষণের কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না বরং ক্রমশঃই পুনরায় বিষয় বাসনাই জাগাইয়া তুলিতেছে অন্তরে, ইহার একমাত্র কারণ— কলি কর্তৃক সঞ্চারিত নামাপরাধ।

পূর্বেই বলা হইয়ছে, শ্রীচৈতন্যের প্রকট কাল হইতে তদীয় সমুদয় লীলাকালাবধি নামাপরাধের বিচার না রাখিয়া, সর্বজনে নামগ্রহণ বা শ্রবণ মাত্রেই প্রেমোদয় করা হইয়াছিল, তদীয় অচিন্ত্য অস্বাভাবিক কৃপা বৈশিষ্ট্যে। যেহেতু তখন ছিল সমষ্টি জীবোদ্ধারকাল। কিন্তু তদীয়

অপ্রকটকালে তাঁহার স্বাভাবিক কৃপায়, শ্রীনাম হইতে শ্রদ্ধাদি ক্রমে সাধন সিদ্ধের রীতিতে তদ্রূপ প্রেমোদয় হইলেও, তৎকালে নামাপরাধের বিচার থাকায়, উহা বর্জন করিয়া নামগ্রহণের উপদেশ এবং বিশেষভাবে, কলি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত নামাপরাধরূপ অস্ত্র হইতে নামগ্রাহীজনকে সর্বভাবে সতর্ক থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে,—শ্রীচৈতন্য ও তদীয় চরণানুচর গোস্বামিগণ কর্তৃক।

উক্ত সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ নির্দেশবাণী, শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরেও প্রায় চারিশত বৎসরাবধি পালিত হইয়াছিল দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্প্রদায় মধ্যে এবং তৎকালে সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিজনেরই নামাশ্রয়ী থাকিবার কথা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। যাহার ফলে নামাশ্রিত জনমাত্রেই কলির প্রতারণা তুচ্ছ করিয়া, ব্রজপ্রেমসীমা প্রাপ্ত হইবার পক্ষে কাহারও কোন বাধা হয় নাই—কলির প্রবল প্রভাব মধ্যেও।

"এইরূপে চারি শত বর্ষ যাবে চলি।
তারপর সম্প্রদায়ে প্রবেশিবে কলি॥"

পূর্বোক্ত এই মহাজন বাক্যের সত্যতা তৎপরবর্তী কাল হইতে সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রদায় মধ্যে।

পূর্বে যেখানে সম্প্রদায়ের সাধক মাত্রেই মুখ্যরূপে নামাশ্রিত থাকিয়া অঙ্গী শ্রীনামেরই প্রভাবে তদঙ্গরূপে নবধাভক্তি ও সাধনাঙ্গ সমূহের অভিব্যক্তি বলিয়া, সকলেরই ছিল অনুভূতি, সেখানে আজ সেই শ্রীনামকে একটি ভজনাঙ্গরূপে গণ্য করিয়া, প্রায় ক্ষেত্রেই ভজন অনুষ্ঠিত হইতেছে—"নামাশ্রয়দুর্গ" ত্যাগ করিয়া। সুতরাং আজ শ্রীনামের আশ্রিত না থাকায়, নামের সহিত ভক্ত্যঙ্গ সকলের এমন কী অপর শুভক্রিয়াদি সমান মনে করা—এই নামের সমতা চিন্তারূপ একটি 'নামাপরাধ' সঞ্চার দ্বারা কলি, নিজ চতুরালীকে সার্থক বোধ করিতেছে—মৃদু হাস্যের সহিত। যাহার কুফলে নামের অপ্রসন্নতা সৃজিত হওয়ায়, শ্রীনাম তদীয় অব্যর্থ প্রভাব প্রকাশে বিরত হইতেছেন।

যেহেতু একমাত্র নামাপরাধের সংযোগ ব্যতীত নামের অচিন্ত্য মহিমা অপ্রকাশের অপর কোন কারণ থাকিতে পারে না। সাধারণতঃ উক্ত একটি অপরাধের ছিদ্র পাইয়া তৎপথে ক্রমে কলির পক্ষে অপর নামাপরাধ সকল সঞ্চারিত করিবার সুযোগও হইয়া উঠিয়াছে প্রচুর। যাহার ফলে, ভজন কেবল বাহ্য আড়ম্বর মাত্রে পরিণত হইতে থাকিয়া, পুনরায় জাগিয়া উঠে অন্তরে বিষয়বাসনানল—লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার নিদারুণ পিপাসা।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের চারিশত বর্ষের পরবর্তীকাল হইতে পূর্বোক্ত প্রচলিত মহাজনোক্তির সত্যতা ক্রমশঃ প্রকাশ পাইয়া বর্তমানে প্রায় পূর্ণরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে,—সম্প্রদায় মধ্যে কলির প্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার। যাহার ফলে, সম্প্রদায়ের পূর্বোক্ত ভজনরীতির মূলে ছিল যে 'নামাশ্রয়' গ্রহণ ও 'নামাপরাধ' বর্জন সঙ্কল্প,—সেই এক মত এক পথের সুদৃঢ়তার বন্ধন শিথিল হইয়া, এখন ভেদনীতি ও কলহাদি প্রবর্তক কলির প্রভাবে সেখানে নানামত ও নানাপথের প্রাদুর্ভাব হইয়া, দলগত পরস্পর বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই হিংসা বিদ্বেষ, নিন্দাদিরূপ "মহদপরাধ" পর্যন্ত অনুষ্ঠিত করাইয়া, কলি নিজের জয় ঘোষণা করিতেছে,—তাহার সর্বশেষ শিকারের উপর দাঁড়াইয়া।

বর্তমানযুগে অর্কের ন্যায় সমুদিত সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবত-নির্দিষ্ট রাগভক্তির ভজনের মুখ্য উপাস্য ও উপাসনার প্রকৃষ্ট উপাসক বা সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায়শঃ উক্ত কৌশলে প্রায় সর্বজনকে নিজ কবলিত হইতে দেখিয়া, তাহার চরম জয়ের গর্ব, কলি পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছে—তাহার বিদায় যাত্রার পূর্বে।

কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরির অপ্রকটকালে, অকালে বিদায়োন্মুখ ক্রুদ্ধ কলির শেষ আক্রমণ প্রবলভাবে আরম্ভ হইবে স্ব-সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সাধকগণের উপর—এই কথা তদীয় সর্বজ্ঞতা-প্রভাবে লীলাকালেই তিনি অবগত হইয়াছিলেন। এইহেতু উহার

প্রতিকার ব্যবস্থা স্বরূপ, সকলকে নামাশ্রয়দুর্গে অবস্থান ও কলির নিক্ষিপ্ত নামাপরাধ অস্ত্র হইতে বিশেষভাবে সাবধান থাকিবার জন্য নানাভাবে নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন,—তদীয় লীলাকালেই।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের চারিশত বৎসর পরে সম্প্রদায় মধ্যে কলির প্রবেশ ও ভেদনীতির দ্বারা মতবিরোধ ঘটাইয়া ভজন ব্যর্থ করাইবার প্রচেষ্টার বিষয়, কেবল উক্ত মহাজনোক্তিই একমাত্র প্রমাণ নহে—শ্রীগৌর-পার্ষদ-প্রধান শ্রীমন্নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় কর্তৃক স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত" নামক গ্রন্থে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ মধ্যে পূর্ব্বের 'একমত ও একপথ' —নীতির স্থলে, পরস্পর মত বিরোধের যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে কলি-প্রবিষ্ট সম্প্রদায়ের বর্তমান সময়ের জন্যই উক্ত বিষয়ের অপর সুস্পষ্ট প্রমাণরূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য। যথা,—

"কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবা সর্ব্ব এব হি ॥
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ ॥
পূর্ব্বপক্ষসহস্রাণি করিষ্যন্তি জনে জনে।
—ইত্যাদি (৩-৫ শ্লোক)।

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের অবতার সম্বরণ করিলে অর্থাৎ অপ্রকট হইলে, উত্তম মধ্যম ও কনিষ্ঠ সকল বৈষ্ণবই সর্বদা উদ্বেগযুক্ত ও কালে কালে—দিনে দিনে প্রায়ই উত্তরোত্তর অধিকতররূপে সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইবেন। তখন তাঁহারা প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকে হাজার হাজার পূর্বপক্ষ করিবেন।

তাহা হইলে, ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে,—এই 'নামাশ্রিত' সম্প্রদায়ের ক্রমশঃ আশ্রয়চ্যুতির অবকাশ পাইয়া সম্প্রদায়

মধ্যে প্রবিষ্ট কলির প্রায় পূর্ণ প্রভাব বর্তমানে পরিলক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। এই হেতু কলি কর্তৃক নামাপরাধ সঞ্চারের অপকৌশল দ্বারা 'অঙ্গী' শ্রীনামের অপ্রসন্নতা ঘটাইয়া, বর্তমানে প্রায় সকল সাধন ভজনের কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র অবশেষ রাখিয়া, এবং তাহার সিদ্ধি লাভের আশা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সর্বোপরি কলি নিজ বিজয়বার্তা ঘোষণা করিতেছে। তন্মধ্যে এই নামাশ্রিত ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপর কলির এতাদৃশ প্রভাব,—ইহাই কলির সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিকার।

অতএব পরমার্থিক বা ধর্মজগৎ অধুনা, অকালে বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলির কবলিত, সুতরাং মৃতপ্রায় জানিতে হইবে।

এস্থলে এরূপ প্রশ্নের অবকাশ আসিতে পারে যে, অধুনা ধর্মজগৎ যদি কলিকবলিত হইয়া মৃতপ্রায়ই হইয়া থাকে, তবে বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান এখনও বিপুলভাবে পরিদৃষ্ট হইতেছে কেন ? কত জ্ঞানী, যোগীকে সাধন সংরত দেখা যাইতেছে—কত মঠ, মন্দির, ধর্মশালা, আশ্রম নিত্য নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে— কত উৎসব, মহোৎসব—কত পাঠ, ব্যাখ্যা, হরিকথার প্রচার প্রচেষ্টা— এমন কী নাম-সঙ্কীর্তনের কত বিরাট আসর যখন পূর্বাপেক্ষাও অধিকতররূপে দেখা যাইতেছে, তখন ধর্মজগৎ অধুনা প্রায় কলিকবলিত সুতরাং মৃতপ্রায়—এরূপ কথা বলা যায় কি প্রকারে ?

উহার উত্তর সাক্ষাৎ শ্রীভাগবত নিজেই দিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে,— কলির প্রভাব যখন পূর্ণসীমা প্রাপ্ত হইবে, তখন প্রকৃষ্ট ধর্মানুষ্ঠান আর কিছুই থাকিবে না। তবে তৎকালে যে সকল ধর্মানুষ্ঠান দৃষ্ট হইবে, তাহা পরমার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নহে,— তাহা হইবে কেবল —"যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্।" (ভাঃ ।১২।২।৬) অর্থাৎ, শুধু যশোলাভের নিমিত্তই।

এস্থলে বিবেচ্য এই যে,—উক্ত শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ কলির লক্ষণে উক্ত হওয়ায় এবং বর্তমানে কলির সেই পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশের কিঞ্চিৎকাল

বিলম্ব থাকায়, অধুনা "প্রায় পূর্ণকলি" বলা হইয়াছে আমাদের উক্তিতে। 'প্রায়' শব্দে "কিঞ্চিদংশে ন্যূন" বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অধুনা অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানই যশোলাভের নিমিত্তই। তন্মধ্যে কিয়দংশ অর্থাৎ অতি অল্প অনুষ্ঠানই থাকিবার কথা— যাহা কেবল পরমার্থের প্রয়োজনে অনুষ্ঠিত সুতরাং সত্য। বর্তমান ধর্ম-সঙ্কটের দিনে এবম্বিধ সাবধান বাণী উল্লেখের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। আমি নিজে নামাপরাধ সর্পের দংশনে জর্জরিত হইলেও, সর্পদষ্ট ব্যক্তি যেমন আর্তস্বরে, অন্যকে তৎস্থানে যাইতে ও তদ্দংশন হইতে সতর্ক করিয়া থাকে, তদ্রূপ নামাপরাধ হইতে মুক্ত সেই সামান্য সংখ্যক প্রকৃষ্ট ভজনশীল জনকে সতর্ক করিবার নিমিত্তই আমার এই প্রচেষ্টা।

যশঃ অর্থাৎ খ্যাতি লাভ হইলে অর্থাৎ ইনি খুব সাধু বা মহৎ ব্যক্তি, খুব শাস্ত্রজ্ঞ, খুব ভজনশীল, কিম্বা খুব বড় সাধক ইত্যাদি প্রকার খ্যাতি লাভের ফলে, কলির উৎকোচরূপে প্রভূত অর্থাগম, সম্মান ও প্রতিষ্ঠাদির সমাগমসহ বহু শিষ্য সংগ্রহ হইতে থাকে। পরমার্থের স্থলে ব্যবহার বিষয়েই আসক্ত হওয়া, ইহা কখনও প্রেমোদয় লক্ষণ হইতে পারে না। ইহা নামগ্রাহীজনের প্রতি কলি-সৃজিত নামাপরাধ সঞ্চারেরই লক্ষণ।

অতএব উক্ত মহাজনোক্তি অনুসারে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের চারিশত বৎসরের পর সম্প্রদায় মধ্যে কলি প্রবেশের কথা যাহা জানা যাইতেছে এবং পূর্বোক্ত অপর প্রমাণ দ্বারাও যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, তদনুসারে বর্তমানে ৫০৭ চৈতন্যাব্দ হওয়ায়, গত ৫৯ বৎসর কাল সম্প্রদায় মধ্যে নামগ্রাহীজনের প্রতি কলি কর্তৃক নামাপরাধ বিষ-বাষ্পের প্রবল আক্রমণ চলিতেছে। সুতরাং বর্তমানে প্রায়শঃ নামগ্রাহীজন নামাপরাধ বিষে আক্রান্ত। কলির এই প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মহাপ্রভুর প্রকটকাল হইতে ৫০০ বৎসর পূর্ণ হইলেই, কলি সম্পূর্ণ নিক্রান্ত হইয়া যাইবার সূচনা হইবে—তৎ-সংরক্ষিত নামাপরাধ অস্ত্র সহ, ইহাই অনুমান করা যায় শাস্ত্র প্রমাণ দৃষ্টে। তখন নাম যে-কোন ভাবে গ্রহণ মাত্রেই

সকলেরই যথাক্রমে প্রেমোদয় লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। যাঁহাদের নামাপরাধ সঞ্চিত আছে, নূতন অপরাধের সংযোগ না হওয়ায়, নামের ফলে উহা কাটিয়া যাইলেই যথাক্রমে প্রেমোদয় লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রকটের চারিশত বৎসর পর হইতে ও বিশেষভাবে এই অবশিষ্ট আনুমানিক (১০) দশ বৎসর কাল,[১] কলি-সঙ্কট উত্তীর্ণ হইবার জন্য নামাপরাধ বর্জনেচ্ছা লইয়া, নামাশ্রয় দুর্গে অবস্থান করা প্রত্যেক নামগ্রাহীজনের বিশেষ কর্তব্য হইতেছে। যেহেতু ভজনশীল জনের ভজন সংরক্ষণের পক্ষে এখন জীবন-মরণ সমস্যা।

এই কলি ঘোর অন্ধকারের মধ্যেও উক্ত প্রেমযুগের উদয়াভাসের ক্ষীণ আলোকরেখা, যাহা দিকচক্রবালে দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—

"প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ সার্থকতা,— যাহা অদূর ভবিষ্যতে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উঠিবে।

বীজ হইতে তৎকার্যরূপ বৃক্ষের বিকাশ হয়। আবার সেই বৃক্ষ অন্তর্হিত হইবার পূর্বে বহু বীজ রাখিয়া যায়— ভবিষ্যতের বহুবৃক্ষের কারণরূপে। সেইরূপ শ্রীগৌরলীলা কালে নামরূপ বীজ হইতে জগতে প্রেম-বিটপীর বিকাশ করাইয়া সেই লীলা অপ্রকটে, তাহা হইতে সঞ্জাত অসংখ্য প্রেমবীজরূপ শ্রীনাম, এই বিশ্বে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে ; যাহা অদূর ভবিষ্যতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে ; এবং ক্রমশঃ প্রেমধর্ম-মহামহীরুহরূপে অভিব্যক্ত ও ব্যাপকভাবে বিশ্বে প্রসারিত হইয়া, বাসনা-চঞ্চল বিশ্ব-মানবকে সকল জড়-তাপ হইতে নিজ স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল করিয়া, পূর্ণ পরিতৃপ্তি দান করিবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, কলিকৃত নামাপরাধ স্পর্শ বিষয়ে

১ প্রভুপাদ কর্তৃক গ্রন্থের ভূমিকা লিখন কাল ৪৯০ চৈতন্যাব্দ। সুতরাং তদীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ১০ বৎসরের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

সর্বদা সতর্ক থাকিয়া, নামাশ্রয় দুর্গে নামগ্রাহী ভজনশীল জনের একান্ত আশ্রয় ব্যতীত, বর্তমানে কলির প্রতারণায় ভজনরক্ষার অপর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। এবিষয়ে ভাগবতের "যশোহর্থে ধর্ম্মসেবনম্" (১২।২।৬) ইত্যাদি শ্লোক সমূহ হইতে বর্তমান যুগ লক্ষণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়;—এবং এই বিশেষত্ব কেবল বর্তমান শ্রীচৈতন্য-প্রকটিত কলিযুগেরই বলিয়া বুঝিতে হইবে। আবার অকালে মাত্র ছয় হাজার বৎসর অতীত না হইতেই, কলিযুগের পূর্ণ শেষ লক্ষণ সমূহ, এই কলিতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কারণও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ভজনশীল জনের প্রতি পরমার্থ বিষয়ে এই নামাপরাধই—কলির সর্বপ্রধান অনিষ্ট-কারিতা। শুধু তাহাই নহে, পরমার্থের ন্যায়, ব্যবহার বিষয়েও কলির, এই বিশেষ যুগে অনুরূপ অনিষ্টকারিতা, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল বিষয় সম্যকরূপে প্রণিধানের নিমিত্ত, পূর্ণ শেষ কলির যে সকল প্রভাব ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে মূল গ্রন্থে তাহা সবিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। অন্য কলির পূর্ণ প্রভাব কালে, যে-যে-লক্ষণ প্রকাশ হইলে ভগবান কল্কি অবতারে কলির প্রভাব ধ্বংস করিয়া সত্যযুগের স্থাপনা করেন, অকালে বর্তমান কলিতে প্রায় সেই সকল লক্ষণই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যথা,—(১) কলিযুগে বিত্তই মনুষ্যগণের সামাজিক প্রতিপত্তি ও উৎকর্ষের কারণ হইবে;[১] (২) দাম্পত্য বিষয়ে অভিরুচি মাত্রই কারণ হইবে;[২] (৩) ব্যবসা ক্ষেত্রে লোক-বঞ্চনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে;[৩] (৪) পাণ্ডিত্য বিষয়ে বহুকথনই কারণ হইবে;[৪] (৫) সাধুত্ব বিষয়ে নিজ গর্ব প্রকাশই কারণ

---

১ 'বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচারগুণোদয়ঃ—।' —(শ্রীভাঃ।১২।২।২)

২ ও ৩ 'দাম্পত্যেঽভিরুচির্হেতুর্মায়ৈব ব্যবহারিকে—।' —(শ্রীভাঃ।১২।২।৩)

৪ "—পাণ্ডিত্যে চাপলং বচঃ॥" —(শ্রীভাঃ।১২।২।৪)

হইবে অথবা নিজ বিষয়ে লোক প্রতারণা উদ্দেশ্য হইবে ;[১] ৬) ধর্ম বেদ-বিরুদ্ধ অর্থাৎ বহু উপধর্মের আবির্ভাব হইবে ;[২] (৭) রাজগণ অর্থাৎ শাসকশ্রেণী দস্যুপ্রায় (প্রায় অর্থে প্রধান) অর্থাৎ প্রজাগণকে করভারে জর্জরিত করিবেন ;[৩] (৮) সন্ন্যাসাদি আশ্রমত্রয় গৃহস্থাশ্রমতুল্য ;[৪] (৯) বন্ধুগণ (পরিজন) কেবল বিবাহ সম্বন্ধ প্রধান হইবে ;[৫] ইত্যাদি। সুবুদ্ধি সম্পন্ন জন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহার মর্মার্থ বুঝিয়া লইবেন।

বর্তমান সমাজে অর্থাৎ ব্যবহার জগতে ঘোর ও শেষ কলির প্রভাব সকল দিকেই পরিলক্ষিত হইতে পারে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সমক্ষে। ভাগবতোক্ত উপরি উক্ত লক্ষণ সকল যখন প্রায় পূর্ণরূপেই পরিদৃষ্ট হইতেছে এই বিশেষ কলিযুগের প্রারম্ভেই, তখন ইহার দ্বারা অকালে কলির আসন্ন বিদায় লক্ষণই যে সূচিত হইতেছে—ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায়।

---

১ "—সাধুত্বে দম্ভ এব তু।" —(শ্রীভাঃ ।১২।২।৫)

২ "—বর্ণাশ্রমবতাং ধর্মে নষ্টে বেদপথে নৃণাম্। —(শ্রীভাঃ ।১২।২।১১)

২ ও ৩ "পাষণ্ড-প্রচুরে ধর্মে দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।—" —(শ্রীভাঃ ।১২।২।১২)

৪ ও ৫ "—গৃহপ্রায়েষ্বাশ্রমেষু যৌনপ্রায়েষু বন্ধুষু॥" —(শ্রীভাঃ ।১২।২।১৩)

এবং "পিতৃভ্রাতৃসুহৃজ্‌জ্ঞাতীন্‌.........নরাঃ॥" —(শ্রীভাঃ ।১২।৩।৩৭)

প্রবৃদ্ধ কলির উপরোক্ত লক্ষণ সকল ভাগবতের অন্যত্র নিম্নোক্তরূপে একত্রে বিবৃত হইয়াছে ; যথা ;—

"—স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ......শশ্বৎ কটুকভাষিণ্যশ্চৌর্যমায়োরুসাহসাঃ।"

—(শ্রীভাঃ ।১২।৩।৩১-৩৪)

অর্থাৎ—স্ত্রীগণ অসতী ও স্বেচ্ছাচারী হইবে। জনপদ সকল দস্যুপ্রধান ও বেদসকল পাষণ্ডগণ দ্বারা দূষিত হইবে,—রাজাসকল প্রজাভক্ষক (পীড়ক); দ্বিজসকল শিশ্নোদরপরায়ণ (অভক্ষ্য ভক্ষণকারী); ব্রহ্মচারীরা (উপনয়নাদি) আচারহীন ; ভিক্ষুকেরা স্ত্রীযুক্ত, তপস্বিগণ গ্রামে বাস করিবেন। যতি সন্ন্যাসীরা অতিশয় অর্থলোলুপ হইবে। স্ত্রীলোক খর্ব্বকায়, বহু আহারপ্রিয়, বহুসন্তানযুক্তা, লজ্জাহীনা, কটুভাষিণী চৌর্য কপটতা এবং ভয়ানক সাহস সম্পন্না হইবে।

প্রায় শব্দের অর্থ হইতেছে কিঞ্চিৎ অংশে ন্যূন। সুতরাং মরণ কামড়ের মত শেষ আক্রমণের যেটুকু মাত্র অবশেষ আছে অতঃপর অতি সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। এই বিশেষ যুগে কলি সম্পূর্ণরূপে বিদায় লইতে আনুমানিক প্রায় ৪১ বৎসর সময় অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পর ৫০০ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে কলি নিক্রান্ত হইয়া যাইবে—ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অতঃপর দিন-দিন জগতে অধিকতর বিশৃঙ্খলারই প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা। কলির পূর্ণ ও শেষ প্রভাব সর্বাধিক তীব্রভাব ধারণ করিবে, সকল দিক্ দিয়া—সর্বভাবে। যাহা নিম্নোক্তরূপে প্রতিভাত হইবে সমাজ-সংসারের সর্বত্র সামগ্রিক ভাবে।

ধারার প্রসার লাভ হইবে। তৎপরে আরও গভীরতর বিশৃঙ্খলতার সৃজন করিবে সন্ত্রাসবাদের (Terrorism) ভূমিকা। এই সন্ত্রাসবাদ পরিণামে, শাস্ত্রোক্ত "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে"র অবস্থায়, ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃজন করিবে। তদবস্থায় শাসকশ্রেণী সর্বপ্রকার শৃঙ্খলা, ন্যায়, নীতি বর্জিত হইয়া কেবলমাত্র অসহায় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিবে। সেক্ষেত্রে দেশ শাসন ও পরিচালনে নিযুক্ত রাজগণের কোন প্রকার কর্তৃত্ব বা দুষ্ট অর্থাৎ যাহারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নেতারূপে নিজেদের পরিচয় দিয়া অরাজকতার সৃষ্টি করিবে, তাহাদের দমন করিবার শক্তি না থাকায় দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হইবে —ইহাই শাস্ত্রোক্ত "সঙ্ঘশক্তিঃ কলৌ যুগে" অর্থাৎ কলিকালে কতিপয় চক্রান্তকারিগণ কর্তৃক জোটপাকাইবার ক্ষমতা। শাস্ত্রে আছে, এরূপ অবস্থায় এই মুষ্টিমেয় স্ব-নিয়োজিত তথাকথিত নেতৃস্থানীয় লোকেরা শাসক শ্রেণীর বা জনসাধারণের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রকার তোয়াক্কা না রাখিয়া নিজেদের স্বার্থানুকূল নানান নীতিবিগর্হিত দাবী ও আচরণ সমূহ উপস্থিত করিলে অসহায় শাসকবর্গ নির্বিচারে তাহারই অনুমোদন এবং জনসাধারণও, বুঝিয়া হউক বা না বুঝিয়াই হউক,

নিজেদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার বিরুদ্ধে সেই চক্রান্তকারীগণের অনুসরণ করিবে। কিছুকাল এইরূপে চলিলে শুরু হইবে সমাজ দেহে এক অভূতপূর্ব অরাজকতা। সেক্ষেত্রে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সীমাহীন হইলে জনসাধারণ এক অতি ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পট-ভূমিকায়, গৃহহারা আত্মীয়হারা হইয়া নগর ও জনপদ ছাড়িয়া গ্রামাঞ্চলে ও বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবে। নিরাপত্তাহীনতা, অভূতপূর্ব খাদ্যাভাব ও রোগ গ্রস্ততার শিকার হইয়া জনসাধারণের দুর্গতির আর সীমা থাকিবে না। খাদ্যাভাবজনিত, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত লোকসকল বনে কন্দ, মূল ও পত্র প্রভৃতি নানা অখাদ্যবস্তু গ্রহণে রোগগ্রস্ত হইয়া অকালে নষ্ট হইবে। —এই সকলই প্রবৃদ্ধ কলির লক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে।[১]

কিন্তু উক্ত সময়ের পর, অর্থাৎ কলিযুগ পাবনাবতার আদ্যহরি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের পাঁচশত বৎসর পূর্ত্তির আর অবশিষ্ট দশ বৎসর কালের পর, কলি নিজ নামাপরাধ অস্ত্রসহ ক্রমশঃ নির্গত হইয়া গেলে, তখন নাম গ্রহণ মাত্রেই শ্রীনামের ফলোদয় অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় অপরাধ ক্ষেত্রে নামগ্রহণের ফলে অপরাধ ক্ষয়ে এবং নিরপরাধ ক্ষেত্রে স্বতঃই শ্রদ্ধাদি যথাক্রমে প্রেমোদয় লক্ষণ সূচিত হইবে। ইহাই

---

১ কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগৃহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
ত্যক্ষ্যন্তি চ প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি॥
ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি।
পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ॥ —(শ্রীভাঃ ১২।৩।৪১-৪২)

অর্থ,—এই কলিকালে সামান্য অর্থের জন্য এমন কি বিংশতি বরাটকের জন্য, বিবাদ করিয়া আত্মীয়তা বিসর্জনপূর্বক প্রিয় প্রাণ ও আত্মীয়গণকে বিনাশ করিবে এবং অতি ক্ষুদ্রচিত্ত কাম ও ক্রোধ পরায়ণ হইয়া মানবগণ বৃদ্ধ পিতামাতা, অসহায় পুত্র এবং সৎবংশ জাতা ভার্য্যাকেও রক্ষা করিবে না।

এবং

শাকমূলামিষক্ষৌদ্রফলপুষ্পাষ্টিভোজনাঃ।
অনাবৃষ্ট্যা বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দুর্ভিক্ষকরপীড়িতাঃ॥ —(শ্রীভাঃ।১২।২।৯)

অর্থ,—শাক, মূল, আমিষ ও বন্য মধু, ফল, পুষ্প ও বীজ ভোজন করতঃ অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষদ্বারা অতিশয় প্রপীড়িত হইয়া অনেকে নষ্ট হইবে।

বিশ্বজনীন আত্মধর্ম বা নাম প্রেমধর্মের শুভ আবির্ভাব সূচনা।

ত্রিগুণা প্রকৃতি সম্ভূত এই জগতে দেহ ও গুণ সম্বন্ধে যখন প্রত্যেক মানুষে মানুষে ভিন্নতা আছে, তখন মনুষ্য সমাজে জাতি বা দেশগত বিভেদ থাকা অনিবার্য। এই হেতু যাহা দেহ সম্বন্ধীয় ধর্ম, তাহাকে ভেদমূলক অবশ্যই হইতে হইবে। সুতরাং দৈহিক ধর্ম সকলের পক্ষে একই প্রকার হইতে পারে না। কিন্তু 'দেহী' বা জীবাত্মার মধ্যে পরস্পর সেরূপ কোন ভেদ নাই। সকল জীবাত্মার একই পরিচয়— একই অভিপ্রায়। সেই এক সর্বকারণ সর্বাশ্রয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের আশ্রিত থাকিয়া,— আশ্রিতের পক্ষে আশ্রয়ের প্রীতি সাধন ও সেবন এবং আশ্রয়ের পক্ষে আশ্রিতকে সর্বভাবে সংরক্ষণ ও পালন,— ইহাই 'আত্মধর্ম'। সুতরাং ভেদমূলক দেহ-দৈহিক সম্বন্ধীয় ধর্মের বিপরীত যাহা,— তাহাই 'আত্মধর্ম'। 'আত্মধর্মে'র আবির্ভাবে জীবের অন্তরে পরমাত্মবস্তুর সহিত জীবাত্মার সেই চির সম্বন্ধবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া, পরমা শান্তির উদয় করাইবার পরম উপায় হইতেছেন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন।

শ্রীগৌরহরি-প্রবর্তিত সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের অবারিত প্রাঙ্গণে জাতি-ধর্মাদি নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার দেখা যায়। উচ্চ সঙ্কীর্তনরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম বিকাশের পরম উপায়ের প্রভাবে, কেবল যে মানবাত্মাই প্রসন্ন ও পরিতৃপ্ত হইয়া ওঠে তাহাই নহে,—স্থাবর জঙ্গমাবধি নিখিল জীবাত্মার পক্ষেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবে পরম শ্রেয়োলাভের কারণ সংঘটিত হইবার সকল সম্ভাবনা রহিয়াছে,— আধার নামাপরাধ শূন্য থাকিলেই হইল।

শ্রীগৌরচরণস্পৃষ্ট এই কলিযুগ অনতিবিলম্বে অবসানপ্রাপ্ত হইয়া, এই কলির অবশিষ্ট কাল— বিশ্বব্যাপী এক প্রেমধর্মের ও প্রেম-যুগের অভ্যুদয় সম্ভাবনাময় বলিয়া— তৎকালে কেবল মনুষ্য মাত্রেরই নয়, স্থাবর জঙ্গম সকল জীবের উদ্ধারের নিমিত্তই এই আত্মধর্মের প্রকাশ। পৃথিবীব্যাপী সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সেই সুমহান্

ও সমুজ্জ্বল আত্মধর্মই বিদ্যমান থাকিবে। তদীয় লীলাকালে সমষ্টি উদ্ধারের পর সূক্ষ্মলোক হইতে পুনঃ কর্ম উদ্বুদ্ধ করাইয়া বর্তমান যে জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারাও এই বিশেষ কলির অবশিষ্ট ৪ লক্ষ ২৬ হাজার বৎসর কাল সেই প্রেমযুগের অধিবাসী হইয়া পরানন্দ লাভ করিবে। নিখিল জীবাত্মার অন্তরে 'আত্মধর্ম' জাগরণের 'পরম উপায়' বলিয়া, তাই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মিলন-ভূমিতে, আত্মা হইতে উত্থিত অলৌকিক তুমুল উল্লাস মধ্যে, পরস্পর ভেদভাবশূন্য জীবাত্মা তৎকালে পরমাত্মাশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া তদবস্থায় আর কোন জাতিবুদ্ধি বা উচ্চ-নীচাদি দৈহিক ভেদবুদ্ধির বাহ্যাপেক্ষা থাকে না। তখন হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি ধর্মগত,—ইংরাজ, আমেরিকান, রাশিয়ান প্রভৃতি দেহগত ভেদ থাকিলেও সেই সার্বজনীন আত্মধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা অমলিন থাকিয়া প্রেমানন্দের সুখ ভোগ করিবেন।

বর্তমানে এই ঘোর কলিযুগে, নামাপরাধের প্রবল অনর্থকারিতার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক প্রকৃষ্ট ভজনশীল জনমাত্রই প্রকৃত নামাশ্রয় দুর্গে অবস্থান করিয়া কলি প্রভাব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া যে সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই ছন্ন অবতার গৌরহরির আরাধনা করিবেন, তাঁহারাই পূর্বোক্ত "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং—" ইত্যাদি ভাগবতীয় (১১।৫।৩২) শ্লোকে সুমেধা অর্থাৎ সুবুদ্ধিসম্পন্ন জন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কলির অন্তে নামাপরাধ না থাকায়, তৎকালীন সুবিশাল জনসাধারণও দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে নাম গ্রহণের ফলে, সেই শ্রীনামেরই অচিন্ত্য কৃপায়, ক্রমশঃ সুবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, কলিযুগপাবনা-বতার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুশীতল চরণ ছায়ায় আশ্রয়লাভ করিয়া পরাশান্তি লাভ করিবে, যদ্দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রেমযুগের সূচনাও যে হইবে —ইহা সুনিশ্চিত।

'জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥'

————

অবতরণিকা

জাগতিক সকল বিষয়-বস্তুই গ্রহণ ও বর্জনাত্মক। কেবল গ্রহণে কিম্বা কেবল বর্জনে কোন কিছুরই সুরক্ষণ ও অগ্রসরণ সম্ভব হয় না। যেমন শরীর রক্ষণে প্রয়োজন হয়, আহার্য বস্তুর গ্রহণ ও মল-দোষাদির বর্জন। প্রাণ ধারণে— শ্বাস-প্রশ্বাসে নিঃশ্বাস বায়ুর গ্রহণ ও বর্জন। দৈহিক রোগারোগ্যে—ঔষধ ও সুপথ্যাদি গ্রহণ এবং অনিয়ম ও কুপথ্যাদি বর্জন।

আবার পথচারীর পক্ষে পথ চলনেও প্রয়োজন— প্রতি পদক্ষেপে স্থান গ্রহণ ও বর্জন; নচেৎ একপদে অবস্থান করিলে, অসম্ভব হয় অগ্রসরণ। এমন কী সমস্ত জীবলোকের মুখ্য প্রয়োজন যাহা— সেই সুখ-প্রাপ্তির পথে পরিদৃষ্ট হয়— "অভীপ্সা" বা সুখ ও সুখের হেতুভূত বিষয়ের গ্রহণেচ্ছা এবং "জিহাসা" বা দুঃখ ও দুঃখের হেতুভূত বিষয়ের ত্যাগেচ্ছা। জীবের কর্মমাত্রই এই গ্রহণ ও ত্যাগাত্মক। সুতরাং সকল বিষয়-বস্তুরই পরিগঠনে, সংরক্ষণে ও অগ্রসরণে যুগপৎ এই গ্রহণ ও বর্জনাত্মক—গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যনীতির বিদ্যমানতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

সেইরূপ জীবের অধিকারানুরূপ শ্রেয়োলাভ ও তৎপথে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, শাস্ত্র সকলে গ্রহণ ও বর্জনাত্মক বা গ্রাহ্য ও ত্যাজ্যরূপে যে সকল নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই শাস্ত্রোক্ত "বিধি" ও "নিষেধ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অধিকার অনুরূপ সাধন পথে সকলকেই শাস্ত্রোক্ত বিধির গ্রহণ, ও নিষেধ যাহা তাহা বর্জন পূর্বক অগ্রসর হইবার প্রয়োজন হয়। কেবল গ্রহণে বা কেবল বর্জনে কোন কিছুই সিদ্ধ হয় না।

এই হেতু মনুষ্যের শ্রেয়োলাভার্থ শাস্ত্রোক্ত সকল শুভক্রিয়াদির

অনুষ্ঠানই গ্রহণ ও বর্জনাত্মক অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ -মূলক। দেশ, কাল, পাত্র, দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ভেদে, সকল শুভানুষ্ঠানেরই বিধি ও নিষেধ আছে। তবে সেই সকল বিধি ও নিষেধই এক মূল বিধি-নিষেধের অধীন বলিয়াও শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে ; যথা,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ৪২ অঃ বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্র ৯৭ শ্লোক)

ইহার অর্থ,— সর্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে। কদাচ তাঁহার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকিবে না। শাস্ত্রোক্ত যত কিছু বিধি ও নিষেধ তৎ-সমুদয় উক্ত বিধি ও নিষেধের অধীন বলিয়াই জানা আবশ্যক।

এমন যে মহামহিমান্বিত শ্রীভগবান্,— তদীয় আরাধনা বিষয়েও বিধি ও নিষেধ বিহিত হইতে দেখা যায় শাস্ত্রে।

সেই শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন স্বরূপ হইয়াও, শ্রীভগবন্নাম গ্রহণাদি বিষয়ে শাস্ত্রে কেবল বিধিই দেখা যায় ; কিন্তু পূর্বোক্ত দেশ, কাল, পাত্রাদি সম্বন্ধীয় তদ্রূপ কোন নিষেধ দেখা যায় না— শ্রীনামানুশীলনে। এই বৈশিষ্ট্য কেবল শ্রীভগবন্নাম ব্যতীত অপর কোন সাধনানুষ্ঠানে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাই হইতেছে— শ্রীনামের শ্রীনামী হইতেও কৃপা-ধিকারূপ মহামহিমার সর্বোপরি বিজয়বার্তা। যাহা স্বয়ং শ্রীনামী নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন— আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে,—

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্ ॥"

(শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক।১।)

এই হেতু শ্রীনাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে, সর্বজন কর্তৃক সর্বকালে, সর্বকার্যে, সর্বাবস্থায়, সর্বভাবে কেবল গ্রহণ বিধিই দেখা যায় ; যথা,— "সর্ব্ব-কার্য্যেষু মাধবং" অর্থাৎ সর্বকার্যে শ্রীহরিনাম গ্রহণীয় ; "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"— সর্বদা শ্রীহরি কীর্তনীয় ; "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ"— শ্রীবিষ্ণু সর্বদা স্মরণীয় ;— কিম্বা,—

কীর্ত্তয়েৎ বাসুদেবস্য অনুক্তেষ্বপি যাদব।
কার্য্যারম্ভে তথা রাজন্ যথেষ্টং নাম কীর্ত্তয়েৎ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৩৮)

অর্থাৎ হে রাজন্, যে যে বিষয় কথিত হয় নাই সেই সেই বিষয়ে এবং সর্ব কার্যারম্ভেই শ্রীভগবানের নাম যথেষ্ট কীর্তন করিবে।

এইরূপ শ্রীনাম গ্রহণ পক্ষে শাস্ত্রের সর্বত্রই অবারিত ভাব প্রযুক্ত হইয়াছে কিন্তু উহাতে বর্জনীয় পক্ষে পূর্বোক্ত দেশ, কাল, পাত্রাদি সম্বন্ধীয় কোনরূপ নিষেধ দেখা যায় না। ইহাই অপর শুভক্রিয়াদির অনুষ্ঠান হইতে শ্রীনামের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০৬)

ইহার অর্থ,— এই ধরাতলে দান, যজ্ঞ, তীর্থ, স্নান এবং মন্ত্র জপাদি বিষয়ে কালাকালাদির বিচার অর্থাৎ বিধি ও নিষেধ আছে ; কিন্তু শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরির নাম কীর্তনে তদ্রূপ কালাদি সম্বন্ধীয় কোন নিষেধের অপেক্ষা নাই। কালাপেক্ষা বলিবার তাৎপর্য,— দেশ, কাল, পাত্রাদির কোন অপেক্ষা নাই,— ইহাই বুঝিতে হইবে ; যথা,—

ন দেশ-নিয়মস্তস্মিন্ ন কাল-নিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০২)

ইহার অর্থ,— হে লুব্ধক, শ্রীহরিনাম গ্রহণাদি বিষয়ে দেশ, কালাদির নিয়ম নাই ; অর্থাৎ তদ্বিষয়ে এমন কী উচ্ছিষ্ট মুখেও বা এতাদৃশ অপবিত্র অবস্থায় নাম গ্রহণেও কোন নিয়ম নাই।

ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০৪)

ইহার অর্থ,— শ্রীভগবানের নাম কীর্তনে দেশ, কাল ও অবস্থা বিষয়ে শুদ্ধাশুদ্ধির অপেক্ষা নাই। ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কামীর কামদায়ক।

অপর সমস্ত শুভক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে, সাধারণতঃ যে সকল নিষেধ শাস্ত্রে দেখা যায়, কেবল শ্রীনাম গ্রহণাদি বিষয়ে তদ্রূপ কোনও নিষেধ পরিদৃষ্ট হয় না শাস্ত্রের কোথাও। ইহাই শ্রীনামের সর্বোপরি নিরঙ্কুশ মহিমার ব্যঞ্জক।

এখন ইহাও বিবেচ্য যে, পূর্বোক্ত গ্রহণ ও বর্জন বা শাস্ত্রোক্ত বিধি ও নিষেধ,— এই উভয় নীতির অনুবর্তন ভিন্ন যখন কোন কিছুই সিদ্ধ হয় না, তখন উক্ত সাধারণ নিষেধ বা বর্জনীয় বিষয় সকল শ্রীনাম সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে দেখা না যাইলেও, তথাপি শ্রীনাম গ্রহণাদি সিদ্ধি বিষয়ে অবশ্যই কোন বিশেষ বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ পক্ষ থাকা আবশ্যক। যেমন দুই পক্ষের সহায়তা ভিন্ন পক্ষী সক্রিয় থাকে না ; সেইরূপ বিধি ও নিষেধ দুই পক্ষ অবলম্বিত না হইলে কোন সাধনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না, ইহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীনামের নিষেধ পক্ষ সাধারণ ভাবে শাস্ত্রে কিছু দেখা না যাইলেও, বিশেষভাবে অন্বেষণ করিলে উহার সন্ধান অবশ্যই মিলিতে পারে।

শ্রীনাম গ্রহণ অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদিরূপ ভজন পথের একমাত্র বর্জনীয় বা নিষিদ্ধ পক্ষ হইতেছে— "নামাপরাধ"। তদ্ভিন্ন অপর কোন নিষেধ নাম সম্বন্ধে উক্ত হয় নাই। এমন কী সেরূপ স্বকল্পিত কোন নিষেধের আরোপ করিতে যাইলেও, উহা একটি নামাপরাধরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

"নামাপরাধ" অর্থে— শ্রীনামের অপ্রসন্নতা। যে সকল বিশেষ দুষ্কৃতি, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে ভাবেই হউক সংঘটিত হইলে শ্রীনাম অপ্রসন্ন হয়েন ; যাহার ফলে শ্রীভগবদ্-অভিন্ন-স্বরূপ পরম স্বতন্ত্র শ্রীভগবন্নাম স্বেচ্ছায় নিজ অব্যর্থ মহিমা প্রকাশেও ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে পারেন বা করিয়া থাকেন,— যাহা শ্রীনামের সুগম সাধন

পথের পরম বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া, উহাকে দুর্গম করিয়া তুলে, বিশেষভাবে সেই দুষ্কৃতি সকল শাস্ত্রে "নামাপরাধ" নামে উক্ত হইতে দেখা যায়— যাহার বর্জন ব্যতীত কোন মঙ্গল অর্জনের সম্ভাবনা নাই— এই শ্রীনাম সাধনার পথে।

শ্রীনাম গ্রহণ বা 'বিধি' সম্বন্ধে প্রায়শঃ সর্ব শাস্ত্রেই বহুল ভাবে কীর্তিত হইয়াছে ; কিন্তু সেই শ্রীনামে একমাত্র বর্জনীয় বিষয় বা নিষেধ যাহা, সেই নামাপরাধ সম্বন্ধে প্রায় কোন শাস্ত্রেই বিশেষ কোন উল্লেখ দেখা যায় না। এই হেতু সাধারণ দৃষ্টির সমক্ষে উহা সহসা উপলব্ধির বিষয় না হইলেও, বিশেষ দৃষ্টির সহিত শাস্ত্র বিশেষের গহন প্রদেশে অন্বেষণ করিলে উহার সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যায় ; যেহেতু শাস্ত্র-প্রমাণ ব্যতীত কোন সাধন-ভজন রীতিই সিদ্ধ নহে।

শ্রীপদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ৪৮ অধ্যায়ে, আকর বা বীজরূপে নামাপরাধের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা দেখা যায়।

শ্রীসূত-শৌনক সংবাদে, শ্রীনারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীসনৎ-কুমার বলিতেছেন,— সর্ব দুর্গত পাপাচারী ব্যক্তিও শ্রীহরিপদে শরণ লইলে, সর্বপাপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ;— এমন যে শ্রীহরির মহিমা, তাহা হইতেও অধিক কৃপার প্রকাশ তদীয় শ্রীনাম-স্বরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। তদুক্ত নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে শ্রীনামের সেই মহিমা বিশেষের সহিত নামাপরাধের প্রবল অনর্থকারিতার কথা ব্যক্ত রহিয়াছে ; যথা,—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ।১১।২৮২)

ইহার অর্থ,— যে সর্ববিধ পাপাচরণ করিয়াছে, সে ব্যক্তি শ্রীহরির

আশ্রয় গ্রহণে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আবার যে নরাধম শ্রীহরির প্রতি অপরাধ করে, যদি সে ব্যক্তি কদাচিৎ নামাশ্রয় করে, তাহা হইলে শ্রীনামের প্রভাবে ভগবদপরাধ (সেবাপরাধ) হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীনাম সর্বাবস্থায় সুহৃদ। সেই শ্রীনামের নিকট অপরাধ (নামাপরাধ) ঘটিলে যে নিশ্চয় অধঃপতিত হইতে হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

তদনন্তর দেবর্ষি শ্রীনারদ বিনীত ভাবে শ্রীসনৎকুমার মুনিবর সমীপে শ্রীভগবৎ নাম সম্বন্ধীয় সেই অপরাধ সকল কী কী—তাহা জানিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন ;— যে অপরাধের বিষময় ফলে, মনুষ্যের সকল সুকৃতি নষ্ট হইয়া, অপ্রাকৃত শ্রীভগবান ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকলে প্রাকৃত বুদ্ধির উদয় করাইয়া থাকে ; যথা,—

কে তে অপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।
বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ॥

—(পদ্মপুরাণ-স্বর্গখণ্ড। ৪৮ অঃ)

ইহার অর্থ,— হে বিপ্রেন্দ্র, শ্রীভগবন্নামের প্রতি কৃত যে সকল অপরাধের ফলে মানুষের সকল কৃত্য বিনষ্ট করে এবং অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রাকৃত-বোধ আনয়ন করে, সে সকল অপরাধ কী ? তাহা আমাকে বলুন।

তদুত্তরে শ্রীসনৎকুমার কর্তৃক শ্রীনারদকে সর্বাপরাধ শ্রেষ্ঠ নিম্নোক্ত দশবিধ অপরাধকে 'নামাপরাধ' রূপে নির্দেশ করিতে দেখা যায় ; যথা,—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে,
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং,
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥
গুরোরবজ্ঞা শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং, তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্।
নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধি,-র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ ॥

ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্ব,-শুভক্রিয়াসাম্যপি প্রমাদঃ।

অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি, যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥

শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।

অহং-মমাদি পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত ।১১।২৮৩-২৮৬। পাদ্মবাক্য।)

উক্ত দশবিধ নামাপরাধের কেবল নাম-মাত্র এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে ; যথা,—

(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি, (৩) গুরুদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-নিন্দা, (৫) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে ইহা 'অর্থবাদ' বা স্তুতিমাত্র, এইরূপ মনন, (৬) উল্লুক্ত নাম-মাহাত্ম্য খর্ব হয়, এইরূপ কাল্পনিক অর্থকরণ বা কুব্যাখ্যা, (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) সর্ব শুভ ক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তা, (৯) অশ্রদ্ধান্বিত ও বিমুখ শুনিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে নামোপদেশ, (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে অপ্রীতি।

অতঃপর সেই নামাপরাধ খণ্ডনোপায় উক্ত হইয়াছে ;—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।

সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২৮৭)

ইহার অর্থ,— যদি কোন প্রকারে অনবধানেও নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে একমাত্র শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া, সর্বদা নাম কীর্তন করাই কর্তব্য।

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।

অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ (হঃভঃবিঃ।১১।২৮৮)

ইহার অর্থ,— নামাপরাধকারী ব্যক্তির পক্ষে, কেবল শ্রীনামই অবিশ্রান্ত কীর্তন দ্বারা, সেই অপরাধ মুক্ত করিতে সমর্থ এবং তদ্দ্বারা নানা প্রয়োজনও সাধিত হইয়া থাকে।

অপর শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে "নামাপরাধ" সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ কোন উল্লেখ দেখা না যাইলেও, নামাপরাধ অন্তর্গত, (১) সাধু-মহৎগণের প্রতি দ্রোহ-বিদ্বেষাদি, (২) শ্রীগুরুতে অবজ্ঞাদি এবং (৩) শাস্ত্র নিন্দাদি—অন্ততঃ এই তিনটি গর্হিত আচরণ, সাধারণতঃ 'অপরাধ' রূপে বিবেচিত হইয়া, উহা বর্জনের নির্দেশ, ইহা অনেক ধর্মশাস্ত্রেই দৃষ্ট হইয়া থাকে[১] এবং এই কারণে অনেক ধর্ম-সম্প্রদায় অথবা ধর্মশীল ব্যক্তি কর্তৃক উহা সাধনপথের পরম অনর্থকর, সুতরাং বিশেষভাবে বর্জনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে দেখা যাইলেও, আলোচ্য নামাপরাধের সহিত উহার কোন সম্পর্ক দেখা যায় না।

কিন্তু উক্ত নামাপরাধ তালিকায় দেখা যাইবে, পূর্বোক্ত সাধু নিন্দাদি সাধারণ অপরাধত্রয় উহার শীর্ষদেশে স্থাপিত হইয়া, উহাকেও 'নামাপরাধ' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। যাহার ফলে; উক্ত অপরাধ-ত্রয়ের শ্রীনামই বিচারক হইবেন, বর্তমান শ্রীনাম-প্রধান বিশেষ কলি-যুগে। যাহা সংঘটিত হইলে, শ্রীনাম অপ্রসন্ন হইয়া নিজ মহিমা প্রকাশে বিরত থাকিবেন।

অপর কোনও শাস্ত্র গ্রন্থে নামে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ স্তুতিমাত্র মনন, —এই পঞ্চম নামাপরাধটির স্পষ্ট উল্লেখ ও উহার গুরুতর অনর্থকারিতা বিষয়ে উক্ত হইতে দেখা যাইলেও, ইহা যে 'নামাপরাধ' এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

---

১ যথা,—

যদা দেবেষু বেদেষু গোষু বিপ্রেষু সাধুষু।
ধর্ম্মে ময়ি চ বিদ্বেষঃ স বা আশু বিনশ্যতি॥

—(শ্রীভাঃ ।৭।৪।২৭)

অর্থাৎ,—যখন দেবতায়, বেদে, গো-সকলে, ব্রাহ্মণে, সাধুগণে, ধর্ম্মে ও আমার প্রতি কাহারও বিদ্বেষ-বুদ্ধির উদয় হয়, তখন তাহার শীঘ্র বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে।

কাত্যায়ন সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥

(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত ।১১।২৭৮)

ইহার অর্থ,— যে মনুষ্য শ্রীহরিনামে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, সে মনুষ্য-গণের মধ্যে পাপিষ্ঠ হইয়া নিশ্চয় নরকে পতিত হয়।

এইরূপ অপর শাস্ত্রান্তরে ক্বচিৎ বিক্ষিপ্তভাবে নামাপরাধের অন্তর্গত অপর কোন অপরাধের সন্ধান পাওয়া যাইলেও, সাধারণতঃ শাস্ত্র সকলে 'নামাপরাধ' বিষয়ে নীরবতাই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুতরাং শ্রীনাম সম্বন্ধে বর্জনীয় বা একমাত্র নিষেধ পক্ষ যাহা, সেই 'নামাপরাধ' সম্বন্ধে বীজরূপে কেবল পূর্বোক্ত শাস্ত্র বিশেষে নিহিত থাকায় এবং প্রায়শঃ অপর ধর্মশাস্ত্রে উহার কোন স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায়, এই হেতু অপর কোন সনাতন ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনরীতির মধ্যে,— এমন কী অপর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন প্রণালীর মধ্যেও নামাপরাধের উল্লেখ কিম্বা তদ্বিষয়ে কোন আলোচনা আছে বলিয়া জানা নাই।

আমাদের এই অনুমান সত্য হইলে, নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচনা এবং নামগ্রহণে অপর কোন নিষেধ পক্ষ না থাকিলেও— বিশেষভাবে নামাপরাধ বর্জন,— ইহা কেবল শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনরীতির মধ্যে যেরূপ বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে অপর কুত্রাপিও তাহা পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং নামাপরাধের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, উক্ত সম্প্রদায়ের একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়া স্বীকৃত হইবার যোগ্য। ইহা স্বকপোলকল্পিত নহে ; যেহেতু শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত কোন ভজনরীতিই সিদ্ধ নহে, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত পদ্মপুরাণের কোনও নিভৃত কোণে বীজরূপে যাহা নিহিত ছিল, প্রায়শঃ সাধারণ লোকলোচনের অন্তরালে, সেই সাধারণ

দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইয়া অবস্থিত নামাপরাধ প্রসঙ্গকে উদ্ধার করিয়া, উহাকে পূর্ণাঙ্গ প্রদান পূর্বক সর্বজনের দৃষ্টিপথে আনয়ন ও শ্রীনামের সাধন পথে উহা বর্জনের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ, ইহা উক্ত সম্প্রদায়ের একটি প্রধান বিশেষত্ব।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকটের পূর্বে কচিৎ কোন সারগ্রাহী সূক্ষ্মদর্শী মহৎজন ব্যতীত শ্রীনামের পূর্ণ স্বরূপ ও অচিন্ত্য মহিমাদি বিষয়ে বিশেষ কেহ অবগত ছিলেন না।

শাস্ত্র-গ্রন্থেও নামের কেবল তটস্থ-লক্ষণ অর্থাৎ পাপ-তাপ-নাশক, সংসার পাশ-বিমোচক ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি প্রদায়ক প্রভৃতি, গৌণ বা আনুষঙ্গিক শক্তির পরিচয়[১] বা কার্য-লক্ষণ মাত্রেরই উল্লেখ দেখা যায় বহুলরূপে; কিন্তু ভক্তি-প্রেম প্রকাশক রূপ মুখ্য কার্য-লক্ষণ ও তদুপরি শ্রীনামের সর্বচিত্তাকর্ষকতা, অপরিসীম মধুরতা, প্রতিক্ষণে নবনবায়মানতা প্রভৃতি স্বরূপ লক্ষণ বা মাধুর্য বিষয়ে প্রায়শঃ উক্ত হইতে দেখা যায় না।[২] ইহা সম্যকরূপে অনুভব করিয়া পণ্ডিতকেশরী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ সবিস্ময়ে, "নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা—"[৩] অর্থাৎ

---

১ "কেহ বোলে—নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়।
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নহে।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে॥ —(শ্রীচৈঃ চঃ।৩।৩।১৬৯)

২ "কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্র-সাধু মুখে জানি।
নামের মাধুরী ঐছে কাঁহো নাহি শুনি।" —(শ্রীচৈঃ চঃ।৩।১।৯০)

৩ প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিনমহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্বমাবিশ্চকার॥
—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত—১৩০।)

অর্থাৎ,—(কলিযুগ পাবনাবতার আদ্যহরি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের

শ্রীচৈতন্যের পূর্বে শ্রীনামের মহিমা কে-ই বা জানিয়াছিলেন,— এই কথা বলিতে যেমন লেশমাত্রও সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। সেইরূপ শ্রীনামের সহজ ও সুগম সাধন পথের একমাত্র বর্জনীয় যাহা, পূর্বোক্ত শাস্ত্র বিশেষে বীজরূপে নিহিত সেই নামাপরাধ প্রসঙ্গকে পরিস্ফুট করিয়া, তদ্বিষয়ে অজ্ঞাত জনসাধারণের দৃষ্টি অপর কেহই আকর্ষণ করেন নাই শ্রীচৈতন্যদেব ও তচ্চরণানুচর শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়াচার্যগণ ব্যতীত।

তাই দেখা যায়, উক্ত সম্প্রদায়ের আচরিত চতুঃষষ্টি সাধনাঙ্গের মধ্যে ১৯ সংখ্যায় হইতেছে— "সেবা-নামাপরাধানাং বর্জ্জনম্," অর্থাৎ সেবা ও নামাপরাধ বর্জনীয়। (শ্রীরূপপাদ-কৃত ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ১৷২৷৭৪) শ্রীচরিতামৃতেও দেখা যায়— "সেবা-নামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন।" (চৈঃ চঃ, ২৷২২৷৬৩) 'বিদূরে' শব্দের সংযোগে নামাপরাধ বর্জন বিষয়ে দৃঢ়তাই সূচিত হইয়াছে।

বরাহপুরাণোক্ত বত্রিশ প্রকার সেবাপরাধ হইতেও নামাপরাধের গুরুত্ব, অর্থাৎ অধিকতর অনর্থকারিতা বিষয়ে— পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত —"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।"— ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

অতএব সেবাপরাধ[১] হইতেও নামাপরাধের গুরুত্ব সর্বাধিক হওয়ায়, এইহেতু শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক স্ব-সম্প্রদায়ের সাধনরীতির মধ্যে

পূর্বে—) সর্বসাধ্যশিরোমণি প্রেম নামক পঞ্চম পুরুষার্থ কাহার শ্রবণ গোচর হইয়াছিল? শ্রীনামের মহামহিমাই বা ইতিপূর্বে কে জানিয়াছিলেন? অপ্রপঞ্চধাম শ্রীবৃন্দাবনের দুরধিগম্য মহামাধুরীতে কাহারই বা প্রবেশাধিকার ছিল? পরম রস চমৎকারী মাধুরী সমন্বিত মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর স্বরূপ কে-ই বা জানিতেন? অর্থাৎ ঐ সকল এতাবৎ কেহই জানিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং প্রকট হইয়া এই সকল আবিষ্কার করিলেন।

১ "হরেরপরাধান্ পূর্ব্বলিখিতান্ শ্রীবরাহোক্তান্ দ্বাত্রিংশৎ।"
—(ঐ টীকা—শ্রীসনাতন।)

নামাপরাধের বর্জনীয়তা সম্বন্ধে সতর্ক থাকিবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে সর্বভাবেই।

নিজ শ্রীমুখের বাক্যেও— "নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন," —অর্থাৎ যে প্রেমের পরিসীমা 'ব্রজপ্রেম', তৎপ্রাপ্তির পরমোপায় যাহা, সেই শ্রীনাম-গ্রহণে, নামাপরাধমুক্ত থাকা বিশেষ আবশ্যক,— ইহাই উক্ত উপদেশের তাৎপর্য। যেহেতু শ্রীনামসংকীর্তনই উক্তসম্প্রদায়ের সাধ্য প্রাপ্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বা 'অঙ্গী' সাধন।

কেবল ইহাই নহে,— স্ব-সম্প্রদায়-সহস্রাধিদেব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু —শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তদীয় লীলা মধ্যেও, নামাপরাধ সম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিবার বহু নিদর্শন পাওয়া যায়।

দশবিধ নামাপরাধ মধ্যে সাধুনিন্দা ও দ্রোহাদি শীর্ষস্থানীয় বলিয়া, উহাকে 'মহদপরাধ' বা 'বৈষ্ণবাপরাধ' নামেও নির্দেশ করা হয়। লীলায়—গোপাল চাপাল, পণ্ডিত দেবানন্দ প্রভৃতিকে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠান জন্য দণ্ডদান, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে সর্বজনের নিকট। এমন কী, নিজ জগৎপূজ্যা জননীকেও উক্ত অপরাধের অভিনয় করাইয়া, তৎকালের জন্য প্রয়োজন না থাকিলেও, তদীয় অপ্রকটে,— এই কলিযুগের ভাবী জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া কেবল লোকশিক্ষার নিমিত্ত, নিজ জননী দ্বারাও যিনি অপরাধের প্রতিকার করাইয়াছিলেন,[১] নামাপরাধ পরিহার করিয়া, নাম-গ্রহণ বিষয়ে তদীয় আগ্রহের সীমা যে কতদূর ছিল, ইহা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত নামাপরাধ বর্জনের নির্দেশ ছাড়াও অপর বিশেষ বিশেষ নামাপরাধ স্থলেও, জনসাধারণকে সতর্কীকরণ, ইহাও লীলায় তদীয় আচরণ মধ্যে দেখা যায়। যেমন, 'নামে অর্থবাদ'[২] অর্থাৎ অতিশয়োক্তি মনন, কিম্বা যাহাকে স্তুতিবাদও বলা হইয়াছে,— সেই 'অর্থবাদ' রূপ নামাপরাধ

১ "আচার্যাস্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ।" —(শ্রীচৈঃ চঃ ।১।১৭।৬৭)

২ "অর্থবাদং হরের্নাম্নি।" —(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ।১১।২৭৮। কাত্যায়ন সং বাক্য।)

ক্ষেত্রে তদীয় শাসন ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়,— নামাপরাধ বর্জন বিষয়ে তদীয় ব্যগ্রতা কতই অধিক। নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তটি তাহার একটি প্রমাণ। যথা,—

"ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক্ পড়ুয়া তাহা অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল— ইহার না হেরিহ মুখ॥
সগণে সচেলে যাঞা কৈল গঙ্গা স্নান।
ভক্তির মহিমা তাহা করিলা ব্যাখ্যান॥"

—(শ্রীচৈ: চঃ ।১।১৭।৬৮-৭০)

(অপর দৃষ্টান্ত সকল আর বাহুল্য বোধে, উদ্ধৃত হইল না।)

উক্ত পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়াচার্যগণ কর্তৃক নামাপরাধ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায়। শ্রীজীবপাদ কর্তৃক তদীয় 'ভক্তি-সন্দর্ভ' গ্রন্থের ২৬৫ অনুচ্ছেদে ও অপর টীকাদির মধ্যে ; শ্রীসনাতন-পাদ কর্তৃক 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে'র ১১শ বিলাসে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কথনের মধ্যে ও টীকায় বহুস্থলে; শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদ-কৃত "মাধুর্য্য-কাদম্বিনী" গ্রন্থে (৩।২) অনর্থনিবৃত্তি প্রসঙ্গে ও অপর বহুস্থলেই নামাপরাধের আলোচনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার বহু বহু দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইতে পারিলেও, বাহুল্যবোধে এস্থলে কেবল উহার দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। শ্রীভগবদভিন্নস্বরূপ শ্রীভগবন্নামকে সাধন জগতে সর্বোপরি সংস্থাপন এবং সেই শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বিধানের একমাত্র কারণ যে নামাপরাধ ;— বিশেষ ভাবে উহার বর্জন নির্দেশ, ইহা এই সম্প্রদায় বিশেষেরই একটি প্রধান বিশেষত্ব, যাহা প্রায়শঃ অন্যত্র পরিদৃষ্ট হয় না।

অতঃপর বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে,— সাধন জগতের সর্বোত্তম শ্রীনাম-গ্রহণাদি রূপ ভজন পথে যে নামাপরাধ

ব্যতীত অপর কোন নিষেধ বা বর্জনীয় বিষয় দেখা যায় না এবং যাহা শ্রীনামের অব্যর্থ ও পরম মঙ্গলময় ফলোদয়ের পথে একমাত্র বিঘ্ন স্বরূপ, সেই 'নামাপরাধ' সম্বন্ধে বহুল আলোচনা না করিয়া, প্রায়শঃ ধর্মশাস্ত্র কর্তৃক তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বনের কি কারণ থাকিতে পারে,— যাহার ফলে অপর সনাতন ধর্ম-সম্প্রদায় মধ্যে— এমন কী অপর ভক্তি বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজনরীতির মধ্যেও নামাপরাধের বিশেষ কোন উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয় না।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সকল সনাতন ধর্ম-সম্প্রদায় কিম্বা ভক্তি-সম্প্রদায় মধ্যে "শ্রীনামই" একমুখ্য অঙ্গী সাধন না হওয়ায় তদতিরিক্ত স্মরণ, বন্দন, অর্চন, জপ অথবা ধ্যানাদির প্রাধান্য থাকায়— এই সাধন ক্ষেত্রে "নামাপরাধ" বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ঐসকল সম্প্রদায় কর্তৃক তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। সাধারণভাবে বেদাদি সকল ধর্মশাস্ত্রে বিশাল জনগণের অধিকারানুরূপ ও ক্রমরীতি মূলক বিভিন্ন ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে এবং উক্ত ধর্মে সকল জনগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য প্রচুর পুষ্পিত বাক্যেরও সমাগম করা হইয়াছে। কিন্তু জগতে প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম যাহা— সেই ভাগবতী ধর্মের পরিসীমা "ব্রজপ্রেম" ধর্মের বিষয় বেদাদি শাস্ত্রের গহন কন্দরে সুগোপ্যাই রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু কল্পকাল মধ্যে একবার মাত্র এই বিশেষ কলিতে একমাত্র ছন্ন অবতার পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরকৃষ্ণ কর্তৃক স্বকীয় অস্বাভাবিক কৃপা বৈশিষ্ট্যে সহজ সাধ্য সাধন শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মাধ্যমে নির্বিচারে বিতরিত হইয়া থাকে। তদীয় অপ্রকটেও একমাত্র নামাপরাধের সংযোগ ব্যতীত সেই প্রেমসম্পদ লাভের আর কোন অন্তরায় নাই। সেজন্য পূর্বোক্ত কারণে, কেবল সূত্ররূপে ছাড়া শাস্ত্রাদিতেও নামাপরাধ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচিত না হইলেও, উহা বর্জনের একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয় সাধকমাত্রেই অনুভূত হইবে। গৌড়ীয় গোস্বামীপাদ-

গণও একারণে ভজনরক্ষার জীবনোপায় স্বরূপ বিবেচনায় তদীয় গ্রন্থ সকলে নামাপরাধ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকালে উপর্য্যোক্ত বিষয়ে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ সকল দেওয়া হইয়াছিল তাহার সমাধান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যকতা থাকিলেও, সংক্ষেপার্থে এস্থলে তদ্বিষয়ে কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইতেছে।

এই আলোচনার সারসূত্র হইতেছে,—স্বয়ং সর্ব্বাবতারী—শ্রীকৃষ্ণ, আবির্ভাব বিশেষে শ্রীগৌরকৃষ্ণরূপে, জগতে প্রবর্তন ও প্রদান করেন যে 'নাম' 'প্রেম',— উহাই প্রেমধর্মের সারাৎসার 'রাগভক্তি' বা ব্রজ-প্রেমের পরিসীমা এবং সেই প্রেমলাভের একমাত্র উপায়— তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। যাহা অন্য কোন অবতার বা অপর কাহারও কর্তৃক কোন সময়ে প্রদত্ত হয় না— কল্পকাল মধ্যে। নাম গ্রহণের নিষেধ পক্ষ, অর্থাৎ নামাপরাধের বিচার সর্বকালে থাকিলেও, তৎকালে উহা সংঘটনার সম্ভাবনা না থাকায়, এবং উক্ত অপরাধের সঞ্চার কলি-প্রভাব-কৃত হইলেও, তদীয় লীলাকালে সেই নামাপরাধের বিচার না রাখিয়া, নামগ্রহণ মাত্রেই উক্ত প্রেমোদয় করা হইয়াছে— তদীয় অস্বাভাবিক ও অচিন্ত্য কৃপা বৈশিষ্ট্যে।[১]

বেদগোপ্য সেই পরতত্ত্বসীমা— স্বয়ম্ভগবান্— প্রেম-যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-জলধরের উদয়কালে জগতের উপর যে এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা-বৈশিষ্ট্য বর্ষণ হয়,— তদীয় অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অস্বাভাবিকতা সমতা প্রাপ্ত হইয়া, উহা স্বাভাবিক মহাকৃপারূপে বর্তমান কলিযুগের পরিসমাপ্তি কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, তৎকালীন জীবের পক্ষে ও অপর সত্যাদি যুগাকাঙ্ক্ষিত এক মহা সৌভাগ্যের বিস্তার করিয়া

১ এ বিষয়ে গ্রন্থকার শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপাদ লিখিত 'শ্রীগৌরাঙ্গের জগতোদ্ধার কার্য্য'—শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ('শ্রীসোনার গৌরাঙ্গ'—মাসিক পত্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র, ৫১-৫২ পৃষ্ঠা।)

থাকে। তদীয় অবতার কালের সেই অস্বাভাবিক মহাকৃপার প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে ; যথা,—

(১) এই ব্রহ্মাণ্ডগত তৎকালীন সমষ্টি জীবের উদ্ধার সাধন। অর্থাৎ যে-সকল জীব তাঁহাকে অবগত হইয়া বা তদানুগত্য স্বীকার পূর্বক তৎপ্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণনামাশ্রয় করিয়াছিল, তাহারা প্রেম বিশেষ বা 'ব্রজপ্রেম', লাভ করিয়া এবং যাহারা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া অবস্থান করিয়াছিল, কিম্বা পাপাচারী, পতিত পাষণ্ড যাহারা, তাহারাও—এক কথায় স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত—সর্বজীব প্রেম সাধারণ বা ভগবদ্ভক্তি লাভে, বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া চিরধন্য হইয়া গিয়াছে। প্রেমযুগাবতার—স্বয়ং-ভগবান কর্তৃক অন্যের অদেয় এই নাম ও প্রেম দান লীলাকালে—এই ব্রহ্মাণ্ডগত তৎকালীন সর্বজীবোদ্ধারের মহাব্রত উদ্‌যাপনের দিনে,—সেই স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সমষ্টি জীবের সংসার বিমুক্তি ও প্রেমভক্তি লাভরূপ অস্বাভাবিক মহাকৃপাবর্ষণের পরম রহস্যের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত মাত্র, সেং শ্রীভগবানের সমক্ষেই কীর্তিত ও তৎকর্তৃক অনুমোদিত ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাসের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য ইহা তর্ক যুক্তির অগোচর—কেবল বিশ্বাসগ্রাহ্য বিষয় ; যথা,—

"শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে॥
পৃথিবীতে বহুজীব—স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥
হরিদাস কহে প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
স্থাবর জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ॥
শুনিলেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।

স্থাবরের শব্দ লাগে,—প্রতিধ্বনি হয় ॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন ॥
সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন।
শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম ॥"

"জগত তারিতে এই তোমার অবতার।
ভক্তভাব তাতে করিয়াছ পরচার।
স্থিরচর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার ॥
প্রভু কহে সব জীব যবে মুক্ত হবে।
এইত' ব্রহ্মাণ্ড তবে সব শূন্য রবে ॥
হরিদাস কহে তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি।
সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে ॥
সেই জীব হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥"
"এত শুনি মহাপ্রভুর মনে চমৎকার হৈল।
মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ॥" —ইত্যাদি।

উদ্ধৃত উক্তি সকলের মধ্যে—"তুমি যাতে করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন, স্থাবরে শব্দ লাগে—প্রতিধ্বনি হয়," "সকল জগতে হয় উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন," "তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন"—প্রভৃতি বাক্যগুলির ভিতর শব্দ তরঙ্গ বিজ্ঞানের কোন এক অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়,—যাহা বর্ত্তমান বেতার (Radio) বিজ্ঞানের অনুরূপ ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বিজ্ঞান বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য যে কালে তৎবিষয়ে মানবের অন্তরে কোন ধারণার লেশমাত্রও বিকাশ হয় নাই, সে সময়ে

উহা ব্যক্ত করিবার জন্য "উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন", "শব্দ লাগে", "প্রতিধ্বনি হয়" "সকল জগতে হয়"—ইত্যাদি প্রকার ভাষার অতিরিক্ত যে, আর কোন কিছু বলিয়া উহা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না,—ইহাও বুঝিতে হইবে। যিনি সর্ববিজ্ঞানময় ও সর্বশক্তিমান পুরুষ, সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবানে যে, সকল বিজ্ঞান—সকল সামর্থ্যই নিহিত রহিয়াছে—ইহা উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং তদীয় বিজ্ঞান শক্তি দ্বারাই হউক অথবা ইচ্ছা শক্তি দ্বারাই হউক, তিনি সমস্ত অসম্ভাব্যই সম্ভব করিতে পারেন। তাই মনে হয়, নিজ অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনামের অচিন্ত্য মহাশক্তি জগতে প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি এই লীলায় শব্দ-তরঙ্গ বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বনে, অথচ সর্ব সমর্থতা বশতঃ বিশেষ কোনও যন্ত্রাদির অপেক্ষা না করিয়াই, কেবল খোল করতাল যোগে তাঁহার শ্রীমুখোদগীর্ণ নাম-সঙ্কীর্তন ধ্বনির তরঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড অবধি সকল ভুবন—সকল আকাশ তরঙ্গায়িত করিয়া, সেই সূক্ষ্ম শ্রীনামকীর্তন তরঙ্গের পরম পাবনী শক্তির সংস্পর্শদান পূর্বক, ব্রহ্মাণ্ডগত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব জীবের উদ্ধার সাধন, এই প্রকারেই সম্ভব করিয়াছেন। যখন বর্তমান আবিষ্কৃত শব্দ-তরঙ্গ বিজ্ঞানের জগতে সুষুপ্তি অবস্থা,—যে সময়ে জগতে কোন জড়বৈজ্ঞানিকের মানসপটের নিভৃত কোণে—স্বপ্নেও উহার আভাস মাত্র উদিত হয় নাই—সেই কালে,—সেই প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে শ্রীগৌর-পরিকরগণ যে সেই বিজ্ঞানের মূলনীতি সম্বন্ধে জাগ্রৎ ছিলেন, অর্থাৎ একস্থানের ধ্বনি যে সকল পৃথিবীতে—এমন কি, সকল ভুবনে—চতুর্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত আকাশে সঞ্চারিত হইতে পারে, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের স্বাভাবিক কথোপকথনের ভিতর দিয়াও প্রকাশিত হইয়াছে। অবশ্য, মহা চিদ্‌বৈজ্ঞানিক যাঁহারা, —চিদানন্দ-বিজ্ঞানের বেদগুহ্য চরম রহস্য আবিষ্কার পূর্বক চিন্ময় নিখিল জীবাত্মার পূর্ণতা প্রদান ও পরম মঙ্গল বিধান করাই তাঁহাদিগের একমাত্র মুখ্য সাধনা হইলেও—সেই মহাবিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক—তুচ্ছ ফলেও যে, উক্ত জড়

বিজ্ঞানের অনুভূতির উদয় হইতে পারে, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে। অতএব শ্রীগৌরপরিকরগণোক্ত,—

"বিশ্বস্যামঙ্গলঘ্নং কিমপি হরিহরীত্যুন্মদানন্দনাদৈ-
র্ধন্দে তং দেবচূড়ামণিমতুলরসাবিষ্টচৈতন্যচন্দ্রম্ ॥"

কিম্বা

"শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥"

—ইত্যাদি প্রকার বহু বর্ণনার মধ্যে যে, শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখোদ্গীর্ণ হরে-কৃষ্ণাদি শব্দামৃত হইতে প্রেমরূপ পরম জীবন দান পূর্বক জগতের মায়াহত নিখিল জীবোদ্ধারের কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে,—স্থান বিশেষে উচ্চারিত ধ্বনির এই বিশ্বব্যাপকতা, ইহাও যে পূর্বোক্ত শব্দ-তরঙ্গ বিজ্ঞানেরই সমর্থক, একথা এখন আমরা স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারিব।

তাহা হইলে পূর্বোদ্ধৃত—

—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর-জঙ্গম জীব জাতি ॥
সব উদ্ধার করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্ম জীবে পুন কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে ॥"
"তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্বসম ॥"

—ইত্যাদি উক্তিদ্বারা, তদীয় প্রকট কালের এই ব্রহ্মাণ্ডগত সমষ্টি জীবের উদ্ধার সাধন ও সর্ব সাধারণ জীবকে প্রেম সাধারণ বা ভক্তি দিয়া বৈকুণ্ঠ লোক পর্যন্ত প্রাপ্তির মহা সৌভাগ্য প্রদানরূপ, তৎকালীন এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত হইয়াছে,— ইহাই বুঝিতে পারা যায়।

(২) সাধন সিদ্ধত্বের স্থলে তৎকালীন প্রায়শঃ সকল জীবেরই কৃপা-সিদ্ধত্ব লাভ। অর্থাৎ নামাশ্রয় দ্বারা প্রেমভক্তির কারণরূপ সাধনভক্তি ক্রমশঃ প্রকাশ ও সেই সাধন দ্বারা যাহাদের 'শ্রদ্ধা', 'সাধু-

সঙ্গাদি'— ক্রমে ভাবভক্তির ও যথাকালে তৎকার্য স্বরূপ প্রেমোদয় ঘটে অর্থাৎ যে সকল জীবে শ্রীনাম-গ্রহণাদি মাত্রে সদ্যই প্রেমের কারণ ঘটিয়া, উহা সাধন দ্বারা যথাক্রমে ও যথাকালে প্রেমোদয় রূপ কার্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে,—তাহারাই 'সাধন সিদ্ধ' জীব। আর যে সকল জীবে শ্রীনামাদির শ্রবণ, কীর্তন ও সঙ্কীর্তন ধ্বনির স্পর্শনাদি মাত্রেই কোনও সাধনাদির অপেক্ষা না করিয়া সদ্যই প্রেমোদয় ঘটে, অর্থাৎ শ্রীনামাদি হইতে যে সকল জীবে যুগপৎ প্রেমের কারণ ও কার্যের সদ্যই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে,—তাহাদিগকেই 'কৃপাসিদ্ধ' জীব বলা যায়।

সিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ প্রধানতঃ সম্প্রাপ্তসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ ; যথা,—

"সংপ্রাপ্ত-সিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা।"

—(ভঃ রঃ সিঃ। দক্ষিণ। ১লঃ।১৪৬)

তন্মধ্যে যাঁহারা সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, তৎকাল হইতে সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত রূপে অনন্তকাল পর্যন্ত ভগবানের সহিত অবস্থান করেন,—তাঁহাদিগকে 'সংপ্রাপ্তসিদ্ধ' কহে। আর যাঁহারা অনাদিকাল হইতে নিত্যই ভগবৎ পরিকররূপে তৎসহ অবস্থান করিতেছেন ও অনন্তকাল অবস্থান করিবেন,— তাঁহারাই 'নিত্যসিদ্ধ' ভক্ত।

সম্প্রাপ্তসিদ্ধগণ আবার (১) 'সাধনসিদ্ধ' এবং (২) 'কৃপাসিদ্ধ' ভেদে দ্বিবিধ হয়েন। "সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য দ্বিধা সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।"— (ঐ)। তন্মধ্যে সাধনসিদ্ধগণ সাধনাভিনিবেশ দ্বারা যথাক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং কৃপাসিদ্ধগণ, ভগবান ও তৎভক্তকৃপা বিশেষ দ্বারা বিনা সাধনেই সহসা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। যথা,—

সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥
আদ্যস্তু প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ো বিরলোদয়ঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ। পূর্ব্ব। ৩লঃ। ৫)

অর্থাৎ,— মহৎ-সঙ্গাদি বশতঃ অতিধন্যদিগের সাধনাভিনিবেশ হইতে এবং কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ বিশেষ হইতে দ্বিবিধ ভাব জন্মে। তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ সাধনসিদ্ধত্ব প্রায়িক অর্থাৎ স্বাভাবিক বা সর্ব সাধারণের হইয়া থাকে ; আর দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ কৃপাসিদ্ধত্ব—ইহা অতি বিরল : অর্থাৎ ক্বচিৎ কাহারও হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে,— সাধনসিদ্ধগণের সাধনভক্তি দ্বারা ভাব উৎপন্ন হইয়া যথাক্রমে প্রেমোদয় ঘটে ; কিন্তু কৃপাসিদ্ধগণের সাধনাদির অপেক্ষা না করিয়াই সহসা যুগপৎ ভাব ও প্রেমাদির উদয়ে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণ-তদ্ভক্ত প্রসাদজ ইতীর্য্যতে ॥
—(ভঃ রঃ সিঃ। পূর্ব্ব ৩ লঃ। ৮)

অর্থাৎ,— সাধনাদি ব্যতীত যে ভাব সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কৃষ্ণ অথবা তদ্ভক্তের প্রসাদজনিত ভাব বলা হয়।

ইহাই কৃপাসিদ্ধের লক্ষণ এবং একান্তই দুর্লভ হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকটকালে শ্রীনাম দ্বারা সদ্যই প্রেমোদয় করাইয়া প্রায় সর্ব জীবকেই এই কৃপাসিদ্ধত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে। সাধনসিদ্ধের রীতি অনুসারে প্রেমোদয় করাই শ্রীনামের স্বাভাবিক মহাশক্তি হইলেও,— শ্রীগৌর-চন্দ্রের উদয়কালে, তৎকৃপায় প্রায় সবজীবই কৃপাসিদ্ধের অধিকার লাভে ধন্য হইয়াছে, অর্থাৎ তৎকালে তিনি স্বীয় অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীনাম দ্বারা সাধন ব্যতীতই যুগপৎ প্রেমের কারণ ও কার্যের বিকাশ করাইয়া— সদ্যই প্রেমোদয়রূপ অস্বাভাবিক মহাকৃপা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করাইয়াছেন।

(৩) তৎকালে নামাপরাধাদি বিচারশূন্যতা ছিল। শ্রীনাম-গ্রহণ বিষয়ে সর্বকালেই একমাত্র নামাপরাধের বিচার বিদ্যমান থাকিলেও, উহা শ্রীগৌর-প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি জীবোদ্ধারকাল বলিয়া, তৎকালে

অপরাধী নিরপরাধী নির্বিচারে এক অস্বাভাবিক মহাকৃপা বৈশিষ্ট্য বিতরিত হইয়াছে।

"নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন— বহে অশ্রুধার॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৮।২৭)

ইত্যাদি উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। তবে, তদীয় চরিত-গ্রন্থাদিতে যে-সকল স্থলে অপরাধিগণের শাস্তি ভোগ বা তাহাদিগকে তিরস্কারাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা তদীয় অপ্রকটকালের জীব সকলকে 'অপরাধ' হইতে সাবধানতা অবলম্বনের শিক্ষার নিমিত্তই বুঝিতে হইবে; যেহেতু তদীয় অপ্রকটকালে অপরাধের বিচার থাকিবে। তাই দেখা যায়, শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালে, তদীয় সেই মহাকৃপার অস্বাভাবিকতা রূপ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ বিস্ময়াভিভূত হইয়া লিখিয়াছেন,—

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে
দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ-প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ॥

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত। ৭৭ শ্লোক)

অর্থ,— যে প্রভু নিরপরাধ অপরাধাদিরূপ পাত্রাপাত্র বিচার কিম্বা আত্মপর দৃষ্টি বা দেয়াদেয় চিন্তা অথবা কাল ও ক্রমাদি প্রতীক্ষা— কিছুমাত্র না করিয়া (সমষ্টি জীবোদ্ধার কাল নিবন্ধন) শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম, ধ্যানাদিরূপ সাধন দ্বারাও দুর্লভ যে প্রেমভক্তিরস— তাহা নামগ্রহণাদি মাত্র সদ্যই প্রদান করেন,— সেই ভগবান শ্রীগৌরহরিই কেবল আমার পরম গতি।

তাহা হইলে বুঝিলাম— শ্রীগৌরচন্দ্রের 'যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি' সেই তদীয় প্রকটকাল পর্যন্তই উক্ত ত্রিবিধ অস্বাভাবিক মহাকৃপা

বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মাণ্ডে বর্ষিত হইয়া, তদীয় অপ্রকটে উহার কিয়দংশ সমতা প্রাপ্ত হইয়া, স্বাভাবিক মহাকৃপারূপে এই গৌর-প্রকটিত প্রেমযুগাখ্য কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। সেই অস্বাভাবিক মহাকৃপার স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি হইতেছে এই যে,—

(১) তদীয় অপ্রকটকালে কেবল ভজনশীল জীব সকলেরই সংসার বিমুক্তি ঘটিবে, কিন্তু সমষ্টি জীবের নহে। (তবে এই যুগে কলির প্রভাব অকালেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া অকালেই অস্তমিত হইয়া, জগতে প্রায় সকল মনুষ্যতেই ভজন প্রবৃত্তির বিকাশ হইবে।)

(২) এইকালে ভজনশীল প্রায়শঃ সকল ব্যক্তির পক্ষেই নামাশ্রয় দ্বারা সাধনসিদ্ধের রীতিতে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, কিন্তু কৃপাসিদ্ধের রীতি অনুসারে নহে; অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণাদি হইতে সদ্যই প্রেমের কারণ ঘটিয়া, উহা সাধন ভক্তিরূপে যথাক্রমে শ্রদ্ধাদির আবির্ভাব করাইয়া, যথাকালে প্রেমের কার্য বা প্রেমভক্তিরূপে অভিব্যক্ত হইবেন; কিন্তু যুগপৎ প্রেমের কারণ ও কার্যরূপে অর্থাৎ সদ্যই প্রেমরূপে আবির্ভাব ঘটিবে না।

(৩) তদীয় অপ্রকটকালে অপরাধাদির বিচার থাকিবে। অর্থাৎ অপরাধ সকল ও বিশেষভাবে দশবিধ নামাপরাধ বর্জন পূর্বক নিরপরাধে নাম গ্রহণেই নামের অব্যর্থ ফল লাভ করা যাইবে; কিন্তু নামাপরাধ যুক্ত হইয়া নহে।

শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গেই— এমন কি তদীয় লীলাস্থলী-সমূহের সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত অবস্থা এবং তদীয় লীলা-পরিকরগণের ও তৎপ্রবর্তিত শ্রীনামেরও তৎকালে বিদ্যমানতা সত্ত্বেও,—সেই অস্বাভাবিক মহাকৃপাবন্যার বেগ যে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল,— শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতকারের আক্ষেপোক্তি হইতেও তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে; যথা,—

সৈবেয়ং ভুবি ধন্যাগৌড়নগরী বেলাপি সৈবাম্বুধেঃ
সোঽয়ং শ্রীপুরুষোত্তমো মধুপতেস্তান্যেব নামানি তু।
নো কুত্রাপি নিরীক্ষ্যতে হরি হরি প্রেমোৎসবস্তাদৃশো।
হা চৈতন্য কৃপানিধান তব কিং বীক্ষ্যে পুনর্বৈভবম্ ॥

—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত। ১৪০ শ্লোক)

তাৎপর্য,— পৃথিবীতে তদীয় সেই আদি লীলাস্থল ধন্যতমা গৌড়নগরী —শ্রীনবদ্বীপ হইতে তদীয় প্রান্তলীলাস্থল সিন্ধুসৈকতশোভিত পুণ্য শ্রীক্ষেত্রতীর্থ পর্যন্ত ও তথাবস্থিত— শ্রীজগন্নাথ দেব এবং সেই মধুপতি শ্রীকৃষ্ণের হরে-কৃষ্ণাদি নাম সকল— সমস্তই বিরাজ করিতেছেন; হরি! হরি! কিন্তু তাদৃশ মহা প্রেমোৎসব আর কুত্রাপি দৃষ্ট হইতেছে না। হা চৈতন্য— কৃপাময়! তোমার সেই মহা কৃপা বৈভব আর কি পুনর্বার দর্শন করিব!

উক্ত প্রকারে শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকটকালের সেই সর্বোচ্চ ও অস্বাভাবিক মহাকৃপা, তদীয় অপ্রকটে কিয়দংশ মন্দীভূত হইয়া স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইলেও, এই গৌর-প্রকটিত প্রেমযুগাখ্য কলিযুগের অবশিষ্ট কাল পর্যন্ত, তদীয় প্রকট কালের সেই মহাকৃপার অস্বাভাবিকতারও নিম্নোক্ত কিয়দংশের বিদ্যমানতা থাকিবে; যথা,—

(১) অন্য যুগের স্বভাবতঃ সুদুর্লভ শ্রীনাম, বর্তমান যুগব্যাপী অপর মহৎ কৃপাদির অপেক্ষা না করিয়াও, কেবল তদীয় সঞ্চারিত মহা মহৎ-কৃপা প্রভাবেই সর্বজীবের পক্ষে সহজগ্রাহ্য বা সুলভ থাকিয়া— এমন কি পরিহাসে, উপহাসে, অবহেলায় ও আভাসাদিতেও উহা জীবের ইচ্ছামাত্রই গ্রহণীয় হইবেন।

(২) সত্যাদি অপর সকল যুগের অভিলষিত ও অলভ্য যে প্রেম বিশেষ,— বর্তমান যুগে শ্রীগৌরানুগত্যে শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্তনাদি হইতে —সেই 'ব্রজপ্রেম' পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

অতএব সেই বেদগোপ্য পরতত্ত্ব শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব হইতেই

যে, বিশ্বে বেদগুহ্য প্রেমধর্ম ও তৎপ্রাপ্তির পরমোপায়— শ্রীনামতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ বা পরিপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হইয়া থাকে ও হইয়াছে, ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই সকল দিক দিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রেমভক্তির কারণ স্বরূপ যে নববিধ ভক্ত্যঙ্গ শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আবার (বিশেষ করিয়া এই কলিযুগে) শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনেরই সর্বশ্রেষ্ঠতারূপ মহা-মহিমা— ইহাও শ্রীগৌরসুন্দর হইতেই জগৎ সুস্পষ্ট রূপে জানিতে পারিয়াছে এবং তদীয় অপ্রকটেও এই কলিযুগের অবশিষ্ট কাল ব্যাপী একমাত্র নামাপরাধ বর্জন পূর্বক নিরপরাধে নামাশ্রয় করিলে, সেই শ্রীনাম সদ্যই প্রেমের কারণ হইয়া, যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রেমোদয়রূপ কার্যের অভিব্যক্তি করাইয়া— কৃষ্ণসেবা প্রদান করিতে যে 'মহাশক্তি' ধারণ করেন— এসকল কথাও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীচৈতন্য ও তদীয় নিত্য পরিকরগণ, প্রেমসম্পদ লাভের পরমোপায় শ্রীনাম সম্বন্ধে ও নামাপরাধ সম্বন্ধে এক অভিনব আলোক সম্পাতে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া, তদ্বিষয়ে অচৈতন্য জনসমাজকে সর্ববিধ উপায়ে সচৈতন্য হইবার মহা সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। তথাপি, সূর্যের উদয়ে জগতের তমোরাশি বিদূরিত হইলেও পেচককুল যেমন চির অন্ধকারেই অবস্থান করে,— "উলুকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥" —(শ্রীচৈঃ চঃ) যাঁহারা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,— তাঁহাদিগের পক্ষে তদ্বিষয়ে অন্ধকারে অবস্থান করা ভিন্ন আর কি গত্যন্তর থাকিতে পারে ?

———

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি

(দ্বিতীয় কিরণ)

॥ উত্তর বিভাগ ॥

দশবিধ নামাপরাধ বর্ণন

প্রথম নামাপরাধ— "সাধুনিন্দা"।

দশবিধ নামাপরাধ মধ্যে প্রথম অপরাধ হইতেছে,—

"সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥"
(শ্রীহরিভক্তি-বিলাস ধৃত। ১১।২৮৩ পাদ্মবাক্য।)

ইহার তাৎপর্যার্থ,— শ্রীনাম সম্বন্ধীয় পরম অপরাধ হইতেছে— "সাধু-নিন্দা"। যে সাধুর নিকট শ্রীভগবানের অলৌকিক যশঃ ও নাম-গুণ-লীলাদি মহিমা প্রকটিত ও সেই অমৃতময়ী বার্ত্তা লৌকিক জগতে প্রচারিত হইয়া, মরজগতের জীবকে প্রদান করে— অমৃতত্ব ; এতাদৃশ সাধুজনের নিন্দারূপ গর্হিতাচরণ, হায়! শ্রীনাম কি প্রকারে সহ্য করিতে পারেন ? অর্থাৎ কোন প্রকারেই সহ্য করেন না।

দশবিধ নামাপরাধ মধ্যে ইহা সর্বপ্রধান হওয়ায়, এই হেতু সর্ব প্রথম উক্ত হইয়াছে।[১] তৎসহ ইহাও বিবেচ্য যে,— সাধুনিন্দাই যখন সর্বপ্রধান অপরাধ, তখন সেই সাধুজনের প্রতি দ্বেষ-দ্রোহাদি আচরণে যে কি পরিমিত অপরাধ সৃজিত হইতে পারে,[২] সে কথার উল্লেখই অনাবশ্যক।

সংক্ষেপে 'সাধু' বা ভাগবতগণের মহা-মহিমার[৩] পরিচয় এই যে,—গঙ্গাদি পুণ্যতোয়া ও কাশী-কুরুক্ষেত্রাদি পুণ্যতীর্থ সকল পাপাদিক্লিষ্ট মনুষ্যের মালিন্য বিদূরিত করিয়া, চতুর্বর্গাবধি ফলদানে সমর্থ হইলেও, নিয়ত পাপ-কল্মষাদি গ্রহণ করিতে করিতে যখন হইয়া পড়েন নিজেরাই মলিন ও অতীর্থ, তখন যে সাধুগণের সমাগমে ও সঙ্গলাভে তীর্থসকলের পুনরায় নির্মলত্ব ও তীর্থত্ব প্রাপ্ত হইবার কারণ ঘটে—এতাদৃশ সাধুগণের প্রভাব ও মহিমার কথা আর অধিক কি বলিবার প্রয়োজন ? মহাত্মা বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সশ্রদ্ধ উক্তি হইতেও একথা অবগত হওয়া যায়।

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥

(শ্রীভাঃ। ১।১৩।১০)

ইহার অর্থ,—হে বিভো, ভবাদৃশ ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থ স্বরূপ। বিশেষতঃ স্বীয় হৃদয়ে গদাধর শ্রীহরি অবস্থান করায়, আপনারা তীর্থ

---

১ "অস্য চ মুখ্যত্বাদাদৌ নির্দ্দেশঃ।" অর্থাৎ এই অপরাধের প্রাধান্য বশতঃ প্রথমেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (উক্ত শ্লোকের শ্রীসনাতন গোস্বামীপাদ-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য।)

২ "অত্র নিন্দেতানেন দ্বেষদ্রোহাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে।" —মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন,—"নিন্দা শব্দ দ্বারা দ্বেষ ও দ্রোহ প্রভৃতিও উপলক্ষিত হইয়া থাকে।"

৩ সাধু বা ভাগবতগণের স্বরূপ ও মহা-মহিমাদি বিষয়ে, গ্রন্থকার-কৃত "মহৎ-সঙ্গ

সকলকেও পবিত্র করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তীর্থস্বরূপ আপনাদের নিজ প্রয়োজনে তীর্থ ভ্রমণ নহে, সংসারিগণের সংসর্গে মলিন তীর্থ সকলকে পুনরায় পবিত্রতা দান করিবার নিমিত্তই আপনাদের তীর্থভ্রমণ।

অধিক কথা কী, সর্বাধীশ হইয়াও শ্রীভগবান নিজেকে যাহাদের অধীন বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন,[১] কে বলিয়া শেষ করিতে পারে সেই সাধুগণের মহিমা? এতাদৃশ সাধুগণের নিন্দাদি করিয়া থাকে যাহারা, সেই দুর্মতিগণের অপরাধ শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন-স্বরূপ —শ্রীনাম, কি প্রকারে সহ্য করিতে পারেন? এই হেতু এই অপরাধটি সকল নামাপরাধের শীর্ষদেশে স্থাপিত হইয়া, 'মহদপরাধ' এই বিশেষ নামেও উক্ত হইয়া থাকে।

এখন 'সাধু' বলিতে এ-স্থলে কাহাকে বুঝিব, সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক।

সদ্ধর্মে অবস্থিত বা আশ্রিত যাঁহারা, তাঁহারাই 'সাধু'-পদবাচ্য। যাহা 'সৎ' বা নিত্যবস্তু বিষয়ক ধর্ম—তাহার নাম 'সদ্ধর্ম'। 'অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বস্তু বিষয়ক ধর্ম যাহা, তাহাকেই 'অসদ্ধর্ম বুঝিতে হইবে।

জীবাত্মা, 'চিদ্' অর্থাৎ চেতন বা জ্ঞানময়—'আত্মবস্তু'। আত্ম-বস্তু যাহা, তাহাই 'সৎ' বা নিত্য। জীবের দেহ-ইন্দ্রিয়াদি এবং মায়িক জগতের অপর যাহা কিছু, সকলই 'অচিদ্' অর্থাৎ অচেতন, জড় বা 'অনাত্মবস্তু'। সমস্তই ত্রিগুণময়ী মায়াশক্তির কার্য।

অনাত্মবস্তু মাত্রেই ভাঙ্গা-গড়া আছে, উৎপত্তি স্থিতি ও লয় আছে,—নিয়ত পরিণাম বা বিকার-লক্ষণে জড়বস্তু লক্ষিত হয়। কিন্তু আত্মবস্তুর কোন জড়-সদৃশ পরিণাম নাই। উহা নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন। এই হেতু 'সৎ' বা নিত্য যাহা, তাহাকে অবশ্যই চেতনা ও আনন্দ ধর্ম-যুক্ত এবং 'অসৎ' বা অনিত্য যাহা তাহাকে তৎবিপরীত অর্থাৎ অচেতন ও আনন্দের আবরক বলিয়াই জানিতে হইবে।

সকল চেতন বা আত্মবস্তুর মূল—এক অদ্বিতীয়—অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ বিভু আত্মবস্তু। তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্তৃক যাহা সংক্ষেপে 'তত্ত্ব' নামে কথিত হয়।[১] উহারই অপর নাম 'পরতত্ত্ব'। উপাস্য পরতত্ত্বের উপাসনায়, উপাসক জীবাত্মার অনাত্মভাব বা জড়পাশ বিমুক্ত হইয়া নিত্যত্ব ও অমৃতত্ব প্রাপ্তি ঘটে। সেই এক অদ্বয়—অখণ্ড বিভুচৈতন্য বা জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুই উপাসকের অধিকার ভেদে যথাক্রমে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'শ্রীভগবান'—এই ত্রিবিধ রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সুতরাং এই এক 'নিত্য' বা 'সৎ' বস্তু—পরতত্ত্বের উপাসকগণই কেবল 'সাধু'-নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

অপরপক্ষে, 'অচিদ্' বা অনাত্ম—জড়বস্তু যাহা, তাহাকে 'অবরতত্ত্ব' বলা হয়। 'অবর' যাহা তাহাই অসৎ বা অনিত্য। প্রাকৃত বা মায়িক বস্তু মাত্রই অসৎ বা অনিত্য—অতএব 'অবর'। সুতরাং তদাত্মক দেহ—দৈহিক ধর্মই হইতেছে—অসদ্ধর্ম। এই হেতু উক্ত ধর্মের সাধনায়, নিত্য ও বিকার-রহিত জীবাত্মার অনিত্য দেহ-গেহাদির সংযোগ ঘটিয়া, নিত্য ও অমৃত-স্বরূপ জীবাত্মাকে বারম্বার জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-গতি প্রাপ্ত করাইয়া থাকে।

এই হেতু পারলৌকিক কিম্বা ইহলৌকিক ভোগৈশ্বর্যাদি বিষয়-বাসনা-মূলক কর্মমার্গোক্ত ধর্ম সকল এবং তৎসাধ্য, সাধন ও সাধক সমস্তই অনিত্যতাকে প্রাপ্ত হইয়া, তদন্তরালে বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্র-বিহিত কর্মমার্গ বা অবর-তত্ত্বের সাধন সকল 'ধর্ম' বা 'পুণ্য নামে এবং তৎসাধকগণ 'ধার্মিক' বা 'পুণ্যবন্ত' নামে প্রসিদ্ধ

---

১ বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ —(শ্রীভাঃ ।১।২।১১)

অর্থাৎ,—তত্ত্ববেত্তাগণ এক দ্বিতীয়রহিত যে জ্ঞানবস্তু, তাহাকে 'তত্ত্ব' বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্বই সাধকের অধিকার ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান নামে অভিহিত হয়েন।

থাকিলেও সদ্ধর্ম-পরায়ণেরাই কেবল 'সাধু'-পদবাচ্য হয়েন। সদ্ধর্ম বিষয়ক সাধ্য, সাধন, ও সাধক,—সমস্তই 'সৎ' অর্থাৎ নিত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া, অমৃতত্ব লাভের যোগ্য হয়।

উক্ত সদসৎ বা নিত্যানিত্য দ্বিবিধ উপাসকের উপাসনায় ফলের পার্থক্য বিষয়ে গীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বাক্য ; যথা,—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ
পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়
পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥ —(গীতা। ৮।১৬)

অর্থ,—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকবাসী পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকে; কিন্তু হে কৌন্তেয়, আমাকে আশ্রয়কারীজনের পুনর্জ্জন্ম হয় না।[১]

এই হেতু পরতত্ত্বের উপাসনাই 'সদ্ধর্ম' ও তৎফল নিত্য বা সৎ বলিয়া, তদুপাসকগণ 'সাধু' নামে অভিহিত হয়েন।

এক পরতত্ত্বরূপ নিত্য বা সদ্বস্তুর উপাসক বলিয়া, উক্ত ত্রিবিধ উপাসক বা সাধকই 'সাধু' পদবাচ্য হইলেও, তন্মধ্যে আবার উক্ত অধিকার তারতম্যে ভক্ত সাধুরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্বভাবে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। গীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক উক্ত তারতম্যে ভক্তেরই সর্বোৎকর্ষ কথিত হইয়াছে ; যথা,—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥
—(গীতা। ৬।৪৬-৪৭)

---

১ শ্রীম্ সেই অমৃতলোকের বিষয়ে পুনরায় স্থানান্তরে বলিতেছেন, যথা,—"যদ্‌ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥—অর্থাৎ, যেখানে যাইলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—সেই স্থানই আমার পরম ধাম।

ইহার অর্থ,—যোগী, তপোনিষ্ঠগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতে শ্রেষ্ঠ, কর্মিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—এই হেতু হে অর্জুন, তুমি যোগী হও।

যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকল যোগী হইতে শ্রেষ্ঠতম, ইহাই আমার অভিমত।

ইহার তাৎপর্য এই যে, –যজ্ঞাদি ক্রিয়াপর কর্মী হইতে তপস্যাদি কৃচ্ছ্র সাধন সংরতগণ শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী হইতে যোগী (অষ্টাঙ্গযোগী) শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানী ও যোগী পরতত্ত্বের উপাসনা-রূপ সদ্ধর্মের উপাসক বলিয়া—ইঁহারা সাধুপদবাচ্য হইয়া, পূর্বোক্ত অবরতত্ত্বের উপাসকদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, পরতত্ত্বের পূর্ণ-স্বরূপ শ্রীভগবৎ-তত্ত্বের উপাসক হওয়ায়, ভক্তই সকল উপাসক ও সাধুগণ মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ,—যাঁহারা শ্রীভগবানে ও বিশেষভাবে স্বয়ংরূপ—পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণে নিগু'ণা ভাগবতী শ্রদ্ধান্বিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া ভক্তিযোগে তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাদিগের সাধন ও সাধুত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ,—ইহাই স্বয়ং শ্রীভগবানের অভিমত।

এক শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং-রূপ-পরতত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব বা বিভু-আত্মবস্তুর পরিসীমা। শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীভাগবতে যাঁহাকে "স্বয়ং-ভগবান" বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।[১]

সেই এক শ্রীকৃষ্ণই, সাধনার দূরত্ব ও নৈকট্যরূপ সাধকের অধিকার অনুরূপ—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-বামনাদি নিখিল শ্রীভগবৎ-স্বরূপে অভিব্যক্ত হয়েন। যথা,—

---

১ "এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥" —(শ্রীভাঃ।১।৩।২৮)
অর্থাৎ পূর্বোক্ত অবতার সকলের মধ্যে কেহ পুরুষের অংশ, কেহ কেহ অংশের অংশাবতার। কিন্তু কৃষ্ণ—"স্বয়ং ভগবান্।" আরও—

"অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস ॥"

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—তিন তাঁর রূপ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ১।২।৫৩।

যেমন মাঘ কাব্যোক্ত দেবর্ষি শ্রীনারদের দ্বারাবতীপুরে অবতরণ বৃত্তান্তে, দ্বারকাবাসী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রথমে কেবল জ্যোতিঃমাত্র-রূপে, তৎপরে নিকটতর হইলে কোন প্রাণী বিশেষরূপে, আরও সন্নিকটবর্ত্তী হইলে কোন পুরুষরূপে এবং অবতরণ করিলে তিনিই শ্রীনারদ রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।[১]

সেইরূপ এক উপাস্য—বিভু-চৈতন্যের পরিসীমা বা স্বয়ং-রূপ পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই, তদুপাসক—অণুচৈতন্য জীবের উক্ত অধিকারের ব্যবধান ও তদুপযুক্ত ত্রিবিধ উপাসনাভেদে যথাক্রমে, (১) জ্ঞানযোগে নির্ভেদ জ্ঞানীর নিকট—সত্তা-প্রধান নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, (২) অষ্টাঙ্গ-যোগে যোগীর নিকট অন্তরে আংশিক সবিশেষ অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত চতুর্ভুজাদি পরমাত্মারূপে ও বাহিরে চিচ্ছক্তি 'প্রচুর—অব্যক্ত বা নির্বিশেষ সর্বভূতান্তর্যামীরূপে এবং (৩) ভক্তিযোগে (বৈধীভক্তি)—ভক্তের নিকট—সর্বশক্তিমৎ—সচ্চিদানন্দমূর্ত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, আনন্দঘন

---

১ চয়স্ত্বিষামিত্যবধারিতং পুরা
ততঃ শরীরীতি বিভাতিবাকৃতিম্।
বিভুর্বিভক্তাবয়বং পুমানিতি
ক্রমাদমুং নারদঃ ইত্যবোধি সঃ॥ —(শিশুপালবধ-কাব্য ১।৩)

অর্থাৎ,—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে দেখিলেন, একটি নির্বিশেষ তেজঃপুঞ্জ মাত্র; আরও নিকটবর্তী হইয়া আসিলে, আকৃতি দর্শনে তখন কোন শরীরী বা দেহধারী প্রাণী বিশেষ বলিয়া নির্ণয় করিলেন; তদনন্তর আরও নিকটতর হইলে, কর-চরণাদি অবয়ব দর্শনে, তাঁহাকে কোন পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় হইল; সম্পূর্ণ নিকটবর্তী হইলে, অবশেষে তাঁহাকেই নারদ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

সবিশেষ শ্রীভগবৎ-রূপে অন্তরে ও বাহিরে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, (৪) নিকটতম হইলে, রাগভক্তিযোগে—রসিক ভক্তের নিকট—রসঘন-রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং-ভগবানরূপে, মাধুর্য-প্রধান ব্রজপ্রেম প্রভাবে নিজজনবোধে, সেবিত ও আস্বাদিত হইয়া, তৎপ্রেমরস আস্বাদনে স্বয়ং প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। যে প্রলোভনের পরিণতি—"নদীয়ার নিমাই"।

তাহা হইলে বুঝিলাম,—এক পরতত্ত্বের উপাসনাই 'সদ্ধর্ম' হওয়ায়, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত—এই ত্রিবিধ উপাসকই 'সাধু' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হইলেও, উপাসক ও উপাসনা ভেদে উপাস্যের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারেরও ত্রিবিধ ভেদ অনিবার্য। এই হেতু জ্ঞান, যোগ ও ভক্তিমার্গে সাধক, সাধ্য ও সাধনার মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য পরিদৃষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। এক সাধকের সাধনায়, অপর সাধকের সাধ্য লাভ হয় না,—তদুপযুক্ত সাধনা না হইলে।

তন্মধ্যে শ্রীভগবত্তত্ত্বই পরতত্ত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি হওয়ায়, তৎসাধন ভগবদ্ভক্তির সদ্ধর্মত্ব ও তৎসাধক ভগবদ্ভক্তেরই সাধুত্ব পূর্ণোৎকর্ষ প্রাপ্ত। সুতরাং ভক্তির স্বতঃ পূর্ণতা বশতঃ ভক্তিই স্বয়ংসিদ্ধা ও সর্ব-নিরপেক্ষা।

এই হেতু উপাস্য শ্রীভগবান কেবল ভক্তির বশীভূত বলিয়া শ্রুতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।[১] অমলা ভক্তি ব্যতীত, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি অন্য কোন সাধন দ্বারা, শ্রীভগবান যে সাধিত হয়েন না, একথাও তদীয় শ্রীমুখেরই উক্তি। যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥

—(শ্রীভাঃ। ১১।১৪।১৯)

---

১ (ক) "ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি।

অর্থ—শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশ। ভক্তিই ভগবৎ প্রাপ্তির পরম উপায়।—শ্রুতিঃ।

ইহার অর্থ,—হে উদ্ধব, আমার প্রতি প্রবৃদ্ধ ভক্তি, যেরূপ আমাকে বশীভূত করিতে সমর্থা,—যোগ, তত্ত্বজ্ঞান, শুভকর্মাদিরূপ ধর্ম, বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপস্যা কিম্বা দানাদি দ্বারা আমি সেরূপ সাধিত হই না।[২]

ভক্তির পক্ষে নিজ মুখ্যফল—শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার ও তৎসেবা প্রদানে, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি অপর কোন সাধনার লেশমাত্র অপেক্ষা বা সহায়তার আবশ্যক হয় না ; বরং তৎসংযোগে ভক্তির শুদ্ধতার হানি হইয়া, উহা তখন "মিশ্রাভক্তি" নামে কথিতা ও কেবল চতুর্বর্গাবধি নিজ গৌণফলপ্রদা হয়েন। অপরপক্ষে, কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন সকল, তৎফল—ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধ্যাদি প্রদানে সমর্থ নহেন—ভক্তির সংযোগ ও সহায়তা ব্যতীত, —একথা শাস্ত্রে বহুধা কথিত হইয়াছে—বহুপ্রকারে।[৩] অর্থাৎ,—

"ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি— স্বতন্ত্র প্রবল॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২৪।৯৫)

(খ) "অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ—" —(শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৩)
অর্থ,—আমি ভক্তাধীন। ভক্তের নিকট আমার স্বতন্ত্রতা থাকে না।

(গ) "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ—" অর্থ,—শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য।
—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।২০)

২ "ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্॥" —(শ্রীভাঃ ৭।৭।৫২)
অর্থ,—দানে নহে, তপস্যায় নহে, যজ্ঞাদিতেও নহে, শৌচাদি আচারে নহে, কিম্বা ব্রতাদিতে নহে—একমাত্র অমলা ভক্তিই শ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থা, তদ্ভিন্ন অপর সমস্তই বিড়ম্বনা অর্থাৎ নটন মাত্র। ('বিড়ম্বনং নটনমাত্রম্।' —স্বামিপাদ।')

৩ "তপস্বিনো দান পরা—"। —(শ্রীভাঃ।২।৪।১৭)
"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাব-বর্জ্জিতং—"। —(শ্রীভাঃ।১।৫।১২)
"শ্রেয়ঃসৃতিং—"। —(শ্রীভাঃ।১০।১৪।৪) —ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এক পরতত্ত্ব বস্তুর উপাসনাই 'সদ্ধর্ম' এবং তদুপাসকমাত্রেই 'সাধু' পদবাচ্য হইলেও, পরতত্ত্বের অভিব্যক্তি ভেদে 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'শ্রীভগবৎ-তত্ত্বের'র মধ্যে যখন প্রকাশ বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য রহিয়াছে, তখন তদুপাসনা ও উপাসকত্রয় মধ্যেও তারতম্যের প্রভেদ থাকা অনিবার্যই হইতেছে।

তন্মধ্যে আবার ভক্তিপথের উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক—সকলই সর্বোৎকর্ষতা প্রাপ্ত এবং সর্বনিরপেক্ষও বটে। সকল শাস্ত্রই তাই শ্রীভগবান, ভক্তি ও ভক্তের এই সর্বনিরপেক্ষতার বিষয় উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিতে বিরত হয়েন নাই। যেমন,—

(১) উপাস্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং-ভগবান সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—শ্রীকৃষ্ণই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব— নিখিল পরতত্ত্বের পরাবস্থা। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও শ্রীবাসুদেব— নারায়ণাদি শ্রীভগবন্মূর্তি সকল শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্নবস্তু অর্থাৎ তদতিরিক্ত কিছু না হইলেও, উহা স্বয়ংসিদ্ধ এক কৃষ্ণ-স্বরূপেরই বিভিন্ন প্রকাশ। কৃষ্ণরূপকে অপেক্ষা করিয়াই উক্ত প্রকাশ সকলের অভিব্যক্তি সম্ভব হইয়াছে—কিন্তু উক্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবদ্ প্রকাশ-মূর্তি সকলের অপেক্ষায় কৃষ্ণরূপের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় নাই। অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রকাশ সকলকে 'কৃষ্ণাপেক্ষী' ও অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে "অনন্যাপেক্ষী" বলিয়া জানিতে হইবে। যথা,—

"অনন্যাপেক্ষী যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।"

—(শ্রীলঘুভাঃ)

অর্থাৎ— অন্য কোন রূপকে অপেক্ষা না করিয়াই যে রূপ প্রকট হয়,—সেই স্বয়ংসিদ্ধ রূপকেই 'স্বয়ংরূপ' বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ই সেই স্বয়ং-রূপ পরতত্ত্ব বা স্বয়ং-ভগবান।

(২) উপাসনা অর্থাৎ ভক্তি বিষয়ের উৎকর্ষতা ও নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে শাস্ত্রালোচনায় বলা হইয়াছে যে,— সগুণ-শ্রদ্ধা-সঞ্জাত কর্মজ্ঞান যোগ-তপাদি সাধন সকলের সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির সঙ্গ বা সম্বন্ধ

একান্তই আবশ্যক। ভক্তি সম্বন্ধ বর্জিত হইয়া কোন সাধনই ফলপ্রদ হয় না।

আর যাহা কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি হইতে সম্পূর্ণ অনাবৃতা— শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারের একমাত্র হেতুভূতা, তাহাই নির্গুণা বা শুদ্ধা-ভক্তি। ইঁহার অপর নাম— স্বরূপ-সিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, অনন্যা, অকিঞ্চনা ইত্যাদি। অন্য নিরপেক্ষ এই ভক্তি বিষয়ে বলা হইতেছে যে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। ১।১।১১)

অর্থাৎ,— শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত, কায়মনোবাক্যের সকল চেষ্টা অর্থাৎ অনুশীলন, তাহা যদি প্রতিকূলভাবের না হইয়া একান্ত অনুকূল হয়, তবে তাহাকে 'ভক্তি' বলে। আর সেই ভক্তি যদি অন্য কোন প্রকার অভিলাষ এবং জ্ঞান-কর্মাদি কর্তৃক অনাবৃতা অর্থাৎ অমিশ্রিতা হয়, তবে তাহাকে 'উত্তমাভক্তি' কহে।

(৩) অতঃপর উপাসক বা ভক্ত বিষয়ে বলা হইতেছে যে ভক্তি ও ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত এই শ্রীহরিভক্ত সাধুগণ হইতে শ্রেষ্ঠতায় অধিক আর কিছুই নাই। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতির যথাক্রমে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরূপ স্বার্থ বা স্বপ্রয়োজন পরতা বিদ্যমান থাকায়— উহার উৎকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না। অন্যপক্ষে একমাত্র ভক্ত হৃদয়েই শ্রীকৃষ্ণার্থ ব্যতীত, স্বার্থ তাৎপর্যের লেশাভাসও বিদ্যমান না থাকাতে উহাই প্রকৃত নিষ্কাম।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম— অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী— সকলি অশান্ত॥
(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।১৯।১৩২)

একারণে নিষ্কাম ভক্তগণের পক্ষে যে অন্য কাহারও অপেক্ষা নাই একথা শ্রীভগবান স্বয়ংই নিজ মুখে বলিতেছেন,—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ ॥

—(শ্রীভাঃ।১১।১৪।১৬)

অর্থাৎ,— আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, অজাতশত্রু ও সর্বত্র সমদর্শী মননশীল সাধুগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহাদিগের চরণধূলি দ্বারা আমার দেহ পবিত্র হয়।

সুতরাং ভক্তিপথের উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক হইতেছেন সর্বনিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অপর সাধন পথের উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকগণ ভক্তি নিরপেক্ষ হইলে, কোন ফলপ্রসূ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ব্রহ্মবাক্য এই বিষয়ে স্মরণ করা যাইতে পারে, যথা,—

শ্রেয়ঃ-সৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥

—(১০।১৪।৪)

অর্থাৎ,— যাঁহার প্রসাদে অভ্যুদয় ও অপবর্গ প্রভৃতি সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে, হে বিভো। তোমার সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভার্থ ক্লেশ স্বীকার করে, তোমার সর্বেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া যাহারা কেবল আত্ম-জ্ঞানলাভার্থ চেষ্টা করে, তাহাদের কিছুই লাভ হয় না, নিজের সত্তা মাত্রই অবশিষ্ট থাকে; আর কিছুই সঞ্চয় হয় না, কেবল স্বাভাবিক সত্তাজ্ঞানই থাকে; অতএব স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় তাহাদের ক্লেশমাত্রই লাভ হয় বলিতে হইবে।

সুতরাং শাস্ত্রের সারকথা এই যে, মন্ত্রীর মন্ত্র, তপস্বীর তপ, কর্মীর কর্ম, জ্ঞানীর জ্ঞান, যোগীর যোগ, ভক্তি সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কখনই সুফল প্রদান করে না।

ভক্তি মুখ-নিরীক্ষক— কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্যঃ ২২।)

অতএব উক্ত "যতঃ খ্যাতিং যাতং—" ইত্যাদি বাক্যে,— যাহা কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের ও তদভিন্ন শ্রীনামের যশঃ ও মহিমাদি প্রচারিত হইয়া, মর্ত্যজীবকে অমৃতত্ব প্রদান করে, সেই ভগবৎ যশাদির প্রচারক সাধু যে, "ভক্ত সাধুই" ইহা সহজেই বুঝা যায়।

জ্ঞানী ও যোগী সাধুগণ কর্ত্তৃক নিজ নিজ উপাস্য— ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপাসনাদি বিষয়েই প্রচারিত বা উপদিষ্ট হইয়া থাকে; মুখ্যতঃ ভগবদ্বিষয়ে নহে। বিশেষতঃ উক্ত সাধনার জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি মুখ্য সাধনাঙ্গ সকল, ভক্তের ভজন পথের অনুকূল নহে বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; যথা,—

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥
—(শ্রীভাঃ। ১১।২০।৩১)

ইহার অর্থ,— যিনি আমাতেই সমর্পিতচিত্ত এবং আমাতে ভক্তিযুক্ত, এতাদৃশ ভক্তিযোগির (ভক্তের) পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য (অর্থাৎ জ্ঞানাদি মার্গের মুখ্য সাধন যে জ্ঞান বৈরাগ্যাদি) প্রায় মঙ্গল-প্রসূ হয় না।[১]

---

১ "জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির নহে কভু অঙ্গ।" —(শ্রীচৈঃ চঃ।২।২২।৮২)
ইহার তাৎপর্য—জ্ঞান-সাধন পথে ক্লেশবহুল চেষ্টা দ্বারা যে নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান ও বৈরাগ্যাদির আবশ্যক হয়, ভক্তি পথের সাধনে উহা বর্জনীয়। কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান,—যাহা সম্বিৎ শক্তির সার এবং যুক্ত বৈরাগ্য—এসকল ভক্তির সাধন পথে স্বতঃই উদয় হইয়া থাকে—ভক্তিরই অঙ্গরূপে। ভক্তের পক্ষে যে যুক্ত বৈরাগ্য বিষয়ে স্বয়ং শ্রীভগবান কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ ॥" —(শ্রীভাঃ।১১।২০।৮)

বিশেষতঃ নিজ নিজ ভাবোচিত সাধন পথে স্বজাতীয়াশয় সাধুসঙ্গ ব্যতীত বিজাতীয় অর্থাৎ অন্যভাবযুক্ত সাধুসঙ্গ সাধকের সাধনানুকূল না হইয়া প্রতিকূল হইয়া থাকে। সুতরাং ভক্তির সাধন পথে, ভক্তসাধু ব্যতীত জ্ঞানী-যোগী সাধুগণের সঙ্গাদি যেমন অনুকূল নহে,— সেইরূপ তৎসেবাদি কিম্বা গুণ-কীর্তনাদিও ভক্তের ভজনের প্রতিকূলতাই সৃজন করে।

অতএব "সতাং নিন্দাদি—" শ্লোকোক্ত সাধুকে যেমন ভক্তসাধু বলিয়াই জানিতে হইবে, সেইরূপ তদীয় নিন্দাদি বিরুদ্ধাচরণ, ইহাকেই 'নামাপরাধ' মধ্যে সর্বপ্রধান অপরাধ জানিয়া, তাহা হইতে ভক্তির ভজনপথে তৎসাধকগণকে সর্বভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। উক্ত 'সাধু' বা 'মহৎ' যে 'ভক্ত' বা বৈষ্ণব মহৎ— ইহার আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে,— উক্ত সাধুনিন্দারূপ মহদপরাধকে "বৈষ্ণব অপরাধ" নামেই নির্দেশ করিতে দেখা যায়— শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থে। যথা,—

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে লতা, শুকি যায় পাতা ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।১৯।১৩৩)

ইহার তাৎপর্য এই যে,— যেমন কমল-শোভিত জলাশয়ে মত্ত হস্তীর প্রবেশে ও তৎকর্তৃক উৎখাত হইয়া সরসী শোভা শ্রীহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ ভক্তি-দীর্ঘিকার প্রস্ফুটিত কমলবনের পক্ষে বৈষ্ণব অপরাধ-রূপ মত্ত হস্তীর প্রবেশ তদ্রূপ ভয়াবহ ও অনিষ্টকর।

সেইরূপ, "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল— হয় সাধুসঙ্গ।" এস্থলেও কৃষ্ণ-ভক্তির জন্মমূল যে সাধুসঙ্গ, তাহা ভক্ত সাধুই বুঝিতে হইবে; জ্ঞানী বা যোগী সাধু নহে। সেইরূপ— "মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়।" —এস্থলেও যে মহৎ কৃপা ব্যতীত ভক্তি হয় না, তাহা ভক্ত মহতের কৃপাই জানা যাইতেছে। জ্ঞানী বা যোগী মহতের কৃপা নহে; যেহেতু তৎকৃপায় যথাক্রমে অভেদ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও অষ্টাঙ্গ

যোগের সাধনে প্রবৃত্তি হয়।

অতএব ভক্তির ভজনপথে, যে সাধুনিন্দাদি অপরাধ, ইহা ভক্ত বা বৈষ্ণব সাধু বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে সর্বভাবে। এই হেতু ভক্তির ভজনপথে ভক্ত মহৎগণের নিন্দাদি প্রতিকূল আচরণ, যেমন সর্বাধিক অনিষ্ট ও অপরাধ সৃজন করে, সেইরূপ ভক্ত সাধুগণের সঙ্গ ও সেবাদি অনুকূল আচরণ এবং তাঁহাদের স্তুতি ও বন্দনাদি দ্বারা অশেষ কল্যাণ ও আনুকূল্য সাধিত হয়,— ইহাও বুঝিতে হইবে।

'নিন্দা' শব্দে 'কুৎসা', 'দোষারোপ' বা 'অপবাদ' প্রভৃতি বুঝায়।

কাহারও সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে তাহার বিরুদ্ধে, দৃষ্ট বা শ্রুত কুৎসা রটনা করা হইলে, উহাকেই 'নিন্দা' বলা হয়। বৈষ্ণব বা ভক্ত সাধুজনের সম্বন্ধে এইরূপ নিন্দা প্রযুক্ত হইলে উহাই হয়— নামাপরাধের শীর্ষস্থানীয়রূপে গণ্য— 'মহদপরাধ'।

জ্ঞানী ও যোগী মহৎগণের সম্বন্ধে নিন্দাদি, ইহা সাক্ষাৎ ভাবে 'নামাপরাধ'রূপে গণ্য না হইলেও, ইহাও একটি মহৎ 'দোষ'রূপে গণ্য হইবার যোগ্য। কেবল উক্ত মহৎ সম্বন্ধেই নহে,— সর্বভাবে 'পরনিন্দা' অভ্যাস বর্জনে সচেষ্ট থাকাই ভক্তি-সাধন পথের সাধকগণের পক্ষে মঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে।

সামান্যতঃ যাহা 'দোষ' বলিয়া কথিত, তদভ্যাস উপেক্ষিত হইতে থাকিলে, উহা অনেক স্থলে পাপরূপে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন মুদ্রাদোষের প্রতিকার না করিলেও উহা হইতে কোন পাপ জন্মে না; কিন্তু শৈশবাবস্থায় চপল শিশুর পক্ষে অন্যের অলক্ষ্যে খাদ্যাদি দ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস, এই দোষ উপেক্ষিত হইতে হইতে উহা পরিণামে 'চৌর্য'রূপ পাপে পরিণত হয়। সুতরাং সামান্যতঃ দোষ সকলের সংশোধন বিষয়ে অবহেলিত হইলে, উহা বর্ধিতাবস্থায় প্রায়শঃ পাপের কারণ হইয়া থাকে। 'চুরি করা বড় দোষ'; 'মিথ্যা বলা বড় অন্যায়'— এইরূপ দোষ সকলই যে চুরি ও মিথ্যা রূপ পাপ সকল সৃজন করে;

সুতরাং পাপের কারণ 'দোষ' এবং দোষের কার্য 'পাপ'— ইহা বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই।

ভক্তির সাধন পথে— 'শ্রদ্ধা' নামক প্রথম ভূমিকা বা স্তরে সমাগত সাধকগণের পক্ষে 'শরণাগতি'— লক্ষণের বিকাশ হয়।[১] উহার ছয়টি লক্ষণের[২] প্রথমটি হইতেছে—"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্" অর্থাৎ ভজন সম্বন্ধে অনুকূল বিষয় যাহা তাহার গ্রহণেচ্ছা এবং প্রতিকূল বিষয়ের বর্জনেচ্ছা,— এই লক্ষণেরও উদয় হয়। সুতরাং তদবস্থায় কেবল নামাপরাধই নহে— 'দোষ' বা পাপাদি প্রতিকূল বিষয় সকল বর্জনেচ্ছাও স্বাভাবিক হইয়া থাকে— ভক্ত সাধকের পক্ষে।

ভক্তির ভজনপথে— সাধন সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ[৩] শ্রীনামকীর্তনাদির অচিন্ত্য প্রভাবে, উহার মুখ্যফল— শুদ্ধা-

---

১ শরণাগতি—কামক্রোধাদি ষড়রিপুর দাসত্ব ও সংসারভয়ে ভীত হইয়া ঐকান্তিকভাবে তদুদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীনামের নিকট শরণ গ্রহণ করা। যাঁহারা ভক্তিলাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাঁহারাও কামক্রোধাদি জনিত ভগবদ্-বৈমুখ্যদোষ হইতে পরিত্রাণের জন্য সর্বান্তঃকরণে শ্রীভগবানের চরণে শরণ লন।

"সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" —গীতা, ১৮।৬৬

ও "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্। —গীতা, ২।৭

ইত্যাদি শ্লোকে শরণাগতি লক্ষণের নির্দেশ ও প্রকাশ রহিয়াছে।

২ শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ,—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ॥
(গোপ্তৃত্বে বরণ—রক্ষকরূপে শ্রীভগবানকে বরণ), আত্মনিক্ষেপ-(আত্মসমর্পণ) কার্পণ্যে (কাতরতা) ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ ॥" —ভক্তিসন্দর্ভঃ।

৩ (ক) মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম ॥ —(স্কান্দে)

ভক্তির উদয়ের সহিত, আনুষঙ্গিক ফলে, পাপের কারণ স্বরূপ 'দোষ' সকল বিদূরিত হইয়া, ক্রমশঃ তৎস্থলে সদ্‌গুণ সকলের আবির্ভাব হইতে থাকে।[৪] তাই বলা হইয়াছে,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।" (শ্রীচৈঃ চঃ ।২।২২।৬৩)

শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে, "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা। সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" (৫।১৮।১২)। অর্থাৎ— শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তিমান্ জনের অন্তরে সমস্ত সদ্‌গুণ সহ দেবগণ অবস্থান করেন। সুতরাং সাধুনিন্দাদি— 'নামাপরাধ' বর্জনেচ্ছার সহিত পরনিন্দাদি 'দোষ' সকলের বর্জন সঙ্কল্পও ভক্ত সাধক চরিত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে —শ্রীনামেরই প্রেরণায় ও কৃপায়। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।"

(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২২।১৩৮)

অতএব ভক্তির ভজনপথে বৈষ্ণব সাধুজনের নিন্দাই প্রধান নামাপরাধ ও 'মহদপরাধ'রূপে এবং জ্ঞানী যোগী সাধুগণের নিন্দাদি, নামাপরাধ না হইয়া 'দোষ' রূপে গণ্য হইলেও,— ভজনের প্রতিকূল বিষয় মাত্রই বর্জনের সঙ্কল্প, ইহাও ভক্ত-সাধক চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ। নদী-স্রোত অবরোধ করিতে বাঁধ দেওয়া হয়; সেই মূল বাঁধকে সুদৃঢ় ভিত্তিমূলে স্থাপন করিতে, উভয় তটস্থ জমির সুদূর বিস্তার হইতে যেমন 'গাইড্ বাঁধ' বাঁধিয়া আনা হয়;— তদ্রূপ সাধুনিন্দাদি— মহদপরাধ বা

অর্থ,—যিনি মধুর হইতেও মধুর, যিনি সমস্ত মঙ্গলের মঙ্গলদায়ক, যিনি নিখিল বেদলতিকার উপাদেয় ফল এবং চিদেক স্বরূপ (স্বরূপ লক্ষণ), সেই কৃষ্ণনাম শ্রদ্ধা সহকারে কিম্বা অবহেলা পূর্বক একবারও পরিগীত হইলে, হে শৌনক! মনুষ্যমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন (তটস্থ-লক্ষণ)।

৩ (খ) '—মঙ্গলং মঙ্গলানাং।' —(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২৩৪)

৪ এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ।৮।২৬)

নামাপরাধ বর্জন সঙ্কল্পের পক্ষে, পরনিন্দাদি দোষমাত্রই ত্যাগ অভ্যাস সহায়ক হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল জ্ঞানী যোগী সাধুগণের নিন্দাই নহে,— পরনিন্দাদি-রূপ দোষ সকল ও তৎফল— পাপাচার হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া,— নিজ অনুকূল সাধনাঙ্গ সকলের অনুষ্ঠান বিষয়েই— ভক্ত সাধকগণের প্রবৃত্তি দেখা যায়।

যিনি শ্রীভগবানের চরণযুগল ধ্যানাদি-পরায়ণ, সুতরাং তদ্বিরুদ্ধ অন্যভাব হৃদয়ে স্থান দান করেন না, সেই ভক্ত-সাধকের কোন প্রকার প্রমাদ বশতঃ যদি কোন দোষ পাপাচারাদি নিষিদ্ধ কর্ম উপস্থিত হয়, ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট পরমেশ্বর শ্রীহরি, উহা বিদূরিত করিয়া দেন,— নিজ ভক্তবৎসল স্বভাবে।[১]

তাহা হইলেও, এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, উক্ত ভগবৎ-কৃপার প্রশ্রয়ে, কিম্বা তদীয় শ্রীনাম সম্বন্ধে,— "এক নামাভাসে সব পাপ দোষ যাবে।" —ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত নাম মহিমার বলে, ভক্ত সাধকের পক্ষে যদি পরনিন্দাদি দোষ এবং নিষিদ্ধ পাপাচারাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে, অর্থাৎ "মদীয় হৃদয়স্থিত ভগবান্ কিম্বা মৎকর্তৃক গৃহীত ভগবন্নাম, যখন মৎকৃত সমুদয় দোষ-পাপাদি বিদূরিত করিয়া দিতেছেন, তখন উক্ত বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বনের আর কি প্রয়োজন ?" —এইরূপ মনন পূর্বক, শ্রীনামী ও তদভিন্ন শ্রীনামের অচিন্ত্য কৃপা স্মরণে, তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া, যদি সেই কৃপাকে নিষিদ্ধ পাপ-দোষাদি অনুষ্ঠানের সুযোগরূপে গৃহীত হয়,— উহা তখন আর 'পাপ'রূপে গণ্য না হইয়া, "নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি"— এই অপর একটি "নামাপরাধ" সৃজন করিয়া থাকে। এইহেতু পরনিন্দাদি দোষ কিম্বা স্বাভাবিক পাপাদি, যাহা নামাভাসেই বিদূরিত হইয়া যাইত,— উক্ত দুর্বুদ্ধিতা-প্রসূত হইয়া

১ বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥ —(শ্রীভাঃ ১১।৫।৪২)

তদনুষ্ঠান দ্বারা, উহা যাহাতে নামাপরাধে পরিণত না হয়, ইহার জন্যও ভক্ত-সাধকগণের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত পরনিন্দাদি দোষ পরিহারের আবশ্যকতা রহিয়াছে। বিশেষতঃ অনুকূল বিষয়ের অর্জন ও প্রতিকূল বিষয়ের বর্জন সঙ্কল্প, ইহা ভক্তির সাধন পথের উভয় পদক্ষেপ স্বরূপ হইয়া, শ্রীনামেরই কৃপায়— "শরণাগতি" লক্ষণ রূপে প্রকাশ হয়।[১]

অতএব 'শরণাগতি'— লক্ষণে সমাগত, ভক্তির সাধন পথে 'বৈষ্ণব-সাধুনিন্দা'রূপ মহদপরাধ ও তদনুষঙ্গ 'দোষ' রূপে— জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সাধুগণের নিন্দা বা এককথায় পরনিন্দাদি দোষ মাত্রই যেমন বর্জনীয়, সেইরূপ বৈষ্ণব সাধুগণের সঙ্গ, সেবা ও স্তুতি অর্থাৎ বন্দনাদি অনুকূল বিষয় সকল গ্রহণীয় হইয়া, ভক্ত সাধকগণের পক্ষে মহদুপকার সাধিত হয়, ইহাও বুঝিতে হইবে, কিন্তু ভক্তিপথের সাধক-গণের পক্ষে, অন্য উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক সম্বন্ধে নিন্দনাদি প্রতিকূলাচরণ অকর্তব্য হইলেও, উহা ভক্ত সাধকের স্বজাতীয়াশয় না হওয়ায়, তদ্বিষয়ে বন্দনাদি অনুকূল আচরণও পরিহার পূর্বক নিরপেক্ষতা অবলম্বনই আবশ্যক। যে বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে এক

---

১ কর্ম্মণা মনসা বাচা যেঽচ্যুতং শরণং গতাঃ।
ন সমর্থো যমস্তেষাং তে মুক্তিফল-ভাগিনঃ॥ —ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

অর্থ—যাঁহারা কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রতি যম দণ্ডদানে অসমর্থ ও তাঁহারা মুক্তিলাভের অধিকারী। ইত্যাদি। আরও বিশেষ "এই যুগে সর্ব্বভজনের কারণরূপে নামের একমুখ্যতা থাকায়, ('কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম। যেই নাম সেই হরি,— ইথে বুঝ মর্ম্ম॥' —ভক্তমাল, ৩য় মালা। 'নাম বিনু কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।' —চৈঃ চঃ ১৷৩৷৮৩) অপর সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী বা কারণরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই নামেরই কার্য্যরূপে সমস্ত সাধনাঙ্গের বিকাশ হইতেছে ও হইবে এই বোধে নামকেই প্রেমোদয়ের পরম উপায় জানিয়া—অত্যাদর বুদ্ধিতে যে নাম গ্রহণ, তাহাকেই 'নামাশ্রয়' বলা হয়।' —শরণাগতি অর্থে সর্ব্বতোভাবে এইরূপ আশ্রয় গ্রহণ। —ভক্তিরহস্য কণিকা—৪২৫ পৃঃ

পরতত্ত্বের প্রকাশভেদে ত্রিবিধ উপাস্য, উপাসনা ও উপাসক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে।

তাই ভক্তিপথের সাধকগণের প্রতি শ্রীভগবানের নিজোক্তি, যথা,—

"ন নিন্দতি ন চ স্তৌতি লোকে চরতি সূর্য্যবৎ।"[১]

অর্থাৎ,—তিনি যেমন কাহারও নিন্দা করেন না তেমনি প্রশংসাও না করিয়া সূর্যের ন্যায় সমভাবাপন্ন হইয়া জগতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে শ্রীঠাকুর মহাশয়েরও নির্দেশ, যথা,—

"না করিব নিন্দন বন্দন।"

তাহা হইলে পূর্বালোচনার সারমর্ম হইতেছে এই যে,—"সতাং নিন্দা—" অর্থাৎ সাধুনিন্দাদি যে পরম নামাপরাধ, ইহা ভক্ত বা বৈষ্ণব সাধুজনের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ভক্ত বা বৈষ্ণব সাধুর নিন্দাই নামাপরাধ হইলেও, ভক্তিপথের সাধকের পক্ষে, কেবল জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সাধুগণের নিন্দাই নহে,—'পরনিন্দা' মাত্রই ভজনের প্রতিকূল হইয়া থাকে। উহা সাক্ষাৎ নামাপরাধ না হইলেও, উহাতে 'দোষ' ও তৎফল—'পাপ' ঘটিয়া থাকে,—যে দোষ ও নিষিদ্ধ পাপাচারাদি ভজন প্রতিকূল বিষয় বর্জনেচ্ছাই ভক্ত চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ। বিশেষতঃ উক্ত দোষাদি বর্জন বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া,—শ্রীনামের মহিমা বলে, উহা অনুষ্ঠিত হইলে, প্রকারান্তরে উহাই আবার অপর নামাপরাধ সৃজনের কারণ হয়। অতএব সর্বপ্রকারে 'পরনিন্দা' বর্জনে অভ্যস্ত হওয়াই ভক্ত সাধকগণের কর্তব্য। ইহাই বৈষ্ণব সাধু নিন্দারূপ মহদপরাধ নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়।

অতঃপর যে ভক্ত বা বৈষ্ণব সাধুর নিন্দায় পরম নামাপরাধ ঘটে, সেই বৈষ্ণব কে? এবং তাঁহাকে চিনিবারই বা উপায় কি? এই প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক।

কুলীন গ্রামবাসী শ্রীসত্যরাজ খানের ঠিক এই প্রশ্নেরই উত্তরে

১ শ্রীভাঃ।১১।২৮।৭-৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম তাহাই আলোচ্য বিষয়।

প্রশ্ন— "কে বৈষ্ণব, চিনিব কেমনে?"

তদুত্তরে— "প্রভু কহে—যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম,—পূজ্য সেই—শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।১৫।১০৭)

যাঁহার মুখে একবারও কৃষ্ণনাম শ্রুত হইবে, তিনিই সবাকার পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ ইহা বিদিত করাইয়া, এখন স্পষ্টরূপে তিনিই যে বৈষ্ণব ইহা বলিতেছেন ;—

"অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব—করি তার পরম সম্মান॥"

পরবৎসর ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে,—

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে॥"

তৎপরবৎসর পুনরায় ঐরূপ প্রশ্নের উত্তরে,—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"
"ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।১৬।৭১-৭৪)

তাহা হইলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ইহাই অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কারণ স্বরূপ একবার কৃষ্ণনাম অর্থাৎ ভগবন্নাম গ্রহণের অব্যর্থ ফলে বা তৎকার্যরূপে, উহা ক্রমশঃ বহুনামে বিস্তারিত ও তদন্তর নিরন্তর নাম গ্রহণে পরিণত হইয়া, পরিশেষে যাহার দর্শনে অন্যের মুখেও কৃষ্ণনামোদয় হয়,—এই নাম গ্রহণের ক্রম-বিকাশ তারতম্য অনুসারে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতম, উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ত্রিবিধ

বৈষ্ণব নির্ণীত হইয়াছে। ইহাই হইতেছে সর্বকারণরূপ শ্রীনামের স্বাভাবিক অব্যর্থ ও অচিন্ত্য মহিমা।

এখন শ্রীভাগবতোক্ত বৈষ্ণব বা ভক্ত-লক্ষণ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, উহাতে পৃথক লক্ষণ প্রদর্শিত হইলেও, পূর্বোক্ত তারতম্য অনুসারে, কেবল দর্শন যোগ্যতা লক্ষণে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম,—সংক্ষেপে যথাক্রমে এই ত্রিবিধ ভক্ত বা ভাগবত লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে, যাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তদ্ভিন্ন অপর বহুপ্রকার ভক্তলক্ষণ, পরবর্তী ভাগবতীয় শ্লোক সকলে অন্যত্র পরিদৃষ্ট হইবে।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

—(শ্রীভাঃ। ১১।২।৪৭)

ইহার অর্থ,—যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীবিগ্রহে শ্রীহরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্তজনে কিম্বা অন্য কাহাকেও সেরূপ সম্মানাদি প্রদর্শন করেন না, তাঁহাকে প্রাকৃত অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভক্ত বলা হয়।

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

—(শ্রীভাঃ। ১১।২।৪৬)

ইহার অর্থ,—যিনি ভগবানের প্রতি প্রেম, তদ্ভক্তজনে মিত্রতা, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবৎ-দ্বেষীজনে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই মধ্যম ভক্ত।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥

—(শ্রীভাঃ। ১১।২।৪৫)

ইহার অর্থ,—যিনি সর্বকারণ-সর্বাত্মা শ্রীভগবানের কার্যস্বরূপ সর্বভূতে স্বীয় ভগবদ্ভাব দর্শন করেন এবং বিশ্বাত্মা ভগবানে সর্বভূত অবস্থিত দেখেন, তিনি ভক্ত বা ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম।

পরিশেষে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বা বৈষ্ণব প্রধান লক্ষণ কি ? তাহাই বলিতেছেন, যথা,—

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাৎ
লবনিমিষার্দ্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ॥

—(শ্রীভাঃ। ১১।২।৫৩)

ইহার অর্থ,—যিনি ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্যলাভের নিমিত্ত, দেবতা প্রভৃতির অন্বেষণীয় ভগবৎ-চরণ-কমল হইতে নিমেষার্দ্ধের জন্যও বিচলিত হয়েন না—তিনিই হইতেছেন বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।

শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত এবং ভাগবতোক্ত বৈষ্ণব বা ভাগবত লক্ষণ সকল, আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও, কারণ ও কার্যরূপে উভয় উক্তির একত্বই রহিয়াছে। ইহার সমাধান এই যে,—কারণ-লক্ষণ ও কার্য-লক্ষণ—এই উভয় লক্ষণে বস্তুসকল বিদিত হওয়া যায়। কারণ লক্ষণের নাম—'স্বরূপ-লক্ষণ' এবং কার্য-লক্ষণকে 'তটস্থ-লক্ষণ' কহে।—

"আকার, প্রকার, রূপ,—স্বরূপ লক্ষণ।
কার্য্যদ্বারে জ্ঞান,—এই তটস্থ-লক্ষণ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২০।২৯৫)

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে,—যেমন গগনে কৃষ্ণ-ঘন-ঘটাদি আকার প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ বা কারণভাব দর্শনে, তৎসহ ঝঞ্ঝাবাতাদিসহ প্রবল বর্ষণরূপ, উহার তটস্থ-লক্ষণ বা কার্যভাব, অনুমিত হয়, আবার ভূতলে ঝটিকাবিধ্বস্ত বৃক্ষাদি ও জলসিক্ত ও প্লাবিত পথ-প্রান্তরাদি তটস্থ-লক্ষণ বা কার্যভাব দর্শনে, উহার স্বরূপ-লক্ষণ বা কারণভাব, অর্থাৎ গগনে মেঘ-সঞ্চারাদি পূর্বরূপ সকল অবগত হওয়া যায়। পূর্বাপর উভয় অবস্থা পৃথক আকারে অভিব্যক্ত হইলেও, কারণ ও কার্যরূপে যেমন উভয় লক্ষণের অভিন্নতাই রহিয়াছে, সেইরূপ

শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত—"বদনে একবার কৃষ্ণনাম" রূপ কারণ ভাবের সংযোগ হইতে, ক্রমবর্ধমান কৃষ্ণনাম বা ভগবন্নামের বহুবার ও পরে নিরন্তর স্ফুরণ,—ইহাই হইতেছে তারতম্যসহ বৈষ্ণবতার স্বরূপ লক্ষণ; অর্থাৎ কেবল শ্রীনাম গ্রহণের উক্ত তারতম্য অনুরূপ, উহার অবশ্যম্ভাবী কার্যরূপে, শ্রীভাগবতোক্ত কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে ভাগবত বা বৈষ্ণব লক্ষণ সকলের সহিত অপর বহুবিধ ভক্তি লক্ষণের উদয়ে, উভয় পৃথক লক্ষণের কারণ ও কার্যরূপে একত্বই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। কারণ দর্শনে কার্যের অনুমান এবং কার্য দর্শনে কারণের অনুমান, সর্বত্রই স্বাভাবিক।

তাহা হইলে ইহার সারকথা হইতেছে এই যে, বদনে একবার মাত্র শ্রীনামের সংযোগরূপ কারণ হইতে, উহার কার্যরূপে ক্রমশঃ বহুনাম ও পরিশেষে নিরন্তর নামোদয়রূপে অভিব্যক্ত হইতে থাকিয়া, আনুষঙ্গিক ফলে বা উহার কার্যরূপে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাদি ক্রমে অপর বহুবিধ ভাগবত লক্ষণের বিকাশ হয়।

আবার সংক্রামক রোগীর চরম রোগাবস্থায় তাহার দর্শনে যাইলেও, যেমন অপরে উহা সংক্রামিত হয়, সেইরূপ ভবরোগ-নাশক শ্রীনাম গ্রহণের চরমাবস্থাপ্রাপ্ত যিনি, তাঁহার দর্শনেও নাম সংক্রামিত হইয়া দর্শকের বদনে উদয় হয়েন। অতএব তাঁহাকে বৈষ্ণব প্রধান বা ভাগবতোত্তম বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

সত্যাদি অন্যযুগ নামপ্রধান না হওয়ায়, তৎকালে সাধারণতঃ সেই যুগধর্মের অনুষ্ঠানে তদনুরূপ ফল লাভ, কিম্বা বিশেষক্ষেত্রে ভক্তির সাধন জন্য শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধাভক্তির যে কোন এক বা একাধিক অঙ্গের সাধন ও তৎতারতম্য হইতেই তদনুরূপ ভক্তির উদয় হইয়া যথাক্রমে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্ত বা বৈষ্ণব-লক্ষণ সকলের বিকাশ সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তনই যুগধর্ম হওয়ায় এবং বিশেষতঃ অপর কলিযুগ হইতে শ্রীগৌর-প্রকটিত

এই বর্তমান কলিযুগের অসাধারণ বিশেষত্ব থাকায়, কেবল একবার বদনে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীহরিনাম গ্রহণরূপ কারণের সংযোগ ঘটিলেই, উহার কার্যরূপে ক্রমবর্ধমান নামোদয় ও তদানুষঙ্গিক কার্যরূপে যথাক্রমে পূর্বোক্ত ভক্ত বা বৈষ্ণব লক্ষণ সকলের অভিব্যক্তি, ইহা অনিবার্যই হইয়া থাকে।

অতএব এই যুগে কেবল তারতম্য লক্ষণে শ্রীনাম গ্রহণের উল্লেখেই তৎসহ যেমন কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্ত লক্ষণের অভিব্যক্তির কথাও জানিতে হইবে, সেইরূপ কেবল কনিষ্ঠাদি ক্রমে, ভক্ত লক্ষণ সকলের উল্লেখে, তৎসহ শ্রীনাম গ্রহণের তারতম্যের বিদ্যমানতাও বুঝিতে হইবে তৎকারণরূপে। এই যুগে কেবল 'নাম' হইতেই ভক্তি-লক্ষণ সকল বিকাশের এমনই সুনিশ্চয়তা।

সূর্যোদয়ে, তৎকার্য আলোকের বিকাশ অনিবার্য হইলেও, কেবল মেঘসঞ্চার ব্যতীত উহা যেমন অপর কোন কারণেই ব্যাহত হয় না, সেইরূপ বদনে শ্রীনামোদয় ক্রমে, তৎকার্য ভক্তি ও পরিশেষে প্রেমোদয়-লক্ষণ অনিবার্য হইলেও কেবল 'নামাপরাধ' অর্থাৎ শ্রীনামের অন্তরে অপ্রসন্নতারূপ মেঘসঞ্চার ব্যতীত, শ্রীনাম হইতে ভক্তি লক্ষণের অনুদয়ের অপর কোন কারণ থাকিতে পারে না।

"অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সম্মান ॥"

এই শ্রীচৈতন্যবাক্যানুসারে, কাহারও মুখে একবার শ্রীকৃষ্ণ-নামের সংযোগ দেখা যাইলেই তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন সংশয় থাকিতে পারে না,—যদি তৎসহ শ্রীনামের অপ্রসন্নতা সৃজনের একমাত্র কারণরূপ—কলিকৃত 'নামাপরাধ' সঞ্চারিত না হইয়া থাকে।

তবে বর্তমান সময়ে, মুখে একবার কৃষ্ণনামোচ্চারিত ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বুদ্ধিতে যদি কেহ সম্মান দান করিতে পারেন,—কেবল মৌখিক

নহে,—অন্তরের সহিত, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই সম্মানদাতা ব্যক্তিকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্ণয় করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। যেহেতু নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধাই হইতেছে শ্রীনামের তটস্থ-লক্ষণে ভক্তির প্রথম ভূমিকা। সুতরাং উক্ত শ্রদ্ধালক্ষণের প্রকাশ যেখানে, তাঁহাকে 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্ণয় করা যায়।

অতএব নামাপরাধ-বহুল বর্তমান সময়ে কেবল নামগ্রাহী জনকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্ণয় করা যায় না,—যে পর্যন্ত শ্রীনামের কার্য ভক্তির প্রথম সোপানে সমারূঢ়—নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধান্বিতজন বলিয়া কাহারও পরিচয় পাওয়া না যায়।

নিরন্তর নামাপরাধ সঞ্চারিত হইতে থাকিলে মুখে নাম গ্রহণেও অপ্রসন্ন শ্রীনাম স্বকার্য ভক্তির বিকাশ না করায়, উহার আদ্য স্তর শ্রদ্ধার[১] অনুদয়ে অর্থাৎ ভক্তির সীমানায় উপনীত না হওয়া অবধি, কাহাকেও 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

সুতরাং বর্তমান সময়ে কেবল মুখে নাম গ্রহণ লক্ষণে নহে,—'শ্রদ্ধা' লক্ষণের[২] অভিব্যক্তি দেখিয়াই—শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারে ভক্ত

---

১ 'শ্রদ্ধা' হইতেই প্রেমভক্তির বিকাশ ক্রমনির্ণীত হইয়াছে, যথা—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিস্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ।১।৪।১১)

২ "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে,—সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব কর্ম কৃত হয়॥" —(শ্রীচৈঃ চঃ ।২।২২।৩৭)

প্রথমে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হইতে তদুক্ত ভক্তিমার্গের ভজন ও ভজনীয় বিষয়ে ক্রমশঃ যে পরিমাণে সুদৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যবহার জগতের সেই পরিমাণে অনিত্যতা ও অসারতা বোধ হইতে থাকে। ইহারই নাম নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা, যাহা ভক্তির প্রথম ভূমিকা।

নির্ণয় করিবার কথাই বলা হইয়াছে শাস্ত্রে। নাম গ্রহণ হইতে ভক্তির আদ্য স্তর—শ্রদ্ধার উদয় দেখা যাইলে, শ্রীনাম প্রসন্ন থাকিয়াই নিজ শক্তি প্রকাশ করিতেছেন,—সুতরাং কলি-কৃত নামাপরাধ ঘটে নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। যেখানে নাম গ্রহণ চলিলেও নির্গুণা ভাগবতীশ্রদ্ধা-রূপা ভক্তি-লক্ষণের প্রকাশ নাই, দেহ-গেহাদি-জনিত সগুণা বৈষয়িকী শ্রদ্ধাই পূর্ণরূপে বিদ্যমান কিম্বা আধিক্য প্রাপ্ত হইতেছে—সেক্ষেত্রেই জানিতে হইবে—অপরাধ সঞ্চারিত হওয়ায়, শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বশতঃ তৎকার্য—ভক্তি-লক্ষণের অপ্রকাশতার কারণ ঘটিয়াছে।

এই হেতু পূর্বে নামাপরাধের বিচার না থাকায়, কেবল নাম গ্রহণের তারতম্য অনুসারেই যেমন বৈষ্ণব-লক্ষণ নির্দেশ করা- হইয়াছে, —অধুনা, অপরাধ-বহুল বর্তমান সময়ে শ্রদ্ধা-লক্ষণের তারতম্য হইতেই তাই নির্ণীত হইবার যোগ্য হইয়াছে—ভক্ত-লক্ষণের বিকাশ তারতম্য। যথা,—

"শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ,—শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী, সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে—দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
'মধ্যম' অধিকারী সেই—মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা—সে 'কনিষ্ঠ' জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২২।৩৮-৪১)

ইহার তাৎপর্য এই যে,— মহৎ-কৃপা ও শ্রীনাম হইতে সঞ্জাত উক্ত ভাগবতী শ্রদ্ধাই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম অধিকারী ভেদে, যথাক্রমে বর্দ্ধিতা হইয়া, সাধুসঙ্গ ও ভজনক্রিয়া স্তর প্রাপ্ত করাইয়া, ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি রূপ 'সাধন-ভক্তি' স্তর অতিক্রমের পর, 'ভাবভক্তি'

ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি'র উদয়ে, কোমল-শ্রদ্ধ কনিষ্ঠ-ভক্তজনকে দৃঢ়-শ্রদ্ধ-- উত্তম ভক্তে পরিণত করিয়া থাকেন। —নামাপরাধের সংযোগ না ঘটিলে।

যে ভক্তিপথে পূর্বে নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া ধাবিত হইলে স্খলন বা পতনের কোন আশঙ্কাই ছিল না, সেই ভক্তিমার্গ অধুনা কলি-কৃত নামাপরাধরূপ কন্টকরাশি দ্বারা সমাকীর্ণ হওয়ায়,[১] প্রতি পদক্ষেপে সেই নামাপরাধের প্রতি বিশেষ ভাবে সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া চলিতে না পারিলে, শ্রদ্ধারূপ ভক্তির আদ্য স্তরে উপনীত হইয়া, প্রকৃষ্ট 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট অল্প। তাই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবর্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

"নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্‌ভক্তিমতোঽপি
অধঃপাত-লক্ষণ ভোগ-নিয়মাচ্চ।"

(ক্রমসন্দর্ভঃ টীকা। শ্রীভাঃ।২।১।১১)

অর্থাৎ ভগবদ্‌ভক্তিমান জনেরও নামাপরাধ যুক্ত হইলে, অধঃপতনরূপ (ভজন শৈথিল্য ও অনগ্রসর রূপ) উহার ফল ভোগ করিতে হয়,— ইহাই নিয়ম।

শ্রীনামের অপ্রসন্নতা সংঘটনরূপ যে অপরাধ সঞ্চারিত হইলে, উচ্চ অধিকারী ভক্তজনকেও ভোগ করিতে হয় উহার দারুণ অনর্থ-কারিতা, সেখানে সাধন-প্রবৃত্ত জনের পক্ষে সেই নামাপরাধ বিষয়ে সতর্ক না থাকিয়া কিম্বা উপেক্ষা করিয়া চলিলে, ভক্তিলাভের আর কি সম্ভাবনা থাকিতে পারে?— একথা স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক,— বর্তমান নামাপরাধবহুল কলি-ঘোর-সঙ্কটকালে।

তাহা হইলে, অধুনা কেবল নামগ্রহণ লক্ষণে নহে,— যেখানে নামগ্রহণ হইতে শ্রদ্ধার ভূমিকায় সমাগত হইয়া, যথাক্রমে পূর্বোক্ত

---

১ "কালঃ কলির্বলিন ইন্দ্রিয় বৈরিবর্গাঃ"
শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কন্টককোটি রুদ্ধঃ। —(চৈঃ চন্দ্রামৃত। ৪৯)

ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে দেখা যাইবে, তাঁহাকেই নামাপরাধ-মুক্ত জানিয়া, শ্রদ্ধার উদয় তারতম্য অনুসারে সেই ক্ষেত্রেই 'বৈষ্ণব', 'বৈষ্ণবতর' ও 'বৈষ্ণবতম' বা 'মহাভাগবত' বলিয়া নির্ণয় করা যাইতে পারে।

উক্ত ভাগবতী শ্রদ্ধার সংক্ষেপ সারমর্ম এই যে,— অবিদ্যা-কর্তৃক দেহ-দৈহিক বিষয়ে অনাদিকালজাত 'আমি' ও 'আমার' বোধে, মায়িক বিষয় ভোগ বাসনার ক্ষয়ে,— সেই মায়াপাশ মুক্ত জীবাত্মাকে পরমাত্ম বস্তুর পরমাবস্থা— শ্রীভগবান ও উঁহার পরিসীমা স্বয়ং-ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ-সেবামাত্র প্রয়োজনে নিজেকে উৎসর্গ করিবার বাসনা। এই শ্রদ্ধার উদয় তারতম্যে— 'ভক্ত' বা 'বৈষ্ণব' তারতম্য বুঝিয়া, তন্মধ্যে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভক্তজনকেই 'বৈষ্ণব' বুদ্ধিতে যথাক্রমে অধিক হইতে অধিকতর সম্মান প্রদান করা আবশ্যক। ইঁহাদের মধ্যে কাহারও প্রতি নিন্দাদি প্রতিকূল ব্যবহার ঘটিলে, তাহাকেই 'সাধু-নিন্দা'রূপ নামাপরাধ মধ্যে প্রথম ও প্রধান বলিয়া অবধারণ করা আবশ্যক। অন্যত্র নিন্দাদি ঘটিলে, উহা নামাপরাধ রূপে গণ্য না হইয়া, পাপ দোষাদি পর্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

কেবল উক্ত বৈষ্ণব-লক্ষণান্বিত সাধুজনের নিন্দাদিই নামাপরাধ ও বিশেষভাবে বৈষ্ণবাপরাধ বা মহদপরাধ রূপে গণ্য হইলেও, কিন্তু বর্তমানে ঘোর কলি-কৃত ধর্ম-সঙ্কটের মধ্যে শ্রদ্ধার লক্ষণাদি বুঝিয়া বৈষ্ণব নির্ণয় করাও বিশেষ কঠিন ব্যাপার। তাহার উপর 'শ্রদ্ধা' হইতেছে অন্তরের বিশেষ ভাব। ইহা কোন বাহ্যবস্তু নহে যে, বাহিরের লক্ষণাদি হইতে নির্ণয় করা যাইবে। এই জন্য 'সাধু-নিন্দা'রূপ প্রধান অপরাধ হইতে মুক্ত থাকিবার প্রয়োজনে বর্তমানে সর্বপ্রথম পরনিন্দার অভ্যাসকে চেষ্টাদ্বারা ক্রমশঃ বর্জন করা আবশ্যক। কাহারও নিন্দা করা না হইলে, সাধু-নিন্দাও স্বতঃই নিরুদ্ধ হইবে,— যাহা শ্রীনামের শ্রেষ্ঠতম সুফল লাভের পথে সর্ব-প্রধান অপকারক।

কলি-প্রভাবিত বর্তমান সময়ে, মুখরোচক বস্তুর মধ্যে পরনিন্দা ও পরচর্চাই প্রধান হইলেও, উক্ত পরম লাভের তুলনায় 'পরনিন্দা' বর্জনের প্রচেষ্টাকে কিছু অধিক ত্যাগ বলা যায় না। যেহেতু অনিত্য ধন, সম্পদ, যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠাদি ঐহিক বস্তু অর্জনের প্রয়োজনে যেখানে নিজ জীবন পর্যন্ত তুচ্ছ করিতে বহুস্থলেই দেখা যায় তৎ-প্রচেষ্টায়, সে তুলনায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অধীন, সেই সর্বাধীশ শ্রীভগবান্ অধীন হয়েন যে ভক্তির প্রভাবে,— জগতে সুদুর্লভা সেই ভক্তি-মহালক্ষ্মী অর্জনের জন্য 'পরনিন্দা' বর্জন প্রচেষ্টাকে কিছুমাত্র অধিক ত্যাগ বলা যায় না। তবে তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাহীন— দেহ, গেহ ও ইহ-সর্বস্ব জনগণের পক্ষে এই ত্যাগস্বীকার, অসম্ভব ও অনাবশ্যক মনে করা স্বাভাবিক হইলেও, শ্রীনামের কৃপায় 'শ্রদ্ধা' স্তরে সমাগত জনের পক্ষে লাভের তুলনায় এই ত্যাগ, নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবার যোগ্য।

নামাপরাধ সকল মধ্যে সর্ব-প্রধান, উক্ত 'বৈষ্ণব-নিন্দন' নিরুদ্ধ করিবার প্রয়োজনে, পরনিন্দা অভ্যাসই যে, পরিত্যাগ করা অর্থাৎ 'অনিন্দক' হওয়া আবশ্যক,— একথা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখের নির্দেশ হইতেও অবগত হওয়া যায়। এই নির্দেশ তদীয় লীলাকালে প্রদত্ত হইলেও, তৎকালে অপরাধের বিচার না রাখিয়া, সমষ্টি জীব-উদ্ধারের সময় বলিয়া সেই নির্দেশ, তদীয় অপ্রকটে— কলি-সঞ্চারিত অপরাধ বহুল বর্তমান সময়ের জনগণের শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজনেই বুঝিতে হইবে। যথা,—

"বাহু তুলে জগতেরে বলে গৌরধাম।
'অনিন্দক' হই সবে বল কৃষ্ণ নাম॥
অনিন্দক হইয়া সকৃৎ কৃষ্ণ বলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ।২।১৯ অঃ)

তাহা হইলে, কলি কর্তৃক 'সাধু-নিন্দা'রূপ প্রধান নামাপরাধ সঞ্চারের আশঙ্কা হইতে ভজন রক্ষার নিমিত্ত এবং প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব চিনিয়া উক্ত অপরাধ নিরোধ করা কঠিন বলিয়া,[১] বৈষ্ণব নিন্দা নিরোধের জন্য তাই 'পরনিন্দা' অভ্যাসকেই বর্জন করিবার সঙ্কল্প লইয়া, অর্থাৎ 'অনিন্দক' হইয়া, বর্তমান সময়ে নাম গ্রহণের প্রয়োজন, ইহাই উক্ত শ্রীভগবৎ নির্দেশ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে।

অপরপক্ষে, সাধুনিন্দাদি নামাপরাধ বিষয়ে অনবধান কিম্বা উপেক্ষা করিয়া, কেবল নাম-গ্রহণেই ভক্তি লাভ হইবে, এই বোধে, বর্তমানে যে নাম-গ্রহণ, উহা দ্বারা ভক্তিলাভ না হইয়া, "নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি"রূপ অপর একটি নামাপরাধের সংঘটন হয়। এস্থলে 'নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি' না হইয়া তদধিক অপরাধে প্রবৃত্তি হওয়ায়, তৎফলে কেবল নামের অপ্রসন্নতারই কারণ নহে,— উহা নামের রুষ্টতার কারণ হইয়া, সেই নাম, উক্ত নামগ্রাহী জনের সংহারের নিমিত্ত হইয়া থাকেন,— এ কথাও সেই শ্রীগৌর-নির্দেশ। যথা,—

"যে মোহার দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু—তাহারে সংহারে॥"

(শ্রীচৈঃ ভাঃ।২।১৯ অঃ)

ইহার তাৎপর্য এই যে,— বর্তমান সময়ে, সাধু-নিন্দাদি নামাপরাধ বিষয়ে সতর্ক না হইয়া, অধিকন্তু তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া কেবল নাম গ্রহণেই ভক্তি লাভ করা যাইবে,— এই বুদ্ধিতে যে নাম গ্রহণ,—শ্রীনাম, কল্পতরুর মত মঙ্গলময় হইয়াও,— তাহার পক্ষে সংহারের কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার ভজন পথ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

অতএব শ্রীগৌর অপ্রকটের পর,— অদূর ভবিষ্যতে কলি সম্পূর্ণ নিক্রান্ত হইয়া না যাওয়া পর্যন্ত কেবল এই সময়ের মধ্যে[২] নামাপরাধ

১—২ ভূমিকায় এই বিষয়ে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে।

সকল ও তন্মধ্যে সর্বপ্রধান বৈষ্ণব-নিন্দাদি নিরোধের প্রয়োজনে, 'অনিন্দক' হইবার অন্ততঃ সঙ্কল্প লইয়া, নাম-গ্রহণের আবশ্যক। ভজনের অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ও অপরাধাদি প্রতিকূল যাহা তদ্বর্জনের সঙ্কল্প করিবার ক্ষমতা সকলেরই রহিয়াছে,— উহা কার্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও। সঙ্কল্প সত্য হইলে, উহা সর্ব-সমর্থ শ্রীনামের অচিন্ত্য কৃপা মহিমায় সুসিদ্ধ হইতে বিলম্ব হয় না।

এখন উক্ত অপরাধের প্রতিকার কথা।

(১) 'সাধু-নিন্দা'রূপ প্রথম ও প্রধান নামাপরাধের প্রতিষেধক ব্যবস্থা হইতেছে,— পূর্বালোচিত বিষয় সকল স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া, সাধুর স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে অবহিত হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের অনুষ্ঠান বিষয়ে সতর্ক হওয়ায়, স্বতঃই উহার আক্রমণ নিরোধ করা সম্ভব হইবে।

(২) উক্ত অপরাধরূপ ব্যাধি কর্তৃক আক্রান্ত জনের পক্ষে, উহার আরোগ্য বা প্রতিকার জন্য, প্রথমে যে স্থানে অপরাধ, সেই সাধুর নিকট দৈন্য ও আর্তির সহিত উপনীত ও তদীয় চরণে পতিত হইয়া বারম্বার অতিশয় কাকুর্বাদ সহ কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা প্রয়োজন। সাধুজন স্বতঃই ক্ষমার মূর্তি বলিয়া, তিনি অপরাধীজনকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে পারেন,— "তাঁহার নিকট কোন অপরাধ হয় নাই, —শান্ত হও"—ইত্যাদি। ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া, অধিকতর দৈন্য ও আর্তির সহিত— তদীয় চরণ-রজ দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া উক্ত রেণুদিগের বন্দনা করা আবশ্যক। কারণ মহৎজন ক্ষমা করিলেও তদীয় চরণরেণু সকল অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া ও তজ্জন্য উত্তপ্ত থাকিয়া, অপরাধীকে তদুচিত ফল প্রদানে উন্মুখ থাকেন।[১] এই হেতু বিশেষ-

১ "সতাং বাক্যেন তচ্চরণরেণুনামসহিষ্ণুতয়া তৎফল-প্রদত্বাবগমাৎ।" ...

—(মাধুর্য্যকাদম্বিনী—৩।২)

অর্থাৎ,—সাধুরা স্বয়ং দুর্জন-কৃত অপরাধ ক্ষমা করিলেও, তাঁহাদিগের চরণরেণু

ভাবে,— দৈন্য ও অনুতাপ প্রকাশের দ্বারা উঁহারা প্রসন্ন হইলে,— তৎক্ষণাৎ উক্ত অপরাধ রোগের নিবৃত্তি হইল বুঝিতে হইবে।

(৩) সাধু-নিন্দাদি নামাপরাধ সকলের বিমোচনে নাম কীর্তনকেই একমাত্র প্রতিকার বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে ; যথা,—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেক-শরণো ভবেৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত, পাদ্মবাক্য ।১১।২৮৭)

ইহার অর্থ,—

যদি কোন প্রকার অনবধান বশতঃও কথঞ্চিৎ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে একান্তভাবে শ্রীনামের শরণাপন্ন হইয়া, নিরন্তর নাম-কীর্তন করা আবশ্যক।

সুতরাং সাধুর নিকট কৃতাপরাধ ব্যক্তি যদি উক্ত নামের শক্তিকে মনে বল করিয়া, অর্থাৎ— সহজ-সাধ্য নাম-কীর্তন দ্বারা যখন সর্বাপরাধ মুক্ত হওয়া যায়, তখন সাধুর সমীপে যাইয়া, তদীয় চরণে পতিত হইয়া বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনাদি কষ্টসাধ্য উপায়ের আর কি প্রয়োজন। অতএব গৃহে বসিয়া কেবল নামকীর্তনেই সাধুর প্রতি কৃত অপরাধ মোচন হইয়া যাইবে"— এই প্রকার বুদ্ধি পোষণ করিয়া, নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে, তদ্দ্বারা কৃত মহদপরাধ খণ্ডিত না হইয়া, "নাম বলে পাপে (ও তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধে) প্রবৃত্তিরূপ অপর একটি নামাপরাধ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ কুবুদ্ধি কদাচিৎ পোষণ না করিয়া, যে স্থানে অপরাধ, প্রথমে সেই সাধুর নিকট যাইয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনাদি করা অবশ্য কর্তব্য। তবে সেই সাধুর যদি কোন সন্ধানাদি না পাওয়া যায়, কিম্বা তিনি যদি অপ্রকট হইয়া থাকেন, কিম্বা কোন্

সমূহ উক্ত অপরাধ সহ করিতে না পারিয়া অপরাধোচিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

সাধুর নিকট কি প্রকার অপরাধ ঘটিয়াছে, উহা যদি বুঝিতে পারা না যায়, তদবস্থায় অনন্যগতি শ্রীনামের শরণাগত হইয়া, কৃতাপরাধের জন্য অনুতাপের সহিত একান্তভাবে নিরন্তর কেবল নাম কীর্তন দ্বারা উক্ত অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কেবল মহদপরাধ স্থলেই নহে ; যে স্থানে অপরাধ, সর্বক্ষেত্রেই এই বিধান বুঝিতে হইবে। শ্রীনাম হইতেছেন— সর্ব-শেষাশ্রয় ও সকল উপায়ের পরম উপায়।

পরিশেষে ইহাও বিবেচ্য যে,— সাধুগণের আচরণ ও উপদেশ শাস্ত্রানুমোদিতই হইয়া থাকে। যদি কদাচিৎ তাহার বিপরীত দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে কোন সাধুর নামোল্লেখ কিম্বা তাঁহার কোনরূপ ইঙ্গিত অথবা নির্দেশাদি না করিয়া, কেবল সেই উপদেশ বা আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করায় কোন দোষ হয় না। অর্থাৎ "যদি কেহ এইরূপ করেন কিম্বা এইরূপ বলেন"— কেবল ইহাই উল্লেখ করিয়া তদ্বিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত সমালোচনা করা,— ইহা নিজ নিজ ভজনপথ সুগম ও সুনিশ্চয় হইবার নিমিত্তই আবশ্যক হইয়া থাকে।

"মন্তব্য"—

"সতাং নিন্দা—" এই প্রথম নামাপরাধের আলোচনায়, যেরূপ তুমুলভাবে শাস্ত্রাদি আলোড়ন করিতে হইল, যদি অপরাধ সকল জানিবার নিমিত্ত এইরূপ ভাবে শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়ন করিয়া বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক নামাপরাধ স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে, জনসাধারণের পক্ষে ইহা অসম্ভব হওয়ায়, 'নামাপরাধ' অবগত হওয়া ও অবগত হইয়া উহা বর্জনের চেষ্টা করাও অসম্ভব বলিতে হইবে।

এইরূপ সংশয়ের উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে— তৈয়ারী করা মাখন বা নবনীত লোকে আহারার্থ ব্যবহার করে। প্রত্যেককে উহার জন্য দুগ্ধ বা দধি রাশি মন্থন করিয়া সেই মন্থনোত্থিত নবনীত সেবন করিতে হয় না। সেইরূপ যাঁহারা 'নামাপরাধ' জানিয়া উহা বর্জন পূর্বক ভক্তিপথের সাধন করিবেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে উক্ত প্রকারে শাস্ত্র-

সমুদ্র মন্থন পূর্বক 'নামাপরাধ' জানিবার আবশ্যক হয় না। তৎবিষয়ে যাঁহারা সমর্থ তাঁহারাই শাস্ত্রাদি আলোড়ন করিয়া উহার সার সিদ্ধান্ত-টুকু, সাধকগণের অবগতির নিমিত্ত দধি-মথিত নবনীতের ন্যায়, জনসাধারণকে ইহাই জানাইয়া দিতেছেন যে, 'সাধুনিন্দা'রূপ প্রধান 'নামাপরাধ' বর্জনের জন্য, সাধকগণের কর্তব্য হইতেছে,— পূর্বোক্ত বিচারে 'অনিন্দক' হওয়া অর্থাৎ নিন্দারূপ অভ্যাস মাত্রই বর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

এই কথাটি সাধারণ একটি মৌখিক উপদেশ মাত্র নহে। যেমন উত্থিত মাখনের পশ্চাতে প্রচুর আলোড়ন রহিয়াছে সেইরূপ এই উপদেশটির পশ্চাতে শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতির প্রচুর প্রমাণ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহা সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতির দ্বারা পূর্ণরূপে সমর্থিত— সার কর্তব্যটি মাত্রের উপদেশ। অর্থাৎ ইহার মূলে শাস্ত্র ও সাধুগণের নির্দেশ আলোড়িত করিয়া, উক্ত সার উপদেশটুকু উদ্ধার করা হইয়াছে —সাধকের পক্ষে এই-সার উপদেশটুকু মাত্র গ্রহণ করা ব্যতীত, উহার সিদ্ধান্তাদি পুনরায় আলোড়ন অনাবশ্যক।

সুতরাং নামাপরাধ জানিয়া উহা বর্জনের নিমিত্ত, যে উক্ত প্রকার বিপুল আলোচনার পর, যে সার সিদ্ধান্তটুকু উদ্ধৃত করা হইয়াছে বা অতঃপর আরও হইবে— ভক্তিপথের পথিক বা সাধকগণের পক্ষে কেবল বিশ্বাস সহ সেই শেষ সিদ্ধান্ত বা সার সত্যটুকু মাত্রই গ্রহণীয়। অসমর্থ পক্ষে বিপুল শাস্ত্রসমুদ্রের আলোড়ন অনাবশ্যক বলিয়াই জানিতে হইবে।

———

॥ দ্বিতীয় নামাপরাধ ॥

"শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবনামাদির স্বতন্ত্ররূপে মনন।"

"শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণ-নামাদি সকলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ ॥"

—(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত ১১।২৮-৩১)

অর্থাৎ,—যে ব্যক্তি ইহ সংসারে শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবের ও তদীয় গুণ-নামাদি সকলের ভিন্নত্ব (স্বতন্ত্রতা) দর্শন করে, তাহার পক্ষে উহা শ্রীহরিনামের নিকট অহিতকর অর্থাৎ নামাপরাধজনক হইয়া থাকে।

"ভিন্নদর্শন"—অর্থে, শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবকে 'ভিন্ন' অর্থাৎ স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) দর্শন (মনে করা) —ইহা নামাপরাধ। "শিব" এখানে উপলক্ষণ অর্থাৎ শিবাদি নিখিল দেবতাকেই শ্রীবিষ্ণু হইতে ভিন্ন অর্থাৎ পৃথক বা স্বতন্ত্র বোধ করা—নামাপরাধ।

'ভিন্ন' শব্দের অর্থ হইতেছে—ভেদ', পৃথক, স্বতন্ত্র, অন্য প্রভৃতি।

কোন একটি বস্তুর, 'ভেদ' বা 'ভিন্নতা' হইতে পারে ত্রিবিধ প্রকারে ; যথা,—(১) স্বজাতীয় ভেদ, (২) বিজাতীয় ভেদ ; (৩) স্বগত ভেদ। দৃষ্টান্ত,—যেমন একটি স্বতন্ত্র আম গাছে ও তৎসদৃশ অপর আর একটি স্বতন্ত্র আম গাছে যে ভেদ—ইহাই 'স্বজাতীয় ভেদ'।

একটি আম গাছের সহিত তৎ-বিসদৃশ জাম বা কাঁঠাল গাছে অথবা গবাদি পশু প্রভৃতিতে যে ভেদ ইহাই 'বিজাতীয় ভেদ'।

একটি বৃক্ষ, উৎসবাদি উপলক্ষে বিভিন্ন বর্ণের আলোক মালায় ও বিচিত্র পতাকাদি দ্বারা সজ্জিত করা হইলে, সেই বৃক্ষসহ বৃক্ষমধ্যগত, আলোকাধার পতাকাদি স্বতন্ত্র (স্বয়ংসিদ্ধ—অর্থাৎ যাহা বৃক্ষ সিদ্ধ নহে) বস্তু সকলের যে ভেদ,—ইহাই 'স্বগত ভেদ'। বৃক্ষাদি সকল বস্তু

মধ্যেই উক্ত প্রকার ত্রিবিধ ভেদ থাকায় এখানে কোন কিছুই এক ও দ্বিতীয় রহিত বস্তু নহে।

কিন্তু শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মবস্তুতে, উক্ত ত্রিবিধ ভেদের কোন প্রকার ভেদ না থাকায়—একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই হইতেছেন—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ,—

(১) ব্রহ্ম হইতে তৎসদৃশ বা তৎস্বজাতীয় স্বতন্ত্র দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকায়—ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়।

(২) ব্রহ্ম হইতে তৎবিসদৃশ বা তৎ-বিজাতীয় স্বতন্ত্র অপর দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকা -ব্রহ্ম হইতেছেন এক ও অদ্বিতীয়।

(৩) ব্রহ্ম হইতে তদন্তর্গত (বা স্বগত) স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ অপর দ্বিতীয় কোন বস্তু না থাকায়—ব্রহ্ম হইতেছেন এক ও অদ্বিতীয়।

তাহা হইলে সকল সৃষ্টির মূলে —সেই সর্বকারণ ও সর্বকার্যের একমাত্র বীজস্বরূপ, দ্বিতীয়রহিত বস্তুই শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' নামে কীর্তিত হইয়াছেন। যেমন,—পূর্বোক্ত আলোক ও পতাকাদি বিভিন্ন স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বতন্ত্র বস্তুর সমাবেশে বিদ্যমান এক বৃক্ষের অন্তর্গত (স্বগত) বস্তুসকল, বৃক্ষসিদ্ধ অর্থাৎ বৃক্ষাধীন না হইয়া, স্বতন্ত্র হওয়ায় এতাদৃশ ভেদ সকলকেই স্বগত ভেদ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মের মধ্যগত বা অন্তর্গত (স্বগত) এতাদৃশ স্বতন্ত্র কোন বস্তুজনিত ভেদ না থাকায় ; ব্রহ্ম স্বগত ভেদশূন্য—এক ও অদ্বিতীয় বস্তুই হইতেছেন।

কিন্তু এক বৃক্ষের অন্তর্গত—কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল সকলের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকিলেও বৃক্ষ হইতে তাহারা কিছুই স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ নহে বলিয়া; বৃক্ষগত এতাদৃশ ভেদকে কোনও ভেদ বা দ্বিতীয় বস্তুর সমাবেশ বলা যাইতে পারে না। বৃক্ষান্তর্গত শাখা, পত্র পুষ্পাদি, কেহই স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র না হইয়া সকলেই 'বৃক্ষসিদ্ধ' বা 'বৃক্ষাধীন', অর্থাৎ বৃক্ষকেই অপেক্ষা করিয়া—বৃক্ষ সত্তাতেই সত্তাবান হওয়ায় এরূপ ভেদকে কোনও ভেদ মধ্যে গণনা করা যায় না।

তৎসমুদয় এক বৃক্ষেরই কার্য্য বা ভাব বিশেষ মাত্র। সেইরূপ এক ব্রহ্মবস্তুর স্বগত তদীয় বিভিন্ন ভাব বা নিজ শক্তি বৈশিষ্ট্যে ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে।

'ভাব' বা স্বগত বৈশিষ্ট্য লইয়াই বস্তুর সত্তা। ভাবহীন বস্তুই 'অভাব' বা 'অবস্তু'। কোন বস্তু থাকিতে হইলেই, তাহার স্বগত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই তাহার সত্তা প্রমাণিত হয়। একটি মনুষ্যমূর্তি থাকিতে হইলে, তাহার মস্তক, হস্ত, পদাদি অবয়ব সকলের অস্তিত্ব দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয়। অঙ্গীর সত্তা, তাহার স্বগত অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি লইয়াই। শক্তি লইয়াই শক্তিমানের সত্তা। যেমন অঙ্গহীন অঙ্গী ও শক্তিহীন শক্তিমান আকাশকুসুমবৎ—অলীক বস্তু।

অতএব, ব্রহ্মবস্তু স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং পূর্ব্বোক্ত আলোক পতাকাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় স্বগতভেদ শূন্য—এক ও অদ্বিতীয় বস্তু হইলেও,—শাখা, পত্র, পুষ্পাদিময় বৃক্ষের ন্যায়, স্বয়ং-সিদ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ও বিভিন্ন নিজ শক্তি সমন্বিত—তিনি। স্বগত অঙ্গাদি ও ভগবত্তাদি এবং দয়া দাক্ষিণ্যাদি বিবিধ স্ব-শক্তির বিদ্যমানতায়, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না।

তাই বেদাদি শাস্ত্রে, ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অর্থাৎ একই, দ্বিতীয়রহিত বলিয়া—"একমেবাদ্বিতীয়ন্তু পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥" —(বৃঃ নারদীয়ে, ৩২।৪৬) —যেমন নির্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ তদীয় স্বরূপগত (স্বয়ংসিদ্ধ নহে) বিবিধ শক্তি বৈচিত্র্যের কথাও কীর্তিত হইয়াছে,—

"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ ॥" —(শ্বেতাশ্বঃ ৬।৮)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয়। জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া নামক শক্তি—তাঁহার স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বরূপভূতা। অগ্নির স্বাভাবিকী উষ্ণতাশক্তির ন্যায় শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা জ্ঞান, বল ও

ক্রিয়া নামক শক্তিত্রয়কে যথাক্রমে সম্বিদ্, সন্ধিনী ও হ্লাদিনী রূপেই বুঝিতে হইবে।[১]

সৎ চিদ্ আনন্দ পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
এক চিচ্ছক্তি তার ধরয়ে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ১।৪।৫৭-৫৮)

উক্ত শক্তি বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্বের সহিত যুক্ত বলিয়া ব্রহ্মবস্তু সবিশেষই হইতেছেন এবং সেই বিশেষত্ব সকল তদীয় স্বরূপগত বিষয় হওয়ায় (অর্থাৎ আগন্তুক বিষয় না হওয়ায়) অনন্ত শক্তি বৈশিষ্ট্যযুক্ত হইয়াও 'ব্রহ্ম' এক ও দ্বিতীয় রহিত বস্তুই হইতেছেন। সেই এক ও অদ্বিতীয় 'ব্রহ্ম' হইতেই তন্মহিমা ও শক্তির বিকাশ-রূপে সমস্ত অভিব্যক্ত; কিন্তু তিনিই স্বয়ংসিদ্ধ, অপর সমস্তই তৎসিদ্ধ।

শ্রুতি সকল সর্বকারণ 'ব্রহ্ম' বস্তুকেই—'বিষ্ণু, বা সর্বব্যাপক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সর্ববৃহৎ বলিয়া যেমন 'ব্রহ্ম', যথা,—"বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ॥"[২] তেমনি যিনি অন্তর বাহির সমস্তই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন—তিনিই "বিষ্ণু"। 'বিষ্ণু' শব্দেও—"সর্বং ব্যাপ্নোতি ইতি বিষ্ণুঃ।"—এই অর্থ করা হয়। শ্রীকৃষ্ণই

---

১ [টীকা—পরাস্যেতি। স্বাভাবিকী বহ্ন্যুষ্ণতা ইব স্বরূপানুবন্ধিনী, জ্ঞানবলক্রিয়া, সম্বিৎ-সন্ধিনী-হ্লাদিনীরূপা ক্রমাদ্‌বোধ্যা। —কান্তিমালা ;]

উক্ত হ্লাদিন্যাদি ত্রিবিধা স্বরূপশক্তির কথা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে,—

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ—" (১।১২।৬৯)

২ বিষ্ণুপুরাণম্ —(৬।৩।২১)

—শ্রুত্যুক্ত "ব্রহ্ম"—"কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্।"[১] আবার, শ্রীকৃষ্ণই—সর্বব্যাপক সর্বান্তর্যামী বিষ্ণু।[২] —"সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ।" (শ্রীভাঃ ১০।৩।২৪) শ্রীকৃষ্ণই—সর্বাদি ও সর্ব বীজ বলিয়া, "অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষিণাঞ্চ সর্ব্বশঃ" —(গীতা, ১০।২) কিম্বা "বীজোঽহং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনঃ।" —(গীতা, ৭।১০)

শাস্ত্রে আবারও উক্ত হইয়াছে;—শ্রীকৃষ্ণই মূল ব্রহ্ম—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্।"—(গীতা, ১৪।২৭) এবং শ্রীকৃষ্ণই মূল বিষ্ণু— "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"—(শ্রীভাঃ, ১০।৩৩।৪০)। শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ —"এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাদাদ্যো নারায়ণঃ পুমান্।" (শ্রীভাঃ, ১১।১।১৮) পুনরায়, শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবান্— "বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাণু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্ বস্তিহ কিঞ্চন॥" —(শ্রীভাঃ, ১০।১৪।৫৬)। "ভগবদ্রূপমখিলং," অর্থে শ্রীমন্নারায়ণাদি অখিল ভগবৎ-স্বরূপ সকলেরও কারণ— শ্রীকৃষ্ণ।[৩]

---

১ কৃষ্ণোপনিষদে —১২।

২ সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণই পরমাবস্থা। সেই সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক পুরুষই 'বিষ্ণু' নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েন। সুতরাং বিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণই তদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ, যথা,—

দীপার্চ্চিরেব·········বিষ্ণুতয়া বিভাতি গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—(ব্রহ্মসংহিতা। ৫।৫৫)

অর্থ,— ······সেইরূপ যিনি বিষ্ণুরূপে বিভাবিত হইতেছেন—সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

৩ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই সর্বাবতারের অবতারী, সুতরাং নিখিল অবতার তাঁহারই আংশিক প্রকাশ-বিশেষ। অতএব উক্ত সকল নামেরই মুখ্য তাৎপর্য শ্রীকৃষ্ণই। যথা,—

রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

—(ব্রহ্মসংহিতা, ৫।৪৮)

সৃষ্টির মূলে সেই এক ও অদ্বিতীয় তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন—অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও ব্রহ্মাণ্ডাদি যাহা কিছু, সমস্ত তাঁহারই মহিমা বা শক্তির বিকাশ। তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন বস্তুরই সত্তা নাই। যথা,—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাঽচ্যুতাদ্ বস্তুতরং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১০।৪৬।৪৩)

অর্থ,— ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, স্থাবর, জঙ্গম, মহৎ, ক্ষুদ্র, দৃষ্ট কিম্বা শ্রুত প্রভৃতি যে কিছু বস্তু সে সমস্তই এক অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই বলা যায় না। সকলের মূল, সর্বান্তর্যামী সেই শ্রীকৃষ্ণই নিজ শক্তিদ্বারা সমগ্র জগৎ রূপে প্রকাশিত।

অতএব, ব্রহ্মা শিবাদি নিখিল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই উৎপন্ন। শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি। কেহই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহেন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) নহেন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়— যেমন দুগ্ধ ও ইক্ষুরস। দুই-ই স্বয়ং-সিদ্ধ স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু।

দুগ্ধ হইতে দধি, ঘোল, নবনীত, ঘৃত প্রভৃতি। ইহারা দুগ্ধেরই পরিণতি— দুগ্ধ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) নহে। আবার—ইক্ষুরস হইতে গুড়, চিনি, মিশ্রি, ওলা প্রভৃতি। ইহারা ইক্ষুরসেরই পরিণতি, উহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) নহে।

আবার দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত বস্তুর সহিত যেমন ইক্ষুরস ও তজ্জাত বস্তুর কোন অপেক্ষা নাই, উভয়েই ও উভয় বিকারের মধ্যে পরস্পর

অর্থ,—রামাদি নিখিল ভগবন্মূর্তিতে অংশভাবে অবস্থান করিয়া প্রপঞ্চে যিনি নিজাংশে বহুবিধ অবতার প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপেই আবির্ভূত পরমপুরুষ যিনি,—সেই সর্বাদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

স্বতন্ত্র বা ভিন্ন—সেইরূপ সৃষ্টির মূলে দুইটি স্বতন্ত্র কারণ না থাকায় একটি কারণ হইতেই সমস্তের উদ্ভব। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই যখন 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' —'সর্ব-কারণ-কারণ'বস্তু হইতেছেন— তখন যাহার যাহা কিছু সত্তা সমস্তই যে তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত, ইহা পূর্বেই শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই হেতু— শ্রীকৃষ্ণই মূল ব্রহ্ম,[১] মূল বিষ্ণু,[২] মূল নারায়ণ[৩] মূল ভগবৎ-স্বরূপ,[৪] মূল আদ্য হরি,[৫] সর্বমূল দেবতা[৬] ও সমস্তেরই মূল বা নিখিল সৃষ্টিরও মূল কারণ[৭]।

তাহা হইলে ব্রহ্মা, শিবাদি নিখিল দেবতাই যে এক শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিব্যক্ত— কেহ-ই তাঁহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) নহেন, ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইবে। অতএব,—

এক দুগ্ধ হইতে তাহারই কার্য-স্বরূপ যেমন দধি-ঘৃতাদির উদ্ভব। সকলেই দুগ্ধ-সিদ্ধ, দুগ্ধ হইতে ভিন্ন বা স্বয়ং-সিদ্ধ নহে,— সেইরূপ শিবাদি নিখিল দেবতাই—শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহেন; সকলেই

---

১ কৃষ্ণোপনিষদে—১২।

২ ব্রহ্মসংহিতা—৫।৫৫। শ্রীভাঃ।১০।৩৩।৪০। ঐ।১০।৫৮।২০। ঐ।১২।২।২৯।

৩ শ্রীমদ্ভাগবতে—১০।১৪।১৪। —শ্রীচরিতামৃতে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা,—
"তুমি মূল নারায়ণ, ইথে কি সংশয়॥ সেই তিনের অংশী পরব্যোম নারায়ণ।
তেঁহ তোমার বিলাস—তুমি মূল নারায়ণ।" —(শ্রীচৈঃ চঃ, আদি। ২য় পঃ)

৪ শ্রীভাঃ।১০।১৪।৫৬; ব্রহ্মসংহিতা।৫।৪৮।

৫ শ্রীভাগবতে (১০।৭২।১৫) শ্রীকৃষ্ণকে 'আদ্যহরিঃ' বলা হইয়াছে
ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"আদ্য-হরিঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেষা—"।
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই আদ্য হরি।

৬ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ।" —(শ্রীগোপালতাপনী। পূর্ব্ব।৩৪)
অর্থাৎ—অতএব শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন, পরম দেবতা
শ্রীভাঃ।১১।২৩।২৪; শ্রীহরিবংশে, বিষ্ণুপর্ব্ব। ৫০ অধ্যায়।

৭ ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ —(ব্রহ্মসংহিতা।)

কৃষ্ণপরতন্ত্র—তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যথা,—

ক্ষীরং যথা দধি বিকার-বিশেষ-যোগাৎ
সঞ্জায়তে, ন তু ততঃ পৃথগস্তি-হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাদ্
গোবিন্দমাদি-পুরুষং তমহং ভজামি॥

—(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪৫)

অর্থ,— দুগ্ধ যেমন বিকার বিশেষের যোগে দধিরূপে পরিণত হয় ; কিন্তু সেই দধি তৎ-কারণ দুগ্ধ হইতে যেমন পৃথক বস্তু নহে, সেইরূপ যিনি সংহার কার্যের নিমিত্ত শম্ভুরূপে অবতীর্ণ হয়েন, আমি সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

অতএব দুগ্ধ হইতে দধি যেমন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিব ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহেন। শিবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) মনে করিলে, উহা একটি নামাপরাধ। এখানে শিব ও ব্রহ্মা, ইঁহারা সর্ব দেবতার আদি বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'শিব' বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে— ব্রহ্মা-শিবাদি নিখিল দেবতাকে ও তৎ-গুণ-নামাদিকে, শ্রীকৃষ্ণ ও তৎগুণনামাদি হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র মনে করিলে —উহা শ্রীহরিনাম সম্বন্ধীয় অহিতকর অর্থাৎ অপরাধ জনক হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মাদি কোন দেবতাকেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে পৃথক বা ভিন্ন বা স্বতন্ত্র বোধ করা নিষিদ্ধ।

ব্রহ্মা-শঙ্করাদি নিখিল দেবতাই শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত, কেহই কৃষ্ণ হইতে স্বয়ং-সিদ্ধ বা স্বতন্ত্র নহেন। এই হেতু দেবতা সকলের উদ্দেশ্যে কৃত সমস্ত যজ্ঞাদির মূল ভোক্তা ও ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণই হইয়া থাকেন। তিনিই আবার অন্তর্যামীরূপে সর্ব দেবতারই অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া— যজ্ঞাদির ফলদান বিষয়ে প্রেরণা দিয়া থাকেন, সুতরাং ফলদান বিষয়ে দেবতাদিগেরও কোন স্বতন্ত্রতা নাই। সকল রহস্য উন্মোচনান্তে এ-সকল কথা, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্পষ্টই

উক্ত হইয়াছে,— নিম্নোক্ত শ্লোক সকলে তাহাই বিধৃত হইতেছে, যথা,—

(অন্য দেবতার উপাসক সম্বন্ধে)—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তা স্বয়া ॥
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥

—(গীতা ৭।২০-২৩)

ইহার তাৎপর্য্যার্থ,— সকাম বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বিষয় ভোগ বাসনায় বহুবিধ কামনা দ্বারা হতবিবেক হইয়া, উপবাসাদি বিবিধ নিয়ম পালন পূর্ব্বক নিজ রজস্তমোগুণ-প্রধান প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, 'সূর্য্যাদি দেবতা সকল যেরূপ আশু রোগাদি আর্তিহরণে সমর্থ, বিষ্ণু সেরূপ নহেন',— ইত্যাদি প্রকার মনে করিয়া, আমা (বাসুদেব) ভিন্ন অপর দেবতার উপাসনায় রত হইয়া থাকে। তাহাদিগের সেই দুষ্টা প্রকৃতিই তাহাদিগকে আমার আশ্রিত হইতে দেয় না।—(২০)

তাহাদিগের মধ্যে যে যে ভক্ত মদীয় বিভূতিরূপা যে যে দেবতা-মূর্তি শ্রদ্ধা সহকারে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামীরূপে আমিই মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা না দিয়া, সেই সেই ভক্তের সেই সেই দেবতা বিষয়েই অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করিয়া থাকি ; কিন্তু সেই সেই দেবতারা মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা দূরের কথা, তদ্বিষয়া শ্রদ্ধা প্রদানেও সমর্থ নহেন।—(২১)

অন্য দেবতার উপাসকগণ তাদৃশী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই সেই দেবতার আরাধনা পূর্ব্বক সেই সেই দেবতাবিশেষ হইতে যে সকল

অভীষ্ট ফল অবশ্যই লাভ করে,— তাহাও আমারই বিহিত বা প্রদত্ত। কারণ সর্বান্তর্যামী আমা ভিন্ন দেবতারা স্বতন্ত্রভাবে কাহারও কামনা পূর্ণ করিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারা সকলে আমারই অধীন ও আমারই বিভূতিস্বরূপ।—(২২)

অতএব এইরূপে যদিও সমস্ত দেবতা আমারই মূর্তি বিশেষ বা বিভূতি, সুতরাং তাঁহাদিগের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই আরাধনা এবং তত্তৎফলদাতাও আমি। তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্তগণের সহিত দেবতান্তরে উপাসকগণের যে ফলবৈষম্য হইয়া থাকে, এক্ষণে শ্রীভগবান্ 'অন্তবৎ' ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বলিতেছেন। অল্পবুদ্ধি পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি দেবোপাসকগণের সেই ফল আমাকর্তৃক প্রদত্ত হইলেও উহা নশ্বর অর্থাৎ বিনাশী হয়; কিন্তু আমার ভক্তগণ অনাদি, অনন্ত, পরমানন্দ-স্বরূপ আমাকেই লাভ করিয়া নিত্য ও অবিনাশী হয়েন। —(২৩)

—(শ্রীস্বামিপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিপাদ-কৃত টীকানুসারে)

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্র বুদ্ধিতে অন্য দেবতার আরাধনার কুফল বা অপরাধ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকে,— যথা,—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

—(গীতা ৯।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,— হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অজ্ঞান পূর্বক আমারই আরাধনা করিয়া থাকে। আমি-ই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতাও আমি-ই, কিন্তু তাহারা আমার যথার্থ স্বরূপ বিদিত হইতে পারে না বলিয়া (সংসার-চক্রে) পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'ভিন্ন' বোধে (স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ জ্ঞানে) অন্য দেবতার উপাসনায়, অনিত্য স্বর্গাদি বা ঐহিক সুখ-সম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যাইলেও, ইহাতে দেহ-গেহাদি অনাত্ম বা জড় সম্বন্ধ যুক্ত থাকায়, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারগতির বিরাম হয় না। ইহাকে 'অবিধি পূর্বক' বলিয়া, পূর্বোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্যে উক্ত হওয়ায়,— ইহা 'নামাপরাধ' বুঝাইতেছে। নামাপরাধের ফলে দেহ-গেহাদি অনাত্ম বিষয়ে অত্যাসক্তিই বুঝায় ; তাই নামাপরাধের শেষে— "অহংমমাদিপরম" এই উক্তি দ্বারা অর্থাৎ দেহে 'আমি' ও 'গেহাদি বিষয়ে' 'আমার' বোধের পারম্য সৃজন করে —এই নামাপরাধ হইতেই, এরূপ বলা হইয়াছে।

কিন্তু প্রয়োজনবোধে— বিষয় কামনা করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা করিলেও, যদি সেই দেবতাকে, স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ বোধ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি—ও সমস্তের অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ, সেই দেবতার-ও অন্তর্যামী এই বোধে, (ইহাই তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে অবগত হওয়া) কৃষ্ণ সম্বন্ধ যুক্ত রাখিয়া আরাধনা করা যায়, তাহা হইলে, উহা অপরাধ না হওয়ায় তদ্দারা, বিষয় প্রাপ্তির সহিত "চিত্তশুদ্ধি" ঘটায়, ক্রমশঃ জ্ঞানের অধিকারে 'মুক্তি' (জন্ম-মৃত্যু-রূপ সংসার উদ্ধার) হইবার সম্ভাবনা থাকে।

ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যাঁহারা— তাঁহারা বিষয় কামনায় অন্য দেবতার ভজন না করিয়া, সকামভাবে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করেন। তাঁহাদিগকে শ্রীভগবান স্বয়ংই গীতায় "সুকৃতভজন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—(গীতা ৭।১৬)

অর্থ,— হে অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার সুকৃতিশীল ব্যক্তিই আমার ভজনা করেন।

ইহার মধ্যে আর্ত ও অর্থার্থী হইতেছেন— "ভুক্তিকামী" এবং জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী হইতেছেন— 'মুক্তিকামী'। এক্ষণে এই সকাম কৃষ্ণভজনশীলদিগের সৌভাগ্যের কারণ বলা হইতেছে ;—

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তি লাগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।২৩)

এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত-রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তি-যোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥[১]

—(শ্রীভাঃ ২।৩।১০)

এই সৌভাগ্য ও প্রাপ্তির বিষয়ে, শ্রীচরিতামৃতে আবারও উক্ত হইতে দেখা যায়,—

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতে কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে,— আমায় ভজে, মাগে বিষয়সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেন দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥

—(২।২২।২৪-২৬)

—কিম্বা—

কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরস।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষ ॥

---

১ অর্থ,—নিষ্কামই হউন, সর্বকামীই হউন অথবা মোক্ষকামীই হউন, যিনি উদারপ্রকৃতি সম্পন্ন, তিনি তীব্র ভক্তিযোগ সহকারে সেই পরম-পুরুষের (শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে (৭।২৮) শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সবিশেষ অনুধাবন করিবার বিষয়, যথা,—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

অর্থ,— হে প্রভু! যেমন কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে দিব্য রত্ন লাভ হয়, সেইরূপ আমি রাজ্য কামনা করিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া দেব-মুনীন্দ্র-দুর্লভ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আর অন্য বর চাই না।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি (শ্রীভগবান ও শ্রীভগবদ্ভক্তি) নির্গুণ বিষয়। সত্ত্বাদি সগুণ যুক্ত জীবের পক্ষে নির্গুণা ভগবদ্ভক্তি— শ্রীকৃষ্ণভক্তি— নির্গুণ ভক্ত-মহৎ-কৃপা ব্যতীত প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা না থাকায়,— গীতায় স্বয়ং ভগবান কর্তৃক তদীয় ভজনে সর্বোত্তম ফল ও অন্য দেবতার ভজনে এবং বিশেষ ভাবে তাঁহা হইতে অপর দেবতাকে 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্র বোধে উপাসনার অপকৃষ্ট ফল পূর্বোক্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন। তথাপি তদীয় উপাসনায় শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া মনুষ্য সাধারণ, অপর সগুণ দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় কেন? তাহার নিম্নোক্ত কারণ সকল প্রদর্শিত হইতেছে, যথা,—

(১) সগুণ অবস্থায় জীবের শ্রদ্ধাও নির্গুণ বিষয়ে না হইয়া, সগুণ বিষয়েই হইয়া থাকে; তাই যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা তাহার সেইরূপ বিষয়েই প্রবৃত্তি হয়।

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

—(গীতা ১৭।৩)

অর্থ— হে অর্জুন! দেহিদিগের শ্রদ্ধা নিজ নিজ অন্তঃকরণের বৃত্তির

অনুরূপ হইয়া থাকে। অতএব যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত, তিনি সেইরূপই হয়েন।

তাই দেহিগণ সগুণাবস্থায়, সত্ত্বাদি ত্রিবিধা সগুণা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া থাকে।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥

—(গীতা ১৭।২)

অর্থ,— দেহিগণের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধা ত্রিবিধা,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী,— তাহা শ্রবণ কর।

উক্ত সগুণা শ্রদ্ধা ভেদেই, সগুণা উপাসনায় লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, নির্গুণ ভগবৎ বিষয়ে নহে, যথা ;--

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

—(গীতা ১৭।৪)

অর্থ,— সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকে দেবগণের, রাজসিক প্রকৃতির লোকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং তামসিক প্রকৃতির লোকে ভূত-প্রেতগণের উপাসনা করিয়া থাকে।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব-কারণ-কারণ, সর্বমূল, সর্ববীজ—একমেবাদ্বিতীয়ম্— তত্ত্ব,— তিনিই যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের আশ্রয়, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং শ্রীরাম-নৃসিংহাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের অবতারী ; ব্রহ্মা-রুদ্রাদি নিখিল দেবতা— তাঁহারই বিভূতি ; স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি— এই ত্রিবিধা শক্তিরই তিনি মূল শক্তিমান্,[১] — তিনিই নিজ শক্তি দ্বারা বাহিরে সকল বস্তুরূপে এবং তাহার অন্তরে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে বিরাজিত হইয়াও ভক্তজন মন ও নয়ন সমক্ষে— সর্বশ্রীসমন্বিত ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অনন্ত মহিমা ও

---

১ বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৬০

মাধুর্যময় নরবপু-স্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন[১] এবং তদীয় এই তত্ত্বের সহিত, তাঁহাকে একান্তী-ভক্তজন ভিন্ন যে, অপর কেহই অবগত হইতে পারে না, একথা শ্রীঅর্জ্জুনের প্রতি তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তি হইতে অবগত হওয়া যায়, যথা ;—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥

(১১।৫৩-৫৪)

অর্থ,— (হে অর্জ্জুন !) তুমি আমার যে বিশ্বরূপ দেখিলে, তাহা বেদপাঠে, যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে দর্শন করা যায় না। হে মহাবীর, হে অর্জ্জুন ! কেবলমাত্র আমাতে অনন্যা ভক্তি থাকিলেই তত্ত্বতঃ (সরহস্য) ঈদৃশরূপে আমাকে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে থাকা যায়।

অতএব অনন্যা শুদ্ধাভক্তির অধিকার ভিন্ন তাঁহাকে উক্ত তত্ত্বের সহিত্র অবগত হইবার কোন সম্ভাবনা না থাকায়,— দেবোপাসকগণ— তাঁহাকেই নিখিল দেবতার অন্তর্যামী ও মূলকারণ রূপে অবগত না হওয়ায়, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বোধে অপর দেবতার সকাম উপাসনাতেই শ্রদ্ধান্বিত হইয়া থাকে। যাহার ফলে, অনিত্য বিষয় সকল ভোগ করিয়া, তৎফলে বারম্বার, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারাবর্তে ঘূর্ণীত হইবার কারণ হইয়া থাকে, যথা ;—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

—(গীতা ৯।২৪)

অর্থ,— আমি-ই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা, ইহা তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না বলিয়াই জীবকে এই সংসারে বার বার আসিতে হয়।

১ শ্রীভাঃ ১০।১৪।৫৫

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অপর নিখিল দেবতাকে 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্র বোধ করিলে, তৎফলে তাঁহার সহিত অন্য দেবতাকে "সমান" মনে করাও সেইরূপ অনিবার্য্যই হইয়া থাকে।

কোন বস্তু হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র (স্বয়ং-সিদ্ধ) অপর কোন বস্তু, তুলনায় সমান হইতে পারে। কিন্তু কোন বস্তু হইতে উৎপন্ন অপর কোন বস্তু, উভয়ে 'ভিন্ন' বা 'স্বতন্ত্র' না হইলেও, উভয়ে সমান নহে। যেমন দুগ্ধ হইতে সঞ্জাত দধি, দুগ্ধ হইতে 'ভিন্ন' বা 'স্বতন্ত্র' নহে, আবার উভয়ে সমানও নহে। দুগ্ধ হইতে দধি ; কিন্তু দধি হইতে দুগ্ধ নহে। দুগ্ধ— কারণ ; দধি— কার্য। সুতরাং উভয়ে অভিন্ন হইলেও সমান নহে। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে শিব-ব্রহ্মাদি নিখিল দেবতা অভিব্যক্ত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ হইতে কেহই যেমন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহেন, তেমনি কেহই কৃষ্ণের সমানও নহেন। ইহাও বিশেষভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অতএব, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কোন দেবতাকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'ভিন্ন' বা 'স্বতন্ত্র' মনে করা এবং উভয়কে 'ভিন্ন' বোধের ফলে 'সমান' মনে করা— এই উভয় প্রকার বুদ্ধিই পরস্পর কার্য-কারণ-রূপে— 'নামাপরাধ' সংঘটক।

শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, সাক্ষাৎ নারায়ণ, সাক্ষাৎ হরি, অর্থাৎ অপর সকল অভিব্যক্তিরই 'বীজ' ("বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥" —গীতা, ৭।১০) বা সর্বমূল-কারণ-স্বরূপ, ইহা পূর্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহা হইতে যেমন কেহ বা 'কোন কিছুই 'ভিন্ন' অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ নহে, তেমনি কেহ বা কোন কিছুই তাঁহার সমানও নহে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তদেকাত্মস্বরূপ শ্রীনারায়ণ-মৎস্য-কূর্মাদি ভগবৎ-স্বরূপগণসহ অন্য দেবতাদের সমতা চিন্তা নামাপরাধরূপে শাস্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করা হইয়াছে ; যথা,—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্‌ধ্রুবম্ ॥

—(পাদ্মোত্তর খণ্ডে)

অর্থ,— যিনি শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতার সহিত সাম্যদর্শন করেন, তিনি নিশ্চয় পাষণ্ডী (সৎশাস্ত্রবিরোধী) হয়েন।

উক্ত 'নারায়ণ' শব্দে মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তদেকাত্ম-বিলাস ও স্বাংশাদি ভগবৎ-স্বরূপসহ ব্রহ্মাদি দেবতার সমতা চিন্তন— নিষিদ্ধ হইয়াছে ; কারণ 'পাষণ্ডত্ব' অপরাধীর লক্ষণ।

কারণ হইতে কার্যের অভিন্নতা বা অস্বতন্ত্রতা এবং কার্য হইতে কারণের শ্রেষ্ঠতা উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন ;—

যঃ শিবঃ সোঽহমেব যোঽহং স ভগবান শিবঃ।
নাবয়োরন্তরং কিঞ্চিদাকাশানিলয়োরিব ॥

(হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে।)

অর্থ,— যে শিব, সেই আমি ; যে আমি সেই শিব ; আকাশ হইতে অনিলের অভিব্যক্তির ন্যায় (কার্য-কারণের অভেদ বিধায়) আমাদের উভয়েরও অভেদ বুঝিবে।

তাৎপর্য ;— কারণ স্থানীয় আকাশ হইতে যেমন তৎকার্য বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে ; অর্থাৎ আকাশের সত্তায় বায়ুর সত্তা বলিয়া, বায়ু আকাশ হইতে যেমন ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ কার্য-কারণের অভেদ পক্ষ উদ্দেশ্য করিয়াই শ্রীভগবান যেমন বলিয়াছেন,— "যে শিব সেই আমি"— ইত্যাদি ; তেমনি আবার আকাশ ও বায়ুর দৃষ্টান্ত দ্বারা, কার্যভাব অপেক্ষা নিজ কারণ ভাবের শ্রেষ্ঠতারূপ বিশেষত্বও প্রদর্শিত হইয়াছে,— ইহাও বুঝিতে হইবে ; নচেৎ দৃষ্টান্তেরও সমতা থাকিত।

অতএব শাস্ত্রের যে-সকল স্থলে বিষ্ণুর সহিত শিবাদি দেবতার অভিন্নতা উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণু হইতে তৎসমুদয়ের স্বতন্ত্র সত্তা না

থাকায় কারণ হইতে কার্যের অভেদত্ব কীর্তনই সেই সকল উক্তির উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে ; নচেৎ উৎকর্ষতায় কার্য অপেক্ষা কারণের প্রাধান্য সর্বত্রই স্বীকৃত হইতে দেখা যায়। এবিষয়ে সিদ্ধান্তরত্নকার উক্ত প্রকার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন ;—

"সর্ব্বদেবতাসামানাধিকরণ্যং তু তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাদুপচর্য্যতে। ইতরথা তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরমিত্যাদি শ্রুতীনাং, দেবান্ দেবযজো যান্তি পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মামিতি ফলভেদস্মৃতেশ্চ ব্যাকোপাপত্তিঃ। এবং সতি সর্ব্বানাং পারম্যশ্রবণমাপেক্ষিকং স্তুতিপরং বা ভবিষ্যতীতি। (৩য় পাদ। ৬।)

ভাবার্থ,— শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে যে বিষ্ণুর সহিত সকল দেবতার সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সমতার উল্লেখ দেখা যায়, সে সকল দেবতার সামর্থ্য (বা সত্তা) বিষ্ণুরই অধীন বুঝিতে হইবে। শক্তিমৎ-তত্ত্ব হইতে তদীয় শক্তি বা বিভূতি সকল অনতিরিক্ত বিধায় তদীয় বিভূতিস্থানীয় দেবতা সকলকে শক্তিমৎ শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভেদরূপেই বলা হইয়াছে। অন্যথা তৎ প্রাধান্য স্বীকার না করিলে, 'ব্রহ্মাদি ঈশ্বরদিগেরও পরমেশ্বর'— ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং 'দেবযাজী-সকল দেবতাকে, পিতৃব্রতসকল পিতৃগণকে, ভূতযাজীসকল ভূতগণকে প্রাপ্ত হয়েন'— ইত্যাদি স্মৃতিতে যে ফল-তারতম্য উক্ত হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া উঠে। এইরূপ শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অপর দেবতার পারম্য বা শ্রেষ্ঠত্ব আপেক্ষিক বা স্তুতিপর বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

শিব-ব্রহ্মাদি হইতে শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আরও বিশেষ কথা এই যে, যদিও সেই মূল বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণই, 'বিরিঞ্চি, হরি ও হর'— এই গুণত্রয়াবতার রূপে যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া, বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি বা পালন ও সংহার জন্য,— স্বরূপতঃ গুণাতীত থাকিয়াও উক্ত গুণত্রয়ের পরিচালক হয়েন ; তথাপি, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে,— ব্রহ্মা ও শিব সান্নিধ্য দ্বারা অর্থাৎ সংস্পৃষ্ট

রূপে রজঃ ও তমোগুণের এবং বিষ্ণু সঙ্কল্প দ্বারা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট রূপে সত্ত্বগুণের পরিচালনা করায়, ("হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।" —শ্রীভাঃ।১০।৮৮।৫) জীবের পক্ষে গুণ সম্বন্ধ হইতে বিমুক্তিরূপ শ্রেয়োলাভ,— কেবল সত্ত্বতনু (অর্থাৎ সত্ত্বগুণের বিস্তারক) শ্রীহরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য "আদ্যহরি" বা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতারের অন্তর্গত বিষ্ণু পর্যন্ত মূল স্বরূপাভিন্ন স্বাংশবর্গ দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে ("মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।" —হরিবংশ —শিবোক্তি।) এবং ইহারাই 'হরি' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়েন। সেই এক শ্রীকৃষ্ণেরই বিরিঞ্চি, হরি ও হররূপ গুণাবতারত্রয়, তাঁহা হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র না হইলেও, তন্মধ্যে আবার উক্ত কারণে শ্রীহরিরই উৎকর্ষতার কথা শ্রীভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে;—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ-
র্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১।২।২৩)

অর্থ,— যদ্যপি একই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এই বিশ্বের স্থিতি, পালন ও সংহার নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে যুক্ত অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে তাহাদিগের পরিচালক হইয়া, হরি, বিরিঞ্চি এবং হর— এই পৃথক সংজ্ঞা মাত্র ধারণ করেন, তথাপি জীবের শ্রেয়োলাভ সত্ত্বতনু হরি হইতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। ("বিষ্ণুস্তু সত্ত্বেনাপি ন যুক্তঃ, কিন্তু সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ, অত 'শ্রেয়াংসি তস্মাৎ' ইত্যুক্তম্।" —শ্রীবলদেব। লঘু ভাঃ টীকা।)

মহাবরাহপুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদ্যাঃ সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্তু সমাঃ প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা॥

অর্থ ;— মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি স্বাংশবর্গ, গুণাতীত শ্রীবিষ্ণু-স্বরূপ হইতে অভিন্ন হওয়ায়— বিষ্ণুর সম বলিয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা অসম বলিয়া এবং প্রকৃতি— সমা ও অসমা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

অতএব শ্রীবিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও তদেকাত্ম-স্বরূপ সম বলিয়া তদীয় স্বাংশবর্গের আশ্রয় ভিন্ন সংসার বিমুক্তির জন্য যে অন্য কোনও আশ্রয় নাই, উক্ত বৈশিষ্ট্য হইতেও তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাই পুরুষ সূক্তেও উক্ত হইয়াছে,— "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" —অর্থাৎ তাঁহাকেই জানিয়া জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকে; তিনি ভিন্ন অন্য (অর্থাৎ অপর দেবতার আরাধনাদি রূপ আশ্রয়ের) পথ নাই।

স্কন্দ-পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
ত্যক্ত্বামৃতং স মূঢ়াত্মা ভুঙ্‌ক্তে হলাহলং বিষম্ ॥

অর্থ,— বাসুদেবকে পরিত্যাগ পূর্বক যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ়াত্মা অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করিয়া থাকে।

মহাভারত ও অপর পুরাণাদিতেও এই প্রকার বহু উক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে, বাহুল্য বোধে তাহা উল্লেখ করা হইল না।

উক্ত প্রকারে যথাক্রমে গুণ-সংস্পৃষ্টতা ও নির্গুণতা নিবন্ধন ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতা সকল অপেক্ষা শ্রীহরির (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গুণাবতারের অন্তর্গত বিষ্ণু পর্যন্ত তদীয় স্বাংশবর্গের) শ্রেষ্ঠতার বিষয় শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামিপাদ তদীয় শ্রীলঘুভাগবতামৃতে গুণাবতার প্রসঙ্গে বহু বহু শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সম্যক অবগতির জন্য উক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তদীয় সেই সিদ্ধান্তের সার মর্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ;—

অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাম্।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভি-প্রকাশিতা ॥

অর্থ,— অতএব শ্রীবিষ্ণুর (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের-'হরি' আখ্যাত) স্বাংশবর্গ অপেক্ষা ব্রহ্মা-রুদ্রাদি নিখিল দেবতার সর্বতোভাবে ন্যূনতা প্রকাশিত হইয়াছে।

মহানুভব শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ তদীয় "সিদ্ধান্তরত্ন" নামক গ্রন্থের তৃতীয় পাদে, শ্রীবিষ্ণুরই সর্বেশ্বরত্ব ও ব্রহ্মা, রুদ্রাদি নিখিল দেবতা হইতে সর্বোৎকর্ষত্ব সম্বন্ধে সর্বভাবে প্রতিপাদন পূর্বক নিম্নোদ্ধৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,— যাহার বিস্তৃত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ;—

"তদেবং সমাভ্যাধিকশূন্যত্বাৎ পরমৈশ্বর্যং শ্রীবিষ্ণৌ
সিদ্ধম্, তৎসাম্যদর্শিনস্তু দোষঃ স্মর্য্যতে।" (২০)।

অর্থ,— অতএব তাঁহার সমান বা অধিক না থাকায়, শ্রীবিষ্ণুরই পরমৈশ্বর্য সিদ্ধ হইতেছে। তথাপি যাঁহারা সেই বিষ্ণুর সাম্যদর্শন করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের সম্বন্ধে দোষ (অপরাধ) উক্ত হইয়া থাকে।

নিখিল বিষ্ণু উপাসক ও প্রায়শঃ শিবাদি উপাসকগণের স্বভাব বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করিলেও, শিব হইতে শ্রীবিষ্ণুর উক্ত উৎকর্ষতা বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। মহানুভব শ্রীমদ্-রামচন্দ্র কবিরাজ-কৃত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—

প্রহ্লাদ-ধ্রুব-রাবণানুজ-বলি-ব্যাসাম্বরীষাদয়ো
বিষ্ণ্বুপাসনয়ৈব পদ্মজ-ভবাদীনাং প্রিয়া জজ্ঞিরে।
যেহন্যে রাবণ-বাণ-পৌণ্ড্রক-বৃকাঃ ক্রৌঞ্চান্ধকাদ্যা অমী
যদ্ভক্তা ন চ তৎ প্রিয়া ন চ হরেস্তস্মাজ্জগদ্বৈরিণঃ॥

শিবো ভবতু বৈষ্ণবঃ কিমজিতোহপি শৈবঃ স্বয়ম্
তথা সমতয়াস্তু বা বিধি-হরাদি মূর্ত্তিত্রয়ম্।
বিলোক্য ভব-বেধসোঃ কিমপি ভক্তবর্গক্রমং
প্রণম্য শিরসাপি তান্ বয়মুপেন্দ্রদাসান্ শ্রিতাঃ॥

উক্ত শ্লোকের পদ্যানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে[১] ;—

ধ্রুব, ব্যাস, প্রহ্লাদ আর বিভীষণ।
বলি, অম্বরীষ আদি হরিভক্তগণ॥
বিষ্ণু উপাসক,—কিন্তু ব্রহ্মা-শিব আদি।
সকলেই সুপ্রসন্ন ইঁহাদের প্রতি॥
কিন্তু দেখ, অন্য পক্ষে রাবণ নৃপতি।
বাণ, বৃক, পৌণ্ড্রক, ক্রৌঞ্চান্তক আদি॥
সকলেই শৈব, কিন্তু নহে শিব প্রিয়।
হরিও বিমুখ,—নহে সুপ্রসন্ন কেহ॥
বৈষ্ণব হউন শিব, কিম্বা শৈব হরি।
কিম্বা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিবে দেখ সম করি॥
সে সব বিচারে ভাই নাহি প্রয়োজন।
শুধু হরি হর ভক্তের দেখি আচরণ॥
প্রণমিয়া তাঁহাদের, লয়েছি শরণ।
উপেন্দ্র-দাস-বর্গের শীতল চরণ॥

অতএব ব্রহ্মা-রুদ্রাদি হইতেও সেই সাক্ষাৎ গুণাতীত ভগবদ্বস্তুই যে সর্বোৎকর্ষতারূপ অসমানোর্দ্ধ মহামহিমায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত তিনি ভিন্ন আর কাহারও বা কোন কিছুরই সমতা চিন্তা করা যাইতে পারে না,— ইহাই সর্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তুর উক্ত বৈশিষ্ট্যই শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত প্রকারে পরিগীত হইয়াছে ;—

অথাপি যৎপাদনখাবসৃষ্টং
জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ।

১ 'গ্রন্থকার' ও শ্রীকিশোররায় গোস্বামি-কৃত "পথের গান ও লালসা মুকুল" নামক কাব্যগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎ পদার্থঃ ॥

—(১।১৮।২১)

অর্থ,— ব্রহ্মদত্ত অর্হণোদক যাঁহার চরণ-নখর দ্বারা বিসৃষ্ট হইয়া শিবের সহিত সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিতেছেন, সেই মুকুন্দ হইতে আর ভগবৎ-পদার্থ কি আছে ?

আবার তদেকাত্মরূপ বলিয়া শ্রীরাম-নৃসিংহাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপকে— শ্রীকৃষ্ণের (মূল বিষ্ণুর) সমান বলা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যখন সকল অবতারের অভিব্যক্তি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সত্তা অপর কাহা হইতেও নহে, তখন সেই কারণেও অবতার সকলের সহিত অবতারী শ্রীকৃষ্ণের সমতা চিন্তাও কর্তব্য নহে। তাই শ্রীচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

সব অবতারের কহি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে করিলা গণন ॥
তবে সূত গোঁসাই মনে পাইয়া বড় ভয়।
যার যাহা লক্ষণ, তাহা করিলা নিশ্চয় ॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, সর্ব্ব অবতংস ॥

—(১।২।৫৫-৫৭)

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥"

—(১।৩।২৮)

দৃষ্টান্ত— পূর্ণচন্দ্র ও তাহার কলা সকলের ন্যায় অবতার সকল শক্তিযুক্ত কৃষ্ণাংশ। জ্যোৎস্নার বিভিন্ন পর্যায়ে নানা আকার প্রকারের অভিব্যক্তির ন্যায়—দেবতা, জীব ও অপর সমস্তই কৃষ্ণযুক্ত অর্থাৎ তচ্ছক্ত্যংশ।

অতএব ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতা বা অপর কেহই শ্রীকৃষ্ণের সমান নহেন। সকলেই কৃষ্ণ হইতে প্রাদুর্ভূত। সুতরাং 'শ্রীহরি' অর্থাৎ আদ্যহরি—সর্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই সদা আরাধ্য হইলেও—তৎসম্বন্ধীয় বলিয়া অপর দেবতাদের কোনরূপ অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ —(পাদ্মে)

অর্থ,— সর্ব দেবতা ও ঈশ্বরগণের ঈশ্বর শ্রীহরি সর্বদা আরাধ্য, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্য দেবতা সকলের কখন অবজ্ঞা করিবে না।

হরিরেব শব্দে শ্রীহরিই অর্থাৎ আদ্যহরি—শ্রীকৃষ্ণ। (যথা— "আদ্যহরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইত্যেষা—" শ্রীধরঃ টীকা) সদা অর্থে নিত্য, সর্বদা, অবিরাম। আরাধ্য অর্থাৎ পূজ্য, উপাস্য। যেহেতু সর্বদেবেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মা-রুদ্রাদি সর্ব দেবতার দেবতা ও শ্রীনারায়ণাদি ঈশ্বর-(ভগবৎ-স্বরূপ) গণের পরমেশ্বর। যথা,—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥

—(শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।৭)

ইহার অর্থ,— সেই দেবকে আমরা ঈশ্বরদিগেরও পরম মহেশ্বর, দেবতা-দিগেরও পরম দেবতা, প্রভুদিগেরও প্রভু, শ্রেষ্ঠ হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ স্তবনীয় ভুবনেশ্বর বলিয়া জানি।

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই—নিখিল সৃষ্টির মূলে সর্বাদি কারণ (সর্ব-কারণকারণম্—ব্রহ্মসং)। শ্রীকৃষ্ণই—শ্রুত্যুক্ত—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। একই—দ্বিতীয়-রহিত তত্ত্ব। সুতরাং সর্ববীজ-স্বরূপ তিনি।

যেমন এক বীজ-স্বরূপ বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। বৃক্ষ হয় 'অঙ্গী' আর কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল—সমস্তই হয় তার 'অঙ্গ'।

'অঙ্গ' সকল এক অঙ্গীকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, অঙ্গী অঙ্গের আশ্রয়ে থাকে না ; সেইরূপ শাখা-পত্রাদি বৃক্ষকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, বৃক্ষ, শাখা-পত্রাদির আশ্রয়ে থাকে না ; তেমনি সমস্তই কৃষ্ণাশ্রয়ে থাকে ; কিন্তু কৃষ্ণ 'স্বয়ং-রূপ' বা 'স্বয়ংসিদ্ধ', কাহারও আশ্রয়ে থাকেন না। কৃষ্ণই সর্বাশ্রয়—সকলেই কৃষ্ণাশ্রিত। কৃষ্ণই সর্বকারণ—সকলেই কৃষ্ণের কার্য।

আবার বৃক্ষ হইতেই শাখা পত্রাদি উৎপন্ন কিন্তু শাখা-পল্লবাদি হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না ; এবং সেই শাখা-পল্লবাদি বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, বৃক্ষ হইতে যেমন 'ভিন্ন' বা পৃথক নহে, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে চিদচিদ্ নিখিল সৃষ্টির অভিব্যক্তি বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ হইতে দেবগণ বা অপর কোন কিছুই 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্র নহে। —কৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অপর কোন কিছুকে 'ভিন্ন' (স্বতন্ত্র) দর্শন করা 'অপরাধ'।

আবার বৃক্ষ হইতে তাহার শাখা-পল্লবাদি যেমন 'ভিন্ন' নহে, তেমনি শাখা-পল্লবাদি বৃক্ষের 'সমান'ও নহে। সুতরাং কৃষ্ণ হইতে যেমন দেবতাদি ভিন্ন নহেন, তেমনি কেহই সমানও নহেন। 'ভিন্ন' দর্শনে সমতা দর্শন সম্ভব হয়। সমতা দর্শনেও ভিন্ন দর্শন সম্ভব হয়। এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিব্যক্ত রুদ্রাদি দেবতা বা কোন কিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের সমান মনে করাও 'অপরাধ'।

আবার শ্রীকৃষ্ণই সদারাধ্য হওয়ায় অন্য দেবতাদির আরাধনার অবকাশ মাত্র থাকিতেছে না ; বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন শাখা-পল্লবাদিসহ সকল অঙ্গেরই প্রসন্নতা সাধিত হয়, তেমনি এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায়— সকল আরাধনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে ;—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

—(শ্রীভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থ,— যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, প্রশাখা ও পল্লব-পুষ্পাদি সকল পরিপুষ্ট হয়, আর কেবল প্রাণের উপহারে অর্থাৎ ভোজন দ্বারা যেমন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ এক শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা দ্বারাই সকল দেবতার অর্চনা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সকল দেবতার বিষ্ণুর সহিত সমতা সম্বন্ধে শেষ পূর্বপক্ষ ও তাহার সমাধান বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়টি সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

সকল দেবতার উপাসনার মধ্যে নিম্নোক্ত পঞ্চ দেবতার উপাসনারই প্রাধান্য থাকায়, বেদে 'পঞ্চসূক্ত' রূপে পঞ্চ প্রধান উপাসক সম্প্রদায় ও তদুপাসনা বিহিত হইয়াছে ; যথা,—

১। "শিবসূক্ত"— শিবের উপাসনা, শৈব সম্প্রদায়ের জন্য।

২। "দেবীসূক্ত"— শক্তির উপাসনা, শাক্ত সম্প্রদায়ের জন্য।

৩। "বিনায়কসূক্ত"—গণেশের উপাসনা, গাণপত্য সম্প্রদায়ের জন্য।

৪। "সূর্য্যসূক্ত"— সূর্য্যের উপাসনা, সৌর সম্প্রদায়ের জন্য।

৫। "পুরুষসূক্ত"— বিষ্ণুর উপাসনা, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য।

ইহা হইতে উক্ত পঞ্চ সম্প্রদায়ের পৃথক ভাবে 'ভিন্ন' পঞ্চ-উপাসনার ব্যবস্থাই মনে হইতে পারে। কিন্তু একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, পৃথক ভাবে প্রথমে উপাসনা ও উপাসক চতুষ্টয়ের যথাযথ নামোল্লেখ করা হইয়াছে ; সেই রীতি অনুসারে পঞ্চমটির, "বিষ্ণুসূক্ত" নাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু, বিষ্ণুই সর্বব্যাপক ও সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা বলিয়া, তাহাই বুঝাইবার জন্য, উহা 'বিষ্ণুসূক্ত' না বলিয়া 'পুরুষসূক্ত' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু 'পুরুষ' অর্থে— 'পুরীতে' বা 'পুর্ষু'শেতে ইতি 'পুরুষঃ। অর্থাৎ যিনি সর্ব জীবের দেহরূপ পুরমধ্যে শয়ন করিয়া আছেন বা বিদ্যমান থাকেন— তিনিই পুরুষ। এই পুরুষ 'জীবাত্মা' ও 'পরমাত্মা' ভেদে দ্বিবিধ।

পরমাত্মাই আশ্রয় ও শক্তিমান, জীবাত্মা তাঁহার আশ্রিত—তটস্থা শক্তি। সুতরাং এই পুরুষসূক্তের 'পুরুষ' হইতেছেন পরমাত্মা। পুরুষোত্তম— শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন— সাক্ষাৎ বা মূল পরমাত্মা। যথা,—

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥

—(গীতা ১৫।১৬-১৮)

অর্থ— এই পৃথিবীতে ক্ষর ও অক্ষর নামে দুই ভাবের পুরুষ আছেন। তাহার মধ্যে সকল প্রাণীর মধ্যে যিনি অবস্থিত সেই জীবাত্মা পুরুষ হইলেন 'ক্ষর'; আর অবিকারী ও মুক্ত অবস্থায় আছেন অক্ষর পুরুষ—ব্রহ্ম॥১৬॥

এই ক্ষর ও অক্ষর হইতে ভিন্ন অপর এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ আছেন; তিনিই পরমাত্মা। তিনি ত্রিলোকে থাকিয়া সমস্ত ভূতগণকে ধারণ ও পালন করিতেছেন॥১৭॥

ক্ষর, অক্ষর ও পরমাত্মা পুরুষ অপেক্ষা আমি (শ্রীকৃষ্ণ) শ্রেষ্ঠ; তাই বিশ্বে ও বেদে আমিই পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত আছি॥১৮॥

তাহা হইলে পঞ্চম সূক্তকে 'পুরুষসূক্ত' নামে উল্লেখ করায় ইহার সহিত অপর চারিটি সূক্ত যে সংশ্লিষ্ট— কেহই এই পঞ্চমের সম্বন্ধ-শূন্য নহেন, ইহাই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ যে পুরুষ সর্বভূতের অন্তর্যামী, তিনি শিব, দেবীদুর্গা, গণেশ ও সূর্য— সকল উপাস্যেরই অন্তর্যামীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া, তাঁহাদিগকে প্রেরণা দিতেছেন এবং তাঁহাদিগের আত্মার আশ্রয় বা সংরক্ষকও তিনি।

অতএব উক্ত পুরুষ বা বিষ্ণু সর্বান্তর্যামী ও সর্বব্যাপক বলিয়া

অপর সকল উপাস্য, উপাসনা ও উপাসকের অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান থাকিয়া সেই সেই উপাসনার সিদ্ধিদান করিতেছেন। সুতরাং বৈষ্ণব-গণের 'বিষ্ণু' উপাসনা— ইহাই পরিপূর্ণ উপাসনা ; অন্য উপাসনা তদংশ বিশেষ। এই পুরুষই হইতেছেন সর্বমূল পুরুষ বা পুরুষোত্তম— শ্রীকৃষ্ণ। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বা সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি কোন দেবতাই 'ভিন্ন' নহেন—ইহাই বুঝা যাইতেছে।

সারকথা,— সদারাধ্য বলিয়া কৃষ্ণে সাপেক্ষ এবং অন্য দেবতায় নিরপেক্ষ হইতে হইলেও, অন্য দেবতায় উপেক্ষা বা অনাদর অবজ্ঞাদি নিষিদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে— তুলসী বৃক্ষ-জাত পত্রই অর্চনে প্রয়োজনীয় হইলেও যেমন শাখাদি কোন অঙ্গই অনাদরণীয় নহে ; বরং অবজ্ঞাত হইলে উহা দ্বারা পত্রাদি সহ সমস্ত তুলসী বৃক্ষেরই অনাদর বা অবজ্ঞা হয়, তেমনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিখিল দেবতা প্রাদুর্ভূত বলিয়া কোন দেবতার অবজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণেরই অবজ্ঞা করা হয়। দেবতার অবজ্ঞাদি দূরের কথা, কৃষ্ণ সম্বন্ধে— কৃষ্ণ-ভক্তজনের নিকট, অশ্ব, গো, গর্দভ, চণ্ডালাদিও দণ্ডবৎ প্রণম্য ; যথা,— "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্ব-চণ্ডালগোখরম্ ॥" —(ভাঃ ১১।২৯।৮)। মূল দেবতাগণ গোলোকে সকলেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি ॥" —গোলোকেই সকলের মূল সমাবেশ। প্রাকৃত স্বর্গাদি লোকের দেবতা সকল ভক্ত মূল দেবতাদিগের "অংশ— আবেশাদি"। প্রাকৃত দেবতারা মায়িক গুণ-মুগ্ধ হইয়া (জীবের ন্যায়) সকল সময়ে কৃষ্ণস্মৃতি না থাকিলেও (যেমন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণাদির কৃষ্ণ মহিমার বিস্মরণ হয়) মূল দেবতাগণ সর্বভাবে শ্রীকৃষ্ণদাস-দাসী-ভাব যুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত। সুতরাং তৎ সম্বন্ধে সকল দেবতাকে 'ভক্ত' জ্ঞানে সম্মান দান কৃষ্ণভক্তিরই পরিচায়ক ও সাধক হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে শিব আবার পরম বৈষ্ণব। দৃষ্টান্ত ;— ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণোক্ত গোলোকে শ্রীশিবের আচরণ। শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্ভূত সকল

দেবগণকে তৎ তৎ শক্তির সহিত সংযোগ বা বিবাহ উদ্দেশ্যে— উমা-দেবীকে শিবের সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিলে, উহা দ্বারা সংসার বন্ধন হইবে ও শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি হইবে—এই আশঙ্কায় (জীব শিক্ষার্থ) শিব, শ্রীহরির চরণার্চন ব্যতীত বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই। ইহাতে শিবের পরম ভক্তত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ শিবের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া— কোটি কোটি কল্পাবসানে— গৌরীর সহিত শিবের বিবাহ নির্দেশ করেন। তাই বলা হইয়াছে ;— "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ॥"

যিনি নিজ শিরোপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-জল-রূপ গঙ্গাকে ধারণ করিয়া শিবত্বের পরিচয় দিতেছেন, সেই শিবতুল্য ভক্ত আর কে-ই বা আছেন ?— যথা—

যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন,
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ॥

—(শ্রীভাঃ ৩।২৮।২২)

অর্থ,—যে শ্রীচরণপ্রক্ষালন বারি হইতে নিঃসৃতা গঙ্গার সংসার-তাপহারী পবিত্র সলিল শিরোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

পুনরায় "হরিহর একাত্মা" বলিবার উদ্দেশ্য, ভগবান ও ভক্ত-হৃদয়ের অভিন্নতার জন্যই। যথা,—

শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুর্বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।
যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ঃ শিবঃ॥

—(সিদ্ধান্তরত্নোদ্ধৃত- ভারতবাক্য)

অর্থ,— শিবের হৃদয় বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর হৃদয় শিব। বিষ্ণু যেমন শিবময়, শিবও তেমনি বিষ্ণুময়।

উপরোক্ত বাক্যের তাৎপর্য ভক্ত ও ভগবানে ভক্তি সম্বন্ধেই একাত্মতা, স্বরূপতঃ নহে।

উভয় বীণার তারে তারে মিলিয়া গিয়া যেমন একসুরে ঐক্যতানের

প্রকাশ হয়— সেইরূপ ভক্ত-হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের তার একতানতা প্রাপ্ত হইয়া উভয় হৃদয়েই যে একসুরের ধ্বনি জাগিয়া উঠে —একথা তিনি নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন ;—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
—(শ্রীভাঃ ৯।৪।৬৮)

অর্থাৎ,— সাধুই আমার হৃদয় এবং আমি সাধুর হৃদয়। আমাকে ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছুই জানেন না এবং তাঁহাদের ছাড়াও আমি অণুমাত্র অপর কিছু জানি না।

ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ে হৃদয়ে এইরূপে একতা হইয়া যাওয়ায়, উভয়ের হৃদয়ের সুরের ঐক্যতানের মধ্যেই উভয় হৃদয়ের একাভিপ্রায়তা সাধিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধ মথিত পূর্বক নবনীত উদ্ধারের ন্যায় পূর্বোক্ত আলোচনার সারমর্ম এই যে,—শ্রীবিষ্ণু বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু-'শ্রীকৃষ্ণ' হইতে, শিবাদি কোন দেবতাই ভিন্ন নহেন এবং সমানও না হওয়ায়, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণাপেক্ষী অর্থাৎ তাঁহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। এই হেতু সকল উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠানের সহিত শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরি-সম্বন্ধ যুক্ত রাখা প্রয়োজন। মানুষের সামাজিক জীবনের অনুষ্ঠানাদির সহিত এমন ভাবে এই নীতি বিজড়িত রাখা হইয়াছে, যাহাতে বেদাদি সর্বশাস্ত্র আলোচনা না করিয়াও ইহা সহজে বুঝিয়া লওয়া যায়। —তবে দেবোপাসনাদি বিষয়ে পুরোহিতগণ কালপ্রভাবে যদি শাস্ত্রোক্ত বিধি সর্বদা পালন না করেন, তাহার জন্য শাস্ত্র দায়ী নহেন। উহা 'নামাপরাধ' ঘটাইবার জন্য কলি-প্রভাবই বুঝিতে হইবে।

কোন ধর্মানুষ্ঠান বা ব্রত-পূজাদির প্রারম্ভে আচমন করা বিশেষ কর্তব্য। তৎকালে 'শ্রীবিষ্ণু' নাম ব্যতীত, অন্য কোন দেবতাদির নাম গ্রহণীয় হয় না। ইহা হইতে (শাস্ত্র না দেখিয়াও) লোকে জানিতে

পারে,— 'বিষ্ণু' হইতে সেই উপাসনা বা অনুষ্ঠান ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহে। ভিন্ন হইলে আচমনে 'বিষ্ণু'-নাম গ্রহণের ব্যবস্থা থাকিত না।

স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়, সকল দেবতার উপাসনায় নিম্নোক্ত বিধি অবলম্বিত হইয়া থাকে। যাহা হইতে স্বতঃই বুঝিতে পারা যায়, শ্রীহরি বা আদ্যহরি শ্রীকৃষ্ণ হইতে, কোন দেবতাই যেমন ভিন্ন নহেন, তেমনি সমানও নহেন। যথা,—

(১) অন্য উপাসনা বা শুভানুষ্ঠানের আরম্ভে,—

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্ব-কর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

এই মন্ত্রে নমস্কার পূর্বক শুভকার্যারম্ভ হইলে, তাহা যে নারায়ণ বা শ্রীহরি হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্রভাবে অনুষ্ঠিত হইতে শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, তাহা বুঝা যায়।

(২) সর্ব উপাসনা ও শুভানুষ্ঠানের সমাপনে ;—

প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণীতে প্রীণীতং জগৎ॥

—এই মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়। ইহা হইতেও উক্ত উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। বিস্তারিত শাস্ত্রালোচনার প্রয়োজন হয় না।

(৩) ছিদ্রতা বা ন্যূনতা সম্পূরণে,—

যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং হরের্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥

—এই মন্ত্রই বিধেয়। ইহার দ্বারাও পূর্বোক্ত অভিপ্রায়ই সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়। শাস্ত্রাধ্যয়নের কোন আবশ্যক হয় না।

দোষবহুল কলির প্রভাব বশতঃ দেশ-কাল-পাত্র ও দ্রব্যাদি কিম্বা মন্ত্র-তন্ত্রাদিগত অশেষ ছিদ্রত্ব নিবন্ধন, কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপ-তীর্থ ও ব্রতাদি সাধন সকল কলিযুগে স্বতঃ ফলপ্রদ না হওয়ায়, তৎসহ শ্রীহরিনাম সংযুক্ত হইলে, সেই শ্রীনামেরই গৌণ ফলে ঐ সকল নির্দোষ বা নিশ্ছিদ্র

হইতে পারে ;— শাস্ত্রের এইরূপ নির্দেশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় ; যথা,—

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥

—(শ্রীভাঃ ৮।২৩।১৬)

অর্থাৎ, মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ, কাল, পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি ও অবৈধ দক্ষিণা প্রভৃতি দ্বারা যে ছিদ্র বা দোষ ঘটিয়া থাকে, (হে হরে !) তোমার নাম-কীর্তনে সে সমুদয়ই নিশ্ছিদ্র হয়।

স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

অর্থাৎ যাঁহার নাম স্মরণ ও কীর্তনে তপস্যা, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াদির ন্যূনতা সদ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে, আমি সেই অচ্যুতকে (কৃষ্ণকে) বন্দনা করি।

(৪) শালগ্রামরূপী নারায়ণ বা শ্রীহরিকে না স্থাপন করিলে কোন দেবতাই নমস্য হয়েন না— সেই পর্যন্ত। ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় শ্রীহরি হইতে অপর দেবতা সকল ভিন্ন নহেন বরং তদধীন।

(৫) সকল দেবতাই কৃষ্ণভক্ত বলিয়া— শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদ দ্বারা অন্য দেবতা ও পিতৃগণের অর্চন শাস্ত্র বিহিত। সুতরাং বিষ্ণুর নিবেদিতান্নে অন্য দেবতার অর্চনা শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া— ইহা হইতেও বিষ্ণু বা শ্রীহরি হইতে কেহই ভিন্ন নহেন (স্বতন্ত্র নহেন), তেমনি সমানও নহেন,—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

যেমন 'স্মৃতি' শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ —(পাদ্মে)

ইহার অর্থ,— শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত প্রসাদান্নের দ্বারা অপরাপর দেবতা-বৃন্দকে পূজা করা উচিত। তাহা হইলে অনন্তগুণ ফল লাভ হইবে।

'শ্রুতি'ও ইহারই প্রতিধ্বনি করিতেছেন; যথা—

এক এব নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা, নেমে দ্যাবাপৃথিব্যৌ। সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে পিতরঃ, সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নন্তি (হরিভুক্তান্ন আহার করেন)। বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাংসো (সুতরাং সুধীগণ) বিষ্ণ্বুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৩১১)

অর্থ— আদিতে একমাত্র নারায়ণ বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, দ্যাবা পৃথিবীও তৎকালে ছিল না। দেবগণ, পিতৃগণ ও সমুদয় মনুষ্য শ্রীহরির ভুক্তান্ন আহার করেন; তাঁহার আঘ্রাত দ্রব্য আঘ্রাণ করেন এবং তাঁহার পীত পানীয় পান করেন। সুতরাং সুধীগণ বিষ্ণু নিবেদিতান্ন মাত্রই আহার করিবেন।

শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত যজ্ঞের অগ্রভুক্; দেবতারা বিষ্ণুভুক্ত যজ্ঞের অংশভাগ-ভোক্তা। যথা,—

সর্গাদৌ কথিতো দেবৈরগ্রভুগ্ ভগবান্ হরিঃ।
যজ্ঞভাগভুজো দেবাস্ততস্তেন প্রকল্পিতাঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ।৯।৯।৯৬)

অর্থ— সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান হরিই অগ্রভুক্ বলিয়া দেবতাগণ বলিয়া থাকেন। এই জন্য তিনিও দেবতাগণকে যজ্ঞাংশভোক্তারূপে নির্দ্দেশ করেন।

এই কথাই পুনরায় গীতায়, ভগবান নিজ মুখেই প্রকাশ করিয়াছেন, যথা,— "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥" —আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু।[১]

---

১ সকল দেবতাদি হইতে শ্রীহরির পারম্য বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকার্থও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যথা,—

সুতরাং যজ্ঞের পূর্ণভোক্তা বিষ্ণুই হইতেছেন। দেবতারা তাঁহার পশ্চাতে অংশভাগ-গ্রাহী হওয়ায়— বিষ্ণুর প্রসাদ-ভোজী হইতেছেন। শ্রীভগবানের নিবেদিত প্রসাদ— 'মহাপ্রসাদ' হয়। উহা আবার ভক্তে নিবেদিত হইলে হয়— "মহা মহাপ্রসাদ"।

কিন্তু, কাল প্রভাবে উক্ত রীতি বা শাস্ত্রবিধান লুপ্ত হইয়া, দেবতা সকলকে বিষ্ণু বা সাক্ষাৎ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্রবোধে বিষ্ণু অনিবেদিত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা হইতেছে। এবং এই কল্পিত বিপর্যয় বশতঃ শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতাকে 'ভিন্ন' বা স্বতন্ত্র বোধে—'নামাপরাধ' সঞ্চারিত হইবার কারণ হইতেছে।

দেবতাদিগের দেবত্ব হইতে ভক্তত্বই প্রধান। গোলোকে সকল দেবতারই স্বরূপে নিত্য অবস্থিতি সম্বন্ধে পূর্বে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রমাণ-সহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহাদিগের অংশ-কলা-আবেশই হইতেছে প্রাকৃত স্বর্গাদিস্থিত দেবতাগণ। তাঁহারা আবার মায়া সংস্পৃষ্ট বলিয়া, তাঁহাদিগেরও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে মোহগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু গোলোকস্থ চিন্ময় দেবতারা সকলেই সর্বদা কৃষ্ণদাস্যভাবে আবিষ্ট। এইখানেই "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"— এই উক্তির পূর্ণ-সার্থকতা। ভক্তির পথে, উক্ত ভক্তভাবযুক্ত কৃষ্ণভক্ত দেবগণের নিকট 'কৃষ্ণভক্তি' প্রার্থনাই বিশেষ অনুকূল। যেমন গোপীগণের 'কাত্যায়নী-ব্রত' পালনের পর কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা।

দক্ষাদয়শ্চ পিতরো ভৃত্যা ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ।
অতস্তদ্ভুক্তশেষস্তু বিষ্ণোর্নৈব নিবেদয়েৎ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯।১০১)

অর্থ,—কি দক্ষ প্রভৃতি, কি পিতৃবর্গ, কি দেবেন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ, সকলেই শ্রীহরির কিঙ্কর; সুতরাং উঁহাদিগের ভুক্তাবশেষ কখনও শ্রীহরিকে নিবেদন করিতে নাই। —(শ্রীবিষ্ণুধর্মে)

এইরূপ আরও উদ্ধৃতি বাহুল্যভয়ে বর্জিত হইল।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্ ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি, তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

অর্থ,— (মহাদেব বলিতেছেন) সকল আরাধনার মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, আবার তাহা হইতেও তাঁহার ভক্তগণের আরাধনা শ্রেষ্ঠতর।

উপরোক্ত শিবোক্তি হইতে 'ভক্ত' বা বৈষ্ণবের আরাধনা 'বিষ্ণু' বা শ্রীহরির আরাধনা হইতেও, হরিভক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

সমষ্টিগতভাবে মনের দ্বারা উক্ত নির্গুণ ভক্ত-স্বরূপ দেবতাদিগের নিকট ভক্তিরূপ কৃপাশীর্বাদ কামনা করিয়া, সম্প্রদায়গত ভাবে ভক্তগণের একান্তভাবে নিজ নিজ আরাধনা কর্তব্য। কারণ ভক্ত পূজা—ভগবৎ-পূজা হইতেও বড়—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—"। (শ্রীভাঃ)[১] "অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং—" কিম্বা "আরাধনং মুকুন্দস্য —" ইত্যাদি, ভগবদ্ভক্ত বিষয়ক[২] শাস্ত্র বাক্য সকল দ্রষ্টব্য ; এই হেতু শুদ্ধ ভক্তগণ

---

১ "মৎপূজাতোঽপি মদ্ভক্তপূজা অভ্যধিকা" —ভগবৎ-পূজা ভগবৎ-সেবা অপেক্ষাও ভক্তপূজা বড়।

২ অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥
(টীকা—দাম্ভিকাঃ অর্থে ছলিনঃ—বিষ্ণুবঞ্চকা ইত্যর্থঃ।)

এবং

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেৎ আবশ্যকং যথা।
তথা তদীয় ভক্তানাং নো চেদ্ দোষোঽস্তি দুস্তরঃ। —(শ্রীরূপবাক্য।)

—ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তপূজা না করার অনর্থকারিতার বিষয় উক্ত হইয়াছে। যেমন—শ্রীগোবিন্দের অর্চনা করিয়া, যিনি তদীয় ভক্তগণের অর্চনা না করেন—তিনি ভক্তপদবাচ্য নহেন, তাঁহাকে দাম্ভিক বলিয়াই জানিতে হইবে। তাই শ্রীরূপপাদ বলিলেন—মুকুন্দের আরাধনা যেরূপ আবশ্যক তদ্রূপ তদীয় ভক্তগণের আরাধনাও আবশ্যক নতুবা বিস্তর দোষের সম্ভাবনা।

কর্তৃক 'বৈষ্ণব বন্দনা' নিজ নিজ ভজনের অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াই বিবেচিত।

(৬) সর্বশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে— বৈদিক বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুর তোষণ এবং শবানুগমনের সময় হরিনামের বিধান। শৈবাদি সকল উপাসকগণের ক্ষেত্রেই এই রীতি সমভাবে অনুসৃত হইতে দেখা যায়।

তাহা হইলে কেবল শাস্ত্র বিচার দ্বারা নহে, উহার সারমর্ম যাহা তাহাই, দেবোপাসনা ও শুভক্রিয়াদির আচরণ বা অনুষ্ঠানাদির সহিত এমনভাবে বিজড়িত করা হইয়াছে, যাহা যথাযথভাবে পালিত হইলে,— তদ্দৃষ্টে শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতাকে 'ভিন্ন' (অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা স্বয়ং-সিদ্ধ) বোধ করিবার সম্ভাবনা থাকে না।

———

॥ তৃতীয় নামাপরাধ ॥

"শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা"

শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞাদি—তৃতীয় নামাপরাধ। অবজ্ঞাদি কি প্রকারে হয়, তাহা বুঝিবার পূর্বে গুরুর মহিমা বা কার্য ও গুরুর স্বরূপ বিষয়ে অবগত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ, গুরু কী করেন? —ইহাই কার্য দ্বারা জ্ঞান বা তটস্থ লক্ষণ। গুরুর স্বরূপ কী? —ইহাই স্বরূপ লক্ষণ। এই উভয় লক্ষণে যথাক্রমে, গুরুর মহিমা বা শক্তিকার্য ও গুরুর স্বরূপ অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইবে।

জীবের অবিদ্যাদি কৃত অজ্ঞানতা নাশ করিয়া, জ্ঞান দানই হইতেছে— গুরুর কার্য বা মহিমা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

—(শ্রীগৌতমীয়-তন্ত্র—৭ম অধ্যায়।)

অর্থ,— অজ্ঞানতারূপ তিমিররোগে অন্ধজনকে জ্ঞানরূপ অঞ্জন ও শলাকা (শল্যাস্ত্র) প্রয়োগে যিনি দৃষ্টিশক্তি দান করেন,— সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার।

অজ্ঞানাদিরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবকে, অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক-স্বরূপ— জ্ঞান প্রদাতা যিনি— তিনিই গুরু। গুরু অর্থে,—

'গু'কারস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ 'রু'কার স্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥[১]

---

১ "চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত॥
—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—

উক্ত 'জ্ঞান' শব্দে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বুঝায় না ; এই 'জ্ঞান' অর্থে তত্ত্বজ্ঞান। এক অদ্বয়— জ্ঞানতত্ত্বের— ত্রিবিধ প্রকাশ। যথা,—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—(শ্রীভাঃ ১।২।১১)

অর্থাৎ,— তত্ত্ববিদগণ এক অখণ্ড-চৈতন্যবস্তু বা অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুকে 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। অদ্বয়জ্ঞানরূপ তত্ত্ব যখন নির্বিশেষরূপে প্রকাশ পান, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন ; অন্তর্যামিরূপে প্রকাশ পাইলে অষ্টাঙ্গ-যোগিগণ তাঁহাকে পরমাত্মা বলেন এবং সর্বশক্তি-সমন্বিত শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশ পাইলে ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবান বলেন। সুতরাং সেই তত্ত্ব-বিষয়ে জ্ঞান ত্রিবিধ হইতেছে ;— ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান ও ভগবজ্‌-জ্ঞান। উক্ত জ্ঞানশব্দে তিনটি জ্ঞানই নির্দেশ্য—কেবল ব্রহ্মজ্ঞানই নহে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন দুর্যোধনাদি কৌরবগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সকলেই কুরুবংশজাত বা কৌরব হইলেও, যুধিষ্ঠিরাদির যেমন মহত্ত্ব বা মহিমা বিশেষ থাকায় কৌরব হইয়াও তাঁহারা 'পাণ্ডব' নামে কীর্তিত হয়েন, তেমনি ভগবৎ জ্ঞান বা ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ হইয়াও, বিশেষ মহিমা বশতঃ 'ভক্তি' নামে খ্যাত হইয়া থাকেন— "ভক্তিরপি জ্ঞান-বিশেষো ভবতি।" —(সিদ্ধান্তরত্নে) অর্থাৎ ভক্তিও জ্ঞান বিশেষ হইতেছেন।

ভক্তির বিশেষ মহিমা এই যে,— কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন সকল ভক্তির সঙ্গলাভ ব্যতীত সিদ্ধ হয়েন না ; কিন্তু স্বয়ং-সিদ্ধা ভক্তি কর্ম-জ্ঞানাদি কাহারও সঙ্গ বা সাহায্য ব্যতীত নিজ আনুষঙ্গিক বা গৌণ মহিমায় কর্ম, জ্ঞান, যোগাদির পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া নিজ মুখ্য ফল শ্রীভগবানের চরণে প্রেমভক্তির উদয় করাইয়া থাকেন। এই হেতু 'ভগবজ্‌জ্ঞান' নামে প্রসিদ্ধা না হইয়া, 'হরিভক্তি' বা 'কৃষ্ণভক্তি' নামেই ভক্তি-মহাদেবী কীর্তিতা হয়েন। যথা,—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

অর্থ,— যজ্ঞাদি কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, দানধর্ম প্রভৃতি ও অপরাপর শ্রেয়োসাধন দ্বারা যাহা কিছু ফল লভ্য হয়, আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা না থাকিলেও, যদি ভজনের আনুকুল্যের নিমিত্ত কখন কিঞ্চিন্মাত্রও ইচ্ছা করেন,—স্বর্গ, মোক্ষ এমন কি আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম পর্যন্ত তৎসমুদয়ই আমার ভক্তিযোগ দ্বারা মদ্ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

অতএব উক্ত 'জ্ঞানদাতা গুরু'— অর্থে জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত— এই ত্রিবিধ গুরু কর্তৃক যথাক্রমে জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি প্রদানের কথাই বুঝা যাইতেছে।

শুদ্ধাভক্তির আলোচনায়—জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির আলোচনা সমীচীন হয় না, ইহা স্বয়ং শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন,—

"ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥"

জ্ঞান, যোগ ও বৈরাগ্যাদির সাধন— শুদ্ধাভক্তির পক্ষে শ্রেয়স্কর হয় না। এই হেতু জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি গুরুর কথা সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া, অতঃপর কেবল ভক্তিপথ-প্রদর্শক ভক্ত-গুরুর প্রসঙ্গই আলোচিত হইবে।

এক শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণই সর্বজ্ঞ, তিনি ত্রিকালের সমস্তই অবগত আছেন। অপর কেহই তাঁহাকে পূর্ণরূপে অবগত নহেন ;—

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥

—(গীতা ৭।২৬)

অর্থ,— হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতের স্থাবর জঙ্গম সমুদয়কেই জানি ; কিন্তু কেহই আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানে না।

অতএব তৎপ্রাপ্তির সাধ্য সাধন বিষয়ের পূর্ণ জ্ঞান, তিনি ছাড়া অপর কেহই দিতে সক্ষম নহেন। সুতরাং,— এক শ্রীকৃষ্ণই তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রদাতা সমষ্টি 'শ্রীগুরুতত্ত্ব'-রূপে সতত বিদ্যমান থাকিয়া, ব্যষ্টিজীবের অজ্ঞানাদি নাশ করিবার নিমিত্ত ভগবজ্জ্ঞান বা তদ্বিষয়া শুদ্ধাভক্তি প্রদানের জন্য ব্যষ্টিগুরুরূপে বিভিন্ন ভক্তাধারে অধিষ্ঠিত হইয়া, ব্যষ্টিজীবের সংসারোদ্ধার করিয়া স্বচরণে স্থান দিয়া থাকেন। অতএব, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কেহই স্বয়ং গুরুতত্ত্ব নহেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,— যেমন এক সৌরমণ্ডলস্থ অখণ্ড বা সমষ্টি কিরণপুঞ্জ হইতে আংশিক কিরণচ্ছটা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া জাগতিক গৃহে গৃহে প্রকাশ পাইয়া, আলোক ও শর্ম্ম (মঙ্গল) প্রদান করেন, তেমনি এক অখণ্ড বা সমষ্টি-গুরুতত্ত্বরূপ শ্রীভগবান— শ্রীকৃষ্ণ পৃথক পৃথক ভক্তাধারে অবতীর্ণ হইয়া, ব্যষ্টিজীব বা পৃথক পৃথক সাধকরূপ শিষ্যের সংসারোদ্ধার করিয়া থাকেন— ব্যষ্টি-গুরুরূপে।

সুতরাং সকল গৃহের আলোকই যেমন সৌরমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত এক অখণ্ড আলোকেরই আংশিক প্রকাশ, তেমনি সকল শিষ্যের সকল ব্যষ্টিগুরুই এক অখণ্ড সমষ্টি-গুরুতত্ত্বের প্রয়োজনানুরূপ আংশিক প্রকাশ। তাই বলা হইয়াছে, যথা ;—

অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অর্থাৎ— যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে নির্বিশেষ ও অব্যক্তভাবে চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সেই তাঁহাকে সবিশেষ ও সমূর্তরূপে তদীয় শ্রীচরণযুগল যিনি দর্শন করাইয়া থাকেন, সেই শ্রীগুরুদেবকে নমস্কার।

এক শ্রীকৃষ্ণই যেমন—নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব, এক শ্রীকৃষ্ণই যেমন

অন্তর্যামী পরমাত্মতত্ত্ব, এক শ্রীকৃষ্ণই যেমন সবিশেষ শ্রীভগবত্তত্ত্ব—তেমনি এক সেই শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন সমষ্টি-গুরুতত্ত্ব।

আর, শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টি-গুরুতত্ত্ব বলিয়া, তাই তাঁহাকে 'জগৎ-গুরু' নামেও শাস্ত্রে কীর্তিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

"গোপীরতো রুরুনখধারী হারী জগদ্গুরুঃ।"

—(গোপাল-সহস্রনাম, ৯৯)

শ্রীমহাভারতের শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীকৃষ্ণই "গুরুর্গুরুতমঃ।" (৩৬); কিম্বা,—"চিন্তামণির্গুরুশ্রেষ্ঠো মাতা হিততমঃ পিতা।"

—শ্রীপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পার্বতীমহাদেব-সংবাদের অন্তর্গত শ্রীশ্রীবৃহদ্বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে (৩৬) শ্রীবাসুদেব 'গুরুশ্রেষ্ঠ' নামে উপরোক্ত শ্লোকে স্তুত হইয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বহুস্থানে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'পরমগুরু', 'গুরু' ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছেন। যথা,—

কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুম্
ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্। —ইত্যাদি

—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৪৩)

অর্থাৎ,—কলিকালে (নামাপরাধ বশতঃ) লোকে ত্রিলোকেশ্বরগণের বন্দিত শ্রীচরণকমল, জগতের পরমগুরু, শ্রীভগবানকে নামসংকীর্তনের দ্বারা আরাধনা করিবে না।

শ্রীমধ্বাচার্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্যধৃত (১০।২৯।১৫) শ্রীবরাহপুরাণবাক্যে—তিনিই আবার মূলগুরু রূপে পরিকীর্তিত হইয়াছেন, যথা,—

গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
মূলভূতো গুরুঃ সর্ব্বজনানাং পুরুষোত্তমঃ॥

অর্থাৎ,—শ্রীবিষ্ণু শ্রীব্রহ্মার গুরু এবং দেবতাগণের গুরুর গুরু। অতএব পুরুষোত্তম বিষ্ণুই সকলের মূল-গুরু-স্বরূপ।

শ্রীগীতাতেও তিনি যে 'গুরুরূপে গরীয়ান্' তাহা বলা হইয়াছে, যথা,—"পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।"

—(গীতা ১১।৪৩)

শ্রীভগবান যেমন জগতের সমষ্টি-পিতা হইয়াও ব্যষ্টিপিতারূপে ব্যষ্টিসন্তান পালন করেন, তেমনি গুরু হইতেও গুরু অর্থাৎ সমষ্টি-গুরু হইয়াও—ব্যষ্টিজীবরূপ শিষ্যকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন—ব্যষ্টি-গুরুরূপে।

তাই, শ্রীচৈতন্যকে জগদ্গুরুরূপে চিনিয়া, ঈশ্বরপুরীপাদ বলিয়াছেন,—

তুমি সে জগৎগুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥
তভু তুমি লোকশিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবা আমারে গুরু, হেন লয় মনে॥'

—(শ্রীচৈঃ ভাঃ ২।২৬)

অতঃপর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত,—

ঘটে দেবতাদের আবির্ভাবের ন্যায়, ভক্তাধারেও শ্রীভগবানের ব্যষ্টিগুরুরূপে আবির্ভাব সূচিত হয় বলিয়া জানা আবশ্যক। দেবাবির্ভাব বশতঃ উপাসকের নিকট ঘট ও দেবতার পৃথক পৃথক সত্তা অনুভূত না হইয়া—উভয়ে এক রূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঘটের ঘট-জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। তেমনি প্রতি শিষ্যের নিকট ভক্তাধারে ব্যষ্টিগুরুরূপে শ্রীভগবান—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেও এবং শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব—শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশরূপে বিবেচিত হইলেও, সেই ব্যষ্টিগুরু নিজেকে—ভক্তরূপেই বোধ করিবেন—ভগবানরূপে নয়। —তিনি আবার তদীয় গুরুকে শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান রূপেই জানিবেন। ভক্তাধারে গুরুরূপে প্রকট ব্যষ্টিগুরু, কেবল শিষ্যের উদ্ধারার্থ শিষ্যের নিকটই ভগবৎরূপে গ্রাহ্য হয়েন ; কিন্তু অন্যের

নিকট কেবল ভক্তরূপে দৃষ্ট হয়েন ; ভগবানরূপে নহেন।

কিন্তু—সমষ্টি-গুরুতত্ত্ব বা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—কী শিষ্য, কী গুরু, কী পরম, পরাৎপর ও পরমেষ্ঠি গুরু ও সর্ব ভক্তজনেরই নিকট ভগবান বলিয়া সর্বদাই বিবেচিত হইয়া থাকেন—ইহাই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের ও ব্যষ্টিগুরু-রূপে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের উপলব্ধির পার্থক্য। এই হেতু শিষ্য গুরুচরণে তুলসী প্রভৃতি ভগবৎ-সেব্য পদার্থ নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিলেও, গুরু তাহা গ্রহণ না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত প্রসাদাদিই মাত্র গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়েন—নিজে ভক্তভাবে। তাই শ্রীচরিতামৃতের উক্তি,—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ —(১।১।২৬)

ইহার তাৎপর্য এই যে,— যদিও শ্রীগুরুদেব নিজেকে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দাস বলিয়াই অনুভব করেন, তথাপি শিষ্য তাঁহাকে— শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ-বিশেষ বলিয়া জানিবেন। তাই গুরু-গোবিন্দে সমভাবেই ভক্তি করিতে শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে, যথা,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

—(শ্বেতাশ্বঃ ৬।২৩)

অর্থাৎ,— যাঁহার শ্রীহরিতে উত্তমা ভক্তি আছে, আবার শ্রীহরিতে যেরূপ শ্রীগুরুদেবের প্রতিও সেইরূপ পরাভক্তি বিদ্যমান, সেই মহাত্মার নিকটই শ্রুত্যুক্ত রহস্য সকল প্রকাশিত হয়।

কিম্বা—

ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরি॥

—(পাদ্মে। উত্তর। ৮৯ অধ্যায়)

অর্থ,— আমার শ্রীহরিতে যেরূপ ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবেও যদি তাদৃশ নিষ্ঠা থাকে, তবে সেই সত্যের বলে— হে শ্রীহরি, আমাকে দর্শন দান করুন।

অতএব, দীক্ষাগুরুতে ও শ্রীকৃষ্ণে অভিন্ন-তত্ত্ব না হইলে, শাস্ত্র উভয় স্থলে সমভক্তি করিবার উপদেশ কখনই দিতেন না।

অতএব ঘটে দেবতার অধিষ্ঠানের ন্যায় যে ভক্তাধারে গুরুতত্ত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হইয়া, শিষ্যকে তদ্বিষয়ে 'দিব্যজ্ঞান' বা 'দীক্ষা' প্রদান করেন, সেই অধিষ্ঠান বা ভক্তরূপ শ্রীগুরুদেব ও অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্যের নিকট তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হওয়ায়, শিষ্য কর্তৃক দীক্ষাগুরুকে 'সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ' হইতে ভিন্ন বোধ হয় না। কিন্তু ঘটাদি অধিষ্ঠানের পক্ষে যেমন নিজেকে কখন অধিষ্ঠাতা বোধ হয় না, সেইরূপ গুরুদেব নিজেকে কৃষ্ণ-দাসাভিমান ব্যতীত কখনও কৃষ্ণ বলিয়া বোধ করেন না। এ বিষয়ে পূর্বে উক্ত হইয়াছে।

গুরুদেব নিজেকে কৃষ্ণদাস ভিন্ন 'কৃষ্ণ' বলিয়া না জানিলেও, তদধিষ্ঠিত কৃষ্ণ কর্তৃক গুরু-ভক্তিমান শিষ্যের প্রয়োজন ও দর্শনাদি অলৌকিক অনুভূতি সকল অচিন্ত্যভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আধার-রূপ ভক্ত গুরুদেব, তাহার বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারেন না। কিন্তু শিষ্যের নিকট আধার ও আধেয় তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হওয়ায়, শিষ্য মনে করেন আধাররূপ গুরু হইতেই সমস্ত কল্যাণাদি প্রাপ্ত হইতেছি।

গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত উক্ত অলৌকিক বিষয় সম্বন্ধে, শিষ্য অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া তদীয় গুরুদেবকে নিজের ন্যায় অপর ব্যক্তি দ্বারাও 'কৃষ্ণবোধে' উপাসনা করাইতে কখনও সচেষ্ট হইবেন না। কারণ পৃথক পৃথক নিজ গুরু শিষ্যের মধ্যেই ভক্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধের প্রকাশ। অন্য শিষ্যের পক্ষে অন্যের গুরুকে কেবল ভক্ত জ্ঞান করা ব্যতীত কখনও শ্রীভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করা কর্তব্য নহে। এই হেতু— "গোপয়েদ্

গুরুমাত্মনঃ"।[১] —অর্থাৎ নিজ নিজ গুরুতে পরিদৃষ্ট অলৌকিকত্ব ও বৈভবাদি অন্যের নিকট প্রকাশ না করিয়া গোপন রাখিবারই নির্দেশ। নিজ গুরুকে অন্যের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিয়া, তাঁহাকে কৃষ্ণ-বুদ্ধি করিয়া ভজন করিবার জন্য কাহাকেও প্ররোচিত করাও অপরাধ। এই হেতু সকল শিষ্যের নিকট, নিজ নিজ গুরু ব্যতীত, অন্যের গুরুকে ভক্ততত্ত্বরূপেই দেখা কর্তব্য। আর ভক্ত মাত্রেই জীবতত্ত্ব। জীবে বিষ্ণু-বুদ্ধি করা ইহা গুরুতর অপরাধ। যথা,—

জীবে বিষ্ণু-বুদ্ধি করে, যেই নারায়ণ সম—
ব্রহ্মারুদ্রে মানে, তার পাষণ্ডে গণন॥

(শ্রীচৈঃ চঃ।২।২৫।৬৬)

অতএব প্রত্যেক শিষ্য নিজ নিজ গুরুকেই ভক্তাধারে শ্রীভগবান—শ্রীকৃষ্ণ ও তদবস্থায় উভয়ে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত বিবেচনায়— শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন-জ্ঞানে সৎ শিষ্য সৎ গুরুকে সন্দর্শন করিবেন। তদ্রূপ শ্রীগুরু, ভক্তিমান শিষ্যের সমীপেই অনুভূত হইবেন, নিম্নোক্তরূপে ;—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুর্রুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৫২-ধৃত শাস্ত্রবাক্য।)

অর্থ— গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই হইতেছেন মহাদেব। এই গুরুই হইলেন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ; অতএব সর্বদা শ্রীগুরুকে আরাধনা করিবে।

সেইরূপ কেবল ভক্তিমান শিষ্যের পক্ষেই অনুভূত হইবে যে,—

---

১ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস।২।১৪৭-ধৃত উক্ত বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্যই উপরে উল্লিখিত হইয়াছে। নতুবা "নিজ গুরুকে গোপন করিবে"—ইহার অর্থ এই নহে যে নিজ শ্রীগুরুদেবের নাম-ধাম পরিচয়াদি প্রকাশ করিবে না। শ্রীরূপ-সনাতনাদি পূর্বাপর গোস্বামিপাদগণ সকলেই নিজ নিজ মন্ত্রগুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

—(ভক্তিসন্দর্ভ)

অর্থ,— শ্রীহরি রুষ্ট হইলে শ্রীগুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেব রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব-প্রযত্নে শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিতে সচেষ্ট হইবে।

সেইরূপ গুরু-ভক্তিমান শিষ্যের কাছেই তদবস্থায় শ্রীগুরুদত্ত মন্ত্র, শ্রীগুরু ও মন্ত্রের দেবতা শ্রীহরি—এই তিনে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া গিয়া—শিষ্যের নিকট এক মূর্তিমান শ্রীগুরুরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন; যথা,—

যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্মৃতঃ।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৫৩)

অর্থ,— যিনি মন্ত্র তিনিই গুরু, আর যিনি গুরু তিনিই শ্রীহরি। সেই শ্রীগুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, স্বয়ং শ্রীহরিই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন।

শ্রীগুরুতত্ত্বের উক্ত প্রকার উপলব্ধমান শিষ্যের নিকট তদবস্থায়, সর্বগুণাকর বোধ ভিন্ন— শ্রীগুরুদেবে দোষ থাকিলেও, সৎ শিষ্যের পূত দৃষ্টির সমক্ষে, তাহার কিছুমাত্র দৃষ্ট হইবে না। যেমন মৃত্তিকা বা স্বর্ণ-ঘটে অধিষ্ঠিত দেবতার দর্শনে— মৃৎ-স্বর্ণাদি পৃথক বোধ থাকে না।

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব জনার্দ্দনঃ।
মার্গস্থো বাপ্যমার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ৪।৩৫৯)

অর্থ,—বিদ্যাহীনই হউন বা বিদ্বান্‌ই হউন, গুরুদেবই শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ। তিনি সুপথেই থাকুন আর বিপথগামীই হউন, গুরুই সর্বদা একমাত্র গতি।

এই পর্যন্ত দীক্ষাগুরুর তত্ত্ব ও মহিমার কথা শেষ করিয়া, অতঃপর শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শিক্ষা গুরুকেতো জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ— এই দুইরূপ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।২৮)

অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইতে দেখিতে পাই যে,—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোঽপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥

—(১১।২৯।৬)

অর্থ,— হে ঈশ, তুমি বাহিরে আচার্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামী রূপে শরীরিদিগের অশুভ অর্থাৎ ত্বদীয় ভক্তির প্রতিকূল বিষয়বাসনা নাশ করিয়া স্বীয় গতি প্রদান কর। অতএব তোমাতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ভক্তিরূপ পরমানন্দে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন কবিগণ, কল্পান্তকাল ত্বদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তোমার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া কিছুতেই আর ঋণমুক্ত হইতে পারেন না।

পূর্বে দীক্ষাগুরুকে 'কৃষ্ণরূপ' বলা হইয়াছে ; যথা,—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।"

এখন শিক্ষাগুরুকে— "কৃষ্ণ-স্বরূপ" বলা হইতেছে।

'রূপ' বলিতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায় ;—যেমন 'স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব'। স্বরূপ বলিতে, প্রায় কৃষ্ণসম ; অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি। এইজন্য পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে—ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার ইত্যাদি ক্রমে উক্ত হইয়াছে।[১]

সুতরাং স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ হইতে প্রায় তৎসম ('প্রায়' অর্থে কিঞ্চিৎ

---

১ পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥
(শ্রীস্বরূপগোস্বামীকড়চায়াম্—)

ন্যূন প্রকাশ যাহাদের) অর্থাৎ বাসুদেবাদি বিলাসমূর্ত্তি সকলকে—
'কৃষ্ণ-স্বরূপ' বলা হয়;—

"স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥"

—(লঘুভাগবতামৃতে)

[টীকা,— বিলাসতঃ—লীলাবিশেষাৎ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা—প্রায়েণেতি—কশ্চিদ্ গুণৈরূণমিত্যর্থঃ।

—(বলদেব)]

অর্থ,— স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের যে স্বরূপটি লীলা সৌকর্যের জন্য অন্য আকারে প্রকাশিত হয় কিন্তু শক্তিতে প্রায় আত্ম সদৃশই থাকে তাহাকে বিলাস বলা হয়।

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু, অন্তর্যামীরূপে শিখায় আপনে॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৩০)

এস্থলে 'গুরু' শব্দে শিক্ষাগুরুকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। যেহেতু শিক্ষার কথাই এই পয়ারের অভিপ্রায়, যথা— "শিখায় আপনে।" তাছাড়া অন্তর্যামী রূপ শিক্ষাগুরুর কথাও বলা হইয়াছে। পরবর্তী পয়ারে ইহা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে। যথা,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি, তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হন কৃষ্ণ— মহান্ত স্বরূপে॥

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, অন্তর্যামী গুরুর সহিত বাহ্যতঃ সাক্ষাৎকার হয় না; তিনি অন্তরে থাকিয়া কেবল প্রেরণা দ্বারাই জীবকে শিক্ষা দেন। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধে "মহান্ত-স্বরূপে" অর্থাৎ সাধু-সজ্জন বা ভক্তগণ দ্বারা শিক্ষা দিয়া থাকেন—উহা প্রকারান্তরে—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই।

এখন চৈত্ত্যগুরুরূপ শিক্ষাগুরুর তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য বা স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ জানা আবশ্যক। পূর্ব পয়ারে— "অন্তর্যামীরূপে" উক্ত

হওয়ায়— উনি কি অন্তর্যামী পরমাত্মা ? —ইহাই জিজ্ঞাস্য। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,— অন্তর্যামী পরমাত্ম-স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ, সর্ব জীব-হৃদয়ে অবস্থান করিলেও, ("হৃদ্দেষ আত্মা"—শ্রুতি।) তিনি তদবস্থায় কেবল জীবের কর্মের সাক্ষী মাত্র।[১] তদ্ভিন্ন তিনি (পরমাত্মা) জীবকৃত শুভাশুভ কোন কিছুতেই লিপ্ত নহেন। যথা,—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

—(গীতা ১৩।৩১)

অর্থ—হে অর্জুন! পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ। তিনি দেহে থাকিয়াও নিষ্ক্রিয় ও নির্লিপ্ত।

সুতরাং হৃদয়স্থিত পরমাত্মা যিনি তিনি জীবের অন্তর্যামী হইলেও, শিক্ষাদাতা নহেন। চিন্তনকেন্দ্র 'চিত্ত' হইতেই জীবের সকল কর্মের প্রেরণা আসে। এই অন্তর্যামীকে 'চৈত্ত্যগুরু' বলিয়া স্পষ্টতঃ নির্দেশ করায়, ইহাকে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা— 'বাসুদেব' বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। যথা,—

"সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মকং মনঃ, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, অহংকর্ত্তা—অহংকার; চিন্তনকর্ত্তৃ—'চিত্তম্'।" আর উহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যথা,—

"মনোদেবতা—চন্দ্রমা; বুদ্ধের্ব্রহ্মা; অহঙ্কারস্য—রুদ্রঃ; চিত্তস্য—বাসুদেবঃ॥"—(তত্ত্ববোধ)

---

১ "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া.......................
যাম্বত্তানশ্নন্যোঽভিচাকশীতি॥" —(শ্বেতাশ্ব উঃ ৪।৬)

অর্থাৎ, পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয় একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন; তন্মধ্যে একজন (জীবাত্মা) মিষ্টফল ভক্ষণ করেন, আর একজন (পরমাত্মা) ফলভুক্ না হইয়া কেবল দর্শন করেন।

সুতরাং জীবের অন্তর্যামী—চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব-স্বরূপ—শ্রীকৃষ্ণ,—প্রেরণা দ্বারা ভাগ্যবান, সংসারত্তরণেচ্ছু জীবকে তৎপ্রাপ্তির উপায় শিক্ষাদান করেন। এই 'চৈত্ত্যগুরুর' প্রেরণার কথাই, গীতায় স্বয়ং শ্রীভগবানের উক্তি হইতে জানা যায়; যথা,—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥"

—(গীতা ১০।১০)

উক্ত চৈত্ত্যগুরুরূপে জীবে শিক্ষাদান—ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক প্রকারান্তরে অর্থাৎ বাসুদেব-স্বরূপেই বুঝিতে হইবে।

উক্ত চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণা উপলব্ধি করিবার অসামর্থ্যে কিম্বা তদতিরিক্ত জানিবার আবশ্যকতায় বাহিরে মহান্ত-স্বরূপে অর্থাৎ সাধুভক্তগণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রকারান্তরে ভজন বিষয়ে শিক্ষা বা উপদেশ দান করেন। সাধুভক্তগণ জীব বা ভক্ততত্ত্ব হইলেও, তাঁহাদিগের অন্তর—শ্রীকৃষ্ণের সতত বিশ্রাম-স্থল হওয়ায়,—"ভক্তের হৃদয়ে—কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম" (শ্রীচৈঃ চঃ)—এইরূপে, প্রকারান্তরে মহান্তগণের উপদেশও শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেরই উপদেশ হইতেছে।

তাহা হইলে বুঝিলাম, (ক) সমষ্টি-গুরুরূপে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই ভক্তাধারে ব্যষ্টিগুরুতে আবির্ভূত হইয়া, সংশিষ্যকে দীক্ষা-গুরুরূপে কৃপা করেন। সেই 'দীক্ষাগুরু' একজনই হইয়া থাকেন।

"মন্ত্রোপদেষ্টা গুরুরেক এব ॥" —(সারার্থদর্শিনী)

কিন্তু (খ) মহান্ত-শিক্ষাগুরু-স্বরূপে প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণ, সাধক ভক্তগণকে ভদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। এই হেতু শিক্ষাগুরু চৈত্ত্যগুরু স্বরূপে 'এক' হইলেও, মহান্ত-স্বরূপে একাধিক বা বহুও হইতে পারেন। শ্রীভাগবতে একাধিক শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতার কথা উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ ॥"

—(শ্রীভাঃ ১১।৯।৩১)

অর্থ,—এই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বেদজ্ঞ ঋষিগণ কারণ-রূপে অদ্বিতীয় বা এক এবং কার্যরূপে বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন। এই হেতু এক গুরুর নিকট শ্রুত বিষয় নিশ্চয় সম্পূর্ণরূপে সুস্থির হয় না।

এই হেতু মহান্তরূপ শিক্ষাগুরু—একাধিক হইতে পারেন। অপর বিবেচ্য বিষয়—যদুমহারাজ ও অবধূত-সংবাদে, (শ্রীভাঃ ১১।৭।৩২-৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) পৃথিবী ইত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি শিক্ষাগুরুর বিষয় অবধূত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কপোত, অজগর, হস্তী, ব্যাধ, মৎস্য, পিঙ্গলা, কুমারী, মাকড়সা প্রভৃতিও "শিক্ষাগুরু' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অবশ্য এই সকল গুরুর নিকট হইতে তাহাদের আচরণকৃত দৃষ্টান্ত দ্বারাই শিক্ষালাভ হয় এবং তাহাও আবার চিত্ত-গুরুর প্রেরণায় যথাকালে সংঘটিত হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। এই হেতু উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষালাভ ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উহার কোন ফলোদয় হয় না। চৈত্ত্যগুরুই শিক্ষা দানের জন্য—যথাসময় সমাগত বুঝিয়া উক্ত প্রকার কোন দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করিয়া কোন ভাগ্যবান জীবকে, তদ্বিষয়ে নিজ প্রেরণায় যেরূপ শিক্ষা দান করেন,—সেই জীব, তাহা হইতে সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং উক্ত প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা-লাভ স্থলে চৈত্ত্যগুরুকেই ইহার কারণ বলিয়াই জানা আবশ্যক। তবে যে অবধূত কর্ত্তৃক উক্ত দৃষ্টান্তস্থলকেই 'শিক্ষাগুরু' বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইহা কেবল সাধারণ বোধ-সৌকর্যের জন্যই বুঝিতে হইবে। নচেৎ সকল লোকের নিকট উক্ত সকল দৃষ্টান্তই শিক্ষণীয় হইত। কিন্তু চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত তাহা সকলের পক্ষে ফলপ্রসূ হয় না। লালা-

বাবুর বৈরাগ্যোদয় সম্বন্ধে কিম্বদন্তি যাহা শ্রুত হয়, ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এ-স্থলে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রাসাদের নিকটবর্তী কোন ধোপার ভাঁটি হইতে সন্ধ্যা সমাগমে ধোপা কর্তৃক—"দিন গেলো বাসনাগুলা (অর্থাৎ কলার বাসনা) জ্বালিয়ে দে"—এই উক্তি শ্রবণে লালাবাবু বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে ভজন করিতে গমন করেন।

এইরূপ কথা, অপর অনেকেই শুনিলেও, এমনকি তিনি নিজেও পূর্বে অনেকবার শুনিলেও তাহা চৈত্ত্যগুরুর প্রেরণা-লব্ধ না হওয়ায় কোন ফলোদয় হয় নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে উক্ত বাণীর যে ক্রিয়া-শীলতা, ইহা চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেবেরই যথাকালে প্রেরণা-কৃত শিক্ষাদান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

চৈত্ত্যগুরু কর্তৃক উক্ত প্রকারে সময় বিশেষে দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা অথবা সাক্ষাৎভাবে সাধক ভক্তের অন্তরে অনুভব করাইয়া—এইভাবে শিক্ষাদাতা গুরুর কার্য করিয়া থাকেন। অতএব সর্বভূতের নিকট হইতে দৃষ্টান্ত দ্বারাও শিক্ষালাভ হইতে পারে এবং বিশেষভাবে সেই শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মারূপে সর্বভূতের অন্তর্যামী বলিয়া সকলকেই স্মরণ দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণাম করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যথা,—

"প্রণমেদ্দণ্ডবৎ ভূমাবাশ্ব-চাণ্ডাল-গোখরম্ ॥"

—(শ্রীভাঃ ১১।২৯।১৬)

তাহা হইলে "দৃষ্টান্ত গুরু" হইতে "উপদেষ্টা গুরু" শ্রেষ্ঠ, উপদেষ্টা গুরু হইতে "চৈত্ত্যগুরু" শ্রেষ্ঠ ; কারণ চৈত্ত্যগুরুই দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা যথাকালে শিক্ষা দিয়া থাকেন। আবার "কৃষ্ণের স্বরূপ"—শিক্ষাগুরু হইতে "কৃষ্ণরূপ" দীক্ষাগুরুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং 'গুরু' বলিতে দীক্ষাগুরুরই মুখ্যত্ব এবং শিক্ষাগুরুর গৌণত্বই বুঝিতে হইবে।

সৎ-শিষ্যের সংসার-পাশ-মুক্তির ও শ্রীভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির কাল সমুপস্থিত হইলে কোন ভক্তরূপ আধারের মাধ্যমে সমষ্টি-গুরুতত্ত্ব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই ব্যষ্টিগুরুরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, দীক্ষা দানে জীবকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। সুতরাং শিষ্যের নিকট "গুরুতত্ত্ব" বা গুরুদেব হইতেছেন—ভক্ততত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব—এই উভয় তত্ত্বের মধ্যবর্তী বা সংযোগস্থল। নিম্নে ভক্ততত্ত্ব, ঊর্ধ্বে ভগবত্তত্ত্ব মধ্যে ভক্ততত্ত্বরূপ আধারে সাক্ষাৎ ভগবত্তত্ত্বের অধিষ্ঠান হেতু আধার ও আধেয় তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া উহার মাধ্যমে সৎ-শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের 'প্রকাশ'-রূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। প্রকৃষ্ট শিষ্য নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ অনুভব করিলেও, প্রত্যেক শিষ্যের পক্ষে অপর শিষ্যের গুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ উপলব্ধি হয় না ; কিন্তু তাঁহাকে ভক্ততত্ত্বরূপেই দেখিবেন ; নচেৎ জীবে "বিষ্ণুবুদ্ধি"-রূপ অপরাধ ঘটিবে—এবিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

গুরু ও শিষ্যের 'তত্ত্ব' ও 'মাহাত্ম্য' অর্থাৎ স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ বিষয়ে এই পর্যন্ত উক্ত হইল। ইহাই হইতেছে, ভক্তি-সাধারণ বা বিধিভক্তি-পথের, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে দিগ্‌দর্শন। 'ভক্তি' বলিতে সাধারণতঃ বিধিভক্তিকেই বুঝায়। তাহারই—"কোটি মুক্ত হইতে দুর্লভ—এক কৃষ্ণভক্ত ॥" চতুর্বর্গের উপর স্থান।

অতঃপর রাগভক্তির পথে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ ও আচরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।—

"রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুই রূপ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্বে ভগবত্ত্বে প্রকাশ দ্বিরূপ ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ং-ভগবান পায়।
বিধিভক্ত্যে—পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায় ॥"

—(শ্রীচৈঃ চৈঃ—২।২৪।৬১)

এই রাগভক্তি জগতে অতীব দুর্লভ সম্পদ। প্রতি কল্পে, মাত্র

একবার করিয়া, রাগাত্মিকা ভক্তির লীলা-নিকেতন ব্রজলোকের সহিত, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকট হইয়া থাকে—এই ব্রহ্মাণ্ডে। তৎকালে ব্রহ্মাদি-বাঞ্ছিত ব্রজবাসিগণের রাগাত্মিকা ভক্তি প্রপঞ্চে প্রদর্শিত হইলেও, উহা নির্বিচারে বিতরিত হয়—তদীয় আবির্ভাব-বিশেষ শ্রীগৌরলীলা কালে। —(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্যত্র করা হইবে।)

পূর্বোক্ত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হইতে কিছু বৈশিষ্ট্য এই রাগভক্তির সাধন পথে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন বিধিভক্তির সাধনে —শ্রীভগবানের মাধুর্য আচ্ছাদিত ও ঐশ্বর্য প্রকাশিত,— এবং রাগ-ভক্তির সাধনে—শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য আচ্ছাদিত ও মাধুর্য প্রকাশিত। সেইরূপ বিধিভক্তির সাধনপথে, সাধক ভক্তের নিকট নিজ গুরুতে ভক্তত্ব আচ্ছাদিত ও ভগবত্তার প্রকাশ ; আর রাগভক্তির সাধনপথে, সাধক ভক্তের নিকট নিজ গুরুতে ভগবত্তা আচ্ছাদিত ও ভক্তত্বই ব্যক্ত হইয়া থাকে। তাই,—বৈধভক্ত-শিষ্যের নিকট—"গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" আর, রাগভক্ত-শিষ্যের নিকট—"গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ।"— (শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামী। মনঃ-শিক্ষা।) অর্থ, —রে মন! শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্তরূপে অবিরত স্মরণ কর।

বিধিভক্তি ও রাগভক্তি পথের সাধকগণের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ —একের পক্ষে সাক্ষাৎ হরি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্যের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হইয়াছে, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ-কৃত শ্রীগুরু-দেবাষ্টক স্তোত্রের নিম্নোধৃত অংশে,—

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

অর্থ,—বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে, শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরি (আদিহরি শ্রীকৃষ্ণ)-রূপে উক্ত হইয়া ভক্তগণ (অর্থাৎ ভক্ত-সাধারণ বা বৈধভক্ত)

কর্তৃক তদ্রূপ ভাবনা করা হয়; কিন্তু আমাদের (রাগমার্গের ভক্তগণের) চিন্তায় যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, আমি সেই গুরুদেবের শ্রীচরণ বন্দনা করি।

উক্ত মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বের বা শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়ত্বের পরাকাষ্ঠা—শ্রীরাধারাণীতেই সীমা-প্রাপ্ত। শ্রীরাধিকা অথবা নিত্যসিদ্ধ রাগাত্মিকা ভক্ত যাঁহারা, তদধিকার লাভ করা, সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ কোন ভক্তের পক্ষেই সম্ভব নহে—বাঞ্ছিতও নহে। ব্রজলোকবাসী সেই সকল নিত্য-সিদ্ধ ভক্তগণের আনুগত্যে ও কৃপায় তদনুরূপ প্রেমভক্তি লাভের অধিকার রহিয়াছে সম্প্রাপ্ত-সিদ্ধ প্রত্যেক ভক্তজনেরই।

ব্রজের রাগাত্মিকা ভক্তির মধ্যে ব্রজগোপিকার মধুরা রতিই সর্বাধিকা ও শ্রীরাধিকাতেই উহার উৎকর্ষের পরিসীমা; শ্রীরাধা-যূথস্থা সখীগণ ও তন্মধ্যে আবার নিত্যসখী ও প্রাণসখী লক্ষণা যাঁহারা,—শ্রীরাধিকার সেই সর্বাধিকা স্নেহধন্যা সখীগণই— সুগোপ্য "মঞ্জরী" নামে অভিহিতা। রাধা-স্নেহাধিকা বলিয়া— শ্রীকৃষ্ণেরও ইহারা বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়া থাকেন।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিজ নিজ গুরুতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি করিবার এবং কোন স্থল-বিশেষে 'বন্ধু'-বুদ্ধি করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে; যথা,— "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—" (ভাঃ ১১।১৭।২৭) ইত্যাদি শ্লোকে গুরুদেবে কৃষ্ণবুদ্ধি এবং 'বন্ধুর্গুরুঃ' (ভাঃ ১১।১৯।৪৩) ইত্যাদি বাক্যে—বন্ধুবুদ্ধি উপদিষ্ট হইয়াছে।

এই বৈশিষ্ট্য হইতে বুঝিতে পারা যায়, ঐশ্বর্য-প্রধান ভক্তি সাধারণ বা বৈধীভক্তিস্থলে গুরুতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি ও মাধুর্য-প্রধান ভক্তিবিশেষ বা রাগভক্তি স্থলে বন্ধুবুদ্ধির উপদেশ।

রাগভক্তি হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণে ঐশ্বর্যজ্ঞান আচ্ছাদিত ও মাধুর্যজ্ঞান (অর্থাৎ ঈশ্বর বোধের স্থলে "মোর পুত্র", "মোর সখা", "মোর প্রাণপতি"— ইত্যাদি নরলোকোচিত মমতা ভাব) প্রকাশিত। এই

হেতু রাগমার্গে গুরুতে কৃষ্ণবুদ্ধিও আচ্ছাদিত থাকিয়া 'বন্ধু' বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ব্রজলোকের সর্বোত্তমা মধুরা রতির স্থলে, উক্ত বন্ধুই বান্ধবী বা সখীরূপে পরিণত হইয়া, রাগমার্গের মধুর রাগের সাধকগণের পক্ষে গুরুতে কৃষ্ণবোধ আবৃত থাকিয়া "গুরুরূপা-সখী" বোধের উদয় হওয়াই সমীচীন হইতেছে।

সকল ভক্তি ও ভক্ত মধ্যে 'কৃষ্ণদাস্য' ও 'কৃষ্ণদাস' ভাব নিহিত থাকে। যথা,—

"কৃষ্ণদাস ভাব বিনা আছে কোন্ জনা।"— (চরিতামৃতে)[১]

সেই 'কৃষ্ণদাস্য'ও আচ্ছাদিত হইয়া, তদুপরি "রাধাদাস্যে"র অভিব্যক্তি যেখানে, সেই রাধাদাস্যের সীমা নিত্যসিদ্ধা ব্রজমঞ্জরীর আনুগত্যে ও কৃপায়, তাহা হইতে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায়—এই মরজগতে মঞ্জরীত্বের অধিকার দান, ইহাই—শ্রীচৈতন্যের জীবজগতে অন্যের অদেয়— শ্রেষ্ঠতম অবদান বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের পক্ষে সাধ্যের সীমা, এই রাধাদাস্য-সীমা বা মঞ্জরীভাব প্রাপ্তিতেই পর্যবসিত হইয়াছে।

পূর্বোক্ত শ্রীগুরুতে "মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্ব" কিম্বা "কৃষ্ণপ্রিয়ত্বের" নিগূঢ় সুগোপ্য ও সারমর্ম এই যে—এই রাগভক্তি-মার্গের মধুরা রতির সাধনে নিজ নিজ শ্রীগুরুদেবে—সাক্ষাৎ হরিত্ব বা শ্রীকৃষ্ণত্ব বোধ আচ্ছাদিত থাকিয়া,— বন্ধুত্বের পরিসীমা— সখী-মঞ্জরীত্বের অভিব্যক্তিই একান্ত আবশ্যক।

যেহেতু নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইতে প্রাপ্ত, সম্প্রাপ্তসিদ্ধ গুরু-শিষ্য প্রণালীর মধ্যে পরম্পরায় প্রায় সকলেরই নিজ নিজ মঞ্জরীভাব, গুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর আনুগত্যে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিভৃত কুঞ্জসেবা ও লীলা, নিরন্তর স্মরণই হইতেছে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত এই সর্বোত্তমা রাগভক্তি

---

১ দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন।"—

(পদ্মপুরাণ উঃ খণ্ড, ৯০ অঃ)

অর্থাৎ জীবগণ শ্রীহরিরই দাস,—অপর কাহারও দাস নহেন।

সাধন-পথের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর অনুবর্তিনী হইয়া, গুরু-মঞ্জরী প্রদত্ত নিজ মঞ্জরীভাবে অষ্টকালীয় লীলা স্মরণের প্রয়োজনে শ্রীগুরুকেও নিরন্তর নিজ বান্ধবীশ্রেষ্ঠা মঞ্জরীরূপে চিন্তা করা অনিবার্যই হইয়া থাকে।

রাগমার্গের উক্ত মধুরা রতির সাধনের বিশেষত্ব এই যে, সাধক অবস্থায় গুরুর আনুগত্যে তৎপ্রদত্ত সিদ্ধভাব বা মঞ্জরীত্ব ও তদুপযুক্ত সেবাদি ভাবনা করিতে করিতে, তদনুরূপ সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া—যোগমায়ার কৃপায় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইবার উপায় হইয়া থাকে,—তাই উক্ত হইয়াছে,—

সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার ॥— (ঠাকুর মহাশয়)

এ বিষয়ে নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত প্রশস্ত হইতে পারে, যথা ;—

যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া।
স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎসরূপতাম্ ॥
কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ।
যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসংত্যজন্ ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।৯।২২-২৩)

অর্থ,—দেহী স্নেহবশতঃ, দ্বেষবশতঃ বা ভয়বশতঃই হউক, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা যেখানে যেখানে একাগ্র মনের ধারণা করিবেন, তাহার তাহারই সারূপ্য প্রাপ্ত হইবেন।

হে রাজন্। পেশস্কৃৎ অর্থাৎ কাঁচপোকা কর্তৃক ভিত্তিমধ্যে প্রবেশিত হইয়া তেলাপোকা উহাকেই ভয়ে চিন্তা করিতে করিতে পূর্বরূপ ত্যাগ না করিয়াই তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই হেতু বৈধীভক্তি হইতে স্মরণাঙ্গ-প্রধান রাগানুগা ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে,—যথাবস্থিত সাধকদেহে সাধকোচিত শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের অনুশীলন এবং তৎসহ গুরূপদিষ্ট নিজ সিদ্ধদেহ (মঞ্জরী-

ভাব) চিন্তা করিয়া, গুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর অনুবর্ত্তী হইয়া ক্রমশঃ নিশান্তাদি অষ্টকালব্যাপী শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ কুঞ্জসেবা, স্মরণীয় হইয়া থাকে।

গুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর আনুগত্যে নিরন্তর স্মরণাঙ্গ সাধনের আবশ্যকতায় গুরুদেবকে গুরুরূপা-সখী ব্যতীত কৃষ্ণরূপে স্মরণের অবকাশই থাকিতেছে না, যথা,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্মনা হঞা॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৯১)

উক্ত সাধকোচিত ও সিদ্ধদেহোচিত দ্বিবিধ-ভজন বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি, যথা,—

সেবা সাধকরূপেণ, সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৯৫)

ইহার তাৎপর্য যথা,—

বাহ্য অন্তর ইহার দুইত' সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিন করে ব্রজে—কৃষ্ণের সেবন॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৮৯-৯০)

এই স্মরণাঙ্গ-প্রধান মধুরাখ্য রাগানুগা ভক্তির আবিষ্টতার প্রগাঢ়তায় যখন সমাধি অর্থাৎ ধ্যেয়-মাত্রের স্ফুরণ হয় (অর্থাৎ স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি যথাক্রমে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়) তৎকালে সাধকের সেই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের সাক্ষাৎ নিত্যলীলার মধ্যে প্রবেশ লাভ ঘটিয়া থাকে—এই স্মরণাঙ্গ-প্রধান রাগভক্তির এতাদৃশ প্রভাব।

এখন যদি এই পূর্বপক্ষ করা হয় যে,—ছেঁড়া মাদুরে শয়নকারী ব্যক্তি মনে মনে লাখ টাকার সুখ-স্বপ্ন দেখিলেও উহা যেমন বাস্তবে সত্য হয় না, (দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যাইতে পারে—লটারীর টিকিট কিনিয়া লক্ষপতি হইবার সুখ-স্বপ্ন বা চৈত্রসংক্রান্তির ছাতু প্রাপ্ত বিপ্রের সুখ-কল্পনার গল্প যেমন।) সেইরূপ, নিজের মঞ্জরী-সিদ্ধদেহ কল্পনা করিয়া, ব্রজের কৃষ্ণ-সেবাদির ভাবনা, ইহাও তদ্রূপ আকাশকুসুমবৎ মিথ্যা নহে কী ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—মায়িক জড় বিষয় ভোগের কল্পনা উক্ত প্রকার মিথ্যা হইলেও, শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় বিষয় স্মরণ, উহা সত্যই হইয়া থাকে ; যেহেতু সত্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে ('সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দঃ'—শ্রীগোবিন্দ সকল সত্য হইতেও সত্য) চিত্তের সংযোগে ও তন্ময়তায়, মানসিক সঙ্কল্প মাত্রই সিদ্ধ বা সত্য হইবার পক্ষে কোন সংশয় থাকে না। ইহা সেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই নিজোক্তি, যথা ;—

যথা সঙ্কল্পয়েদ্বুদ্ধ্যা যথা বা মৎপরঃ পুমান্।
ময়ি সত্যে মনো যুঞ্জংস্তথা তৎ সমুপাশ্নুতে॥

—(শ্রীভাঃ ১১।১৫।২৬)

অর্থ,—যে পুরুষ সত্য-স্বরূপ আমাতে মনোনিবেশ করিয়া বুদ্ধি দ্বারা যে প্রকার সঙ্কল্প করেন কিম্বা যেরূপে মৎপর (অর্থাৎ আমাতে বিশ্বাস-বান্) হইয়া থাকেন, তিনি সেই প্রকারে সঙ্কল্পানুরূপ ও বিশ্বাসানুরূপ সমস্তই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সুতরাং শ্রীভগবানে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া, স্বর্গাপবর্গাদি কামনাও যখন সেই সত্য-স্বরূপের সংযোগ বশতঃ সিদ্ধ হয়, তখন তৎপর হইয়া তদীয় সেবা বাসনা, ইহা সিদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? সুতরাং, সাধারণ বৃক্ষমাত্রের ও কল্পবৃক্ষের তলে বসিয়া, কামনা পূর্তির ফল বৈপরীত্যের ন্যায় মায়িক জড় বিষয় ভোগ কল্পনা ও চিদ্বিষয় বাসনার ফল বিপরীতই হইয়া থাকে।

কেবল দেহান্তেই নহে, ভক্তের ইহলোকেই যথাবস্থিত দেহে ভগবৎ-প্রাপ্তি ও ভগবল্লোকে,— নিত্যলীলার মধ্যে গমনাগমনাদি যে সম্ভব হয়, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ উদ্ধবের আচরণে জানা যায়। বিদুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কথোপকথন কালে তাঁহার সেই ভাবাবিষ্টতা, শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা ;—

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥
—(শ্রীভাঃ ৩।২।৬)

অর্থাৎ,—উদ্ধব ভাব-সমাধি অবস্থায় ভগবল্লোকে গমন করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে ইহলোকে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং চক্ষুদ্বয় মার্জনা করিয়া ভগবল্লীলা স্মরণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিদুরের প্রতি মৃদু-হাস্যে কহিতে লাগিলেন।

ইহা হইতেই ভক্তের পক্ষে বর্তমান দেহেই ভগবল্লোকে গমনা-গমনের সম্ভাবনা জানা যাইতেছে। স্মরণাবিষ্ট ভক্তের ভাব-সমাধি অবস্থায় শ্রীভগবানের নিত্যলীলার মধ্যে বর্তমান দেহেই গমনাগমনের সংবাদ অবগত হওয়া যায় ভক্তচরিত্রে— শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণের ও অপরাপর বহু ভক্তের চরিত্র প্রসঙ্গে। নিম্নে তদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শনার্থ মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্য-প্রভু বিষ্ণুপুরাধিপতি রাজা বীরহাম্বীরের গৃহে কোন সময়ে স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। তদীয় সেবকগণ প্রভুর তিরোধান আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত ও বিরহ-কাতর হইয়া পড়েন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ-পাদ ত্বরায় বিষ্ণুপুরে আসিয়া শ্রীআচার্য-প্রভুর পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক নিজেও তদ্রূপ ভাবাবিষ্ট ও নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাধারাণীর মণিকুণ্ডল জলে পতিত হইয়া অদৃশ্য হওয়ায়, সকল সখী-

জন মিলিয়া উহা অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীআচার্য-প্রভুও নিজ মঞ্জরী-দাসীভাবে, নিজ শ্রীগুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর আদেশে উহা অন্বেষণ-তৎপর রহিয়াছেন ; কিন্তু কেহই উহা না পাইয়া, সকলেই বিষাদখিন্না। তখন শ্রীপাদ রামচন্দ্র কবিরাজ মঞ্জরীভাবে উহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে কমলপত্রের অন্তরালে উহা প্রাপ্ত হইলে, শ্রীগুরু-পরম্পরা সখীর মাধ্যমে উহা শ্রীরাধারাণীকে প্রদত্ত হইল। তখন শ্রীআচার্য-প্রভু ও শ্রীরামচন্দ্রপাদের বাহ্য দশা ফিরিয়া আসায় সকলেই বিস্মিত ও তদ্‌বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। ইহা হইতে ভক্তগণের যথাবস্থিত দেহেই শ্রীভগবল্লোকে— নিত্যলীলায় গমনাগমনের সম্ভাবনা বুঝিতে পারা যায়।

অপর কোন সময় নিজ ভজনস্থলে, শ্রীল আচার্য-প্রভু শ্রীনবদ্বীপ-লীলা স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় নানাবিধ পুষ্পমালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সজ্জিত করিয়া ব্যজনসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রভুর চন্দ্রানন-সুধাপানে তদীয় নয়নচকোর আনন্দে বিভোর। অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকলে দেহ শোভিত। শ্রীনিবাসের সেবার আর্ত্তি দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় শ্রীকণ্ঠের পুষ্পমালা কোন সেবকের দ্বারা তদীয় গলে পরাইয়া দিলেন। শ্রীমাল্যের শোভা ও সুগন্ধে চতুর্দিক ভরপুর হইয়া উঠিল ;—

> আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান হৈল হেন কালে।
> প্রভু-দত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥—(ইত্যাদি।)
>
> —(ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠ তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

এইরূপ অপর কোন সময় শ্রীল আচার্য-প্রভু স্মরণাবিষ্ট রহিয়াছেন শ্রীরাধামাধবের হোলী-লীলারস-রঙ্গ দর্শনে। সখীগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ফাগুয়ায় যুগলতনু রঞ্জিত। শ্রীল আচার্য-প্রভুও শ্রীগুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর আদেশে নিজ মঞ্জরীরূপে সখীগণকে ফাগুয়া যোগাইতেছেন পরমানন্দে।

হৈল সেবা সমাধান, বাহ্য জ্ঞান হৈতে।
দেখে ফাগুময় দেহ, নারে লুকাইতে॥
—(শ্রীভক্তিরত্নাকর। ষষ্ঠ তরঙ্গ।)

কোথায় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া ফাগুয়া খেলা, আর কোথায় যথা-বস্থিত দেহে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন। অপর ঘটনা।—

কোন সময় শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয় স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় নিজ সিদ্ধদেহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া কুঞ্জভবনে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিলাস দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধা কৌতুকিনী হইয়া সখীবৃন্দকে শ্রীশ্যামসুন্দরের জন্য ভোজ্য দ্রব্য আনিবার আদেশ করেন। সকলেই তদ্বিষয়ে ব্যগ্রা। শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ মঞ্জরী-দাসীরূপে শ্রীগুরুরূপা সখীর আদেশে দুগ্ধ আবর্তনে নিযুক্তা হইলেন।

"উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা।
চুল্লী হৈতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইলা॥
হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা কিছু স্মৃতি নাই।
দুগ্ধ আবর্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥
মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল।
অবশেষ লভ্য মাত্রে বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
দগ্ধ হস্ত দৃষ্টি মাত্র কৈলা সংগোপন।
জানিলেন মর্ম্ম, অন্তরঙ্গ কোন জন॥"—(ইত্যাদি।)

এই প্রকার অপরাপর বহু ভক্তজনের ভাব-সমাধি অবস্থায় নিত্যলীলায় গমনাগমনের বহু ঘটনা বিদ্বদনুভব প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়।"
—('মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ' গ্রন্থ হইতে।)

অতএব উক্ত রাগানুগা ভক্তির সাধনে শ্রীগুরুতে কৃষ্ণত্ব আচ্ছাদিত থাকিয়া, নিরন্তর গুরুরূপা সখী-মঞ্জরীর পশ্চাদ্বর্তী থাকিয়া নিজ মঞ্জরীত্ব সহ কুঞ্জসেবা স্মরণাদির জন্য সাধকের পক্ষে প্রয়োজন হয়,—শ্রীগুরুতে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্বের পরাকাষ্ঠা—মঞ্জরীভাব স্মরণ। তদ্ব্যতীত

অপর কোন ভাব স্মরণের উপযোগিতা থাকিতেছে না।

এই রাগানুগা ভক্তি স্মরণাঙ্গ-প্রধান হইলেও তাহার পুষ্টতার জন্য শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহ্য সাধনাঙ্গের অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। যেমন বিহঙ্গ-জননীর বক্ষাচ্ছাদিত থাকিয়া ও বক্ষতাপ সহ নিরন্তর স্মরণ দ্বারা পুষ্ট হইয়া, ডিম্ব মধ্যস্থ নির্বিশেষ বস্তু শাবকের আকারে পরিণত হয়, সেইরূপ রাগানুগার শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপা সাধনভক্তি— বাহ্য সাধনের সংযোগ উত্তাপে এবং সিদ্ধভাব স্মরণে ক্রমশঃ অন্তরে রূপায়িত হইয়া উঠিতে থাকে— মঞ্জরীভাবে। এই হেতু উক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি বাহ্য সাধনাঙ্গের সহিত গুরূপদিষ্ট "মনে নিজ সিদ্ধ-দেহ ভাবনা"— উভয় সাধনাই প্রয়োজন হয়— এই রাগানুগা ভক্তির সাধনে।

আবার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের সমুদয় কার্য বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয়ের সহযোগে সুনির্বাহ হইলেও তন্মধ্যে 'দেহী' বা আত্মার অবস্থিতি বশতঃই যেমন সিদ্ধ হয়, তেমনি ভজন দেহের আত্মা-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনকেই জানিতে হইবে। দেহী ব্যতীত যেমন দেহাদি সমস্তই মৃত রূপেই পরিণত হয়, তেমনি বর্তমান যুগের যুগধর্ম শ্রীনাম-সংকীর্তনের সহযোগ ব্যতীত সমস্ত সাধন ভজনই বিফল। তাই উক্ত রাগানুগা ভক্তির সর্বপ্রধান স্মরণাঙ্গেরও 'অঙ্গী'-রূপে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা,—"নামসঙ্কীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ।" (ভক্তিসন্দর্ভ ২৭৫)—ইত্যাদি আচার্য-বাক্য ও ইহার অপর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাগানুগা ভজনের আবিষ্টতারূপ তটস্থ-লক্ষণ, শ্রীনাম কীর্তনে পুষ্ট হয়, কিন্তু নষ্ট হয় না।

অতএব বৈধী ও রাগভক্তির মধ্যে উক্ত প্রকার বিশেষত্ব বিদ্যমান থাকিলেও এবং বিধি-প্রবর্তিত ও লোভ-প্রবর্তিত এই উদ্দেশ্য ভেদ হইলেও উভয় মার্গের প্রাথমিক ভজন প্রায় একই প্রকার জানিতে

হইবে। যেমন উভয় উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী রেলগাড়ী প্রথমে একই পথে চালিত হইয়া কোন সংযোগস্থল হইতে উভয়ের গতিপথ পরিবর্তিত হয়, সেইরূপ শুদ্ধাভক্তির বাহ্য সাধনে ও বিকাশে শ্রদ্ধাদি ক্রম হইতে প্রেমস্তর পর্যন্ত উভয় ভক্তিই এক প্রকার ক্রমেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, যথা ;—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

—(শ্রীভাঃ ৩।২৫।২৪)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—শ্রীভগবান বলিলেন, সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক আমার বীর্য-প্রকাশক কথা (অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কথা) আবির্ভূতা হয়েন। সেই কথা হইতে অপবর্গ-বর্ত্ম-স্বরূপ (অর্থাৎ যাঁহার নিকট যাইবার পথে অগ্রেই মুক্তিকে দেখা যায়,—এমন যে ভগবান) সেই আশ্রয়ে শীঘ্র শ্রদ্ধা (নির্গুণা শ্রদ্ধাপূর্বিকা সাধনভক্তি), রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) যথাক্রমে উদয় হইয়া থাকে। সূত্ররূপে কথিত উক্ত ভক্তি উদয়ের ক্রমে— শ্রদ্ধা হইতে আসক্তি অবধি— ইহাই 'সাধন-ভক্তি' ; রতি বা ভাব—ইহাই 'ভাবভক্তি' আর 'ভক্তি' —ইহাই সাধ্যভক্তি বা প্রেমভক্তি ("সা ভক্তিঃ সাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধোদিতা—ভঃ রঃ সিঃ)। এই ভক্তি বিকাশের ক্রমের বিশদ বর্ণন— ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে নিম্নোক্তরূপে বিধৃত হইয়াছে,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ন প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬)

অর্থ,—প্রথমে শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, অতঃপর ভজনক্রিয়া, পরে অনর্থ-নিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, তৎপরে রুচি, তদনন্তর আসক্তি, তৎপরে ভাব ও তাহার পরে প্রেমের উদয় হইয়া থাকে, সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের ইহাই হইতেছে ক্রম।

উক্ত ভক্তি বিকাশের ক্রম, বৈধী ও রাগানুগা উভয় ভক্তি মার্গেই —উহার বাহ্য সাধকদেহোচিত, শ্রবণ-কীর্তনাদি শাস্ত্রবিহিত সাধন প্রায় একই প্রকার হইতেছে। উভয়ের ব্যবধান এই যে,—বিধি মার্গ হইতেছে— 'বিধি' বা শাস্ত্র' শাসন-প্রবর্তিত শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি বিধির অনুবর্তন; আর রাগমার্গ হইতেছে— শ্রীরাধামাধবের লীলা-মাধুর্যাদি শ্রবণে 'লোভ'-প্রবর্তিত শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ-কীর্তনাদি বিধির অনুবর্তন। যথা,—

"লোভ প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে।
বিধি প্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনঞ্চ বিধিমার্গ ইতি॥"—

[রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা— শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী পাদ।]

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন লৌকিক জগতে নায়ক নায়িকার মধ্যে অনুরাগ জন্মিবার পূর্বে, শাস্ত্র-বিহিত বিধানে বিবাহ (ইহা বিধিভক্তির সহিত তুলনীয়) আর উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মিবার পরে শাস্ত্র-বিহিত বিধানে বিবাহ (ইহা রাগভক্তির সহিত তুলনীয়)।

সুতরাং শাস্ত্র-বিহিত সাধক-দেহোচিত শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধন— উভয়তঃ প্রায় একই প্রকার হইতেছে। কেবল একের শাস্ত্র শাসনে— শাস্ত্র-বিহিত সাধন প্রবৃত্তি ও অপরের— লোভ-প্রবর্তিত শাস্ত্র-বিহিত সাধন প্রবৃত্তি;—ইহাই বিধি ও রাগমার্গের ব্যবধান।

নচেৎ শাস্ত্রবিধান পরিত্যাগ করিয়া কেবল লোভ-প্রবর্তিত, যথেচ্ছ ভজন— ইহাই রাগমার্গ— এইরূপ মন্তব্য সমীচীন নহে। যেহেতু,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥
—(গীতা ১৬।২৩-২৪)

ইহার অর্থ,— যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ বা পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না। অতএব কার্যাকার্য ব্যবস্থা বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। অতএব এই কর্ম-ভূমিতে শাস্ত্রবিধান বিদিত হইয়া সমুদয় কর্ম করা উচিত।

শাস্ত্রের অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে, যথা,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥
—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু। পূর্ব্ব। ২লঃ১০১ ব্রহ্মযামল বাক্য।)

অর্থ,—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে যেরূপ বিধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন পূর্বক শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলেও তাহা উৎপাতের নিমিত্তই কল্পিত হয়। অর্থাৎ অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

পূর্বে রাগভক্তিকে 'স্মরণাঙ্গ-প্রধান' বলা হইয়াছে। সেই শ্রীগুরুরূপা সখীর আনুগত্যে কুঞ্জলীলাদি স্মরণ—ইহার আরম্ভ, কেহ কেহ 'ভাব-ভক্তির' স্তর হইতেই বলিয়া থাকেন। তবে পূর্ব-জন্মাতীত সংস্কার বশতঃ বা শ্রীনামের বিশেষ কৃপাদি হইতে কাহারও পক্ষে উহার পূর্বেও আরম্ভ হইতে পারে। এবিষয়ে সঠিক কোন মন্তব্য করা যায় না।

উক্ত সিদ্ধদেহের স্মরণ কালে স্মরণের আবেশে যদি শাস্ত্রোক্ত সাধন বিধির কথঞ্চিৎ অঙ্গহানিও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাতে কোন দোষ উপস্থিত হয় না; অন্তরস্থিত শ্রীভগবান তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকেন। শাস্ত্র হইতেই জানা যায়, ভক্তের

এইরূপ পরিত্যক্ত নিত্য কর্ম সম্পাদন করিয়া দিবার জন্য তিন কোটি মহর্ষি অন্তরীক্ষে অপেক্ষমান রহিয়াছেন, যথা ;—

মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্‌যদি।
তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৮)

অর্থাৎ— (পাদ্মে শ্রীভগবান বলিতেছেন)— পুরুষেরা আমার কর্মে সংরত থাকা কালে অনবধান বশতঃ যদি কোন কর্ম পতিত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই পরিত্যক্ত কর্ম (অন্তরীক্ষে অবস্থান রত) তিন কোটি মহর্ষিগণ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তাহা হইলে এতাবৎ আলোচনায় আমরা (১) দীক্ষাগুরু ও (২) শিক্ষাগুরুর স্বরূপ-লক্ষণ বা তত্ত্ব ও তটস্থ-লক্ষণ বা মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও তৎ সহ বিধিভক্তি ও রাগভক্তির বৈশিষ্ট্য বুঝিলাম। যাহার ফলে, গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যে কত পবিত্র ও অলৌকিক জগতেরও উর্দ্ধস্তরের বস্তু,— ইহা মরজগতের ধূলায় ধূসরিত ও বিমলিন কোন বস্তু নহে— ইহা সর্ব-ভাবেই বুঝিতে পারিলাম। ইহাই গুরু-শিষ্যের পারমার্থিক সংবাদ।

শ্রীহরি-বৈমুখ সংসার-ভ্রাম্যমান জীবমাত্রেই অবিদ্যাচ্ছন্ন। তদ-বস্থায় প্রকৃষ্ট জ্ঞান জীবের না থাকায়, অসত্য বিষয়েই সত্য বলিয়া বোধ এবং সত্য বিষয়ে অনুপলব্ধি[১] — ইহাই দেহে 'আত্ম' (অহং) বা 'আমি' ও গেহাদি বিষয়ে 'মম' বা আমার বোধকারী—জীব মাত্রের স্বভাব।

জনসাধারণের সেই অনাদি অবিদ্যাকৃত অজ্ঞানতা নাশ করিয়া, প্রকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের উদয় করাই, শ্রীগুরুদেবের মাহাত্ম্য বা কার্য। পূর্বোক্ত "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য—" ইত্যাদি শ্লোকে এ-বিষয়ের উল্লেখ করা

১ অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাইপদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
—ঠাকুর মহাশয়।

হইয়াছে। জীবের সেই সংসার-মোচন কাল উপস্থিত হইলেই সমষ্টি-গুরু শ্রীকৃষ্ণ ব্যষ্টিগুরুরূপে ভক্তাধারে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই প্রকৃষ্ট 'শিষ্য-জীবকে' উদ্ধার করেন।

'ভক্তি' ও 'ভক্ত' ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অপর কোথায়ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। অন্যত্র তিনি নিরপেক্ষ, কেবল ভক্তের সহিত সাপেক্ষ সম্বন্ধ। ভক্ত পক্ষপাতিত্বই তদীয় অনন্ত গুণের শিরোভূষণ। যথা,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

—(গীতা ৯।২৯)

অর্থ,—সকল জীবই আমার নিকট সমান, আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নাই। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিদ্বারা আমার ভজনা করেন— আমি সেই ভক্ত সঙ্গে থাকি এবং তাঁহারাও আমাতে থাকেন।

সকাম ভাবেও যাহারা 'অনন্যশরণ' হইয়া তদীয় চরণাশ্রয় করে, 'অনন্য' বলিয়া—তাঁহাদের সহিতও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ঘটে। যথা,—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

—(গীতা ৭।১৬)

অর্থ,—হে অর্জ্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার সুকৃত জনে আমার ভজনা করিয়া থাকেন।

অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যদি জ্ঞান-কর্মাদি আনুষঙ্গিক ধর্মের অপেক্ষা না করিয়া, কেবল শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপা গৌণী ভক্তিরই অনু-শীলন করা হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকার সুকৃতির পরিচায়কই হইয়া থাকে (—চক্রবর্ত্তিপাদ)। তাহার কারণ শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্ত রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়॥

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমায় ভজে মাগে বিষয় সুখ
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মূর্খ ॥
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব।
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণ রসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে ॥”

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।২৩-২৭)

সুতরাং তাঁহাদের কামনা পূর্ণ করিবার সময়— নিষ্কাম হইয়া তদীয় একান্তভাবে চরণাশ্রয় করিবার উপযুক্ত ঔষধ তৎসহ মিশ্রিত করিয়া বিষয় দান করেন। জীবের এই সুকৃতিত্ব জ্ঞাত বা অজ্ঞাত মহৎ-কৃপার আভাস হইতেও বলা যায়।

কিন্তু, বিষয়কামীগণের প্রায়শঃ অন্য দেবতাতেই শ্রদ্ধা হয়,— শ্রীকৃষ্ণে হয় না। যথা,—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমঃ
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

—(গীতা ৭।১৫)

অর্থ,—যাঁহারা পাপকর্ম-পরায়ণ মূঢ় ও নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়া কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে সুতরাং আসুরিকভাব-পরায়ণ, তাহারা আমাকে ভজনা করে না।

—কিম্বা—

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্ ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।২১।৩২)

অর্থ,— সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ-নিষ্ঠ লোকে সত্ত্বাদি গুণ-সেবিত, ইন্দ্রাদি

বিভিন্ন দেবতার যেরূপ উপাসনা করে তদ্রূপ আমার উপাসনা করে না।

কারণ জীবের সগুণ-অবস্থায়— একমাত্র মহৎ-কৃপায় কোনরূপ সংযোগ ব্যতীত— নির্গুণ ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হয় না।

সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ব্যতীত অন্যত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; এবং ভক্তসঙ্গ ও ভক্তকৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভেরও অন্য উপায় নাই। ভক্তকৃপায় ভক্তিলাভ হইলে— তখন সমষ্টি-গুরু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্যষ্টিগুরু-রূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তৎপূর্বে নহে।

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৪৮)

কোন ভাগ্যে কাহারও অহৈতুক ও সুদুর্লভ সাধুসঙ্গ ও তন্মুখোদ্গীর্ণা শ্রীহরি-কথাদি শ্রবণের সৌভাগ্যোদয় হইলে, যথাক্রমে উক্ত নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হইতে অনাদি বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতা ও শ্রদ্ধাদি ক্রমে শুদ্ধাভক্তির যুগপৎ সঞ্চার হইলেই, তখন হইতে আমি দেহ নহি, দেহাতিরিক্ত আত্মা ও কৃষ্ণদাস এবং অনিত্য বিষয় সেবনের পরিবর্তে কৃষ্ণসেবনই আমার স্বধর্ম,— এইরূপ প্রকৃষ্ট বোধোদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণোন্মুখতা ও ভাগবতী শ্রদ্ধাদি সাধন-ভক্তির উদয় অহৈতুক মহৎ-কৃপা হইতেই সঞ্চারিত হয়, যথা—"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়॥" কিম্বা "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা—" (ভাঃ, ৭।৫।৩০)। পূর্বোক্ত "সতাং প্রসঙ্গাৎ—" ও "আদৌ শ্রদ্ধা—" ইত্যাদি শ্লোকে, উক্ত সূত্ররূপে কথিত ভক্তির উদয়-ক্রমের বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুতরাং উক্ত ভাগবতী শ্রদ্ধাদিরূপা নির্গুণা ভক্তির সঞ্চার না হওয়া অবধি, বহির্মুখ জীবের দেহ-গেহাদি মায়িক বিষয়েই সগুণা শ্রদ্ধার বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। উক্ত ভাগবতী শ্রদ্ধাই শুদ্ধাভক্তির প্রথম ভূমিকা এবং এই শ্রদ্ধার বিকাশ হইতেই ভক্তির অধিকার-সীমা জানিতে হইবে। যথা,—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২০।৮)

ইহার তাৎপর্যার্থ,— আর যাঁহারা যদৃচ্ছালব্ধ অর্থাৎ কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও কৃপাদি হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিশেষে আমার (শ্রীভগবানের) নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন, (ইহাই নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা) এবং কর্ম ও তৎফলে মুক্তিকামীর ন্যায় মিথ্যা বোধে অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, কিম্বা ভুক্তিকামীর ন্যায় আবার অত্যন্ত আসক্ত নহেন,— তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমভক্তি-প্রদ) হয়। ["যদৃচ্ছয়া"— শব্দে "কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।" —ভক্তিসন্দর্ভঃ, ১৭১, শ্রীজীবপাদ।]

এই নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অনুদয় কাল পর্যন্ত কাহাকেও ভক্তির অধিকারী বলা যাইতে পারে না। ভক্তজন ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ-সেবালাভের প্রয়োজন বোধ, অপর কাহারও হয় না। তাহা হইলে গুরুপাদাশ্রয় পর্যন্ত লাভ করিবার ক্রম, যথা,— (১) অহৈতুকী মহৎ-কৃপা, (২) ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় (কনিষ্ঠভক্ত শ্রেণীভুক্তি।), (৩) দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ বা মহান্তরূপ শিক্ষাগুরু কর্তৃক ভক্তি-মাহাত্ম্যাদি ও ভজন-রীতি শিক্ষা। (৪) সাধনভক্তির তৃতীয় স্তর— ভজনক্রিয়ার দ্বারে উপনীত হইলে, তদবস্থায়— শ্রীগুরূপসত্তি বা গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়। আর তদবস্থায় ভক্তাধারে ব্যষ্টিগুরু-রূপে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

পঙ্ক ও সলিল স্তর ভেদ পূর্বক কমলিনী নিজ মুখ উত্তোলনে দিবাকরকে নতশিরে অভিবাদন জানাইয়া, রবি-কিরণালোক স্পর্শে উল্লসিতা হয়; কিন্তু পঙ্কে কিম্বা তদুপরি সলিলে নিমগ্ন কমল সকল সে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয় না। সেইরূপ ভুক্তিরূপ বিষয়-বাসনা-পঙ্ক ও মুক্তি-বাসনারূপ সলিল স্তর ভেদ পূর্বক, যে জীবাত্মা কোন ভাগ্যে কৃষ্ণো-ন্মুখতা প্রাপ্ত ও ভাগবতী শ্রদ্ধারূপ, তদীয় ভক্তি-কিরণালোকের প্রথম

স্পর্শন লাভ করিয়াছে,— সেই জীবের পক্ষেই কেবল শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা লালসায় ও তদুপায়— সাক্ষাৎ কৃষ্ণ কিম্বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠোত্তম বোধে ভক্তি-পথ-প্রদর্শক শ্রীগুরুচরণাশ্রয়ের প্রয়োজন বোধের উদয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-লাভাদি বাসনারূপ পঙ্ক ও তদুপরি সলিলস্তরে নিমগ্ন থাকিয়া, কৃষ্ণোন্মুখতা জাগে নাই যে জীব-হৃদয়ে, তাহাদের পক্ষে কৃষ্ণসেবার আবশ্যকতা বোধই যখন থাকে না, তখন তৎপ্রাপ্তির জন্য ভক্তিপথ-প্রদর্শক ভক্ত-গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভেরই বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

পঙ্কজের পক্ষে পঙ্ক ও সলিল স্তর ভেদ করিয়া সৌরকিরণোজ্জ্বল জগতে মুখোত্তোলনের মত, যে জীব বিষয়-পঙ্কাদি ভেদ করিয়া যদৃচ্ছা-লব্ধ প্রাথমিক মহৎ-সঙ্গাদি প্রভাবে, 'ভাগবতী শ্রদ্ধা' রূপ নির্গুণা ভক্তি-কিরণের প্রথম স্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে, তৎকালে বিষয়-বাসনাদি অনর্থ সকল বিদ্যমান থাকিতে দেখা যাইলেও, উহা 'গৌণ' বা নিম্নগত হইয়া, কৃষ্ণসেবা বাসনাদিই 'মুখ্য' হইয়া থাকে।

সংসারপঙ্কে নিমজ্জমান্ জীবের ইহাই মুখোত্তোলন বা যাহার অপর নাম 'কৃষ্ণোন্মুখতা'। শুদ্ধাভক্তি বিকাশের প্রথম সোপানরূপ এই "শ্রদ্ধার" উদয় কাল হইতেই, অল্পাকারে হইলেও, সেই জীব 'কনিষ্ঠ ভক্ত' রূপে গণ্য ও তাহা হইতে যথাক্রমে দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ ও 'ভজন ক্রিয়া' রূপ তৃতীয় স্তরের প্রারম্ভেই প্রকৃষ্টরূপে গুরুপাদাশ্রয়ের যোগ্য হইয়া, অনর্থ নিবৃত্তির সহিত— 'নিষ্ঠা', 'রুচি' ও 'আসক্তি' পর্যন্ত—এই সাধনভক্তির স্তর অতিক্রম করিয়া, 'রতি' বা 'ভাব ভক্তি' স্তরে উপনীত ও তৎপরে 'প্রেমোদয়ে' চির-কৃতার্থ হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উক্ত নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা স্তরে উপনীত জীব শুদ্ধাভক্তির সীমা মধ্যে সমাগত ও তৎকালে ভক্তির অধিকার অল্পাকারে হইলেও, 'কনিষ্ঠভক্ত' রূপে গণিত হইয়া ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনভক্তির অনুশীলন দ্বারা শ্রদ্ধা গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া,

সেই কনিষ্ঠ ভক্ত, মধ্যম ও উত্তম ভক্তরূপে পরিণত হইয়া, পরিশেষে পূর্বোক্ত প্রকারে প্রেমোদয়ের মাধ্যমে কৃত-কৃতার্থ হয়েন। যথা,—

শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই—তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে—দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই—মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা— সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।৩৮-৪১)[১]

কৃষ্ণোন্মুখতা ও শ্রদ্ধার উদয়ে—তদবস্থায় দুরাচারিত্বাদি দোষ থাকিলেও উহা ভক্তি প্রভাবে ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যায়। যথা,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥—(গীতা ৯।৩০)

অর্থ,—অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি ঐকান্তিকভাবে আমার ভজনা করে, তবে তাহার সেই প্রচেষ্টা সাধু, এবং তাহাকেও সাধু বলিয়া জানিবে।

অতএব, উক্ত ক্রমে ভক্তির অধিকার লাভের পর "ভজন-ক্রিয়া" স্তরে সমাগত সাধকের "গুরুপাদাশ্রয়"। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ।

'গুরু' কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভক্তগণে॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।৪৫)

---

১ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রোক্ত উল্লিখিত ভক্তিলক্ষণ সকল ভক্তের 'স্বরূপ-লক্ষণ'। অধিকারানুরূপ ভক্তের 'তটস্থ-লক্ষণ' সকল শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২।৪৫-৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বিধৃত রহিয়াছে। এই উভয় লক্ষণ বিভিন্ন ভক্ত স্বরূপ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য।

ভক্তজনের তালিকাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত গুরুকরণ সম্ভব নহে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে, ভক্তির সীমানায় সমাগত যাহারা সেই ভক্ত জনকেই কৃপা করিয়া থাকেন; অন্যত্র নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে 'গুরূপসত্তি' আলোচনার প্রারম্ভিক শ্লোক হইতেও ইহা বুঝা যায়, যথা,—

কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজন-সঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ॥

—(১।২৮)

অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণ নামের কৃপায় তদীয় ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, সেই ভক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছায় সদ্‌গুরুর ভজনা করিবে।

"কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য"—অর্থে,—মহৎ-কৃপা কিম্বা শ্রীনামের কৃপাও বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তে একান্তরতা বশতঃ কোন ভেদ না থাকায় (যেমন,—'তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ"— (নাঃ ভঃ সূঃ কিম্বা, "অভিন্নত্বান্নাম-নামীনো"— পাদ্মে; অর্থাৎ, "নাম নামী ভেদ নাই, যে হরি সে নাম।"—ইত্যাদি দ্রষ্টব্য) 'কৃষ্ণ কৃপা' বলা হইয়াছে।

অতঃপর ব্যবহার দিকের আলোচনা—

মহৎ-কৃপা হইতে উক্ত ক্রমে ভক্তি সঞ্চারের পূর্বে, গুরুকরণের কোন প্রয়োজন বোধই জাগিতে পারে না— বিষয় মলিন চিত্ত জীব-হৃদয়ে।

বিশেষতঃ, বিষয়কামী জীব পাপ দোষাদি সংযুক্ত বলিয়া, তদবস্থায় কৃষ্ণ সেবনেচ্ছায় গুরুকরণ দূরের কথা,—শাস্ত্রে বিশ্বাসই জন্মে না। যথা,—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা॥

—(ভক্তিসন্দর্ভে, ১ম অনুঃধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-বাক্য।)

অর্থাৎ যে পর্যন্ত পাপ সকলে হৃদয় মলিন থাকে, সেই পর্যন্ত, শাস্ত্রে সত্য বুদ্ধি ও সদ্‌গুরুতে সদ্‌বুদ্ধির উদয় হয় না।

অতএব তৎপূর্বাবস্থায় যে গুরুকরণ, উহা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। ভাগবতী শ্রদ্ধারূপা ভক্তি বিকাশের পূর্বে--সেই জীবের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকায়,—সেরূপ শিষ্যের প্রয়োজনে কোন ভক্তাধারে শ্রীকৃষ্ণের ব্যষ্টিগুরুরূপে আবির্ভাবেরও প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা থাকে না।

তদবস্থায় ভক্তাধার নিজেকে গুরু বোধ করাও সঙ্গত হয় না সুতরাং এমত অবস্থায় যে গুরু-শিষ্য-করণ,—ইহা লৌকিক অভিসন্ধি মূলক।

অতএব ভাগবতী শ্রদ্ধার অনুদয় কালে কাহারও গুরুকরণাদি দৃষ্ট হইলে, উহা সকাম বাসনা পূর্তির উদ্দেশ্যেই বুঝিতে হইবে। যেমন হাতের জল শুদ্ধির জন্য, কিম্বা ধন-সম্পদ লাভ, পদোন্নতি, মামলায় জয়, কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ, কন্যার সৎপাত্রে বিবাহ, পুত্রের পরীক্ষায় সাফল্য প্রভৃতি অভিপ্রায়ে,—যাহার জন্য দৈবজ্ঞ বা জ্যোতিষী-গণের প্রদত্ত কবচ মাদুলীই উপযোগী। এবং যে গুরু কর্তৃক শিষ্যের বিষয়-বাসনার ক্ষয় ও অন্তরে হরি-ভজন বাসনার উদয় না করাইয়া, উক্ত প্রকার বিষয় বাসনানলেই ইন্ধন প্রদান করা হয়,— সে গুরু কৃষ্ণের অধিষ্ঠান না হইয়া, স্বয়ংসিদ্ধ—এবং নিজেও বিষয়-বাসনাক্লিষ্ট বুঝিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার ভক্তত্বও যখন সিদ্ধ হইতে পারে না— তখন গুরুত্ব তো দূরের কথা। তাই তদ্রূপ গুরুর সম্বন্ধে— শ্রীভাগবতেরও নির্দেশ— "গুরুর্ন সঃ স্যাৎ—" ইত্যাদি (ভাঃ ৫।৫।১৮)।[১]

---

১ যিনি শিষ্যের সংপ্রাপ্ত সংসারকে মোচন করিতে না পারেন তিনি গুরু নহেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে এবিষয়ে উক্ত হইয়াছে,—

স গুরুঃ পরমো বৈরী ভ্রষ্টং বর্ত্ম প্রদর্শয়েৎ।
তজ্জন্মনাশং কুরুতে শিষ্যহত্যাং ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥ —(২।৮।২৬)

অনধিকার অবস্থায় উক্ত প্রকার গুরুকরণ গুরু-শিষ্যের অভিনয় মাত্র হইয়া থাকে। পারমার্থিক লভ্য কিছুই হয় না। কিন্তু, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত—" (ভাঃ ১১।১৭।২৭) ইত্যাদি ভগবদুক্ত শ্লোকে গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধ্যাদি যে অপরাধরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, এইরূপ গুরুতে "মনুষ্যবুদ্ধি" ইত্যাদি অবশ্যই ঘটিয়া, সেই অপরাধ সঞ্চয়েরই কারণমাত্র হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষ—যদি বলা যায় যে এরূপ অনধিকারে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যদি কেবল অভিনয়ের মতই হয়, তবে অভিনেতা গুরু-শিষ্যের পক্ষে তো কোন অপরাধের কথাই উঠিতে পারে না, তবে এক্ষেত্রে অপরাধও না হইবার কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে গুরুতে 'মনুষ্যবুদ্ধি' ইত্যাদি রূপ অপরাধ ঘটিতেছে কেন?

তদুত্তর— অভিনয় কালে গুরু-শিষ্য অভিনয় কেবল লোকরঞ্জনের দিকেই লক্ষ্য থাকে। নিজেদের গুরুত্ব বা শিষ্যত্ব কোন বোধই থাকে না। অভিনয়ান্তে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধও ছিন্ন হয়; শিষ্যের পক্ষে অভিনয় স্থলেও কোন সময়ের জন্য 'গুরু' বুদ্ধি হয় না। মনুষ্যবুদ্ধিই সকল সময়ে থাকে। সুতরাং অপরাধের কারণ হয় না। কিন্তু উক্ত প্রকার লৌকিক অভিসন্ধিমূলক গুরু-শিষ্য-করণে, গুরুতে শিষ্যের পক্ষে সর্বক্ষণ গুরুবোধ থাকে এবং তৎসহ 'কৃষ্ণবুদ্ধি' না থাকায় 'মনুষ্যবুদ্ধি' চলিতে থাকে; এই হেতু সর্বক্ষণ গুরুবুদ্ধির সহিত মনুষ্যবুদ্ধির সংযোগে উহা গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি রূপ অপরাধের কারণ ঘটে; এবং ইহা অবিচ্ছিন্নভাবেই চলিতে থাকে। তৎসহ সেই গুরুতে অসূয়াদি (দোষ দর্শনাদি) অপরাধের দ্বারও যথেষ্টরূপেই খোলা থাকে।

অর্থ,— যিনি ভ্রষ্ট পথ-প্রদর্শক তিনি গুরু নহেন বরং পরম শত্রু। শিষ্যের পরম পুরুষার্থপ্রদ অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্মটি নষ্ট করার ফলে শিষ্যহত্যার ফল তিনি অবশ্যই লাভ করেন।

এই হেতু ব্যবহারিক জগতে যথাসময়োপযোগী গুরু-শিষ্য করণের পূর্বে—বুঝিয়া লইতে হইবে সেই শিষ্যের প্রকৃষ্ট কৃষ্ণোন্মুখতা ও তৎসহ শ্রদ্ধাদি ভক্তিলক্ষণের সহিত মহান্তরূপ শিক্ষাগুরুর সঙ্গ ও উপদেশের সুফল লাভ হইয়াছে কিনা? এবং ভক্তিমাত্র প্রাপ্তির বাসনা জাগিয়াছে কিনা? অপরপক্ষে শিষ্যেরও সেই গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে বুঝিয়া লইতে হইবে— সেই গুরু প্রকৃষ্ট শিষ্যবৎসল কিনা? তাঁহাতে কোনরূপ লৌকিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির অভিসন্ধি আছে কিনা? ইত্যাদি বিষয়। উভয়ে পরীক্ষান্তে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, সেই গুরু-শিষ্যের সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াই শাস্ত্রে সুস্পষ্ট-রূপে বিহিত হইয়াছে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উক্ত হইয়াছে— "তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাত্বাঽন্যোঽন্য-স্বভাবয়োঃ। গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥" শ্রুতিশ্চ—'নাসম্বৎসর-বাসিনে দেয়াৎ।' সারসংগ্রহেঽপি —"সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥ রাজ্ঞি চামাত্যজা দোষাঃ পত্নীপাপং স্বভর্তরি। তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥"—(হঃ ভঃ বিঃ, ১৷৫০-৫১)

অর্থ,—উভয়ে এক বৎসর কাল একত্র বাস করিলে, গুরু ও শিষ্য পরস্পরের স্বভাব ও যোগ্যতা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, অন্যরূপে জানিতে পারা যায় না, ইহাই নিশ্চয়। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে— এক বৎসর কাল যে ব্যক্তি গুরুর সহিত বাস না করিয়াছে, তাহাকে মন্ত্র প্রদান নিষেধ। সারসংগ্রহেও উক্ত হইয়াছে, সদ্‌গুরু এক বৎসর কাল যাবৎ নিজের আশ্রিত শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন। অমাত্যের দোষ সমূহ যেমন রাজাতে এবং পত্নীর পাপসমূহ যেমন নিজ পতিতে উপগত হয়, সেইরূপ গুরুও শিষ্যের অর্জ্জিত পাপ নিশ্চিতরূপেই প্রাপ্ত হয়েন।

শাস্ত্রে আবারও উল্লিখিত হইতে দেখা যায়,—

পরীক্ষ্যৈব গুরুঃ শিষ্যং শিষ্যোঽপি গুরুমাশ্রয়েৎ।
অন্যথা নরকায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং গুরোস্তথা॥
—(ভাগবত-তাৎপর্য্যধৃত শাস্ত্রবাক্য ১১।৩।৪৮)

অর্থ,—শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়াই মন্ত্রদান করিবেন। এবং শিষ্যও শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। তাহা না হইলে, শিষ্য নরকাদি অধোগতি লাভ করে এবং গুরুকেও উহার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হয়।

শিষ্যকেও দীক্ষার পূর্বে পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে— গুরুতে শিষ্যের একান্ত হিতকামনা ব্যতীত, শিষ্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা, পরিচর্যাদি প্রাপ্তির কোন কামনা আছে কিনা ?—সেরূপ কামনায় শিষ্য-করণের উদ্দেশ্য থাকিলে,— তিনি গুরু হইবার যোগ্য নহেন। যথা,—

"পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি॥"
—(হঃ ভঃ বিঃ, ১।১।৩৫)

মহৎ-কৃপাই ভক্তিলাভের কারণ এবং ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়কাল হইতেই শুদ্ধাভক্তির আরম্ভ, যে অবস্থায়— ভক্তাধারে গুরুতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, শিষ্যের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূত হন; তৎপূর্বে দীক্ষা সিদ্ধ নহে। সেই মহৎ-সঙ্গাদিও অত্যন্ত সুদুর্লভ। যথা,—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২।২৯)

অর্থ,— দেহধারী জীবগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তন্মধ্যে মনুষ্যদেহ দুর্লভ মনে করি; সেই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আবার শ্রীভগবৎ-প্রিয়জনের দর্শনলাভ আরও দুর্লভ।

এজন্য সাধ্যশ্রেষ্ঠ 'রাগভক্তি' দূরের কথা, বিধিভক্তি লাভ করাও অতি দুর্লভ ভাগ্য-সাপেক্ষ ছিল। কোটি মুক্ত মধ্যে একজন ভক্ত হওয়াও দুর্লভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে শাস্ত্রে।

এই হেতু ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গই পুরুষার্থ রূপে গণ্য হইয়াছে। ভক্তির সুদুর্লভতা বশতঃ উহাকে পুরুষার্থ মধ্যে গণনা করা হয় নাই।

কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণ "হরেকৃষ্ণ" নাম—ইহা মহা-মহতের মুখোচ্চারিত ও মহা-মহতের সর্বশক্তি ইহাতে নিহিত থাকায় স্বতন্ত্র মহৎসঙ্গের অপেক্ষা না করিয়াও কেবল শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবেই— জীবের চিত্তশুদ্ধি হইতে— ব্রজপ্রেম লাভ (মঞ্জরীভাবে) পর্যন্ত সমস্তই যথাক্রমে লভ্য হইয়া থাকে-- শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গরূপ শিক্ষা-গুরুর উপদেশাদির পর, তৃতীয় স্তর সমাগত হইলে— সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানরূপ সদ্গুরুর পাদাশ্রয় ঘটিয়া থাকে শ্রীনামেরই কৃপায়।

কিন্তু, শ্রীনামাশ্রয় না করিয়া তৎপূর্বে সাধারণভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিলে, গুরুতে 'গুরু'-বোধের সহিত মনুষ্যবুদ্ধি ও দোষদর্শনাদির জন্য— "গুরোরবজ্ঞা"-রূপ নামাপরাধ সঞ্চারিত হইতে থাকে ; অথচ প্রকৃষ্ট 'গুরু' না হওয়ায়, কোন উপকার লাভ করাও যায় না।

কেবল এই নামাপরাধ সঞ্চারের জন্য সেইরূপ গুরুকরণে শ্রীনামেরও অপ্রসন্নতা বিধান করা হয়। যাহার ফলে নামের মহিমারও উপলব্ধি হয় না ; কিম্বা অপ্রসন্ন শ্রীনাম নিজ মহিমা প্রকাশেও বিরত থাকেন।

এই হেতু, বর্তমান যুগে প্রথমে শ্রীনামাশ্রয় না করিয়াই সাধারণ ভাবে গুরুকরণ এবং সেই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি ও দোষ-দর্শনাদি অবজ্ঞা—ইহাই তৃতীয় নামাপরাধ।

———

॥ চতুর্থ নামাপরাধ ॥

"বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা"

বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা (অর্থাৎ শ্রুত্যাদি শাস্ত্র-নিন্দা)
—ইহা চতুর্থ নামাপরাধ।

বেদের শিরোভাগ "শ্রুতি" নামে কথিত। দেহের সহিত যেমন শির বিদ্যমান থাকে এবং শিরের সহিত দেহ, সেইরূপ এখানে 'শ্রুতি' বলিতে সমস্ত বেদের সহিত শ্রুতিকে নির্দেশ করা হইয়াছে।

আবার বেদের অনুগত শাস্ত্র সকল— বেদতুল্যই জানিতে হইবে। অতএব বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা— ইহাই এই চতুর্থ নামাপরাধের তাৎপর্য।

এস্থলে 'নিন্দা'— ইহা উপলক্ষণ।

যেমন "কাক হইতে দধি রক্ষা কর"— বলিলে, বিড়াল কুকুর হইতেও রক্ষা করিবার কথা বুঝায়, সেইরূপ কেবল 'নিন্দা' নহে, অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধাদি যে-কোন প্রকার বিরুদ্ধাচরণ বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে "শ্রুতি-শাস্ত্র নিন্দন"— এই চতুর্থ অপরাধের তাৎপর্য হইতেছে— বেদ ও বেদানুগত নিখিল শাস্ত্রের নিন্দা, অবজ্ঞা ও তৎপ্রতি অশ্রদ্ধাদি প্রকাশরূপ যে-কোন প্রতিকূলাচরণ।

শাস্ত্র সম্বন্ধে 'নিন্দা' উপলক্ষণে অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধাদি সঙ্কীর্ণাশয়— অর্থাৎ প্রশান্তাশয় নহে যাহারা, তাহারা নামাপরাধী। এতাদৃশ নামাপরাধীজন, পুত্র বা শিষ্য হইলেও তাহাদের উক্ত শাস্ত্রোপদেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা,—

"নাপ্রশান্তায় দাতব্যং ন পুত্রায় শিষ্যায় বা পুনঃ ॥"

এখন একটি বিবেচ্য বিষয় এই যে, প্রথম নামাপরাধ— "সাধু-নিন্দা' ও এই চতুর্থ নামাপরাধ—"শাস্ত্রনিন্দা" ইহা একই পর্যায়ভুক্ত

হইতেছে। কারণ শাস্ত্রে 'সাধু' ও 'শাস্ত্র' এতদুভয়ের তাৎপর্য একই বলিয়া বর্ণিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

"দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥
এক ভাগবত বড়— ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত— ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১।৫৭)

অর্থাৎ,— শ্রীকৃষ্ণ দুই ভাগবত দ্বারা জগতে জগন্মঙ্গল নিজতত্ত্ব— নাম-যশ-মহিমাদি প্রচার করেন। এক ভাগবত হইতেছেন— (১) ভাগবতাদি শাস্ত্র, অপর ভাগবত হইতেছেন (২) কৃষ্ণভক্তি-রসপাত্র অর্থাৎ ভক্ত-সাধুজন।

সুতরাং 'সাধুনিন্দা' ও 'শাস্ত্রনিন্দা' এই দুইটি নামাপরাধ একই ভাগবত-নিন্দারূপ অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হইলেও, দুইটি পৃথক অপরাধ রূপে নির্দেশ করিবার কারণ কী ?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—

সাধু-গুরুমুখ হইতে শ্রুত শাস্ত্রোপদেশই প্রথমে গ্রহণীয় হইয়া থাকে। পরে শাস্ত্র-যুক্তি সুনিপুণ হইলে, তখন স্বতন্ত্রভাবে নিজেরও শাস্ত্রানুশীলনে ও তদুপদেশ দানে অধিকার জন্মে।

লৌকিক বিদ্যার্জনেও যেমন প্রথমে শিক্ষাগুরুর মুখ হইতে শ্রুত বিদ্যা অধ্যয়ন পূর্বক তদনুরূপ বিদ্বান হইলে, তখন নিজেরও যেমন স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যানুশীলনের ও বিদ্যাদানের অধিকার লাভ হয়,— শাস্ত্রানুশীলন বিষয়েও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

এই হেতু— "সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।"— ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য হইতেছে,— প্রথমতঃ সাধু-মুখোত্থিত শাস্ত্রোপদেশরূপ সম্মিলিত উভয় কৃপা হইতে কৃষ্ণোন্মুখতার বিকাশ হইলে, তৎপরে স্বতন্ত্রভাবে নিজ বিবেচনায় সাধু ও শাস্ত্র সেবনের যোগ্য হওয়া যায়।

অধিকন্তু, কেবল শাস্ত্রানুশীলন হইতে, সাধুমুখ-নির্গলিত শাস্ত্র-

বাক্য যে অধিকতর সুমধুর হইয়া থাকে,—ইহা সহজবোধ্য এবং

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং

শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্ ।" —ইত্যাদি ভাগবতীয় (১।১।৩) শ্লোকেও তাহা সমর্থিত হইতে দেখা যায়।

তাহা হইলে, প্রথমাবস্থায়— সাধু ও শাস্ত্র উভয়ের সহযোগিতা-স্থলে শাস্ত্রের পক্ষে যেমন সাধু-মুখে কীর্তিত হইবার অপেক্ষা থাকায়,—সাধুর স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে ; সেইরূপ—

"সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য

সতত ভাসিব প্রেম মাঝে । —ইত্যাদি।

—(ঠাকুর শ্রীনরোত্তমদাসের— প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)

মহাজনোক্তি হইতে জানা যায়,— শাস্ত্রবাক্যের মধ্যস্থতায় বা আনুগত্যে, যে সাধুবাক্য ও গুরুবাক্য, উহাই গ্রহণীয় হইয়া, তাহা হইতেই সতত প্রেমার্ণব মাঝে ভাসিবার যোগ্য হয় ! যে-বাক্য শাস্ত্রানুমোদিত নহে,— স্বকল্পিত, তাহা সাধন জগতে আদরণীয় হইতে পারে না। তাই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

"বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে

মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ।" —(ঐ প্রার্থনা)

সুতরাং এ-স্থলে, সাধু-গুরু-বাক্যের পক্ষে শাস্ত্রানুগত্য বা শাস্ত্রাপেক্ষা থাকায় শাস্ত্রেরও স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

সাধু ও শাস্ত্র উভয়েরই উক্ত প্রকার স্বতন্ত্রতার জন্য— "সাধুনিন্দা" ও "শাস্ত্রনিন্দা"— দুইটি পৃথক নামাপরাধরূপে নির্দিষ্ট হইবার কারণ।

যেমন শ্রীগুরু, ভক্ত বা সাধুর অন্তর্ভুক্ত হইলেও, ভক্তাধারে গুরু-রূপ শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়া উপযুক্ত শিষ্যকে শিক্ষাদান করেন,—সাধারণ সাধু হইতে শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুদেবের এই বৈশিষ্ট্য থাকায় —"সাধুনিন্দা" ও "গুরোরবজ্ঞা"— এই দুইটি পৃথক- অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে ; সেইরূপ "সাধু" ও "শাস্ত্র"— উভয়েই এক "ভাগবত" পর্যায়-

ভুক্ত হইলেও— উভয়েরই উক্ত প্রকার স্বাতন্ত্র্য থাকায়— দুইটি পৃথক অপরাধরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-নিন্দন রূপ 'অপরাধ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে— শাস্ত্র সম্বন্ধে—উহার স্বরূপ-লক্ষণ বা তত্ত্বাদি ও তটস্থ-লক্ষণ বা মাহাত্ম্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনার আবশ্যক। উক্ত উভয় লক্ষণে শাস্ত্রের যথার্থ মহিমার কথঞ্চিৎ উপলব্ধি হইলে, তদ্‌বিষয়ে অপরাধ হইতে স্বতঃই সতর্ক থাকিবার প্রয়োজন বোধ হইবে।

বেদ, বেদানুগত শাস্ত্র ও তদুক্ত ধর্ম,— 'সনাতন' নামে কীর্তিত। সনাতন অর্থে সদা বা যাহা নিত্য। সূর্যের উদয়-অস্তের ন্যায় প্রকটা-প্রকট হইলেও, কোন কালে যাহার অস্তিত্বের অবসান হয় না।

জাগতিক সকল ধর্মশাস্ত্র হইতে সনাতন ধর্মশাস্ত্রের বিশেষ এই যে,— অপর সকল ধর্মশাস্ত্র 'আধুনিক' অর্থাৎ কোন সুবিদিত সময় বিশেষ হইতে উৎপন্ন ও কোন শক্তিশালী পুরুষ বা মহামানব কর্তৃক সৃষ্ট বা রচিত। মনুষ্য বা পুরুষ কর্তৃক রচিত বলিয়া, আধুনিক সকল ধর্মশাস্ত্রকে "পৌরুষেয়" বলা হয়।

"যজ্জন্যং তদনিত্যং।" —যাহা জন্মে তাহা অনিত্য অর্থাৎ যাহা ছিল না— হইয়াছে, তাহা যে থাকিবে না— যাইবে, ইহা সুনিশ্চয়। এই হেতু জগতে কত 'আধুনিক' বা পৌরুষেয় ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম উৎপন্ন হইয়া, কালের অজানা অন্ধকারে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে— তাহার কোন চিহ্নই ধরণীপৃষ্ঠে রাখিয়া যায় নাই।

অপর পক্ষে— বেদাদি সনাতন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তদ্রূপ কোন উৎপত্তির কাল, বা কোন মনুষ্য কর্তৃক রচিত হইবার কথা অবগত হওয়া যায় না। এই হেতু ইহাকে "অপৌরুষেয়" বলা হয়। ইহার কালজয়ী হইয়া অবস্থিতির কথাই জানা যায় সর্বভাবে।

প্রলয়লীন বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং স্রষ্টা বা শ্রীভগবান কর্তৃক

তদীয় নিঃশ্বাসের ন্যায় এই বেদাদি শাস্ত্র অবলীলাক্রমে আবির্ভাবের কথা বা নিজ জন্মপত্রী বেদসকল নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন, যথা ;—

"অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্
যদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বা-
ঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্ ॥"—(বৃহদারণ্যক ২।৪।১০)

অর্থাৎ,— ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ— সেই ব্যাপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে প্রাদুর্ভূ'ত হইয়াছে।

শ্রীভগবান হইতে প্রথম প্রাদুর্ভূ'ত সেই অস্পষ্ট বেদাদি শাস্ত্র সকল, পরে ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণের মাধ্যমে যথাসময়োপযোগী হইয়া, সুস্পষ্টরূপে জগতে প্রকাশ হইয়া থাকে। এই হেতু শিবাদি হইতে ঋষিগণ পর্যন্ত কেহই শাস্ত্রের কারক বা প্রণেতা নহেন— সকলেই "স্মারক" অর্থাৎ পূর্বশ্রুত শাস্ত্র স্মরণ করিয়া থাকেন, একথা শাস্ত্র হইতে স্পষ্টই জানা যায়, যথা ;—

"শিবাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মর্তারোঽস্য ন কারকাঃ ॥"[1]

(শ্রীগোবিন্দভাষ্য-ধৃত স্মৃতিবাক্য ।২।১।৪)

সনাতন বেদাদি শাস্ত্রের কাল নির্ণয়ে আজ পর্যন্ত কেহই সমর্থ হয়েন নাই, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মধ্যে বিপুল মতপার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

কেহ পাঁচ শত, কেহ পাঁচ হাজার, কেহ পাঁচ লক্ষ বৎসরের মধ্যে এই সকল শাস্ত্র পুরাণাদি রচিত হইয়াছে, —ইত্যাদি প্রকার মতভেদ প্রকাশ করেন। যাহা হইতে ইহার নিত্যতারই সংবাদ প্রমাণিত হইয়া পড়ে।[2]

১ শাস্ত্রের অন্যত্রও উক্ত হইতে দেখা যায়—
"ব্রহ্মাদ্যা ঋষি পর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন তু কারকাঃ।"

২ এবিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি'র প্রথম উল্লাস দ্রষ্টব্য।

পাঁচ লক্ষ বৎসর পূর্বেকার ভূস্তরের নিম্ন হইতে বিষ্ণুমূর্ত্তির আবিষ্কার— ইহা হইতে তৎকালেও যে,—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণো পরমং পদম্—" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রে, বিষ্ণু-আরাধনাদির প্রমাণ হইতেছে— ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আধুনিক ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে কিন্তু তদ্রূপ কোন মতভেদ বা নজির নাই।

এখন পূর্বপক্ষ হইতে পারে— গীতাশাস্ত্র কুরুক্ষেত্রযুদ্ধস্থলে রথোপরি কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট হইতে শুনা যায়। সুতরাং ইহার নিত্যতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ?

তদুত্তরে বক্তব্য,— গীতার নিত্যত্বের পরিচয় সেই গীতোক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

—(গীতা ৪।১—৩)

অর্থ,— (শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন) —এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি প্রথমে সূর্যকে বলিয়াছিলাম। তিনি নিজ পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে বলিয়াছিলেন। হে পরন্তপ। রাজর্ষিরা এই জ্ঞানযোগ বংশানুক্রমে জ্ঞাত হন ; কিন্তু কালক্রমে ইহলোকে ইহা লোপ পাইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত ও সখা ; এই জন্য সেই পুরাতন, গুপ্ত ও শ্রেষ্ঠযোগ তোমাকে বলিলাম।

সুতরাং, এই গীতোক্ত জ্ঞানযোগ— (১) সূর্য, (২) তৎপুত্র 'শ্রাদ্ধদেব' নামক মনু, (৩) তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু, (৪) পরে নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিক্রমে পরম্পরাগত ভাবে আগত। সেইরূপ জানা যায়,—

বেদের অন্ত বা শিরোভাগ 'বেদান্ত' নামে কথিত। উহা পূর্বকল্পের মতই আবির্ভূত—এই নিত্যত্বের সংবাদ শ্রুতি নিজেই প্রদান করিয়াছেন। যথা,— "বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্।" —(শ্বেতাঃ। ৬।২২) অর্থাৎ পূর্বকল্পের ন্যায় এই পরম গুহ্য বেদান্ত কথিত হইয়াছে।—শ্রুতি নিজেকে বেদান্ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কেবল বেদান্তই নহে—প্রলয়ে অপ্রকট বেদকেও, সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাকে যে শ্রীভগবান উপদেশ করেন, ইহাও তদীয় শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী হইতে জানা যায়। যথা,—

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।৩)

অর্থ,— 'মদাত্মক' অর্থাৎ আমার সম্বন্ধীয় যে-ধর্ম আমি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছিলাম, সেই এই বেদরূপা বাণী প্রলয় সময়ে কালধর্মে বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব এই সকল প্রমাণ হইতে সনাতন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের নিত্যত্বই প্রমাণিত হইতেছে, ইহা অপৌরুষেয় বলিয়া। আধুনিক কোন ধর্মশাস্ত্রের এরূপ কোন নিত্যতার প্রমাণ নাই। যেহেতু উহা মনুষ্য-রচিত ও পৌরুষেয়।

সূর্যের উদয়াস্ত ও প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্নাদি ক্রমে পৃথিবীর অবস্থিতি ভেদে যেমন অবস্থাভেদ হইলেও সূর্য একই অবস্থায় বিদ্যমান; সেইরূপ সনাতন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মের প্রকটাপ্রকট ও কালোপযোগী আকারে আবির্ভাবাদি হইয়া থাকে। যথা,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২)

অর্থাৎ, সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যাদি

দ্বারা যে ফল লাভ হয়— কলিযুগের জীব তৎসমুদয় ফলই একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তন—শ্রীভগবন্নামাশ্রয় হইতেই সহজে লাভ করিতে পারে।

আধুনিক ও পৌরুষেয় হইলেও অপর সকল দেশের লোক— অন্ততঃ যাঁহারা ধর্মানুশীলন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্রে আমূল বিশ্বাস রাখিয়াই তাহার অনুষ্ঠান করেন। ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ ব্যতীত, কেহ কোন ধর্মানুষ্ঠান করেন না।

কেবল অপৌরুষেয় ও আজানিক সনাতন ধর্মশাস্ত্র যাহাদের, তাহারাই প্রদীপের নীচেই যেমন অন্ধকার হয়, সেইরূপ নিজ ধর্মশাস্ত্রে দিন দিন অশ্রদ্ধাদি পোষণ করিয়া, নামাপরাধ অর্জন করায়— সর্বাশ্রয় শ্রীনামেরও কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। অধিকন্তু, এখন কলির প্রভাব হেতু— বেদাদি মূল ধর্মশাস্ত্র সকল আচ্ছাদিত হইয়া তৎস্থলে স্ববুদ্ধি-রচিত কাল্পনিক ধর্মশাস্ত্র সকলের প্রচার হইতেছে ; মূল সনাতন ধর্মের স্থলে যাহা অধিক লোকে আগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মশীল বলিয়া মনে করিতেছেন ; ইহাও কলিযুগের এক বিশেষ লক্ষণ। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

নিশামুখেষু খদ্যোতাঃ তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥

—(শ্রীভাঃ ১০।২০।৮)

অর্থ,—যেমন কলিযুগে পাপের দ্বারা পাষণ্ড-রচিত শাস্ত্র সকল প্রকাশ পায়, বৈদাদি শাস্ত্র প্রকাশ পায় না ; তদ্রূপ বর্ষাকালে সন্ধ্যায় অন্ধকারে জোনাকী পোকা আলো দেয়, গ্রহগণ আলো দেয় না।

যে দেশের লোকে শাস্ত্রের নির্দেশ ছাড়া এক পদও অগ্রসর হইত না, এখন তাহাদেরই উক্ত বিপরীত অবস্থার কারণ— কলির প্রভাব।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রের স্থলে উক্ত প্রকার স্বকল্পিত ধর্মশাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাই শাস্ত্র তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন, যথা ;—

স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ শাস্ত্রৈর্মোহয়িত্বা জনং নরাঃ।
তেন তে নিরয়ং যান্তি যুগানাং সপ্তবিংশতিঃ॥
—(পাদ্মে উত্তর খণ্ডে—১৭ অধ্যায়)

অর্থ,— যাহারা নিজের বুদ্ধির দ্বারা বহু কল্পিত ধর্মমত প্রচার করিয়া তদ্দ্বারা জনসাধারণকে মুগ্ধ করিতে প্রয়াস করে, তাহাদের সপ্তবিংশতি যুগ পর্যন্ত নরকবাস করিতে হয়।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রে শ্রীবুদ্ধদেব ভগবানের অবতার বলিয়া কথিত হওয়ায় বুদ্ধকে ভগবান বলিতে কোন বাধা হয় নাই; কিন্তু তদুপদিষ্ট ধর্মশাস্ত্র বেদানুগত্যে রচিত না হইয়া, স্ব-কল্পিত হওয়ায়, উহা সনাতন আর্যজাতির নিকট গ্রহণীয় হয় নাই। অতএব, যেখানে ভগবান-রচিত শাস্ত্রও বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত না হইলে বর্জনীয় হইয়াছে— সেইখানে আজ যে মানুষের রচিত কাল্পনিক ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম নির্বিচারে গ্রহণীয় হইতেছে, ইহা কেবল কলিরই প্রভাব বুঝিতে হইবে।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রের প্রতি এই বিরুদ্ধাচরণ— ইহা শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দা অর্থাৎ নিন্দা উপলক্ষণে বিরোধিতারূপ নামাপরাধের সঞ্চারের কারণ হইতেছে না কী?

তাহা হইলে, বিশেষতঃ এই সনাতন ধর্মের দেশে, উক্ত বিচারে "শ্রুত্যাদি-নিন্দা" বা তদ্‌বিরুদ্ধাচরণরূপ নামাপরাধ অজস্রভাবে সংঘটিত হইতেছে; সুতরাং এই কারণেও অপ্রসন্ন শ্রীনাম এখানে নিজ মহিমা প্রকাশ করিতেছেন না,— ইহা এখন একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই হেতু, আমাদের দেশের তুলনায়— অপর দেশে নামাপরাধ সংঘটনের কারণ অল্পই আছে এবং তদ্দেশবাসী কর্তৃক শ্রীনাম কোন প্রকারে গৃহীত হইলে, উহার মহিমা অধিকতর প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

আধুনিক বা পৌরুষেয় ধর্মশাস্ত্র চারি বা পাঁচ হাজার বৎসরের

ঘটনা ও সেই নির্দিষ্ট হিসাবের অধিক অপর কিছুই জানা যায় না। অপরপক্ষে, সনাতন বা অপৌরুষেয় ধর্মশাস্ত্র কোটি কোটি বৎসরের ঘটনা ও সেই দীর্ঘ হিসাবের সহিত আজিকার দিনটিও সম্বন্ধযুক্ত। সেই সনাতন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে এবং চিরদিন থাকিবেও।

জগতে সমস্ত কিছুই অনিত্য। সেই অনিত্যের মধ্যে একমাত্র সনাতন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মকেই নিত্য বলিয়া উপলব্ধি করা যায়,—স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই।

অদ্যকার দিনটির সম্বন্ধ বা সংযোগ কত দীর্ঘকালের সহিত সংযুক্ত, নিম্নে সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে।

কল্প পরিমাণ :—

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারিযুগ জানি।
এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ মানি॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর॥
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেল তাহার অন্তর॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ। আদি ৩ পঃ)

ব্রহ্মার একদিনে তেঁহো (কৃষ্ণ) একবার।
অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৩।৪)

ব্রহ্মার একদিন হইতেছে মনুষ্য-পরিমাণে—চারি শত বত্রিশ কোটি বৎসর। কিম্বা, চৌদ্দ মন্বন্তর কাল। কিম্বা সহস্র চতুর্যুগ। উক্ত প্রকার দিনের ৩০ দিনে মাস ও ১২ মাসে বৎসর হয় ব্রহ্মার। এইরূপ বৎসরের ১০০

শত বৎসর বা দ্বিপরার্দ্ধ কাল ব্রহ্মার পরমায়ু। তন্মধ্যে ব্রহ্মার আয়ুর প্রথম পরার্দ্ধ অর্থাৎ ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

বর্তমান— দ্বিতীয় পরার্দ্ধের, প্রথম বর্ষের, প্রথম মাসের, প্রথম দিনের (বা কল্পের) 'বৈবস্বত'-নামক সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিযুগের (৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসরের) মধ্যে ৫০৭৫ বৎসরের ৫ম মাসের আজ ১লা তারিখ চলিতেছে।[১]

চতুর্দশ মন্বন্তর, যথা ;—

(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) ঔত্তমীয়, (৪) তামসীয়, (৫) রৈবতীয়, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বর্তমান— বৈবস্বত ; এবং অপর সপ্ত ভবিষ্যৎ মন্বন্তর, যথা ;— (৮) সাবর্ণীয়, (৯) দক্ষ সাবর্ণীয়, (১০) ব্রহ্ম সাবর্ণীয়, (১১) ধর্ম সাবর্ণীয়, (১২) রুদ্র সাবর্ণীয়, (১৩) দেব সাবর্ণীয়, (১৪) ইন্দ্র সাবর্ণীয়।

৭১ চতুর্যুগে এক একটি মন্বন্তর হয়। উক্ত ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একটি দিন বা কল্প।

চতুর্যুগের বর্ষ পরিমাণ ;—

কলিযুগ, ৪,৩২০০০ (চারি লক্ষ বত্রিশ হাজার) বৎসর।
দ্বাপরযুগ, ৮,৬৪০০০ (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার) বৎসর।
ত্রেতাযুগ, ১২,৯৬০০০ (বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) বৎসর।
সত্যযুগ, ১৭,২৮০০০ (সতের লক্ষ আটাশ হাজার) বৎসর।
সর্বমোট—৪৩,২০০০০ (তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার) বৎসর।

ইহাই এক চতুর্যুগ বা একটি দিব্যযুগ। এইরূপ ৭১ চতুর্যুগে— একটি মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একটি দিন (বা কল্প) কিম্বা উক্ত ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়।

এহেন ব্রহ্মাও নিত্যস্থায়ী নহেন। মায়িক বস্তু মাত্রেই কালের

১ ১লা ভাদ্র ১৩৮৩ সাল। শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রত। (সম্পাদক)

অধীন। সেই 'কাল' শ্রীভগবানেরই মহিমা বিশেষ— "যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুঃ" (শ্রীভাঃ ১০।৩।২৬)। অর্থাৎ, "শ্রীভগবানের সৃষ্ট্যাদি চেষ্টাকে বেদসমূহ কাল বলেন।" সুতরাং কেহ কল্পজীবী বা দ্বিপরার্দ্ধ ব্রহ্মায়ু বিশিষ্ট হইলেও, শ্রীভগবানের কালরূপকে অতিক্রম করিতে পারে না, যথা ;—

লোকানাং লোকপালানাং মত্তয়ং কল্পজীবিনাম্।
ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ॥—(শ্রীভাঃ ১১।১০।৩০)

অর্থ,— কল্পান্তজীবী লোক সকলেরও এবং লোকপাল সকলের আমা হইতে ভয় আছে। দ্বিপরার্দ্ধপরমায়ু ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয় আছে, অতএব ঐ স্বর্গাদিভোগও কর্মজড় ব্যক্তিদিগের মত অতীব অকিঞ্চিৎকর জানিবে।

একমাত্র শ্রীভগবান ও আত্মবস্তুই সনাতন বা নিত্য। আর তাঁহা হইতে প্রসূত এই সনাতন ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রও সেইরূপ নিত্যবস্তু— অনিত্য বা মায়িক নিখিল জড় জগৎ মধ্যে। তাই উক্ত হইয়াছে,—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
নাহি তুয়া আদি অবসানা॥" —বিদ্যাপতি।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মার দিবস বা কল্পকালের সহিত হিসাব সংযোগে বর্তমান কলিযুগের গতাব্দা ৫০৭৪ এবং ৫০৭৫ চলিতেছে।

উক্ত চতুর্যুগের প্রবৃত্তি বা আরম্ভের তারিখ ; যথা,—

	(মাস)	(বার)	(তিথি)
সত্যযুগ—	বৈশাখ	রবিবার	শুক্লা তৃতীয়া।
	(১৭,২৮০০০ বৎসর পরে—)		অক্ষয় তৃতীয়া।
ত্রেতাযুগ—	কার্ত্তিক	সোমবার	শুক্লা নবমী।
	(১২,৯৬০০০ বৎসর পরে—)		
দ্বাপর যুগ—	ভাদ্র	বৃহস্পতিবার	কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
	(৮,৬৪০০০ বৎসর পরে—)		

কলিযুগ—মাঘ, শুক্রবার, মাঘী পূর্ণিমা। (৪.৩২০০০০ বৎসর পরিমাণ) কত দীর্ঘকালের হিসাবের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া এই সনাতন ধর্মের ও ধর্মশাস্ত্রের নিভ্যত্বের প্রমাণ বহন করিতেছে, নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যথা,—

(১) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব— বৈবস্বত মন্বন্তরীয় (অর্থাৎ বর্তমান)

শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকাল ১২৫ বৎসরের মধ্যে ১০০ বৎসর দ্বাপরান্তর্গত এবং ২৫ বৎসর কলির প্রারম্ভে।

২৮ চতুর্যুগের দ্বাপরে। (সেইকাল হইতে জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন।)

(২) শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব— বৈবস্বত মন্বন্তরীয়—২৮ চতুর্যুগের ত্রেতায় হইলেও দ্বাপরের ৮,৬৪০০০ বৎসর পূর্বে। মতান্তরে ২৪ চতুর্যুগে। তাহা হইলে মধ্যে—৩টি চতুর্যুগের পূর্বে। (সেই কাল হইতে রামনবমী-ব্রত পালন।)

(৩) শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব— বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭ম চতুর্যুগে মধ্যে ২০টি চতুর্যুগের পূর্বে। (সেইকাল হইতে বামনদ্বাদশী-ব্রত পালন।

(৪) শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব—'চাক্ষুষ' নামক ষষ্ঠ মন্বন্তরে। মধ্যে অন্ততঃ ২৮ চতুর্যুগ পূর্বে। (সেইকাল হইতে নৃসিংহ-চতুর্দশী-ব্রত পালন।)

এইরূপ দীর্ঘদিনের হিসাবের সহিত ধর্ম-কর্মের অনুষ্ঠানের সংযোগ, ইহাই সনাতন ধর্ম ও শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এবিষয়ে আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হইতেছে— যাহার উপলব্ধি সনাতন ধর্মশাস্ত্রের ও ধর্মের বিশালতারূপ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

(১) ২৪ চতুর্যুগে (বৈবস্বত মন্বন্তরীয়) মান্ধাতার রাজ্যকাল। সৌভরি ঋষি, মান্ধাতার ৫০ কন্যাকে বিবাহ করেন। মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ— তাঁহার ২৮ চতুর্যুগে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হয়। পুরাণ হইতে এই সুপ্রাচীন ইতিহাস জানা যায়।

(২) চাক্ষুষ মন্বন্তরে (ষষ্ঠ মন্বন্তরে) প্রচেতা-পুত্র দক্ষ কর্তৃক তদীয় ১১

কন্যাকে কশ্যপমুনির সহিত বিবাহ দান। তন্মধ্যে কদ্রুই সর্ব-শ্রেষ্ঠা। এই কদ্রুই বৈবস্বত মন্বন্তরের দ্বাপরে— তদীয় অংশিনী-স্বরূপা— বসুদেব-পত্নী— রোহিণীরূপে (অনন্তাংশী বলদেবের জননী) জন্মগ্রহণ করেন।

(৩) স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের (প্রথম মন্বন্তর) ঘটনা— বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কালে বেদশির ও অশ্বশির নামক মুনিদ্বয় পরস্পর শাপ দানে— বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তর কালান্তর্গত ত্রেতায়, বেদশির— কালিয়নাগরূপে ও অশ্বশির— ভুশুণ্ডকাকরূপে, জন্মগ্রহণ করেন।

এইরূপ বহু বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা সনাতন ধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইতে পারে— কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

কিন্তু অপর আধুনিক ধর্মের আশ্রিত জনের নিকট নিজ নিজ ধর্ম-শাস্ত্রের মর্যাদা বিশেষভাবে সংরক্ষিত হইলেও কলিপ্রভাবে আজ এতাদৃশ সনাতন ধর্মের আশ্রিতগণের নিকটই নিজ ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদা ও বিশ্বাস ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া আসিতেছে ও তৎস্থলে, উপধর্ম শাস্ত্রেরই মহিমা উপলব্ধি হইয়া,— বহুলোক তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেছে।

নিজ ধর্মশাস্ত্রের এতাদৃশ বিরুদ্ধাচরণ বা বিরোধিতা— ইহা দ্বারা চতুর্থ নামাপরাধ সঞ্চারিত হইয়া শ্রীনামের অপ্রসন্নতা ঘটায়—শ্রীনামের অব্যর্থ শক্তির উপলব্ধি না হইবার কারণ ঘটিতেছে কিনা ?— ইহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

শাস্ত্র বলিতে কি বুঝিব ? শাস্ত্রের পরিচয় শাস্ত্রেই এইরূপে দেওয়া হইয়াছে ;—

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্।
মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে ॥
যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।
অতোঽন্যগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥ —(স্কান্দে)

অর্থ,— ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, ভারত, পঞ্চরাত্র, রামায়ণ— এই সকল শাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাদের অনুকূল সকল গ্রন্থ, তাহাও শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত ও শাস্ত্র নামেই কীর্তিত হইবার যোগ্য। এতদ্ব্যতীত (শাস্ত্রানুকূল নহে যাহা অর্থাৎ স্বকল্পিত) গ্রন্থ সকলের যে বিস্তার বা প্রচার, তাহা শাস্ত্র নহে;—'কুবর্ত্ম' (কুপথ)।

ইহার মধ্যে পুরাণের নাম নাই। পুরাণ সকলকে অনেকে 'আধুনিক' বলেন। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে, পুরাণের স্থান অনেক উচ্চে বুঝিতে পারা যায়। পূর্বে সাক্ষাৎ শ্রুতিবাক্য হইতে ("মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ যদ্ ঋগ্বেদ্"— ইত্যাদি হইতে) চারি-বেদের সহিত ইতিহাস ও পুরাণ যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান হইতে প্রাদুর্ভূত ইহা স্পষ্টই জানা গিয়াছে। কিন্তু স্কান্দোক্ত শ্লোকে সেই চতুর্বেদ ও ভারত-রামায়ণ-ইতিহাসকে ও পঞ্চরাত্রকে শাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া, তৎসহ বেদাদি শাস্ত্রের অনুকূল যাহা "তাহাকেও 'শাস্ত্র' বলিয়া জানা আবশ্যক"— এই উক্তির মধ্যে সেই বেদানুগত 'পুরাণ' সকলকে এবং তৎসহ বেদানুকূল অপর যে কোন শাস্ত্র তাহাও শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইবার কথা বুঝিতে পারা যায়। তদ্ব্যতীত যাহা বেদানুকূল নহে, স্ববুদ্ধি-প্রসূত, তাহাই অশাস্ত্র বা কুবর্ত্ম বলা হইয়াছে। (এই টুকুই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, যাহার জন্য পুরাণের সমধিক গৌরবই ঘোষিত হইয়াছে।)

ইতিহাস ও পুরাণ সকলকে যে 'বেদতুল্য' ও 'পঞ্চমবেদ' বলা হয়— একথা পূর্বেও অবগত হওয়া গিয়াছে; যথা,—

"ইতিহাসঃ পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।"— সুতরাং কেবল বেদানুকূল নহে,— বেদতুল্যই হইতেছে। এমন কী বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝিবার পক্ষে পুরাণে অধিক সুযোগ থাকায় বেদ হইতে পুরাণের আধিক্যই শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। যথা,—

বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

—(শ্রীনারদীয় পুরাণ)

অর্থ,— হে বরাননে! 'বেদার্থ সকল পুরাণ মধ্যেই সুস্পষ্ট হইয়াছে, ইহা সুনিশ্চয়। আর এ-কারণেই পুরাণকে বেদের অধিকই বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

তাই, শ্রীচরিতামৃতেও ইহার প্রতিধ্বনি দেখা যায়,—

"বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয় ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।৬।১৩৯)

তাই, শ্রীরূপ-সনাতন প্রতি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ,—

"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন ॥"

তাহা হইলে বেদানুকূল শাস্ত্র মধ্যে পুরাণ সকল ও অপর বেদানুগত শাস্ত্র সকলও 'শাস্ত্র' রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নিগূঢ় বেদের অর্থ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায়, পুরাণকে বেদাধিক ও পুরাণ-ইতিহাসকে অন্যত্র "পঞ্চমবেদ" বলিয়া গৌরব দান করা হইয়াছে।

অতএব পূর্বে স্কন্দোক্ত শ্লোকে পুরাণের উল্লেখ না করিয়াও শ্রুতির তাৎপর্যরূপে পুরাণ ও তৎসহ বেদানুকূল অপর সকল গ্রন্থ 'শাস্ত্র'-রূপে নিরূপিত করিয়া বেদের তাৎপর্যই প্রকাশ করা হইয়াছে— ইহাই বুঝা যায়।

অতঃপর বিবেচ্য এই যে, শ্রীভাগবতেরও কোন উল্লেখ দেখা যায় না—উক্ত শ্লোকে। তদ্বিষয়ে প্রথমতঃ এই বলা যায় যে, পুরাণের উল্লেখ না থাকিলেও পুরাণ সকল যখন বেদানুকূল হওয়ায় শাস্ত্ররূপে গণ্য হইলেন, তখন ভাগবতও পুরাণের অন্তর্গত হওয়ায়— ইহাও পুরাণের মত বেদতুল্যই হইতেছেন। যথা,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।"[1]

অর্থাৎ—এই ভাগবত নামক পুরাণ—বেদতুল্য।

আবার পুরাণ সকল মধ্যে ভাগবত 'অর্ক' স্থানীয় হওয়ায়, পুরাণ মধ্যেও ভাগবতের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জানা যায়। যথা,—

"কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।"

—অর্থাৎ কলি প্রভাবে জীব সকল পরমার্থ দৃষ্টিহীন হওয়ায়, শ্রীভাগবত পুরাণ সূর্যরূপে এখন সমুদিত হইয়াছেন।—(শ্রীভাঃ ১৩।৪৩)

ইহার তাৎপর্য— ভাগবত সূর্য-স্বরূপ হইতেছেন। অপর পুরাণাদি হইলেন গ্রহ-নক্ষত্র-স্বরূপ।

অতঃপর বিশেষ বিচারে অবগত হওয়া যাইবে— শ্রীভাগবত কেবল পুরাণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় বেদতুল্যই নহে, বেদ হইতে অভিন্ন হইয়াও আবার সর্ববেদাধিক মহিমায় মহিমান্বিত।

বেদ হইতে ভাগবতের অভিন্নতার প্রমাণ শ্রুতি হইতেই জানা যায়— শ্রীভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়া তাঁহাকে 'বেদ' উপদেশ করেন। যথা,—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ॥"[2]

—(শ্বেতাশ্বঃ উঃ।৬।১৮)

---

১ শ্রীভাঃ ১।৩।৪০ এবং শ্রীভাঃ ২।১।৮

২ উক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ-স্বরূপ, ঠিক অনুরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বারা—শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্মার বেদোপদেষ্টা এবং তিনি গোপাল-বিদ্যাত্মক বেদ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ লীলা-তত্ত্বাত্মক ভাগবত) ব্রহ্মাকে উপদেশ করিয়াছেন—এই উক্তি দ্বারা বেদ ও ভাগবতের অভিন্নতার সংবাদ সাক্ষাৎ শ্রুতি হইতেই প্রতিপন্ন হইতে দেখা যায় যথা,—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।

আবার, শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন ;—

"পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদি-সর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি ॥—(শ্রীভাঃ ৩।৪।১১)

অর্থ,—সৃষ্টির প্রারম্ভে আমার নাভিপদ্ম হইতে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মাকে আমার মহিমা অর্থাৎ লীলাদি-ব্যঞ্জক পরম জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলাম। যে জ্ঞানকে সাধুগণ 'ভাগবত' বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

এখন যদি মনে করা যায়, শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে পৃথক ভাবে দুই-বার বেদ ও ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, সে কথা বলাও সঙ্গত হয় না ; যেহেতু ব্রহ্মাকে সৃষ্টির পর তদীয় প্রথম উপদিষ্ট পরম জ্ঞান যাহা, তাহাকেই সাধুজন ভাগবত বলেন,—সেই প্রথম উপদিষ্ট পরম জ্ঞানকেই শ্রীভগবান নিজেই 'বেদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—পূর্বোক্ত "কালেন নষ্টা প্রলয়ে—" ইত্যাদি শ্লোকে।

এইরূপ আরও অপর প্রমাণদ্বারা বেদ ও ভাগবতকে অভিন্ন বলিয়াই সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। তবে উভয় গ্রন্থ আক্ষরিকরূপে দেখিতে তো এক প্রকার নহে ?

তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,—'বেদ' পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত। আর 'ভাগবত'—অপরোক্ষভাবে কথিত। এই হেতু,—উভয়ে আক্ষরিক ভেদ দেখা যাইলেও, অর্থ বিচারে উভয়েরই সমতা রহিয়াছে। যথা,—

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমমুং ব্রজেৎ।
—(শ্রীগোঃ উঃ। পূঃ। ২৭)

অর্থ,—যে শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মাকে গোপালবিদ্যাত্মক বেদসমূহ উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক দেবকে মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ শরণ গ্রহণ করিবেন।

প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
সেই অর্থ 'চতুঃশ্লোকী' বিবরিয়া কয়।
—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৫)

ইহার তাৎপর্য—পদ্মকোরকের প্রস্ফুটিত শতদলে ক্রমশঃ বিকাশের ন্যায়। প্রণব—পদ্মকোরক সদৃশ। গায়ত্রী—কিঞ্চিৎ স্ফুট। চতুঃশ্লোকী হইতেছে—গায়ত্রী হইতে বিকশিত চারিটি দল সদৃশ। (যাহা শ্রীভগবান সাক্ষাৎ শ্রীমুখে ব্রহ্মাকে প্রথম উপদেশ করেন।)

সেই চতুঃশ্লোকীর শৈবালরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত পূর্ণ বিকাশ হইতেছে—'চতুর্ব্বেদ'। এবং চতুশ্লোকীর অপরোক্ষ বা শৈবালাদি অনাবৃত প্রস্ফুটিত শতদলরূপ—শ্রীভাগবত। অতএব, ব্রহ্মাকে শ্রীভগবৎ-কথিত পরমজ্ঞান—ইহাই চতুঃশ্লোকী। উহাই ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ হইতে পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত চারিবেদরূপে ও শ্রীনারদকে বিশদভাবে উপদিষ্ট 'ভাগবত' রূপে—আবির্ভূত। এই হেতু বেদ ও শ্রীভাগবত—একই পরম জ্ঞানের আচ্ছাদিত ও অনাচ্ছাদিত রূপ। সুতরাং বেদ হইতে শ্রীভাগবত অভিন্ন বস্তুই। তথাপি অস্পষ্ট বেদের সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট প্রকাশ বলিয়া বেদ হইতেও শ্রীভাগবত আরও অধিক গৌরবান্বিত। তদ্বিষয়ে পরবর্তী প্রমাণ সকল আলোচিত হইতেছে।

বেদের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত করাইয়া অবিদ্যাচ্ছন্ন, কাল-কবলিত, অল্পায়ু ও অধর্মরত—দুর্গত জীবসকলের পরমমঙ্গল বিধান মানসে, শ্রীহরির অংশে ভগবান শ্রীবেদব্যাস জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি লুপ্ত বেদকে উদ্ধার পূর্বক চতুর্বেদে বিভাগ করিয়া, সেই বেদার্থ সকল সমূহয় পুরাণে ব্যক্ত করিয়া, সর্ব বর্ণ ও আশ্রমোপযোগী বেদার্থের সমাবেশে মহাভারত রচনা করিয়া এবং সর্বশ্রুতিসার-স্বরূপ 'ব্রহ্মসূত্র' প্রণয়ন করিয়াও তদ্দ্বারা তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন নাই।

ভূত ও ভবিষ্যতবেত্তা ব্যাসদেব যুগে যুগে পৃথিবীতে দ্রব্যের

কালবশে সমুপস্থিত ধর্মের ক্ষীণভাব দর্শন করিয়া, সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের যাহা হিতকর সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া, বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি কর্মই শুদ্ধিকর বিবেচনা করিয়া যাহাতে যজ্ঞকার্যাদি অবিচ্ছেদ ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য এক বেদই চারিভাগে বিভক্ত করেন। তাহার বিস্তারার্থ স্বরূপ ইতিহাস ও পুরাণাদি প্রকাশ করিলেন।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥

—(শ্রীভাঃ ১।৪।২০)

অর্থ,—ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই চারিবেদ প্রকাশ করিলেন। ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদরূপে পরিণত করিলেন।

পূর্বোক্ত বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্যাসদেব স্বীয় শিষ্য পৈল নামক মুনিকে ঋগ্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ ও সুমন্ত মুনিকে অথর্ববেদ বিশেষরূপে উপদেশ করেন। ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণ-সুত ইতিহাস ও পুরাণবেত্তা ছিলেন।

পুনরায় স্ত্রী, শূদ্র ও অধম জনের বেদ শ্রবণে অধিকার না থাকায় ব্যাসদেব তাহাদের হিতার্থে মহাভারত প্রকাশচ্ছলে বেদার্থ প্রকাশ করেন।

স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥

—(শ্রীভাঃ ১।৪।২৫)

অর্থ,—স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজাধম ব্যক্তিগণের বেদ শ্রবণের যোগ্যতা নাই এবং তাহারা বেদোক্ত কর্মে নিতান্ত বিমুখ—এই বিবেচনা করিয়া তাহাদের মঙ্গলের জন্য বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়াছেন।

অতঃপর ব্যাসদেব সমস্ত বেদ ও বেদশির উপনিষদ্ আলোড়ন পূর্বক তৎসার—সূত্ররূপে 'ব্রহ্মসূত্রের' রচনা করিলেন। তথাপি তিনি

চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলেন না।

তখন মুনীশ্বর ব্যাসদেব পুণ্যসলিলা সরস্বতীর নির্জন তটদেশে উপবেশন পূর্বক চিত্তের অপ্রসন্নতার কারণ অনুসন্ধান মানসে, মনে মনে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

আমি সংযত চিত্তে ব্রতধারণ পূর্বক বেদসমূহের, গুরুজনের ও অগ্নির সম্মান প্রদান করিয়াছি; পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রণয়নচ্ছলে বেদের অর্থ প্রকাশ করিয়া স্ত্রী-শূদ্রাদি এবং সর্ববর্ণ ও আশ্রমের পক্ষে উহা গ্রহণোপযোগী করিয়াছি! তথাপি হায়! আমার সেই বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি ও ব্রহ্মতেজ-সম্পন্ন আত্মা পূর্বের ন্যায় অতৃপ্তই রহিয়াছে দেখিতেছি। কিম্বা যে ভাগবতধর্ম শ্রীভগবানের ও তদ্ভক্ত পরমহংসদিগের অতীব প্রিয়তম ও জগতে সাধারণতঃ অনির্ণীত—আমি কি সেই পরম ধর্ম ভারতাদি শাস্ত্রে সম্যকরূপে বিস্তার করি নাই![1] —যাহার জন্য আমার চিত্তের এতাদৃশ অপূর্ণতার গ্লানি ও অবসাদ অনুভূত হইতেছে।

এতাদৃশ চিন্তাকুল ও খেদান্বিত বেদব্যাসের সমক্ষে দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণাযন্ত্রে শ্রীহরি-গুণগান করিতে করিতে সহসা সমাগত হইলেন। মুনিবর তাঁহার বিধিসম্মত অভ্যর্থনাদি করিয়া নিজ হৃদয়ের অপ্রসন্নতার কথা নিবেদন পূর্বক উহার কারণ অবগত হইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শ্রীনারদ কুশলাদি প্রশ্নের অন্তে অদ্ভুতকর্মা ব্যাসদেবের বিভিন্ন গুণরাজির স্তুতি করিলে, বেদব্যাস বলিলেন,—

"অস্ত্যেব মে সর্ব্বমিদং ত্বয়োক্তং তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।"— ইত্যাদি (শ্রীভাঃ ১।৫।৫) অর্থাৎ হে দেবর্ষে! আপনি যাহা বলিলেন তৎ সমুদয়ই আমার আছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও আমার

১ "অথাপি বত। মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ—" —(শ্রীভাঃ ১।৪।৩০)

এবং

"কিংবা ভাগবতা ধর্মা ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ—" (শ্রীভাঃ ১।৪।৩১)

—শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অন্তঃকরণ আনন্দ অনুভব করিতেছে না। অতঃপর ব্যাস কর্তৃক ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীনারদ বলিলেন,—

যথা ধর্ম্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্য্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১।৫।৯)

অর্থাৎ,— হে মুনিবর! ধর্মাদি চতুর্বর্গ বিষয়ে আপনি যেরূপ প্রচুর ভাবে বর্ণন করিয়াছেন আপনার পূর্বোক্ত গ্রন্থ সকলে, সেরূপ ভাবে বাসুদেব শ্রীহরির মহিমা আপনি বর্ণন করেন নাই।

দেবর্ষি শ্রীনারদ এইস্থানে শ্রীবেদব্যাসকে সংক্ষেপে শ্রীব্রহ্মা হইতে প্রাপ্ত চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ পূর্বক উহাই তদীয় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা-দ্বারা বিস্তার পূর্বক জগতের পরম মঙ্গলার্থে প্রচার করিবার নির্দেশ দিয়া, পুনরায় বীণাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-যশোগান করিতে করিতে গগনমার্গে অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতটে বদরীবৃক্ষ শোভিত 'শম্যাপ্রাস' নামক স্বীয় প্রসিদ্ধ আশ্রমে (বদরীকাশ্রমে) উপবেশন পূর্বক আচমন করিয়া সংযত চিত্তে ধ্যাননিমগ্ন হইয়া বেদগুহ্য পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ সশক্তিক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ করিলেন। সর্বশ্রুতি নিহিত নিগূঢ়তত্ত্ব যাহা, তাহাই পরিপূর্ণ-রূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। উহা যে একমাত্র ভক্তিগ্রাহ্য বস্তু,— তদ্ভিন্ন কর্ম-জ্ঞানাদির বেদ্য নহে, নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে তাহাও অবগত হওয়া যায়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

—(শ্রীভাঃ ১।৭।৪-৫)

ইহার অর্থ,— ভক্তিযোগের প্রভাবে তাঁহার নির্মল চিত্ত সম্যক্‌রূপে স্থিরতাপ্রাপ্ত হইলে ব্যাসদেব পূর্ণপুরুষ শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার বশীভূতা মায়াকেও দেখিলেন।

যে মায়াদ্বারা সম্মোহিত হইয়া, জীবাত্মা ত্রিগুণাতীত হইলেও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বোধ করেন এবং সেই ব্যর্থগুণাত্মক কর্তৃত্বাভিমান-কৃত 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রকারে সমস্ত অনর্থ ভোগ করিয়া থাকেন।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্‌॥

—(শ্রীভাঃ ১।৭।৬)

ইহার অর্থ,— ভগবান হৃষীকেশে ভক্তিযোগই একমাত্র অনর্থের সাক্ষাৎ বিনাশক, ইহা তদীয় সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞাদ্বারা উপলব্ধি করিয়া ভগবান বাদরায়ণ বিজ্ঞ ও অজ্ঞ সকল লোকের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক সাত্বত-সংহিতা রচনা করিলেন।

শ্রীব্যাসদেবের সমাধি পরিলক্ষিত সেই পূর্ণপুরুষ— শ্রীভগবান যে শ্রীকৃষ্ণই এবং তিনি-ই যে সমগ্র শ্রীভাগবতের মুখ্য তাৎপর্য, ইহাও পরবর্তী শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে; যথা,—

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।

ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা॥—(শ্রীভাঃ ১।৭।৭)

ইহার অর্থ,— যে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে মনুষ্যগণের শোক-মোহ-ভয়হারিণী অর্থাৎ সর্বানর্থনাশিনী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে।

এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইলে, শ্রীব্যাসদেব উহা যথাক্রমে সন্নিবেশপূর্বক পরমজ্ঞানী নিজপুত্র শ্রীশুক মুনিকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, যাহা শ্রীশুক কর্তৃক পরীক্ষিত মহারাজের প্রায়োপবেশন উপলক্ষ্যে কীর্তিত হয়েন।

পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে ইহাই বিদিত হওয়া যায় যে,—

(১) মুনীশ্বর শ্রীবেদব্যাস বেদের যথার্থ ও মুখ্য তাৎপর্য জীব-জগৎকে বিদিত করাইবার জন্য বেদ বিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মসূত্রাবধি সমস্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যখন চিত্তের অপূর্ণতা অনুভব করিয়া অতৃপ্ত হৃদয়ের জন্য খেদান্বিত হইতেছিলেন, তখন ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত শাস্ত্র সকলে বেদের যথার্থ ও নিগূঢ় অভিপ্রায় প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েন নাই।

(২) পরে শ্রীনারদের কৃপায় ও উপদেশে শুদ্ধাভক্তি-যোগ অবলম্বন পূর্বক তদীয় সমাধিতে পরতত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ প্রকৃষ্টরূপে সাক্ষাৎকার হইল। এবং সেই 'পূর্ণপুরুষ' যে শ্রীকৃষ্ণই— ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) ব্যাসদেবের শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার পরিপূর্ণরূপে হওয়ায়, উহা যে তদীয় স্বরূপ-শক্তির সহিত (অর্থাৎ ধাম ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি পরি-করাদির সহিত) পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে।

(৪) শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা— মায়াশক্তিকে তিনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে ও তদধীন রূপেই দেখিয়াছিলেন, ইহারও স্পষ্টই উল্লেখ রহিয়াছে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে মায়াধীন রূপে দেখেন নাই।

(৫) তটস্থা— জীবশক্তিকে মায়াধীন ও তজ্জনিত সংসারক্লিষ্টরূপে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই অনর্থ সমূহের যথার্থ প্রতিকার ও বেদের বিস্তারার্থ-স্বরূপ শ্রীভাগবত শাস্ত্রই তদীয় হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে শ্রীভাগবতকে তদীয় ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপে অনুভব করিয়া, তখন হইতে তিনি চিত্তের সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করেন।

অতএব মুনীশ্বর বেদব্যাসের হৃদয়ে আবির্ভূত শ্রীমদ্ভাগবতই যে তদীয় সকল তপস্যার বিশ্রামস্থল এবং দুর্বোধ্য ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য ও নিগূঢ় বেদ-উপনিষদাদির যথার্থ অর্থ-স্বরূপ বিবেচিত হইবার যোগ্য, —ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষপ্রিয় বলিয়া, শ্রুতি সকল প্রায়শঃ স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ না করিয়া কিঞ্চিৎ আবরণ পূর্বক তটস্থ-লক্ষণে[১] অর্থাৎ কেবল কার্য দ্বারা তাঁহার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[২] আর অনাবৃত বেদ-স্বরূপ শ্রীভাগবত কর্তৃক তাঁহাকে সুস্পষ্ট স্বরূপ-লক্ষণে নির্দেশ করা হইয়াছে।[৩] অতএব, কেবল তটস্থ-লক্ষণে অর্থাৎ কার্য দ্বারা পরিচয়ে শ্রুতি যাঁহাকে ব্রহ্মার স্রষ্টা ও বেদোপদেষ্টা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, স্বরূপ-লক্ষণে শ্রীভাগবত হইতে এখন আমরা তাঁহারই সুস্পষ্ট পরিচয় অবগত হইলাম যে,— তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্রীকৃষ্ণ আদিতে ব্রহ্মাকে যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তৎকর্তৃক স্পষ্টতঃ 'বেদ' নামেই ('বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা') উল্লেখ করা হইয়াছে; আবার ব্রহ্মাকে উপদিষ্ট সেই বাণীকেই সাধুগণ 'ভাগবত' নামেই কীর্তন করেন ('যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি')। সৃষ্টির আদিতে স্বয়ং ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীব্রহ্মাকে উপদিষ্ট বেদই যে ভাগবত তাহা শ্রীসূতমুনির উক্তি হইতেও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। যথা,—

প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥—(শ্রীভাঃ ২।৮।২৭)

অর্থ,— সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সর্ববেদ-স্বরূপ 'ভাগবত' নামক পুরাণ — শ্রীভগবান যাহা বলিয়াছিলেন,— ইত্যাদি।

অধিক কথা কি, 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং—' (ভাঃ ১।১।৩) শ্রীভাগবতে বেদাদি সকল শাস্ত্রের পর্যবসান। শাস্ত্রও নির্দ্বিধায় ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥
(তত্ত্ব-সন্দর্ভধৃত গারুড় বাক্য)

১। (শ্রীচৈঃ চঃ ২।২০) ২। শ্বেতাশ্বঃ উঃ ৬।৭ এবং ৬।১৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।
৩। শ্রীভাঃ ১।৩।২ এবং ৩।৪।১৩, শ্রীগোঃ উঃ।পূঃ।২৬ দ্রষ্টব্য।

ইহার অর্থ,— এই শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অর্থ, মহাভারতের তাৎপর্য-নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ এবং সমগ্র বেদার্থ দ্বারা বিস্তারিত।

প্রণব হইতে গায়ত্রী, গায়ত্রী হইতে চতুঃশ্লোকী এবং চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমবিকাশ। ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। একই চতুঃশ্লোকী হইতে চতুর্বেদ ও ভাগবতের আবির্ভাব হইলেও পরোক্ষ ও অপরোক্ষ প্রকাশরূপ পার্থক্য বিদ্যমান। "ধান্যত্বকের আবরণে তণ্ডুল নিহিত থাকে ; কিন্তু স্থূল দৃষ্টিতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সেইরূপ পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত বেদরূপ ধান্যরাশির মধ্যেও কচিৎ ত্বক্-বিচ্ছিন্ন দুই চারিটি কিয়দ্মুক্ত কিম্বা পূর্ণব্যক্ত তণ্ডুল পরিদৃষ্ট হইয়া, সমস্ত ধান্যরাশিই যে তণ্ডুলময়, ইহা যেমন অবগত করাইয়া দেয়, সেইরূপ বেদসমূহের মধ্যে কোন কোন স্থলে ত্বক্-মুক্ত তণ্ডুলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও তৎবিষয়া ভক্তিরূপ ভাগবত-ধর্মের আংশিক অথবা পূর্ণ প্রকাশ দ্বারা সমস্ত বেদই যে 'কৃষ্ণময়'— ('বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো—।' গীতা ১৫।১৫)—ইহা বিদিত হওয়া যাইতে পারে। তদ্বিষয়ে পূর্বে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

আবার ধান্যের ত্বক্ হইতে নিষ্কাশিত তণ্ডুলরাশি পৃথকাকারে পরিদৃষ্ট হইলেও, তন্মধ্যে নিহিত দুই-চারিটি ধান্য দেখিয়া, উহা সেই ত্বকাবৃত ধান্যরাশিরই ব্যক্তভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে,— ইহা যেমন বুঝিতে পারা যায়, তেমনি বেদরূপ ধান্যরাশি হইতে নিষ্কাশিত ও ভিন্নাকারে পরিদৃষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতরূপ তণ্ডুল রাশির মধ্যে দুই চারিটি ধান্যরূপ অপরিবর্তিত বেদবাক্যও কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যাহা হইতে শ্রীভাগবতকে বেদেরই বিমুক্ত অবস্থা বলিয়া স্থূলদৃষ্টির দ্বারা না হইলেও, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে অবশ্যই বোধগম্য হইতে পারে।

অধিক কথা কি, 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং—' (শ্রীভাঃ ১।১।৩) ইত্যাদি বাক্যে ত্বকাদি বিমুক্ত সরস ফলের ন্যায় বেদ-কল্পতরুর জগতে

অবতীর্ণ বিমুক্ত ফলরূপেই শ্রীভাগবত স্বয়ংই নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন। বেদ ও ভাগবতে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি হইতেছে পরোক্ষবাদ রূপ ত্বকাদি যুক্ত, অপরটি হইতেছে ত্বকাদি মুক্ত অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে কথিত বেদেরই সুস্পষ্ট অর্থ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বেদ হইতে অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রীচরিতামৃতে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রে যে সকল ঋক্ বা বেদমন্ত্র সূত্ররূপে গ্রথিত, শ্রীভাগবতে তাহারই অর্থ শ্লোকাকারে সন্নিবেশিত; এই হেতু ধান্য-নিষ্কাশিত তণ্ডুলের ন্যায় বাহ্য দৃষ্টিতে বেদমন্ত্রে এবং ভাগবতীয় শ্লোকে ভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, আবার তণ্ডুল মধ্যে দুই চারিটি অপরিবর্তিত ধান্যের অবস্থিতির ন্যায়, শ্রীভাগবত মধ্যেও কতিপয় অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ-পরিবর্তিত বেদমন্ত্রের বিদ্যমানতার দ্বারা উহাকে বেদময় বলিয়াই বুঝাইয়া দিতেছেন। নিম্নে তদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তি ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা হইল।

'চারিবেদ উপনিষদ্— যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়॥
যেই সূত্রে যেই ঋগ্ বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্— শ্লোক নিবন্ধন॥
অতএব সূত্রের ভাষ্য— শ্রীভাগবত।
ভাগবত শ্লোক উপনিষদ্— কহে এক অর্থ॥[১]

— (শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৫।২৭)

এই পর্যন্ত আলোচনার ফলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে, সমস্ত বেদে পরোক্ষবাদের যবনিকার অন্তরালে যাহা আবৃত রাখা হইয়াছে, তাহারই সারার্থ সংক্ষেপে শ্রীগীতায় ও বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতে অপরোক্ষভাবে অনাচ্ছাদিতরূপে সুস্পষ্ট প্রকাশ করা হইয়াছে। সমস্ত

১। গ্রন্থকার-কৃত "শ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা (২য় সং) গ্রন্থের ২৬৩-২৬৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বেদের সেই নিগূঢ় ও মুখ্য তাৎপর্যই হইতেছে— শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত বা আরও সংক্ষেপে ভগবান, ভক্তি ও ভক্ত অথবা এক কথায় 'ভাগবত-ধর্ম'।

ঋক্, যজুঃ, সামাখ্য বেদত্রয় 'ত্রয়ী' নামে[১] পরিকীর্তিত হয়েন। 'ভক্তি', 'ভগবান' ও 'ভক্ত'— অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত মূলতঃ এই তিনেরই সর্বোপরি বিজয়-বার্তা সমস্ত ত্রয়ীর মধ্যে পবিত্র ত্রিধারার ন্যায় অনুসৃত হইয়া, তদ্দ্বারাই 'ত্রয়ী' নামের প্রকৃষ্ট সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

সৃষ্টির আদিতে শ্রীভগবান ব্রহ্মাকে বীজরূপে যে ভাগবত শ্রীমুখের বাণী দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপদেশ করেন, তাহাই "চতুঃশ্লোকী" নামে[২] প্রসিদ্ধ। উহাই ব্রহ্মার ধ্যানে বিস্তার লাভ করিয়া পূর্ণ ভাগবত মহা-মহীরুহে পরিণত হয়েন; যাহা চতুঃশ্লোকীর অনাচ্ছাদিত বা অপরোক্ষ প্রকাশ। আর সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবান হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় প্রাদুর্ভূত হইয়া 'চতুর্ব্বেদ' নামে পরে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে যাহা নির্গত হইয়াছেন,[৩] উহা হইতেছে চতুঃশ্লোকীর আচ্ছাদিত বা পরোক্ষ প্রকাশ। সুতরাং 'বেদ' ও 'ভাগবত' সমস্তই এক ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু না হইলেও পরোক্ষ বা আচ্ছাদিত বলিয়া, অস্পষ্ট বেদ হইতে ভাগবত-ধর্ম ভিন্ন নানা মতবাদ প্রাদুর্ভাবের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে; যাহা ভাগবতী শ্রদ্ধার অনুদয় কাল পর্যন্ত স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগের অধিকার পক্ষে গৌণভাবে উপযোগীও হইয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, শাস্ত্র-কর্তারূপে ভগবান বেদব্যাস পূর্বশ্রুত বেদাদি নিখিল শাস্ত্র জগতে প্রচার করিলেন,— সেই সমুদয় ধর্মশাস্ত্রের পরম সার ও সত্য যাহা, তাহা কেবল উপদেশ দ্বারা নহে— নিজ আচরণ দ্বারা, অভিনয় করিয়া— ধর্মজগৎ-কে শিক্ষা দিলেন যে,

১ "ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না—" (গীতা। ৯।২১)। ২ শ্রীভাঃ। ২।৯।৩২-৩৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।
৩ শ্রীভাঃ। ৩।১২।৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীভাগবতোক্ত ভগবদ্ভক্তিই সকল সাধনার প্রাণ স্বরূপ ও শিরোমণি।

শ্রীভগবান, ভক্তি ও ভক্ত— এই তিনে নিত্যযুক্ত, সুতরাং এই তিনই এক এবং একই তিন। কাহাকেও বাদ দিয়া কাহারও সম্বন্ধে আলোচনা করা যায় না। এই তিনের সম্মিলিত ভাবকে "ভাগবত-ধর্ম" বলা হয়। সুতরাং উক্ত ভাগবত-ধর্মের মুখ্যত্ব না জানিয়া, কিম্বা তৎসম্বন্ধ বিযুক্ত হইয়া, অপর ধর্মশাস্ত্র, প্রণয়ন ও তৎসাধন করিলে, তদ্দ্বারা ধর্মশাস্ত্রের মুখ্যফল যাহা, সেই আত্মার প্রসন্নতা বিধান কিছুতেই সাধিত হইতে পারে না।

এমন কী,— যদি বেদাদির ন্যায় ধর্মশাস্ত্রও হয়, যদি বেদব্যাসের মত শাস্ত্রকারও হয়েন, তথাপি যদি সেই শাস্ত্রে ভাগবত-ধর্মের প্রাধান্য না থাকে, তাহা অন্যের আদৃত হইতে পারিলেও শ্রীভগবৎ-প্রিয় সাধুগণের নিকট 'বায়সতীর্থ' সদৃশ অপবিত্ররূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়। ভক্তির স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল সলিল-বিলাসী সাধু-মরালগণের উহাতে বসতি হয় না।[১] যথা,—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন বক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥"

অর্থ,— যে সকল শাস্ত্র বা পুরাণ সমূহে হরিভক্তির বিষয় পরিলক্ষিত হয় না, তদ্রূপ শাস্ত্র স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইলেও শুনিবার বা বলিবার উপযুক্ত নয়।

এই হেতু, শ্রীব্যাসদেবের ধর্মশাস্ত্র প্রচার কার্য মধ্যে উক্ত বিষয়টি সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাতব্য ও মুখ্য বলিয়া, ইহা নিজ আচরণ দ্বারা অভিনয় করিয়া—জগৎকে শিক্ষা দিবার ছলে 'নিজ আত্মার অপ্রসন্নতা' প্রভৃতি লক্ষণে, আচরণের সহিত উহা উপদিষ্ট হইয়াছে—কেবল শাস্ত্রে উল্লেখ পূর্বক উপদেশ দ্বারা নহে। নচেৎ ত্রিকালদর্শী শ্রীবেদব্যাসের

১ শ্রীভাঃ। ১২।১২।৫১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কোন অজ্ঞানতা থাকিতে পারে না, জীবহিতার্থ এতাদৃশী কৃপা ও অন্তরের ব্যাকুলতা ব্যতীত।

মহৎ-কৃপা-সাপেক্ষ ভক্তির অনুদয় কাল পর্যন্ত সত্ত্বাদি গুণ যুক্ত জীবের পক্ষে নিজ অধিকার অনুরূপ সাধ্যের সাধন বিষয়ে তদনুরূপ শাস্ত্রোপদিষ্ট পন্থা অবলম্বন করা আবশ্যক হইলেও, সেই সকল সগুণ সাধনে ভক্তির সংযোগ একান্ত আবশ্যক ; ভক্তিভিন্ন কোন সাধনই সুসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যথা—

ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সর্ব্বফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রধান॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ। মধ্য ২২)

কিন্তু ভক্তির অধিকারী জনের নিকট— কেবল নির্মল ও অনন্যা-পেক্ষী ভাগবত-ধর্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত তৎসহ অপর কোন ধর্মের সহযোগিতা একান্তই অনাবশ্যক। বরং 'ভক্তির সাধন সহ কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনাঙ্গ মিশ্রিত হইলে, তদ্দ্বারা ভক্তির শুদ্ধতার হানি হইয়া, উহা মিশ্রা ভক্তিতে পরিণতা হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাবান জন মাত্রেই ভক্তির অধিকারী। কিন্তু ইহা নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা হওয়ায় এবং মহৎ-কৃপা ও সঙ্গাদির সংযোগ ব্যতীত অন্য কোনও উপায়ে জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা না থাকায়, চিরদিন ভক্তি লাভ সুদুর্লভই থাকে। ভক্তির অনুদয় কালে, ভাগবত-ধর্ম সর্বোত্তম ও সকল ধর্মের সর্বসার ও প্রাণ-স্বরূপ হইলেও, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধার অভাব থাকে। শ্রদ্ধা ব্যতীত কোন বিষয়ে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না। এই হেতু একমাত্র ভাগবত-ধর্মই সমস্ত-জীবের "আত্মধর্ম" হইলেও, সুদুর্লভ ও অহৈতুক মহৎ-সঙ্গ লাভের অভাবে ও ভক্তির অনুদয় কালে— অধোগতি-নিরোধক ও উর্দ্ধগতি-প্রাপক পথে জীবকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য—বেদাদি শাস্ত্রে অধিকারানুরূপ অপর সকল ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। নিজ গুণ ও রুচি অনুসারে তৎ তৎ ধর্মাচরণ দ্বারা

জীবের সেই সেই অভীষ্ট পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। তথাপি ভক্তি-ধর্মেরই পরম মুখ্যত্ব জানাইবার জন্য তৎসহ ভক্তির সংযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু সর্বসাধনার প্রাণস্বরূপ ভক্তি-ধর্ম বিযুক্ত হইলে, কোন সাধনাই প্রাণবন্তী থাকে না— একথা পূর্বে বলা হইয়াছে।

অপর পক্ষে ভক্তির অধিকারী অর্থাৎ নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা-লাভের অধিকারী জনের পক্ষে, কেবল শ্রীভাগবত শাস্ত্রোক্ত ভাগবত-ধর্মের অনুশীলন ব্যতীত অপর কোন ধর্মের কোনরূপ সহায়তা অনাবশ্যক। কেবল ভাগবত-ধর্মে শ্রদ্ধালু হইয়া, তদুপদিষ্ট সাধন পথে চালিত হইলেই ভক্তি লাভে ধন্যাতিধন্য হওয়া যাইবে। সুতরাং ভক্তি ব্যতীত অপর কোন ধর্মমত ও পথ অনাবশ্যক বলিয়া, কেবল ভাগবত ধর্মে ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ও অত্যাদর বুদ্ধি রাখিয়া ও অপর ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া, কোন ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিন্দাদি কোনরূপ প্রতিকূলতা না করিবার বিষয় স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক নির্দিষ্ট হইয়াছে; যথা;—

"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি।"— (শ্রীভাঃ ১১।৩।২৬) অর্থাৎ— শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অনিন্দক হইতে হইবে।

পূর্বে যেমন সাধুনিন্দা রূপ নামাপরাধ প্রসঙ্গে অপর সাধুগণ বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া ও নিন্দাদি বর্জন করিয়া, কেবল ভক্তিমার্গের স্বজাতীয়াশয় সাধুগণেরই সঙ্গ ও সেবাদির আবশ্যকতার কথা উক্ত হইয়াছে— এখানেও প্রথম ভাগবত-স্বরূপ শাস্ত্র-বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কর্ম, জ্ঞান, ও যোগাদি শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকিয়া ও তদ্বিষয়ে নিন্দাদি প্রতিকূলতা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল ভাগবতাদি ভক্তিধর্ম-শাস্ত্রই ভক্তিমার্গে অনুশীলনীয়।

অবশ্য জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রয়োজনে সকল ধর্মশাস্ত্রেরই অনুশীলন আবশ্যক হইলেও, কেবল ভক্তি লাভের জন্য ভক্তিশাস্ত্র ব্যতীত অপর ধর্মশাস্ত্র অপ্রয়োজনীয়। এবিষয়ে, ভক্তির

উক্তি— "নানুধ্যায়ন্ বহূন্ শব্দান্ বাচোবিগ্লাপনং হি তৎ।"

একমাত্র ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই যখন কর্ম, জ্ঞান যোগাদির সমুদয় ফলই গৌণরূপে সমাগত হয় এবং ভক্তগণ যখন শ্রীভাগবত-সেবা ব্যতীত, সেই সকলের কিছুই কামনা করেন না, তখন ভক্তির সাধনে অপর ধর্ম-শাস্ত্রের অনুশীলন যে অনাবশ্যক,—ইহা সহজেই বুঝা যায়।

তাহা হইলে সর্বমূলের আদি বীজরূপে যেমন এক 'প্রণব' (বা তদুপলক্ষিত শ্রীনাম) হইতে 'গায়ত্রী' ও 'গায়ত্রী' হইতে উহার প্রকৃষ্ট অর্থ শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত 'চতুঃশ্লোকী'তে প্রকাশ, যথা ;—

"প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়।
চতুঃশ্লোকী সেই অর্থ বিবরিয়া কয়॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৫)

আবার শ্রীনামী ও শ্রীনাম এবং তদুপলক্ষিত ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণব অভিন্ন বলিয়া— প্রণব হইতে এক ধারায় যেমন বিশ্বসংসারের উৎপত্তি, তেমনি সংসার-কূপ মধ্যে নিপতিত জীবের উদ্ধারের জন্য তন্মধ্যে বিলম্বিত উদ্ধার-রজ্জুরূপে—বেদাদি ধর্মশাস্ত্র সকলের আবির্ভাব। যথা ;—

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।৬।১৫৮)

প্রণব (বা শ্রীনাম)-রূপ সর্ববীজ হইতে এক ধারায় বেদাদি শাস্ত্র ও অপর ধারায় বিশ্ব-সংসারের আবির্ভাব। এই হেতু সর্বশাস্ত্র মধ্যে বীজরূপে শ্রীনাম নিহিত থাকিলেও, শ্রীভাগবতেই উহার সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ দেখা যায়।

উহার কারণ এই যে,— প্রণব (শ্রীনাম) হইতে গায়ত্রী ও গায়ত্রীর প্রকৃষ্ট অর্থই চতুঃশ্লোকীতে প্রকাশ। সেই চতুঃশ্লোকীর পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত রূপই আবার— 'চতুর্ব্বেদ' এবং অপরোক্ষ

ভাবে সুস্পষ্ট রূপই 'শ্রীভাগবত'। বেদে যাহাকে 'ব্রহ্ম' ও তদ্বাচক ও তদভিন্ন 'প্রণব'-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন,— উহারই সুস্পষ্ট অনাচ্ছাদিত অর্থই হইতেছে— 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'শ্রীকৃষ্ণনাম'।

তাই সমস্ত বেদ যে— প্রণব হইতেই উৎপন্ন বলিয়া, উহা প্রণবময় —সমস্ত বেদ সেই প্রণবেরই জয়গানে মুখরিত ; যথা,—

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি—
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ॥

—(কাঠকে ২।১৫)

সেইরূপ, বেদের সুস্পষ্ট ও বিস্তারার্থ বলিয়া— শ্রীভাগবতকেও শ্রীনাম-প্রধান পুরাণরূপে জানা যায়, যথা,—

"ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।"

—(শ্রীভাঃ ১।৩।৪০)

ইহার টীকায় শ্রীসনাতন পাদ লিখিয়াছেন ;—

"ইদং পুরাণং ভাগবতং নাম = ভাগবত্ সংজ্ঞং। যদ্বা
নাম-পুরাণং = নাম-প্রধানংপুরাণমিদমিত্যর্থঃ।
সর্ব্বত্রৈব বিশেষতো ভগবন্নাম মাহাত্ম্য প্রতিপাদনাৎ॥"

অতএব, সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি ভাগবতধর্মের সার শ্রীভাগবতশাস্ত্রও সর্ববীজ শ্রীনামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামকে অতি সম্মান ও আদরের সহিত বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যাহার আদি, মধ্য ও অন্ত্যে— সর্বত্রই শ্রীনামের মহিমা ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা বেদে 'প্রণব' রূপে আচ্ছাদিত ও কীর্তিত, তাহারই সুস্পষ্ট অর্থ শ্রীভাগবতে শ্রীনামরূপে কীর্তিত হইয়া বীজধর্মী শ্রীনামেরই সর্বোপরি বিজয়বার্তা ঘোষিত হইয়াছে; যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের বিজয়বার্তা, অন্যের কথা কী, স্বয়ং শ্রীনামীর শ্রীমুখে মুখরিত ; যথা,—

"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।"—(শিক্ষাষ্টক।)

এই হেতু, শ্রীনামরূপ বীজ হইতেই সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রের বিকাশ বলিয়া— শ্রীনামকে সর্ববেদাধিক বলা হইয়াছে ; যথা—

"বিষ্ণোরেকৈক-নামানি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্ ॥"

অধিক কথা কী ? 'হরি' এই অক্ষর দ্বয়ের উচ্চারণেই চতুর্বেদ পাঠের সমগ্র ফল লভ্য হইয়া থাকে,— যথা,—

ঋগ্‌বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং ॥

—(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩৭৮)

অর্থ,— যিনি 'হরি' এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছেন, তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদই অধ্যয়ন করিয়াছেন।

অতএব, নিখিল সৃষ্টি ও সর্বশাস্ত্রমূলে 'বীজ' রূপে যে শ্রীনাম নিহিত রহিয়াছেন, তাহাকে অবরোহ-প্রণালীতে সর্বশাস্ত্র মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া— সর্ববেদের ব্যক্তরূপ ও সুফল স্বরূপ শ্রীভাগবতের মধ্যে অত্যাদরে সুরক্ষিত থাকিতে দেখিতে পাই। তাই এই শ্রীভাগতকেই সমগ্র বেদের গলিত ফল বলা হইয়াছে, যথা ;—

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্।"—(শ্রীভাঃ ১।১।৩)

অন্যত্রও "সকল-নিগমবল্লী-সৎ ফলং চিৎ-স্বরূপম্ ॥"—(পাদ্মে)

সেই নিখিল বেদের সর্বসার বা সৎফল শ্রীভাগবত মধ্যে, ফলের মধ্যেই বীজের অভিব্যক্তির ন্যায়, প্রাধান্যরূপ শ্রীনাম-বীজেরই সন্ধান পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্ত— যেমন বীজ হইতে শাখা, পত্র পুষ্পাদি ক্রমে ফল উৎপন্ন হয় এবং সেই ফল মধ্যে পুনরায় বীজ নিহিত থাকিতে দেখা যায় সেইরূপ ব্যক্ত বেদ বা পরোক্ষবাদে আবৃত সমস্ত বেদের সৎফল স্বরূপ, শ্রীনাম-প্রধান পুরাণ শ্রীভাগবতের মধ্যে শ্রীনাম-বীজের পুনরায় সন্ধান পাওয়া যায়। বৃক্ষকে উৎপন্ন করাইয়া—শাখা-পত্রাদি বৃক্ষোৎপন্ন বস্তু

মধ্যে বীজও তদুৎপন্ন বস্তু হইলেও শাখা-পত্রাদি হইতে পুনরায় কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু সেই বৃক্ষোৎপন্ন বস্তু সকলের মধ্যে বীজরূপ উৎপন্ন বস্তু হইতেই পুনরায় বৃক্ষের বিকাশ দেখা যাইবে। সেইরূপ শ্রীনামের বীজ ধর্মরূপ বৈশিষ্ট্য, আদি, মধ্য, অন্ত্য কোন অবস্থাতেই —বিনষ্ট হয় না। এই হেতু, সর্বকারণ-কারণ বলিয়া শ্রীভগবান যেমন তদীয় বীজধর্ম নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন, (যথা, "বীজোঽহং সর্ব্ব-ভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ॥—গীতা) সেইরূপ তদভিন্ন শ্রীনামকেও সকল ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থের বীজ রূপেই কীর্তিত করা হইয়াছে। (যথা, "বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য—"। পদ্যাবলী।)

যেমন সমগ্র দধি দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনীত ও ঘৃত উৎপন্ন হয়, তেমনি সমগ্র শাস্ত্র মন্থন করিলে ভক্তি-নবনীত ও শ্রীনাম-ঘৃতের সন্ধান পাওয়া যায়; যথা ;—

"মথিয়া সকল তন্ত্র (শাস্ত্র) কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র
জগভরি করিলা প্রচার ॥" —ইত্যাদি।

ইহাই, উক্ত বাক্যের তাৎপর্য।

অতএব সমস্ত ধর্মশাস্ত্রে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে ভক্তি ও তদুৎপাদক শ্রীনামের সমান ও অধিক কোন কিছুই নাই।

এমন কী, এই নামের সহিত অপর যে কোন সাধনার তুল্যত্ব চিন্তনই একটি নামাপরাধ। সংসার-কূপ মধ্যে নিপতিত জীবের উদ্ধার লাভের পক্ষে— মূলে শ্রীনাম হইতেই যে ধর্ম-শাস্ত্ররূপ রজ্জু বিলম্বিত হইয়াছে— সর্বশেষে সেই রজ্জুমধ্যে শ্রীনামের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকেই অত্যাদরের সহিত একান্তভাবে আশ্রয় করিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা সংসার-কূপোদ্ধারের শ্রেষ্ঠতর কোন উপায়ই থাকিতে পারে না। তাই স্বয়ং শ্রীনামীর মুখে এই কথা ব্যক্ত হইয়াছে ;— "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায় ॥"— শ্রুতিতে প্রচ্ছন্নভাবে যাহা বলা হইয়াছে :— "এতদালম্বনং পরম্ ॥"

সুতরাং যাঁহা হইতেই উত্থিত হইয়া, সমস্ত শাস্ত্র ও শাস্ত্রোপদেশ যেখানে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তাহাই হইতেছে শ্রীনাম। যথা,—

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং,
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং,
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম॥

—(পদ্যাবলী-ধৃত। ১৯)

ইহার অর্থ,— যিনি নিখিল কল্যাণের আধার স্বরূপ, কলিদোষ সমূহের বিধ্বস্তকারক, পবিত্রকর বস্তুসকলেরও পবিত্রকারী, ভববন্ধন-মুক্তির পাথেয় স্বরূপ, যিনি ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও শুকাদি কবিবরগণের (যথা, 'তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে—' শ্রীভাঃ ১।১।১) নির্দেশ বাণীর একান্ত বিশ্রাম স্থল ; যিনি সাধুগণের জীবন ও যিনি ধর্মরূপ মহীরুহের বীজস্বরূপ,— সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের মঙ্গলার্থ ও পরম পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ পরমা শক্তি বিস্তার করুন।

বেদাদি শাস্ত্রের "স্বরূপ-লক্ষণ"— এই পর্যন্ত আলোচিত হইল। অতঃপর—তটস্থ-লক্ষণ অর্থাৎ 'কার্যদ্বারা জ্ঞান' সম্বন্ধে আলোচিত হইবে।

শাস্ত্রের তটস্থ-লক্ষণ বা কার্যদ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা কি কার্য হয়? বা কি উপকার হয়? —অতঃপর তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। অনাদি হরি-বৈমুখ জীব মায়ার 'অবিদ্যা' নামক বৃত্তি দ্বারা অপ্রাকৃত বা পরমার্থ বিষয়ে দৃষ্টিহীন হইয়া তদ্বিরুদ্ধ মায়িক ব্যবহারাদি বিষয়েই দৃষ্টিসম্পন্ন। পেচক যেমন দিবস ও দিবা-ঘটিত বিষয় সকল দর্শনে অযোগ্য হইয়া, নিশীথ ও নিশাঘটিত বিষয় সকল দর্শন করিয়া থাকে ; সেইরূপ অবিদ্যা কর্ত্তৃক অনাদি হরি-বৈমুখ্য ও মায়া-সাম্মুখ্য বশতঃ সংসারগ্রস্ত জীবসকল পরমার্থ বিষয়ে যথার্থই অন্ধ থাকিয়া, অসত্য বিষয়েই সত্য বলিয়া বোধ করিতেছে। তাই গীতায় উক্ত হইয়াছে— "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি

জন্তবঃ ॥" (৫।১৫) অর্থাৎ,— অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকায় জীব মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকে। আবারও উক্ত হইয়াছে ;—

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥
—(গীতা ২।৬৯)

অর্থাৎ,— অজ্ঞানান্ধ জীবের পক্ষে যাহা রাত্রি-স্বরূপ, আত্মদর্শী যোগিগণ তাহাতে জাগ্রত থাকেন, আবার বিষয়নিষ্ঠ জীবের ক্ষেত্রে যাহা দিবা-স্বরূপ, যোগিগণের ক্ষেত্রেই উহাই আবার রাত্রি স্বরূপ। সেই অজ্ঞানান্ধ জীবের চক্ষুস্বরূপ হইয়া যাহা দ্বারা পরমার্থ পথ প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে বেদাদি ধর্মশাস্ত্র। অর্থাৎ যাহা অচিন্ত্য অলৌকিক বিষয় সকল জানাইয়া দেয়, তাহাই হইতেছে শাস্ত্র— "অজ্ঞাত-জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্ ॥"

জীবের সকল জন্মের মধ্যে একমাত্র ভজন-সাধনের উপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, সেই অবিদ্যান্ধ মনুষ্যগণের অধিকারানুরূপ নিজ নিজ সাধনপথে পরিচালিত হইবার পক্ষে বেদাদি শাস্ত্র সকলই হইতেছে চক্ষুস্বরূপ। যথা,—

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি ॥
—(শ্রীভাঃ ১১।২০।৪)

অর্থ,— হে কৃষ্ণ! প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, আপনার স্বরূপ ও বৈভবাদি বিষয়ক সাধ্য ও সাধনের অনুপলব্ধিস্থলে আপনার আজ্ঞারূপ বেদই পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ চক্ষুস্বরূপ।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যায়, পরমার্থ-পথে চলিতে সমর্থ হইলেও, তদ্বিষয়ে মনুষ্যগণ অন্ধপ্রায় থাকায় শ্রেয়োলাভের পথ দেখিতে পায় না ; শাস্ত্রসকল তাহাদের পক্ষে চক্ষুস্বরূপ হইয়া উহা প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু খঞ্জ প্রায় নিজে চলেন না। "খঞ্জান্ধ-

ন্যায়" যথা— "অন্ধ ব্যক্তি দেখিতে পায় না ; কিন্তু চলিতে পারে। খঞ্জ চলিতে পারে না ; কিন্তু দেখিতে পায়। আবার অন্ধের পক্ষে চলিবার শক্তি থাকিলেও দেখিতে না পাওয়ায় এবং খঞ্জের পক্ষে দেখিবার শক্তি থাকিলেও চলিতে না পারায় উভয়েই সে-পর্যন্ত অকর্মণ্য— যে-পর্যন্ত উভয়ের পরস্পর সহযোগিতা লাভ না ঘটে। অর্থাৎ অন্ধ যদি খঞ্জকে কাঁধে বহন করে, তবে চক্ষুষ্মান খঞ্জের নির্দেশমত অন্ধ সুচালিত হইয়া যথাক্রমে গন্তব্য স্থান লাভ করিয়া, অন্ধ ও খঞ্জ উভয়েই পূর্ণমনোরথ হইতে পারে। সেইরূপ আমরা পরমার্থ পথে চলিবার যোগ্য হইয়াও চিন্ময়চক্ষুর অভাবে বা আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব নিবন্ধন আমাদের সে পথে চলিবার উপায় নাই। চক্ষুস্বরূপ শাস্ত্র সকল, সেই পথে আমাদিগকে অভ্রান্তরূপে পরিচালন করিতে পারেন, কিন্তু খঞ্জের ন্যায় নিজেরা চলেন না। অতএব খঞ্জান্ধ-ন্যায়ে মনুষ্য যদি শাস্ত্রচক্ষু হইয়া পরমার্থের সন্ধানে যত্নবান হয়েন, তবে গন্তব্য স্থান (বা সিদ্ধি) প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র ও সাধক উভয়েরই প্রয়াস সুসিদ্ধ হইয়া যায়। শাস্ত্রাপেক্ষাশূন্য সাধকের সাধনা যেমন নিরর্থক, সেইরূপ সাধকশূন্য শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।"

—('শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি' গ্রন্থ হইতে)

অতএব শাস্ত্রাপেক্ষাশূন্য হইয়া, স্ববুদ্ধিপ্রণোদিত সাধনপথে চলিতে যাইলে, পদে পদে বিঘ্ন ও বিপদের সম্ভাবনা। তাই গীতার নির্দেশ,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

—(গীতা ১৬।২৪)

অর্থ,— যে ব্যক্তি শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হয়েন তিনি কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ইহলোকেও তাঁহার সুখ হয় না, পরলোকেও তাঁহার উত্তম গতি হয় না।

সুতরাং কর্তব্য নির্ণয় বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ অনুসরণ করাই শ্রেয়। শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী কর্মসমূহ সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া, নিজ অধিকার অনুসারে করাই উচিত।

অধিক কথা কী? সকল সাধনমধ্যে যে ভক্তিই সর্বোত্তমা, সেই ভক্তিপথেও শাস্ত্রনির্দেশে পরিচালিত না হইয়া, যদি ঐকান্তিকী ভক্তি লক্ষণও পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহাকেও উৎপাত স্বরূপ অর্থাৎ অনিষ্টপ্রসূ রূপেই অবগত হওয়া কর্তব্য; যথা,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥

—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ। পূর্ব্ব। ২লঃ। ১০১। ব্রহ্মযামল বাক্য।)

অর্থ,— শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি গ্রন্থে যেরূপ বিধি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন পূর্বক শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলেও তাহা উৎপাতের নিমিত্তই কল্পিত হয়; অর্থাৎ উহা দ্বারা অনর্থই ঘটিয়া থাকে।

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং—" ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোকে মনুষ্য ছাড়াও পিতৃলোক ও দেবাদিলোকবাসিগণের পক্ষে শাস্ত্রই চক্ষুস্বরূপ বলা হইয়াছে।

ইহার তাৎপর্য এই যে মনুষ্যলোকই কর্মভূমি। এখানে মনুষ্য-দেহধারী জীবগণ শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে যেরূপ শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিবে, কর্মানুসারে দেবাদি ঊর্ধ্বলোকে কিম্বা মনুষ্যেতর ৮৪ লক্ষ প্রাণী-জন্মরূপ অধোলোকে গতি প্রাপ্ত হয়। কৃতকর্মফল ভোগ করিতে হয় বলিয়া অপর সকল জীবলোককে "ভোগভূমি" এবং কেবল মনুষ্যলোক-কেই "কর্মভূমি" রূপে শাস্ত্রে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অতএব,— পিতৃ, দেব, গন্ধর্বাদি লোকবাসীর পক্ষে যে 'শাস্ত্রচক্ষু' হইবার কথা তাহা হইতেছে— শাস্ত্রোক্তি সকলে ভূত ও ভবিষ্যৎ দর্শনার্থে এবং মনুষ্যের পক্ষে বর্তমান দর্শনার্থে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পিতৃ ও

দেবাদি লোকবাসিগণ শাস্ত্রদৃষ্টে বুঝিয়া লয়েন, শাস্ত্রোক্ত কোন্ শুভ কর্মফলে তাহাদের সেই সেই লোকোচিত জন্মলাভ হইয়াছে ; ইহাই অতীত দর্শনে "শাস্ত্রচক্ষু" হওয়া ; আবার সেই পুণ্যক্ষয়ে যখন পুনরায় মর্ত্ত্য বা মনুষ্যলোকে তাহাদের জন্ম হইবে (যথা,— ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি ॥ গীতা, ৯।২১) যখন তাহারা শাস্ত্রোক্ত কোন শুভ কর্মের অনুষ্ঠানে পুনরায়, নিজ নিজ বাসনানুরূপ লোকসকল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। এইরূপে যে ভবিষ্যৎ দর্শনে শাস্ত্রচক্ষু হওয়া— ইহাই পিতৃদেবাদি লোকবাসীর পক্ষে শাস্ত্রদৃষ্টি হইবার তাৎপর্য। তদ্ব্যতীত ফলরহিত কেবল শাস্ত্র আস্বাদন করাও ভোগভূমির ঊর্দ্ধলোকবাসী জীবগণের অভিপ্রায়। কিন্তু মনুষ্যগণের পক্ষে শাস্ত্রচক্ষু হইবার অর্থ শাস্ত্রোক্তি সকল বর্তমানে আচরণ করিয়া, তদনুরূপ শুভকর্মের সঞ্চার করা, যাহার ফলে, অভিলষিত শ্রেয়োলাভের যোগ্যতা অর্জন করা যায়।

অপর ভোগভূমি ও কর্মভূমি— মনুষ্যলোকে শাস্ত্রানুশীলনের ইহাই বৈশিষ্ট্য।

আবার অন্ধ যেমন খঞ্জের নির্দেশে চালিত হইবার কালে সেই নির্দেশ বিষয়ে সংশয় পূর্বক তৎপ্রবৃত্তি—কেন ? কি জন্য ?—ইত্যাদি প্রকার তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিলে উহা যেমন নিজ অমঙ্গলের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; সেইরূপ শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে সাধক চালিত হইবার প্রারম্ভে, শাস্ত্রোপদেশ বিষয়ে বিশ্বাস না করিয়া সংশয়পূর্বক নিজ মনে কিম্বা শাস্ত্রোপদেষ্টা গুরুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে থাকিলে উহাও নিজ দুর্ভাগ্যের নিমিত্ত হয়। সুতরাং শাস্ত্র-নির্দেশ ও উপদেশে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্বক উহা যথাযথ পালনই শ্রেয়োলাভের উপায়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"

—(মহাভারত, ভীষ্ম-পর্ব ৫।১২)

অর্থ,— চিন্তার অতীত অথচ একমাত্র শাস্ত্রগম্য যে সকল ভাববস্তু তাহাদিগকে তর্কের সহিত যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতি ও প্রাকৃত জগতের পরপারে অবস্থিত,—তাহাই অচিন্ত্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত।

আবার শাস্ত্রের অন্যত্রও উক্ত হইতে দেখি—"নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া—" (কাঠকে। ১।২।৯)। অর্থাৎ তোমার এই পরতত্ত্ব গ্রহণ সমর্থ যে শুভবুদ্ধি, উহা শুষ্ক তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সাধকের পক্ষে প্রথমাবস্থায় শাস্ত্রোপদেশ, সাধু বা শিক্ষাগুরু-মুখেই শ্রবণ করা আবশ্যক। স্বয়ং শাস্ত্র হইতে নহে। যেমন স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যা অর্জন কালে, বিনা তর্কে ('অ' আগে কেন? 'আ' পরে কেন? —ইত্যাদি প্রকার তর্ক বিতর্ক না করিয়া) শিক্ষকের উপদেশ যথাযথ গ্রহণ করিয়া— বিদ্যা লাভ করিতে হয়— সেইরূপ পরমার্থ-বিদ্যা অর্জন কালেও প্রথমে বিনা তর্কে সাধু-গুরু-মুখ হইতে উপদিষ্ট শাস্ত্র-তাৎপর্য অবগত হওয়া প্রয়োজন। পরে, যথোপযুক্ত বিদ্যা অর্জিত হইলে,— যখন শাস্ত্রযুক্তি-সুনিপুণ হওয়া যায়, তখন সাধক নিজে শাস্ত্রোপদেষ্টা হইয়া, শাস্ত্র নির্দেশ ও সাধু-গুরুর উপদেশ সকল নিজে বিচার করিতে সমর্থ হয়েন। এ বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে। তাই, যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ সাধকের লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে; যথা,—

(১) শাস্ত্র যুক্তি সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই, তারয়ে সংসার॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২২।৩৯)

(২) শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই, মহাভাগ্যবান্॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২২।৪০)

(৩) যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥
—ইত্যাদি (শ্রীচৈঃ চঃ। ২।২২।৪১)

এই অনুসারে ক্রম বুঝিতে হইবে।

পূর্বে আমরা অবগত হইয়াছি, 'প্রণব' বা শ্রীনাম হইতেই সমস্ত বিশ্ব-সংসার ও বেদাদি ধর্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। এই হেতু, শ্রীনামকে "বীজং ধর্ম্মক্রমস্য" বলা হইয়াছে।

সমস্ত ধর্মক্রম-বীজ— শ্রীনাম হইতে সর্বশাস্ত্রসার— ভক্তিশাস্ত্র-শিরোমণি—শ্রীমদ্ভাগবতের অভিব্যক্তি। যাহার মধ্যে প্রাধান্যের সহিত নিহিত রহিয়াছেন— শ্রীনাম। যাহা স্বয়ং শ্রীনামীর কৃপায় এই কলি-যুগে সর্বসাধারণের গ্রহণীয় হইয়াছে।

সর্বাগ্রে সেই শ্রীনামকেই আশ্রয় করিয়া নিরপরাধে নাম-সঙ্কীর্তন দ্বারা ভজনপথে চালিত হইলে, শ্রীনামেরই কৃপায় ও পথ-প্রদর্শনে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে 'সাধুসঙ্গ'-রূপ সাধনার দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হইলে, সেই সাধুগণই শিক্ষাগুরুরূপে শাস্ত্রোপদেশ করেন,— যাহার শ্রবণে শাস্ত্রে ও তদুপদিষ্ট ভজন বিষয়ে নির্গুণা শ্রদ্ধার বিকাশ হইয়া থাকে।

তৎপূর্বে যে-পর্যন্ত পাপাদি দ্বারা চিত্ত মলিন থাকে, সে-পর্যন্ত শাস্ত্রে ও সাধু-গুরু প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে না ; যথা,—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্‌বুদ্ধিঃ সদ্‌গুরৌ তথা ॥

—(ভক্তিসন্দর্ভে, ১ম অনুধৃত শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-বাক্য।)

অর্থ,— যে-পর্যন্ত মনুষ্যের হৃদয় পাপে মলিন থাকে, সে-পর্যন্ত গুরু ও শাস্ত্র সকলে সত্যবুদ্ধি ও শ্রদ্ধার উদয় হয় না।

শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন, সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্র-উপদেশ প্রভাবে 'ভজনক্রিয়া' স্তরে উপনীত হইলে, তাহার প্রারম্ভেই প্রকৃষ্ট শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় করা যায়। শ্রীনামেরই কৃপায় সাধু ও শ্রীগুরুমুখে উপদিষ্ট শাস্ত্র নির্দেশক্রমে ভজন পথে চালিত হইয়া, সাধক ক্রমশঃ নিজেও শাস্ত্র-যুক্তি-সুনিপুণ-হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি স্তর অতিক্রম পূর্বক 'ভাবভক্তি'

স্তরে উপনীত হয়েন। যাহার পর প্রেমোদয়ে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হইয়া থাকে।

অতএব— এই নামগ্রাহ যুগে, একমাত্র নিরপরাধে শ্রীনাম-গ্রহণাদি হইতেই শ্রদ্ধাদি ক্রমে প্রেমোদয়ের মুখ্য কারণ— শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। ক্ষেত্র নিরপরাধ থাকিলে, কেবল গ্রাহ্য শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন হইতেই কমলকোরকের প্রস্ফুটিত শতদলরূপে বিকাশের ন্যায়, শ্রদ্ধাদি ক্রমে, সাধুসঙ্গ ও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম লাভ হইয়া, সাধু-গুরু-মুখোপদিষ্ট শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ সৌভাগ্যের পর, যথাক্রমে প্রেমোদয়ের সহিত, সাধকের নিজেরও শাস্ত্র জ্ঞানের উদয় হইয়া, তখন শাস্ত্র-যুক্তি-সুনিপুণ উত্তম ভক্তরূপে পরিণতি ও তদবস্থায়— নিজেও শাস্ত্রোপদেশের ও সাধু-গুরূপদিষ্ট উপদেশ সকলের শাস্ত্র বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপনেরও অধিকার জন্মে। এবং সেই সাক্ষাৎ শাস্ত্রচক্ষু দ্বারা অপর সমুদয় শ্রেয়ঃই প্রাপ্ত হওয়া যায়— এক শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন হইতেই। তাই শ্রীসার্বভৌম মহাশয়কে পর্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন— শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন উপদেশ ;—

"ভক্তি-সাধন শ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন।
প্রভু উপদেশ কৈল— নাম সঙ্কীর্তন॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।৬।২১৮)

তাহা হইলে শ্রীনামরূপ বীজ হইতে সকল ধর্মশাস্ত্রের আবির্ভাব ও তন্মধ্যে দুগ্ধে নবনীতের ন্যায় সর্বসার শ্রীভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র ও তন্মধ্যে আবার তৎসারাৎসার শ্রীনামরূপ ধর্মক্রম-বীজকেই নিহিত দেখা যাইতেছে :

সেই শ্রীনামবীজ গ্রহণীয় না হওয়া পর্যন্ত অধিকার অনুরূপ শাস্ত্র বিহিত বিধি-নিষেধ সকল পালনেই মনুষ্যলোকে যথোচিত শ্রেয়ঃ ব কল্যাণ লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্র ব্যতীত অনাদি অজ্ঞান ও অন্ধপ্রায় মনুষ্যগণের প্রকৃষ্ট মঙ্গল লাভের অপর কোন সহায় নাই।

শাস্ত্রের এতাদৃশ মাহাত্ম্য বুঝিলে, সেই শাস্ত্র বিষয়ে নিন্দাদি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিবার পক্ষে কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না।

অতএব, যে কোন ধর্মশাস্ত্রের সম্বন্ধে নিন্দাদি অবশ্য বর্জন পূর্বক এবং নিরপেক্ষ থাকিয়া— নিজ নিজ অধিকার রূপ ধর্মশাস্ত্রে ও সেই সেই ধর্মের প্রাণ-স্বরূপ সর্বোত্তম ভক্তির পথে সাধকের পক্ষে ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ও আদর বুদ্ধি রাখিয়া, সাধনপথে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। তাই শ্রীভগবানের নিজোক্তি; যথা,— "শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেঽনিন্দামন্যত্র চাপি হি॥"— (শ্রীভাঃ ১১।৩।২৬) অর্থাৎ— শ্রীভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা এবং অন্য শাস্ত্রাদির অনিন্দা শিক্ষা করা কর্তব্য।

———

॥ পঞ্চম নামাপরাধ ॥

"নামে অর্থবাদ—অর্থাৎ স্তুতিমাত্র মনন"

"তথার্থবাদো হরিনাম্নি"—ইহাই পঞ্চম নামাপরাধ। "তথা হরিনাম্নি অর্থবাদঃ"—শ্রীহরিনামে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিমাত্র বা অতিশয়োক্তি মনন।

সাধুমুখে ও শাস্ত্রে শ্রীহরিনামের মহিমাদি শ্রবণ করিয়া, উহাকে তদ্রূপ মনে না করিয়া অতিশয় বাড়াইয়া বলা হইয়াছে,—এইরূপ মনে করা, ইহাই অর্থবাদরূপ উক্ত নামাপরাধ।

এখন একটি প্রধান সংশয়ের বিষয় হইতেছে এই যে,—প্রণব উপলক্ষিত শ্রীভগবন্নামের স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে মূলতঃ বেদেই যখন উক্ত হইয়াছে,[১] এবং বেদোক্ত বিষয়ের মধ্যে যখন বহুল 'অর্থবাদ' দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন নাম-মহিমা সম্বন্ধেই বা অর্থবাদ মনে করা এতই অসঙ্গত ও অপরাধজনক হইতেছে কেন? বেদে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীভগবান নিজমুখেই গীতায় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা,—

> যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
> বেদবাদরতাঃ পার্থ। নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥
> কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
> ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
> ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
> ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥
>
> —(২।৪২-৪৪)

শ্লোকোক্ত 'বেদবাদ' শব্দের অর্থ হইতেছে,—বেদোক্ত অর্থবাদ;

---

১ "প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।" —শ্রীচৈঃ চঃ। ১।৭।

তাহাতে যাহারা আসক্ত, তাহাদিগকেই 'বেদবাদরতাঃ'[১] বলা হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকারগণ সকলেই 'বেদবাদ' শব্দের 'বেদোক্ত অর্থবাদ'— এইরূপ অর্থই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকের অর্থ,— শ্রীভগবান বলিলেন, হে পার্থ! বেদের অর্থবাদে (তাহার যথার্থ অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া,) আসক্ত যে বিমূঢ়গণ সেই পুষ্পিত বা অতিরঞ্জিত বাক্যে অর্থাৎ বিষলতাবৎ আপাত-রমণীয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ বাক্যে প্রশংসা করিয়া, উহা ভিন্ন আর কোন পরমার্থ নাই— এইরূপ বলিয়া থাকে, যাহারা কামনা-পরতন্ত্র, স্বর্গ-পরায়ণ, জন্ম-কর্ম-ফলপ্রদ (অর্থাৎ সংসার-গতিপ্রদ), ভোগ ও ঐশ্বর্য সাধক যজ্ঞাদি ক্রিয়াবহুল কর্মকাণ্ডে অনুরক্ত,— সেই ভোগাসক্তিতে বিমোহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কখন পরমেশ্বর-নিষ্ঠ সমাধিতে একাগ্র হয় না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সর্বজ্ঞানের আকর-স্বরূপ বেদেও— অর্থবাদ অর্থাৎ অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তির অভাব নাই। যেহেতু কর্মকাণ্ডোক্ত দর্শপৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম, সোমযাগ, অগ্নিহোত্র, অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞাদি কর্মফল-লভ্য স্বর্গ-সুখ ভোগ যাহা, অর্থাৎ অমরপুরে অবস্থান, অমৃত পান, দিব্যবস্ত্র ভোগ, পারিজাত-সুরভিত নন্দন-কাননে দিব্যাঙ্গনাগণ সহ বিহার— ইত্যাদি স্বর্গীয় ভোগৈশ্বর্য সকল মায়িক, সুতরাং নশ্বর[২] ও আপাতমধুর হইলেও, বেদে উহাকেই অক্ষয় অনন্ত

---

১ বেদবাদরতাঃ=বেদস্থিতার্থবাদেষু রতাঃ। টীকা— "বেদবাদরতাঃ ইতি বহ্বর্থবাদ ফল সাধন-প্রকাশেষু বেদ-বাক্যেষু রতাঃ।" —শ্রীশঙ্করাচার্য।
"বেদবাদাঃ=বেদবাক্যানি তানি চ বহুনামর্থবাদানাং ফলানাং।" —ইত্যাদি —শ্রীআনন্দগিরী। "বেদে যে বাদা— অর্থবাদাঃ—" শ্রীধরস্বামিপাদ।
"বেদেষু যে বাদাঃ..........ইত্যাদয়োঽর্থবাদাঃ—"। শ্রীবলদেব।"
"বেদবাদরতাঃ বেদে যে সন্তি বাদাঃ অর্থবাদাঃ—"। শ্রীমধুসূদন।
"বেদবাদরতাঃ=বেদান্তর্গতেষু অর্থবাদেষু—"। শ্রীবিশ্বনাথ।

২ "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" —(গীতা ৫।১৫)

ও পরমার্থাদি প্রায় এরূপ পুষ্পিত অর্থাৎ অতিরঞ্জিত—লোভনীয় বাক্যে বর্ণন করা হইয়াছে, যাহা শ্রবণে অবিবেকী, কামনাহত, ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বিমোহিত ও তৎপ্রতি এতই আসক্ত হয় যে, তদ্ভিন্ন আর কোন পরমার্থ নাই,— তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে।

সুতরাং অনিত্য মায়িক দোষদুষ্ট স্বর্গাদি বস্তু সম্বন্ধেও বেদে যখন পরমার্থতুল্য অক্ষয় ও অনন্ত প্রভৃতি বলিয়া তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' বা অতি-স্তুতি করা হইয়াছে দেখা যাইতেছে— তখন ভগবন্নাম গ্রহণে জীব-সাধারণকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সেইরূপ নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও যে, বেদে 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি করা হয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? যাহা অতিরঞ্জিত স্তুতিমাত্র বা অতিশয়োক্তি,— তাহাকে তদ্রূপ মনে করা— তাহাই অপরাধজনক হইবে কেন?— অতঃপর এই সংশয়ের সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয় সকল স্থিরভাবে প্রণিধান করিতে হইবে।

তৎপূর্বে সংক্ষেপতঃ ইহার উত্তরে এস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে,— সমস্ত বেদ-তাৎপর্যের মূলে যে পরম সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত,— সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় যাহাতে পর্যবসিত,— তাহাই হইতেছে, এক ও অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব-বস্তু। সেই পরতত্ত্ব-বস্তুর পরমাবস্থাই স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় শ্রীনাম, তন্নাম-গ্রহণাদিরূপা ভক্তি ও তৎফল প্রেম-রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ইহাই হইতেছে সমস্ত বেদের নিগূঢ় সার-সর্বস্ব। যাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকারের ভাষায় নিম্নোক্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ।
নাম-সঙ্কীর্তন— সব আনন্দ স্বরূপ॥

—(আদি। ১ পঃ)

সুতরাং উক্ত মূল বিষয় সম্বন্ধে বেদে 'অর্থবাদ' করা হয় নাই এবং হইতেও পারে না। তদ্ভিন্ন প্রায়শঃ অপর গৌণ বা অবান্তর বিষয় সকল

সম্বন্ধেই 'অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিশয়োক্তি করা হইয়াছে এবং সেরূপ করিবার প্রয়োজনও আছে,— একথা আমরা ক্রমশঃ সুস্পষ্টরূপেই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

জীবাত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ ও শুদ্ধ-চৈতন্যময় সুতরাং অব্যয়— অবিকারী বস্তু হইলেও, অনাদি ভগবৎ-বৈমুখ্য ও তন্নিবন্ধন মায়াধীনতা ও অজ্ঞানতা বশতঃ ত্রিগুণময় প্রাকৃত জড়দেহে আত্মবোধ আরোপ করায়, জীবের গুণসম্বন্ধ ও তজ্জন্য সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে। নির্গুণ ও নির্বিকার জীবের সেই গুণসম্বন্ধের কথা, গীতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

—(১৪।৫)

অর্থ,— হে মহাবাহো! প্রকৃতি-সঞ্জাত সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ— এই তিনটি গুণ নির্বিকার দেহীকে দেহমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে।

জড় বা প্রাকৃত বস্তু মাত্রেই ত্রিগুণময় অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের বিকার মাত্র। জীবের প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদিও জড় বস্তু বলিয়া, উহাও ত্রিগুণময় হইতেছে। আকাশ যেমন স্বরূপতঃ সুনির্মল বস্তু হইয়াও, ধূলি-ধূমে আবৃত হইলে বিমলিন রূপেই প্রতিভাত হয়, জীবাত্মাও সেইরূপ নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণের অতীত, অব্যয় ও অবিকারী হইয়াও অবিদ্যাদি বশতঃ জড় দেহকে 'আমি' বলিয়া বোধ করিবার ফলে তখন সেই দেহেন্দ্রিয়াদির গুণধর্ম দ্বারা আত্মচৈতন্য আবৃত হইয়া জীব নিজেকে গুণযুক্ত মনে করে ও তখন জীবে সত্ত্বাদি গুণের ধর্ম অর্থাৎ সুখ, দুঃখ ও মোহাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সত্ত্বগুণ স্বচ্ছতা বা নির্মলতা বশতঃ প্রকাশ স্বভাব। এই জন্য সত্ত্বগুণের আধিক্যে তদ্ধর্ম সুখ ও জ্ঞানের বিকাশ হইলেও,— স্বচ্ছ স্ফটিকাবৃত গৃহে অবরুদ্ধ ব্যক্তি যেমন বহির্বস্তু উপলব্ধি করিতে সমর্থ

হইলেও তাহাতে আবদ্ধ থাকে,— সত্ত্বগুণও জীবের পক্ষে সেইরূপ বন্ধ দশাই জানিতে হইবে ; যথা,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥
—(গীতা। ১৪।৬)

অর্থ,—হে অনঘ। সেই গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মলত্ব হেতু প্রকাশ-স্বভাব ও শান্ত। উহা জীবকে সুখাসক্তি ও জ্ঞানাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।

অতঃপর রজোগুণের লক্ষণ বলা হইতেছে,—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥
—(গীতা। ১৪।৭)

অর্থ,— বিষয়-তৃষ্ণা ও আসক্তি-সম্ভূত রজোগুণ অনুরাগাত্মক জানিবে। উহা জীবকে কর্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে।

অনন্তর তমোগুণের লক্ষণ কথিত হইতেছে,—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥
—(গীতা। ১৪।৮)

অর্থ,— হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানজাত, এই জন্য উহা সকল জীবের মোহজনক জানিবে। উহা জীবকে প্রমাদ (অনবধানতা), আলস্য (অনুদ্যম), নিদ্রা (অবসাদ) দ্বারা আবদ্ধ করে।

উক্ত তিনটি গুণের বিষয় একত্রে সংক্ষেপে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥
—(গীতা। ১৪।১৭)

অর্থ,— সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের বিকাশ হয়, রজোগুণ হইতে লোভ

(বিষয়াসক্তি) জন্মে এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ, অজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উক্ত গীতাবাক্য সকলের সারমর্ম হইতেছে এই যে, শান্ত, ঘোর ও মূঢ় স্বভাব সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ অব্যয় জীবাত্মাকে দেহাদি জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাখে। এই গুণত্রয়রূপ জড় সম্বন্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, চিন্ময় জীবের পক্ষে স্বরূপভাবে অবস্থিতির নাম 'মুক্তি'। সত্ত্বগুণের আধিক্যে জীবের অজ্ঞান বিদূরীত হইয়া, সুখ (শান্তি) ও পরমার্থ বিষয়ক জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। সেই অবস্থায় জীব গুণসংবদ্ধ থাকিলেও, আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর পার্থক্য নির্ণয়ে অর্থাৎ চিদ্ ও জড় বস্তুর যথাক্রমে নিত্যতা ও অনিত্যতা সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হইয়া, নিজ প্রকৃষ্ট হিতাহিত নির্বাচন করিতে সমর্থ হয়। রজোগুণের আধিক্যে জীবের বিষয়-তৃষ্ণা বা ভোগাসক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং তৎপ্রাপ্তির জন্য নিরতিশয় লোভ জন্মে। অশেষ ভোগৈশ্বর্য প্রাপ্ত হইলেও, আরও অধিক ভোগ্য বিষয় লাভের জন্য দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া জীব, দুঃখ (অশান্তি) বহুল বিবিধ ক্লেশকর কর্মে প্রবৃত্ত হয়। তমোগুণের আধিক্যে জীব ভ্রম, প্রমাদ, আলস্য ও অবসাদাদি গ্রস্ত হইয়া জ্ঞানের বিপরীত—অজ্ঞানাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে।

উক্ত গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণও বদ্ধাবস্থা হইলেও, উহা জীবের নির্গুণ বা স্বরূপভাবের সর্বাধিক সন্নিকটবর্তী ও জ্ঞানের প্রাপক বলিয়া, সত্ত্বগুণের বিকাশ হইতেই জীবের যথার্থ মঙ্গলের সূচনা হয়। সংসারে অধিকাংশ জীবেই শান্ত ও প্রকাশ স্বভাব সত্ত্বগুণের হ্রাসতা এবং ঘোর ও মূঢ়স্বভাব রজঃ ও তমোগুণের প্রাবল্য থাকায়, জীবসাধারণ অজ্ঞানাদি দ্বারা মোহিত হইয়া যথার্থ জ্ঞান হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। এই অজ্ঞানতা নিবন্ধন নিজ হিতাহিত নির্বাচনে অসমর্থ হইয়া, বিষয়-লোভ ও হিংসাদি পরতন্ত্র জীবসকল বারম্বার বিবিধ দুঃখপূর্ণ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারাবর্তে পরিভ্রমণ করিতেছে। সেই রজস্তমোগুণ বহুল সুতরাং

বিষয়ভোগাসক্ত, কামনাসন্তপ্ত, হিংসা-মোহাদি দ্বারা আচ্ছন্নমতি মনুষ্যগণের মঙ্গললাভের নিমিত্ত তাহাদিগের প্রবৃত্তি বা অধিকারানুরূপ কর্মের ভিতর দিয়া, তমোগুণ হইতে রজোগুণে ও রজোগুণ হইতে সত্ত্ব-গুণে,— এইরূপে ক্রমশঃ পরিশুদ্ধি দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইলে পরিশেষে নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী ও তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা করাই সমস্ত বেদের সম্মিলিত উদ্দেশ্য ; যথা,—

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ॥

—(শ্রীভাঃ ৭।১১।৩২)

অর্থ,— স্বভাবকৃতা বৃত্তি অনুরূপ স্বকর্মে বর্তমান ব্যক্তি স্বধর্মাচরণ দ্বারা সেই স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়েন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বেদে যথাক্রমে (১) কর্মকাণ্ড, (২) দেবতাকাণ্ড ; ও (৩) জ্ঞানকাণ্ড উপদিষ্ট হইয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী বেদবিদ্‌গণ এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন।

১। কর্মকাণ্ড আবার সকাম কর্ম ও নিষ্কাম কর্ম ভেদে দ্বিবিধ। সকাম কর্মসকল আবার ভুক্তীচ্ছা বা ভোগবাসনামূলক ও মুক্তীচ্ছা বা মোক্ষবাসনামূলক ভেদে দ্বিবিধ ; ভুক্তীচ্ছামূলক কর্ম, পুনরায় ঐহিক ও পারত্রিক ভেদে দ্বিবিধ ; ইহকালে ধন-ধান্য, পুত্র-কলত্র, রাজ্য-সম্পদ, যশ-মান প্রভৃতি বিষয় প্রাপ্তি কামনাকে ঐহিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম-কর্ম এবং পরকালে স্বর্গাদি সুখ প্রাপ্তি কামনাকে পারত্রিক বা পারলৌকিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম কহে। উক্ত উভয়বিধ সকাম কর্ম আবার হিংসাযুক্ত ও হিংসারহিত ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছা পূরণের কামনায়, অশ্ব-ছাগাদি পশুবলি প্রদান পূর্বক যে সমস্ত যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাহাই হিংসাযুক্ত এবং উহা বর্জিত হইলেই হিংসারহিত সকাম কর্ম বলা হয়। ঐহিক ও পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম— হিংসাযুক্ত হইলেই

তামসিক এবং হিংসাশূন্য হইলে রাজসিক হইয়া থাকে।

অতঃপর মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্মের বিষয় বলা যাইতেছে। মুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্মে ভোগবাসনার স্থলে উহাতে মোক্ষ মাত্র বাসনা থাকায় (সকাম হইলেও) এই জন্য উহাকে 'নিষ্কাম' বলা হয়। নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে, ইহা জ্ঞানের অধিকার লাভের সহায়ক হইয়া থাকে। মুক্তীচ্ছামূলক নিষ্কাম কর্ম— সাত্ত্বিক। (ভক্তীচ্ছামূলক কর্মসকল কর্মের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও যথার্থ পক্ষে ইহাই হইতেছে নিষ্কাম ও নির্গুণ। স্থূল দৃষ্টির গ্রাহ্য না হইলেও সমস্ত কর্মকাণ্ডেরও ইহাই মুখ্য অভিপ্রায় এবং তৎপ্রাপ্তি, যদৃচ্ছালভ্য কোনও বিশেষ ভাগ্য-সাপেক্ষ; যে বিষয়ে পরে বলা হইবে।) তাহা হইলে বুঝিলাম,—

তামসিক অধিকারীর জন্য—হিংসাযুক্ত ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম বা তামসিক ধর্ম।

রাজসিক অধিকারীর জন্য—হিংসাশূন্য ঐহিক বা পারত্রিক ভুক্তীচ্ছামূলক সকাম কর্ম বা রাজসিক ধর্ম।

সাত্ত্বিক অধিকারীর জন্য—মুক্তীচ্ছামূলক নিষ্কাম কর্ম বা সাত্ত্বিক ধর্ম। (ইহা দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইয়া, নির্বেদ বা বিষয়বৈরাগ্যের উদয়ে নির্গুণ পরব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের অধিকার জন্মে।)

বেদসকল মনুষ্যগণের উক্ত প্রকার অধিকার অনুসারেই কর্ম বা ধর্ম সকল যথাক্রমে উপদেশ করিয়াছেন।

৩। বেদোক্ত কর্মসকলের সহিত আবার অনেক স্থলে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনাও উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাই বেদের দেবতাকাণ্ডের বিষয়। অধিকারী ভেদে এই উপাসনা আবার দ্বিবিধ; যথা,— (ক) সগুণ উপাসনা ও (খ) নির্গুণ উপাসনা। তন্মধ্যে সত্ত্বাদি গুণাধিকার ভেদে তদনুরূপ দেবতার উপাসনাকে সগুণ উপাসনা বলা হয়; আর

একমাত্র নির্গুণ পরব্রহ্ম—পরমেশ্বর বা শ্রীভগবানের উপাসনাই হইতেছে নির্গুণ উপাসনা— যাহা নিগূঢ়রূপে সমস্ত দেবতাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। নির্গুণ অর্থে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ সম্বন্ধরহিত।

নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহাদের চিত্ত লোভ-হিংসাদি মল-শূন্য সুনির্মল হইয়াছে, অথবা যাঁহারা যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন,— নির্গুণ পরব্রহ্ম বা পরতত্ত্বের উপাসনায় তাঁহারাই অধিকারী হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে চিত্তশুদ্ধির পর, জ্ঞানী মহতের সঙ্গলাভে নির্বিশেষ ব্রহ্ম-পরতত্ত্বের উপাসনায় এবং যে কোনও অবস্থায় যদৃচ্ছালভ্য ভক্ত-মহৎ-সঙ্গলাভে সবিশেষ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবানের উপাসনায় অধিকার জন্মে। শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম— পরতত্ত্বের পরিপূর্ণ স্বরূপ বা পরাবস্থা— তাঁহাতেই সমস্ত দেবতা বা উপাসনাকাণ্ডের মুখ্য অভিপ্রায় অবসানপ্রাপ্ত হইলেও, দধি মধ্যে ঘৃতের সত্তার ন্যায়, তাহা স্থূল বাহ্য দৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় হয় না। আবার মথিত দধি হইতেই যেমন ঘৃত আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি বেদরূপ দধি-সমুদ্র মন্থনের শ্রীকৃষ্ণই যে পরম ফল-স্বরূপ, একথা যথাক্রমে বেদের সারার্থ ও বিস্তারার্থ— শ্রীগীতা ও শ্রীভাগবত হইতেই সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়। সে বিষয়ে পরে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

৩। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধির পর, ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান কিম্বা যদৃচ্ছালভ্য— অহৈতুক মহৎ-সঙ্গাদি হইতে জীবের অন্তরে ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে,— ইহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বিষয় এবং ইহাই সমস্ত বেদোক্তির মুখ্য প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণই নির্বিশেষ ও সবিশেষ— নিখিল পরতত্ত্ব স্বরূপেরই পরমাবস্থা বলিয়া[১] শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানকেই পরতত্ত্বসম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানের মূল বা সাররূপেই জানিতে হইবে। বেদের সেই মুখ্য অভিপ্রায়ের কথাই, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে নিম্নোক্ত-রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে,—

১ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ"—

"কৃষ্ণের ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তার পরিবার ॥"

—(শ্রীচৈঃ চঃ। ১।৪।৫৮)

উক্ত জ্ঞান আবার (১) পরোক্ষ ও (২) অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়নাদি জনিত যে জ্ঞান,—তাহাই পরোক্ষ জ্ঞান এবং তৎসাধনলব্ধ পরতত্ত্বের অনুভূতি বা সাক্ষাৎ-কারের উপযুক্ত যে জ্ঞান তাহাই হইতেছে অপরোক্ষ জ্ঞান।

শ্রুতিতে উক্ত উভয়বিধ জ্ঞান বা বিদ্যাই 'অপরাবিদ্যা' ও 'পরাবিদ্যা' নামে কীর্তিত হইয়াছেন। এই পরাবিদ্যা হইতেই পরতত্ত্বের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া ইহাই বেদোক্ত সমস্ত জ্ঞান— সকল বিদ্যার ফলস্বরূপ হইতেছেন ; যথা,—

"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি— পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা— ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা— যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" —(মুণ্ডক ।১।১।৪-৫)

অর্থ :—ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুই প্রকার ; পরা এবং অপরা। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ,—এই সকল অপরা বিদ্যা ; আর কেবল যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ বা পরতত্ত্বকে জানা যায়,—তাহাই পরাবিদ্যা।

পরাবিদ্যার ফলেই 'তত্ত্ব' (অর্থাৎ পরতত্ত্ব)-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেই পরাবিদ্যার সার্থকতা। এক অখণ্ড বা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বই (অর্থাৎ পরতত্ত্বই) সাধকের অধিকার বা সাধনা অনুরূপ ত্রিবিধ প্রকাশ পাইয়া থাকেন ; যথা,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

—(শ্রীভাঃ ।১।২।১১)

অর্থ,—যাহা অখণ্ড জ্ঞানবস্তু (অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্ব-বস্তু), তত্ত্ব-বিদগণ তাহাকে 'তত্ত্ব' বলিয়া থাকেন। সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব নির্বিশেষ সত্তামাত্ররূপে প্রকাশ পাইলে, জ্ঞানিগণ তাঁহাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া থাকেন, অন্তর্যামীরূপে প্রকাশ পাইলে যোগিগণ তাঁহাকে 'পরমাত্মা বলিয়া থাকেন; এবং সর্বশক্তি-সমন্বিত সচ্চিদানন্দঘনরূপে প্রকাশ পাইলে ভক্তগণ তাঁহাকেই শ্রীভগবান বলিয়া থাকেন।

অপরোক্ষ জ্ঞানের ফলস্বরূপ উক্ত তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রধানতঃ দ্বিবিধ; (১) নির্বিকল্প বা নির্বিশেষ সাক্ষাৎকার এবং (২) সবিকল্প বা সবিশেষ সাক্ষাৎকার। সবিশেষ সাক্ষাৎকার পুনরায় দ্বিবিধ; (১) পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার এবং (২৷ শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার। তন্মধ্যে নির্বিশেষ সাক্ষাৎকারের অপর নাম ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার; যাহা নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা জ্ঞানযোগীর অধিকার বিষয় হইয়া থাকে। পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার,—ইহা অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারা অষ্টাঙ্গযোগীর অধিকার বিষয় হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবৎ-সাক্ষাৎকার,—ইহা একমাত্র মহৎ-সঙ্গলব্ধ শুদ্ধাভক্তি দ্বারা ভক্তগণেরই অধিকার বিষয় হইয়া থাকে।

অতএব হিংসাযুক্ত সকাম কর্ম হইতে আরম্ভ করিয়া, বেদের উক্ত ক্রম নির্দেশ হইতে বুঝিতে পারা যায়,—ভগবদ্ভক্তি ও তৎফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকারেই সমস্ত বেদতাৎপর্য পর্যবসিত। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন সেই ভগবৎ-তত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ।[১] অতএব সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডেরও মুখ্য অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি; সুতরাং জ্ঞানকাণ্ডের প্রকৃষ্ট অর্থ হইতেছে—'ভক্তিকাণ্ড'।

তাহা হইলে বুঝিলাম,—বেদে যেখানে যাহা কিছু উক্ত হউক না কেন, সমস্ত বেদোক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে,—অজ্ঞানতিমিরাবৃত জীবসকলকে সগুণভাব বা জড়তা হইতে ক্রমশঃ বিমুক্ত করিয়া স্বরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত করা অর্থাৎ জীবের পরমাশ্রয় যিনি, সেই পরতত্ত্বের

১ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।" —শ্রীভাঃ ১৷৩৷২৮

পরিচয় বিদিত করাইয়া, তৎ-সাক্ষাৎকার বিষয়ে সহায়তা করা।

নির্গুণ চিৎকণ জীবের পরমাশ্রয় সেই বিশুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবান এবং তৎ-সাক্ষাৎকারের হেতুভূতা ভগবদ্ভক্তিই সমস্ত বেদের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, রজস্তমোগুণ-প্রবণ, প্রগাঢ় দেহাত্মবোধ-বিমূঢ়, কামনা-সন্তপ্ত, অশেষ আশাপাশবদ্ধ, অস্থিরচিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিলালসায় যথেচ্ছ বিষয়-ভোগাসক্ত, হিংসাদি-সংবৃত, অবসাদ ও মোহাদিগ্রস্ত মনুষ্যসাধারণকে একেবারেই সহসা জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সেই পরতত্ত্ব-বস্তু উপদেশ করিতে যাইলে, অনধিকার বশতঃ সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে উহা গ্রাহ্য বা রুচিকর হইবার সম্ভাবনা না থাকায় এবং উহা একমাত্র যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপা-সাপেক্ষ হওয়ায়, বেদসকল সেই অনিশ্চিতলভ্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান (বা শ্রদ্ধা) ও ভক্তির অনুদয় কালের জন্যই মনুষ্যসাধারণের গুণভেদে অধিকার অনুরূপ ধর্মের উপদেশ করিয়াছেন। মৃতসঞ্জীবনী সকলের পক্ষেই পরম মহৌষধ হইলেও উহার দুষ্প্রাপ্যতা বশতঃ যাহার যেরূপ ব্যাধি, তৎকালে তদুপযোগী কিঞ্চিৎ আরামপ্রদ ঔষধ বিশেষের প্রয়োগ ব্যতীত যেমন সকলের পক্ষে একই ঔষধ উপযুক্ত হয় না, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তি সকলের পক্ষেই পরম প্রয়োজন হইলেও, উহার দুর্লভতা নিবন্ধন তদভাবেই, যাহার যেমন স্বভাব তৎকালে তদনুরূপ ধর্মই তাহার পক্ষে উপযুক্ত ও রুচিকর হইয়া থাকে, কিন্তু সকলের পক্ষে একই ধর্ম উপযোগী হয় না। স্বভাবানুরূপ স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কিঞ্চিৎ শুদ্ধচিত্ত হইলে তদুপরিতন ধর্মাচরণে ক্রমশঃ অধিকার জন্মে; তখন তাহার নিকট সেই ধর্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয় এবং তদনুষ্ঠান রুচিকরও হয়।

সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে অসংখ্য প্রকার হইলেও, জীব সকল যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে প্রধানতঃ ত্রিবিধ, সেইরূপ সকল জীবের শ্রদ্ধাও গুণভেদানুসারে অসংখ্য প্রকার হইয়াও প্রধানতঃ ত্রিবিধা; যথা,— সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥

—(গীতা ১৭।২)

অর্থ,— শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জুন! দেহিদিগের স্বভাবজাতা শ্রদ্ধা ত্রিবিধা— সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। তাহাদের বিবরণ শুন।

সুতরাং গুণানুসারে যাহার যেমন শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধানুরূপ ধর্মেই তাহার অধিকার জন্মে। অধিকার অনুরূপ ধর্মের নামই 'স্ব-ধর্ম'। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তির তামসী শ্রদ্ধা; সুতরাং তামস ধর্মই তাহার স্ব-ধর্ম। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তির রাজসী শ্রদ্ধা; সুতরাং রাজস ধর্মই তাহার স্ব-ধর্ম। সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তির সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা;— সাত্ত্বিক ধর্মই তাহার স্ব-ধর্ম।

বেদবিহিত কর্ম বা স্বধর্মাচরণের দ্বারা, স্বভাবের ক্রমিক উর্দ্ধগতির নামই 'ধর্ম' বা পুণ্য; যেমন তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তির রজোগুণে ও রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তির সত্ত্বগুণে উন্নয়ন। আবার বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম বা অধর্মাচরণ দ্বারা স্বভাবের অধোগতির নাম 'অধর্ম' বা পাপ; যেমন সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তির রজোগুণে ও রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তির তমোগুণে অধঃপতন। আর যে-কোন অধিকারী বা অনধিকারীর পক্ষেই— যে-কোন অবস্থায়, যদৃচ্ছালভ্য— অহৈতুকী মহৎ-কৃপাদি সংযোগ ঘটিলে তদ্দ্বারা যে ভগবদ্বিষয়িনী নির্গুণা শ্রদ্ধার উদয়ে তৎসহ শুদ্ধাভক্তি লাভ হইয়া থাকে,— উহাই জীবের 'পরম ধর্ম'।

সেই পরম ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তি লাভই সকল জীবের মুখ্য প্রয়োজন হইলেও, উহার অনুদয় কালের জন্যই গুণভেদে অধিকারীর ভিন্নতা অনুসারে ধর্ম ও তৎসাধনও বিভিন্ন প্রকার; সুতরাং দোষ, গুণ, পাপ, পুণ্য, ধর্মাধর্ম যে সকলের পক্ষে একরূপ হইতে পারে না— ইহা যুক্তি-যুক্ত। ধর্মের আকরভূমি,— সনাতন ধর্মের লীলাপীঠ এই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ ব্যতীত অপর কোন দেশে ধর্মের অধিকারভেদের কথা

চিহ্নিত হয় নাই। তামস অধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা রাজস অধিকার প্রাপ্তিই ধর্ম; কিন্তু সাত্ত্বিক অধিকারীর পক্ষে রাজস ভাব প্রাপ্তি অধর্ম; সুতরাং একই রাজস অধিকার বা রাজস ধর্ম যেমন কাহারও পক্ষে গুণের আবার কাহারও পক্ষে দোষের হইতেছে,—অন্যত্রও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।২১।২)

অর্থ,—(শ্রীভগবান বলিলেন, হে উদ্ধব।) যে ব্যক্তি যে ধর্ম বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহার সেই বিষয়ে নিষ্ঠাই গুণ বলিয়া কীর্তিত হয় এবং তাহার বিপরীত হইলেই দোষ বলা যায়। বস্তুতঃ দোষগুণের এই মাত্র নিশ্চয়।

অতএব অধিকারী না হইয়া শ্রেষ্ঠতর ধর্মের অনুষ্ঠান অনিষ্টেরই কারণ হয়; সেইজন্য অধিকার অনুসারে ক্রমরীতিতেই বেদ গ্রাহ্য। মানবের প্রবল ভোগতৃষ্ণার অবস্থায়,— সকাম কর্ম প্রতিপাদক বেদ; বিষয়ভোগ সুখের ক্ষয়িষ্ণুতা ও পরিচ্ছিন্নতা দর্শনে ক্রমশঃ তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মিলে— নিষ্কাম কর্ম প্রতিপাদক বেদ; তদনুষ্ঠানে চিত্তের পরিশুদ্ধিতে— জ্ঞান প্রতিপাদক বেদ; এবং জীবের যে কোন অবস্থায় যদৃচ্ছালভ্য মহৎ-কৃপাদি সংযোগে মোক্ষেচ্ছারও বিনিবৃত্তিতে— জ্ঞান-বিশেষ বা ভক্তিপ্রতিপাদক বেদ,— অধিকারানুরূপ এই প্রকার ক্রমান্বয়ে উপদিষ্ট বেদ গ্রহণীয়; অনধিকার চর্চা সর্বথা পরিত্যাজ্য। নিম্নাধিকারীর পক্ষে স্বধর্মানুষ্ঠানই তাহার পক্ষে ক্রমোন্নতির কারণ হইয়া থাকে। এই জন্য গীতাতেও উক্ত হইয়াছে;—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ —(৩।৩৫)

অর্থ;— উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম (অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমান্তরের ধর্ম)

অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ অধিকার অনুরূপ ধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থাকিয়া নিধনও শ্রেয়ঃ (কারণ তাহাতে স্বর্গলাভ হয়) কিন্তু পরধর্মের অনুষ্ঠান ভয়াবহ হইয়া থাকে।

যেমন কূপমণ্ডুক (কূপে অবস্থিত ভেক) কূপের আয়তনকেই জগতের সীমা মনে করে; জগতের যথার্থ আয়তন অনুভব করিবার পক্ষে কূপমণ্ডুক অনধিকারী। তাহাকে জগদায়তনের যথার্থতা উপলব্ধি করাইতে হইলে, ক্রমশঃ যেমন বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জলাশয়ে স্থাপন করিয়া সর্বশেষ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে হয়, সেইরূপ অনধিকারী ব্যক্তি-গণকে জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব-বস্তু পরিজ্ঞাত করাইবার জন্যই বেদ সকলকে কর্মকাণ্ডের ভিতর দিয়া, উক্ত প্রকার ক্রমরীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

তাহা হইলে এই পর্যন্ত আলোচনায় ইহাই বুঝিলাম যে, বেদোক্ত হিংসাযুক্ত তামসিক সকাম কর্মের কিম্বা ঐহিক ও পারত্রিক ভোগৈশ্বর্য-প্রদ রাজসিক সকাম কর্মের অথবা চিত্তশুদ্ধিকর সাত্ত্বিক নিষ্কাম কর্মের ব্যবস্থা ও উহাদের প্রশংসাকীর্তন,— ইহা বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। রজস্তমোগুণ-বহুল — বাসনা-মলিন-চিত্ত জীব সাধারণকে যথেচ্ছ বিষয়াসক্তি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা অথবা হিংসাদি কর্ম হইতে বিরত করাইয়া, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধিকর সত্ত্বগুণের ভিতর দিয়া জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয় সকলের উপলব্ধি ও তৎপ্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিবার নিমিত্তই বেদে সুকৌশলে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা মনুষ্য-সাধারণ অন্ততঃ নিজ নিজ অধিকাররূপ ধর্মেও প্রবৃত্ত হইয়া, তৎ সাধন দ্বারা ক্রমশঃ বেদের মুখ্য অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে সমর্থ হইতে পারে। রজস্তমোগুণ-বহুল ব্যক্তিগণের নিজ নিজ অধিকারানুরূপ ধর্মের নির্দেশ ও তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ পরম ধর্মের ন্যায় প্রশংসা-কীর্তন না করিয়া,— "একমাত্র পরতত্ত্ব-বস্তুকে অবগত হওয়া ও তৎ-সাক্ষাৎকার লাভ ভিন্ন জীবের পক্ষে অপর কিছুই হিতকর বা প্রয়োজন

নাই”— বেদ সকল যদি এই মুখ্য অভিপ্রায় একেবারেই সহসা এইরূপ সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করিতেন, তাহা হইলে তদ্বিষয়ে অনধিকারী ব্যক্তি-গণের নিকট সেই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয় রুচিকর না হওয়ায়, তাহা অগ্রাহ্য হইত এবং ক্রমোন্নতিকর নিজ অধিকারানুরূপ ধর্মেরও ব্যবস্থা না থাকায় মনুষ্যসকল যথেচ্ছাচারিত কর্মেই প্রবৃত্ত থাকিয়া, অবিরত অজ্ঞানান্ধকার লোকেই পরিভ্রমণ করিত।

সমস্ত বেদই পরব্রহ্ম— পরতত্ত্ব বিষয়ক হইলেও, উল্লিখিত উদ্দেশ্যেই তদ্বিষয়ে এরূপ আবরণ পূর্বক পরোক্ষভাবে অর্থাৎ অস্পষ্ট-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, যাহাতে কেবল শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর নিম্নাধিকারিগণ উহা বুঝিতে না পারিয়া, নিজ নিজ অধিকার উপযোগী ধর্মকেই সর্বোত্তম ধর্ম মনে করিয়া তদাচরণে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীভগবানেরও এইরূপই অভিপ্রায় জানিয়া, তাই বেদপ্রচারক ঋষিগণ সেই মুখ্য অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে না বলিয়া, উহা আবরণ পূর্বক পরোক্ষ-ভাবে— অস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন ; একথা শ্রীভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য হইতেই আমরা জানিতে পারি ; যথা,—

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ড-বিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্ ॥

—(১১।২১।৩৫)

অর্থ,— কর্ম দেবতা ও জ্ঞান,— এই ত্রিকাণ্ডাত্মক সমস্ত বেদই ব্রহ্ম-বিষয়ক হইলেও, ঋষিগণ সেই মুখ্য অভিপ্রায় পরোক্ষবাদ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক অস্পষ্টরূপেই বলিয়া থাকেন, যেহেতু (উক্ত উদ্দেশ্যে) পরোক্ষই আমার প্রিয়।

এই হেতু, শ্রীভগবানই সমস্ত বেদের নির্দেশ্যবস্তু হইয়াও, আবার উক্ত কারণে তাঁহাকে বেদে গোপন রাখা হয় বলিয়া, ভগবানের একটি নামই হইতেছে— “বেদগুহ্য”। (নারদ পঞ্চরাত্রে— ৪।৩।৫৮— শ্রীবিষ্ণু-সহস্র-নাম স্তোত্রে।)

অতএব জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সেই পরতত্ত্ব-বস্তু ও তদীয় উপাসনা এবং উহার পরম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্বিষয়া ভক্তিকে নির্দেশ করাই বেদ সকলের একমাত্র অভিপ্রেত বিষয় বা 'বিধি' হইলেও যে, তদনধিকারী ব্যক্তিগণের জন্য কর্মকাণ্ডোক্ত যজ্ঞাদি কর্ম সকলের ব্যবস্থা এবং তৎফল স্বর্গাদি ভোগৈশ্বর্য বিষয়ে তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য 'পুষ্পিত' বা অতিরঞ্জিত মনোরম বাক্যে তদ্বিষয়ে যে বহুল প্রশংসা কীর্তন করিতে হইয়াছে, তৎসমুদয় বেদের 'বিধি' নহে,— তন্নিবৃত্তির জন্যই কৌশলে অগত্যা কথঞ্চিৎ অনুমোদন সূচক বাক্য বা 'পরিসংখ্যা' মাত্র। অর্থাৎ দুর্দমনীয় হিংসা-প্রবণ ব্যক্তিগণকে, "হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা কর" কিম্বা অতিশয় লোভপরতন্ত্র বিষয়ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণকে "বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের চিন্তায় নিরত হও" অথবা "নিষ্কাম প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর" —সহসা এইরূপ অপরোক্ষ অর্থাৎ সুস্পষ্ট উপদেশ করিতে যাইলে, তাহা প্রায়শঃ বিফল হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য সেই তমো ও রজো গুণ বহুল ব্যক্তিগণের দুর্বার হিংসা ও লোভাদি বৃত্তিকে ক্রমে ক্রমে প্রশমিত করিয়া, পরতত্ত্বোপদেশ গ্রহণ বিষয়ে সামর্থ্য প্রদান উদ্দেশ্যেই বেদ সকলকে প্রথমে তদ্বিষয়ে অগত্যা কিছু কিছু অনুমোদন করিতে হইয়াছে। সুতরাং যজ্ঞে দেবতার উদ্দেশ্যে পশুবধ করিয়া সেই মাংস গ্রহণে কিম্বা "যজ্ঞীয় সোমরস পানে অমর হইতে পারিবে"— কিম্বা বিবিধ শ্রুতিমধুর ও রঞ্জিত বাক্যে স্বর্গাদি সুখভোগের বিপুল প্রশংসা করিয়া, "বহু ধন সম্পদ ব্যয়ে যজ্ঞ করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে"— ইত্যাদি প্রকারে কর্মকাণ্ডে অগত্যা যে সকল ব্যবস্থাদি দিতে হইয়াছে, সেই সকল বেদোক্তির মধ্যেই 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি করিবার আবশ্যকতায় তদ্রূপ করা হইয়াছে,— ইহাই বুঝিতে হইবে। ঔষধ গ্রহণে অনিচ্ছুক অবোধ শিশুকে নিরাময় করিবার নিমিত্ত, জননী যেমন বহুল অযথা প্রশংসা বাক্যে প্রলুব্ধ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কুপথ্য

প্রদান করিয়াও, তাহারই আবরণে পীড়িত শিশুকে মহৌষধ সেবন করাইয়া থাকেন,— বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থায় যে প্রশংসাকীর্তন,— ইহা 'অর্থবাদ' হইলেও, ইহাতে তদ্রূপ শুভ উদ্দেশ্যই নিহিত আছে, জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাই উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়োবিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥

—(১১।২১।২৩)

অর্থ,— শাস্ত্রোক্ত স্বর্গাদি বিষয়ে যে ফল শ্রুতি, (অর্থাৎ বহুল প্রশংসা সূচক অতিশয়োক্তি বা অর্থবাদ) ইহা মনুষ্যগণের পরম পুরুষার্থের উদ্দেশে কথিত হয় নাই ; রুচি উৎপাদনই ইহার উদ্দেশ্য। মিষ্টান্নের প্রলোভন দেখাইয়া রোগাক্রান্ত শিশুগণকে ঔষধ সেবন করাইবার সুকৌশলের ন্যায়, পরমশ্রেয়োরূপ জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্বোপদেশ অভিপ্রায়েই এইরূপ কথিত হইয়াছে।

সুতরাং লোভ ও হিংসাদি পরতন্ত্র, রজস্তমোগুণ-বহুল ব্যক্তি-গণের পক্ষে ক্রমোন্নতি বিধানরূপ মঙ্গল সাধনোদ্দেশ্যেই বেদের কর্ম-কাণ্ড প্রভৃতিতে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিশয়োক্তি বা অতিস্তুতির আবশ্যকতার কথা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এমন কি, অনধিকারীর নিকট তৎকালে বেদের মুখ্য অভিপ্রায় আবৃত রাখিবার জন্য, কর্মকাণ্ডের মধ্যে পরব্রহ্ম— পরতত্ত্ববিষয়ে কোথাও নাম-গন্ধ মাত্রের উল্লেখ পর্যন্ত করা হয় নাই। তথাপি সমস্ত বেদই যে একমাত্র সেই 'পরব্রহ্ম'— পরতত্ত্ব-বস্তুকেই নির্দেশ করিতেছেন,— পরতত্ত্বকে ব্যক্ত করাই যে বেদোক্তি সকলের সম্মিলিত মুখ্য অভিপ্রায় বা মূল উদ্দেশ্য,— একথা শুদ্ধান্তঃকরণ-সম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শীদিগেরই বোধগম্য হইতে পারে— অন্যের নহে। উহা স্থূল বাহ্যদৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় না হইলেও, অন্তঃপ্রবাহিনী ফল্গুধারার ন্যায় সমস্ত বেদেই যে, একমাত্র সেই পরতত্ত্বেরই জয়বার্তা প্রবাহিত হইতেছে, একথা বেদশির শ্রুতির নির্দেশ হইতেও বুঝিতে

পারা যায়। যথা,—

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি—" (কাঠকে ১।২।১৫)

অর্থাৎ সমস্ত বেদ যে পূজ্য স্বরূপকে কীর্তন করেন।

ইহার তাৎপর্য এই যে, বেদসকলের মধ্যে যেখানে যাহা কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত সেই এক সর্বপূজ্য—প্রণব হইতে অভিন্ন-স্বরূপ পরতত্ত্ব-বস্তুকে অর্থাৎ প্রণব উপলক্ষিত শ্রীনাম হইতে অভিন্ন যিনি,— সেই শ্রীভগবৎ-তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই কীর্তিত হইয়াছে।

সর্ববেদ-নির্দেশ্য— সর্বারাধ্য সেই পরতত্ত্ব-বস্তুর সবিশেষ পরিচয়, সর্ববেদার্থসার শ্রীগীতায় তিনি স্বয়ংই শ্রীমুখে প্রদান করিয়াছেন ;—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো—" (১৫।১৫)

অর্থাৎ সমস্ত বেদের আমিই একমাত্র জ্ঞেয়বস্তু।

ইহার তাৎপর্য এই যে, বেদের কর্ম ও দেবতাকাণ্ডে যজ্ঞ, মন্ত্র ও দেবতারূপে যাহা কিছু বলা হইয়াছে এবং জ্ঞানকাণ্ডোক্ত নির্দেশ্য বস্তুও যাহা,— হে পার্থ! তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান শ্রীকৃষ্ণরূপে স্বয়ং ভগবান এই যে আমি,— এই আমি-ই তৎসমুদয়ের বেদ্য।

এখন সেই পূর্ণতম পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সর্বশক্তিমত্তার বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে। অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ ভিন্ন কাহারও পক্ষে সর্বশক্তিমান হওয়া সম্ভব নহে। সর্বশক্তিমৎ না হইলে মহিমার অনন্তত্ব হয় না। তাই শ্রুতিসকল উক্ত অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ লক্ষণে, ব্রহ্মবস্তুর অচিন্ত্য অপরিসীম মহামহিমার পরিচয় দিয়াছেন।[১]

---

১ 'অচিন্ত্য' শব্দের অর্থ— স্বামিপাদোক্তি— "অচিন্ত্যং তর্কাসহযজ্‌জ্ঞানম্॥" শ্রীজীবপাদোক্তি— "দুর্ঘটঘটত্বং হি অচিন্ত্যত্বম্।" —অর্থ,— যাহা অঘট—অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইলে— ইহাই অচিন্ত্য (যাহা দুর্ঘট, তাহা সম্ভব হইলে, তাহা অদ্ভুত)। শ্রীব্যাসপাদোক্তি—"প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।"

বিরুদ্ধ ধর্মের প্রকাশ না হইয়া কেবল অবিরুদ্ধ বা একপক্ষীয় ধর্মের প্রকাশে সর্বশক্তিমত্তার পরিচায়ক হয় না। যেমন কোন ছোট বস্তু যদি বৃহৎ হইতে না পারে, তাহা হইলে, উহাকে যেমন সর্বসামর্থ্য-বান বলা যায় না, তেমনি কোন বড় বস্তু— যদি ছোট হইতে না পারে তবে উহাও সর্বশক্তির পরিচায়ক নহে। এই হেতু ব্রহ্মলক্ষণে যুগপৎ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ ধর্মের পরিচয় ঘোষণা করা হইয়াছে,[২] দেখা যায়, যথা;—

> ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
> পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥
> তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
> গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥
>
> —(শ্রীভাঃ ১০।৯।১৩-১৪)

অর্থাৎ,— যাঁহার ভিতর নাই, বাহির নাই, পূর্ব নাই, অপর নাই,— আবার যিনি জগতের পূর্ব ও অপর, বাহির ও অন্তর[১] এবং যিনিই জগৎ, সেই অব্যক্ত, সকল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত, নরাকৃতি ব্রহ্মবস্তুকে নিজ পুত্র বোধে গোপিকা যশোদা প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তি হইল তটস্থ-লক্ষণ। পরের দুই পংক্তি স্বরূপ-লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদির তটস্থ-লক্ষণ পূর্বে বলা হইয়াছে। অতঃপর স্বরূপ-লক্ষণের কয়েকটি শাস্ত্র প্রমাণ মাত্র নিম্নে

---

১ তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ—ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি-শক্তিমতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি। —(শ্রীভগবৎ সন্দর্ভীয়— সর্ব্বসম্বাদিনী।)

অর্থ,— যে-হেতু স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে শক্তিকে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহা ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায় না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

২ যুগপৎ 'হয়েন ও নহেন'— ইহাই অচিন্ত্য ধর্ম্ম।

উদ্ধৃত হইতেছে। যথা,—

(১) হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥[১]

—(বৃহঃ আঃ। ৫।১৫।১)

অর্থাৎ,— জ্যোতির্ম্ময় আবরণ (অর্থাৎ শক্তি) দ্বারা সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মের মুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ (অর্থাৎ স্বরূপ) আবৃত রহিয়াছে। হে জগৎ-পোষক পরমাত্মন্! তুমি সত্যপরায়ণ মাদৃশ ভক্তজনের সাক্ষাৎকারের জন্য তোমার ঐ আবরণ উন্মুক্ত কর।

(২) ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি॥ (বৃহঃ আঃ ৫।১৫।১)

অর্থ,— রশ্মি সমূহকে সংযত কর, তেজকে উপসংহার কর, (স্বরূপতঃ) তোমার যে কল্যাণতম অতি মধুর রূপ তাহা তোমার প্রসাদে দেখি।[২]

(৩) জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরম্।
মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্॥

—(শ্রীভাঃ। ৮।২৪।৩৮)

অর্থ,— সেই জ্যোতির অভ্যন্তরে দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি অবস্থিত। আমার মহিমা বিশেষ বা নির্বিশেষ চিদ্-বিভূতিকেই 'পরব্রহ্ম' শব্দে নির্দেশ করা হয়।

সুতরাং সেই সর্বশক্তিমৎ ব্রহ্মবস্তু বা পরতত্ত্বকে কেবল—নিরাকার, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, বৃহৎ বা অব্যক্তাদি, এক পক্ষীয় ধর্মের আশ্রয় যিনি— শ্রুতিসকল সেরূপ ব্রহ্ম নির্দেশ করেন নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বশক্তিমত্তাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। অচিন্ত্য সর্বশক্তি-

১ সত্য=শ্রীকৃষ্ণ। "সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দঃ।" মহিমার অভ্যন্তরে —শ্রীমুখ। অর্থাৎ শ্রীমুখোপলক্ষিত শ্রীবিগ্রহ।

২ তেজ=মহিমা সম্বরণে রূপ কল্যাণতম। স্বরূপ-লক্ষণ।

সত্তা-সামর্থ্যে, যুগপৎ যিনি সবিশেষ হইয়াও নির্বিশেষ হইতে পারেন। সাকার হইয়াও নিরাকার হইতে পারেন, এবং নিরাকার হইয়াও সাকার হইতে পারেন, যিনি নির্গুণ, নির্ধর্মক নিক্রিয়াদি হইয়াও, সগুণ, সধর্মক, সক্রিয়াদি হইতে পারেন এবং তদ্রূপ হইয়াও আবার সমকালে তাহার কিছুই না হইতে পারেন, এবং কিছু না হইয়াও সমস্তই হয়েন ও হইতে পারেন,— এতাদৃশ অত্যদ্ভুত— অচিন্ত্যলক্ষণ, সর্বসমর্থ ব্রহ্মই শ্রুতি সকলের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু।[১] তাই গীতায় স্বয়ং সেই পরতত্ত্ব-সীমা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি,—

> ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
> মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
> ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্। —(৯।৪-৫)

অর্থ,—অব্যয় বা অতীন্দ্রিয়মূর্তি আমা কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত, চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি কিছুতেই অবস্থিত নহি। আবার ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে। আমার অচিন্ত্য ঐশ্বরিক যোগ অবলোকন কর।

ইহার অর্থ চরিতামৃতে,—

> "আমি ত জগতে বসি, জগত আমাতে।
> না আমাতে জগত বৈসে, না আমি জগতে ॥
> অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার।"
>
> —ইত্যাদি। (১।৫।৭৪)

তাই, ব্রহ্মস্তবে— "তথাপি ভূমন্",[২] ইত্যাদি 'ভূমা' শব্দেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তাহার পরে কয়টি কথা এই যে,— "নির্গুণ ব্রহ্মের মহিমা বরং বোধগম্য হইতে পারে কিন্তু হে কৃষ্ণ!

---

১ ইহার বিস্তারিত আলোচনা, 'ভক্তিরহস্য-কণিকা' ২য় সংস্করণ— ১৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২ (শ্রীভাগবত ১০।১৪।৬)

বিশ্বহিতে অবতীর্ণ, সবিশেষ তোমার গুণরাশির গণনায় কাহারা সমর্থ হয়? যদি কেহ দীর্ঘকালে পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা, সূর্যের কিরণ পরমাণু-গণনায় সমর্থ হয়, তথাপি তাহারা গুণাকর তোমার গুণের সংখ্যা করিতে পারে না।

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণ সকলের লীলায়িত ভাবই শ্রীভগবল্লীলা। উক্ত বিরুদ্ধধর্ম সকলের— সকল অচিন্ত্য শক্তিলক্ষণের প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতেই পর্যবসিত। শ্রীকৃষ্ণের লীলায়, ব্রহ্মলক্ষণ সকলের প্রকাশের কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

(১) এক মূর্তির বহু মূর্তিতে প্রকাশ— শ্রীরাস ও মহিষী-বিবাহ লীলায়। "একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।" (গোঃ তাঃ, পূঃ। ২০) অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও বহু মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। স্বয়ংরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও রাসলীলায় একই সময়ে প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এক এক কৃষ্ণরূপে (তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ—শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩) এবং দ্বারকায় মহিষী-বিবাহ কালে প্রতি গৃহে বহু কৃষ্ণরূপে তিনিই প্রকাশ পাইয়া ("চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।"— ইত্যাদি। শ্রীভাঃ ১০।৬৯।২) উক্ত শ্রুতিলক্ষণের পরিপূর্ণতা বিধান করিয়া স্বীয় ব্রহ্মলক্ষণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

(২) এক মুখ হইয়াও সর্বতোমুখ— পুলিনভোজন-লীলায় প্রকাশ। '—সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।' (শ্বেতাঃ, ৩।১৬) অর্থাৎ সর্বত্র তাঁহার নয়ন, শির ও বদন। শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্মলক্ষণ লীলায়িত দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের পুলিন-ভোজন-লীলায়। একদা যমুনাপুলিনে গোপবালকগণ কৃষ্ণের চতুর্দিকে মণ্ডলাকারে বহু পঙ্‌ক্তি রচনা পূর্বক উপবিষ্ট হইয়া ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সকলেরই অভিলাষ কৃষ্ণসান্মুখ্য লাভের। সখাগণের অন্তরের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীকৃষ্ণও একই সময়ে সকলের সম্মুখবর্তী হইয়া ভোজন করেন। গোপবালকগণ প্রত্যেকেই কৃষ্ণকে কেবল নিজেরই সম্মুখস্থ মনে করিয়া পরম আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন।

(৩) যুগপৎ সকলের অন্তরে ও বাহিরে—মৃদ্‌ভক্ষণ লীলা স্মরণীয়। 'তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।' —(ঈশোঃ। ৫) অর্থাৎ তিনি এই সমুদয়ের (বিশ্বের) অন্তরেও আছেন; আবার এই সমুদয়ের বাহিরেও আছেন।

জননীর ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণ জননীকে মৃত্তিকা খাইয়াছেন কিনা, দেখাইবার জন্য মুখব্যাদান করিলে, ব্রজেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের বদনমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডসমূহ এবং ব্রহ্মাণ্ডসমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। আবার তৎপরক্ষণেই উহার কিছুই না দেখিয়া, স্বীয় ক্রোড়স্থ সন্তানরূপেই বোধ করিলেন। —ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত শ্রুতি বাক্যই প্রতিপন্ন হইল।

(৪) একই মূর্তির যুগপৎ বৃহত্ত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব দাম-বন্ধন লীলায় প্রকাশ। 'বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি।' —(মুণ্ডকে, ৩।১।৭) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) বৃহৎ এবং অপ্রাকৃত ও অচিন্ত্য রূপ তাঁহার। আবার তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর রূপে প্রকাশ পাইতেছেন।

শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্মলক্ষণ, লীলায়িত দেখা যায়, দামবন্ধন-লীলায়। দধিভাণ্ড-ভঙ্গকারী অপরাধী বালক শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধনেচ্ছায় জননী যশোমতী যাহা কিছু রজ্জুই সংগ্রহ ও সংযোজিত করিয়া বন্ধনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তৎ সমুদয়ই দুই অঙ্গুলী পরিমাণ ন্যূন হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে হাস্যপরায়ণা অপর গোপীদিগের সহিত তিনি নিজেও হাসিতে হাসিতে অতীব বিস্ময়াপন্না হইলেন। পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ জননীকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া তদীয় প্রেমাধীনতা-পাশে আবদ্ধ হইবার জন্য রজ্জুবন্ধন স্বীকার করিলেন।

(৫) দূরে থাকিয়াও নিকটে, শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী—দুর্বাসার অভিশাপ হইতে পাণ্ডব-রক্ষণ লীলায় প্রকাশ। "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" —(কাঠকে, ১।২।২১) অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্ম) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূরদেশে যান; শায়িত থাকিয়াও

সর্বত্র গমন করেন।—এই শ্রুতি-বর্ণিত ব্রহ্মলক্ষণ শ্রীভগবানের নিম্নোক্ত লীলায় প্রকটিত হইতে দেখা যায়।

"পাণ্ডবগণের বনবাসকালে একদা খলবুদ্ধি দুর্যোধন দুষ্ট অভিসন্ধি পূর্বক মহর্ষি দুর্বাসাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ পাণ্ডবগণের বসতিস্থলে প্রেরণ করেন। ক্ষুধার্ত অতিথিদিগের অন্নদানে অসমর্থ হইলে, তাঁহাদিগের অভিশাপে পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত হইতে হইবে,—ইহাই ছিল দুর্যোধনের দুষ্ট অভিপ্রায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি সশিষ্য মুনিবরকে, পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত কালে তাঁহাদিগের আলয়ে যাইতে বলেন। মুনিগণ উপস্থিত হইলে মহামতি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ তাঁহাদিগের যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে নদী হইতে স্নানাহ্নিকাদি ক্রিয়া সমাপন পূর্বক ভোজনের জন্য আগমন করিতে বলিলেন।

দ্রৌপদীর একটি সূর্যদত্ত স্থালী ছিল। উহা প্রত্যহ সেই পর্যন্তই অক্ষয় অন্নাদিতে পূর্ণ থাকিত, যে-পর্যন্ত তিনি স্বয়ং ভোজন না করিতেন। ঐদিন তাঁহারও ভোজন শেষ হইয়াছিল। এমত অবস্থায় তিনি ক্ষুধার্ত অতিথিগণের অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণের অপর কোনও উপায় না দেখিয়া, পরিশেষে বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদনেরই শরণাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে মনে মনে ডাকিতে লাগিলেন। হে কৃষ্ণ! হে প্রণতার্তিহারি! হে শরণাগতপালক! হে বিপদভঞ্জন হরি! তুমি পূর্বে সভাস্থলে দুঃশাসন হইতে আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিলে, সেইরূপে আজ এই ব্রহ্মশাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর! রক্ষা কর!

শ্রীভগবান দ্বারকায় মহিষী রুক্মিণীর গৃহে শয়ান ছিলেন; দ্রুপদ-নন্দিনীর আহ্বান মাত্র তৎ সমীপে আগমন পূর্বক "আমি বড়ই ক্ষুধার্ত, আমাকে অন্ন দাও"— ইহাই বলিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী বিপদের উপর আরও বিপদে পড়িলেন; বলিলেন, স্থালী ধৌত করিয়া রাখা

হইয়াছে। উহাতে কিছুই অন্ন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "উহাই লইয়া আইস।" স্থালী আনিত হইলে উহার কণ্ঠদেশলগ্ন কিঞ্চিৎ শাকান্ন প্রাপ্ত হইয়া, উহাই ভোজন পূর্বক বলিলেন, "এই অন্নে বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হউন।" পরে অতিথিগণকে ভোজনের জন্য ডাকিয়া আনিতে ভীমসেনকে পাঠাইলেন।

এদিকে সশিষ্য দুর্বাসা স্নান কালেই উদরের স্ফীতি ও প্রচুর অন্ন-রসাদির উদ্গার অনুভব করিয়া, সবিস্ময়ে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, "আমার আজ কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুধা নাই।" যুধিষ্ঠির-মহারাজ নিশ্চয় আমাদের ভোজনের আয়োজন করিয়া ভীমসেনকে পাঠাইয়াছেন। এত অন্নের অপচয় হইলে তৎ কর্তৃক আমাদিগকে অবশ্যই শাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা আর পাণ্ডবালয়ে না গিয়া সকলেই সভয়ে পলায়ন করিলেন। ভীমসেন প্রত্যাগত হইয়া এই সংবাদ জানাইলে, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপায় বিপন্মুক্ত হইলেন, ইহা বুঝিয়া সকলে মিলিয়া তাঁহার জয়গানে রত হইলেন।

উক্ত লীলায়, 'তিনি শয়ান থাকিয়াও সর্বত্রগামী হয়েন' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যেমন প্রমাণিত হইল, সেইরূপ 'দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ' (মুণ্ডকঃ, ৩।১।৭) অর্থাৎ তিনি দূর হইতেও সুদূরে এবং নিকট হইতেও নিকটে", ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণও লীলায়িত হইতে দেখা গেল। অভক্তের পক্ষে তিনি দূর হইতেও দূরে ; এবং সমকালেই ভক্তের পক্ষে নিকট হইতেও নিকটে হয়েন। আবার তদ্রূপ হইয়াও সমকালে কিছুই নহেন।"

[ভক্তিরহস্য-কণিকা (২য় সং)—২২৫-২৩২ পৃষ্ঠা।]

অতএব অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণে— ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ শ্রীভগবান— শ্রীকৃষ্ণকেই জানা যাইতেছে। নিরতিশয় মহিমান্বিত তিনি। সুতরাং সেই পরব্রহ্ম পরতত্ত্ব-বস্তুর মহিমার সীমা না থাকায়— তদ্বিষয়ে অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তির সম্ভাবনা— ইহা বাতুলতা মাত্র।

শ্রুত্যুক্ত সবিশেষ ব্রহ্মলক্ষণ সমস্তই পরোক্ষবাদে আবৃত শ্রীকৃষ্ণের তটস্থলক্ষণ বা মহিমাকীর্তন। তাই শ্রীকৃষ্ণের নিজ উক্তি হইতেছে— "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্ ॥"

অতঃপর পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে— পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবদ্বস্তুর মহিমাদি যে অপরিসীম বা অনন্ত সুতরাং তদ্বিষয়ে অর্থবাদ সম্ভব নহে ইহা বুঝিলাম; কিন্তু তদ্‌বাচক বা নাম, যখন একটি শব্দ মাত্র, তখন সেই নামের বিষয়ে 'অর্থবাদ' বা অতিস্তুতি মনে করা যাইবে না কেন ?

ইহার উত্তর পরবর্তী আলোচনায় প্রদত্ত হইবে। উপস্থিত তদ্বিষয়ে কেবল ইহাই বলা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান ও শ্রীভগবন্নাম উভয়ে অভিন্ন-তত্ত্ব। ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। সুতরাং উভয়ে অপৃথক বস্তু বলিয়া, যাহা কিছু শ্রীভগবানের মহিমা, তদীয় শ্রীনামেরও সেই মহিমাই হইতেছে। তাহা হইলে পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবদ্বিষয়ে অর্থবাদ যখন অসম্ভব ও অপরাধজনক তখন তাঁহার অভিন্ন-স্বরূপ শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধেও 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি মনে করা অপরাধজনক হইবে না কেন ?[১]

কেবল শক্তিমৎ-তত্ত্ব বা শ্রীভগবানের সম্বন্ধে— নাম ও নামী অভিন্ন, তদ্‌ব্যতীত নিখিল শক্তিতত্ত্বের নাম ও নামী ভিন্ন। শ্রীভগবানে যেমন দেহ দেহী ভেদ নাই ;— "দেহদেহিবিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।" (—কৌর্ম্মে।) সেইরূপ শ্রীভগবানে নাম ও নামী ভেদ নাই,— "অভিন্নত্বান্নামনামিনো —"যে হরি, সে নাম ;" —শ্রীচরিতামৃতের ভাষায়—

"দেহ দেহী নাম নামী কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম, নাম, দেহ, স্বরূপ বিভেদ ॥" —(২।১৭।১২৭)

অন্য সর্বত্র নাম, নামী ভেদ দেখা যায় বলিয়া, সাধারণতঃ শ্রীভগবন্নাম

---

১ পরবর্তী আলোচনায় ইহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

—শ্রীকৃষ্ণনামকেও, কেবল তদ্বাচক—শব্দসঙ্কেত মাত্র মনে করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইতে হয়।

এ বিষয়ে পশ্চিম দেশের প্রবাদোক্তি, যথা ;—

"পণ্ডিত যো বাদ বদে সো ঝুটা।
রাম নামে জগৎ গতি পাওয়ে—
তো খাঁড় কহে মুখ মিঠা॥"

অর্থাৎ,— পণ্ডিতেরা যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা। তাঁহাদের কথা মত 'রাম নাম' উচ্চারণ করিলে যদি জগতের লোকসকল উদ্ধার লাভ করিত, তবে 'চিনি' বা 'গুড়' বলিলেই মুখ মিষ্ট হইতে পারিত।

এবিষয়ে বক্তব্য হইল যে,— যেখানে যাহা কিছু শক্তি পদার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বরের শক্তি-কার্য বা শক্তির পরিণাম,— সেইখানেই নাম, নামী হইতে ভিন্ন ; আর শক্তিমৎ পদার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর বা পরতত্ত্ব যিনি, তাঁহারই আজানিক বা শাস্ত্রোক্ত— নিত্যসিদ্ধ নাম সকলই, কেবল, সেই শক্তিমৎ পদার্থ বা পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন। এ-স্থলে 'রাম' ইহা শক্তিমৎ বস্তুর নাম, সুতরাং নামী হইতে অভেদ। 'খাঁড়'— ইহা শক্তি (জড় বা মায়া শক্তি) পদার্থের নাম ; সুতরাং নামী হইতে ভিন্ন। এই হেতু 'খাঁড়' বা চিনি নামে মুখ মিষ্ট হইতে পারে না ; কিন্তু 'রাম' নামে শ্রীভগবান রামচন্দ্র প্রাপ্তি, জীবের সংসার-পাশ মুক্তি ও তদীয় চরণে প্রেমভক্তি লভ্য হওয়া সুনিশ্চিত,— অবশ্য যদি কোন নামাপরাধ না ঘটে। এই হেতু, উক্ত প্রকারে শ্রীনামকে কেবল শব্দ মাত্র মনে করা —ইহা একটি নামাপরাধ।[১]

শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' ও তদ্বাচক 'প্রণব'— এই উভয়কে এক ও অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়াই নির্দেশ করা হইয়াছে, যথা,—

নামী অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

---

১ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য 'শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি' গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাস দ্রষ্টব্য।

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। (ছান্দোঃ ৩।১৪।১) অর্থাৎ এই সমুদয়ই ব্রহ্ম।

আবার নামকে নির্দেশ পূর্বক বলিতেছেন,—

"ওমিতীদং সর্ব্বম্। (তৈত্তিঃ ১।৮) অর্থাৎ 'ওঁ'—ইহাই এই সমুদয়। পুনরায়, আরও বিশেষভাবে বলিতেছেন,—

"ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্ব্বম্।" (মাণ্ডুঃ উঃ।১) অর্থাৎ ওঁ—এই অক্ষরটি এই সমুদয়।

অর্থাৎ,—ব্রহ্মের নাম বা প্রণব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইলে শ্রুতি ওঁকার বা প্রণবকে কেবল ব্রহ্মের নির্দেশক শব্দসঙ্কেত ভিন্ন, ব্রহ্মকে ও প্রণবকে কখন সমভাবে বা একই অর্থে ব্যবহার করিতেন না; কিন্তু ব্রহ্ম ও ওঁকারকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া— অর্থাৎ যাহা ওঁকার তাহাই 'ব্রহ্ম' এবং যাহা ব্রহ্ম তাহাই ওঁকার— এইরূপ নির্দেশ পূর্বক, শক্তিমৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে নাম ও নামীর অভিন্নতা, শ্রুতি স্বতঃই প্রতিপাদন করিয়াছেন; যথা—

"ওমিতি ব্রহ্ম।" (তৈত্তিঃ উঃ ১।৮) অর্থাৎ 'ওঁ' ইহা ব্রহ্ম। শ্রুতি উক্ত অভিন্ন-তত্ত্বের বিষয় পুনরায় এইরূপে ব্যক্ত করিতেছেন,—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরম্পরম্।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥
—(কাঠকে ১।২।১৬)

অন্বয় ও অর্থ,— [এতৎ অক্ষরং হি (নিশ্চয়ার্থে) এব ব্রহ্ম; পূর্বোক্ত ওঁকার] এই অক্ষরই— এই অক্ষরাকৃতি নামটিই ব্রহ্ম। (এতৎ অক্ষরম্ এব পরম্।) এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম; (এতৎ অক্ষরং হি এব জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি তৎ তস্য ভবতি।) এই অক্ষরটিকেই জানিলে নিশ্চয়ই যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহার তাহাই হয়।

এখন 'প্রণব' উপলক্ষণে শ্রীনাম অর্থাৎ ভগবন্নামকেও বুঝিতে হইবে। পূর্বালোচনায় জানা গিয়াছে, শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মই হইতেছেন—

শ্রীকৃষ্ণ। তাহা হইলে শ্রুত্যুক্ত 'প্রণব' বা ওঁকার— শ্রীকৃষ্ণনামই। পুনরায় ব্রহ্ম ও প্রণবের অভিন্নতার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অভিন্ন-তত্ত্বই হইতেছেন। তাই ব্রহ্ম ও প্রণবের অভিন্নতায়— 'প্রণব' হইতে যেমন বেদাদির সহিত নিখিল সৃষ্টির উৎপত্তি ; যথা,—

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হইতে সর্ব্ববেদ— জগতের উৎপত্তি॥

—(চৈঃ চঃ ২।৬।১৫৮)

কিম্বা— "বেদঃ প্রণব এবাগ্রে--" (ভাঃ ১১।১৭।১০) অর্থাৎ পূর্বে প্রণব মাত্রেই বেদ ছিল।

সেইরূপ, অষ্টাদশাক্ষর শ্রীনাম-মন্ত্র হইতে সৃষ্ট্যাদির উৎপত্তির কথা গোপালতাপনী শ্রুতিতে বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

শ্রীনাম হইতে বেদাদির উৎপত্তি বলিয়া এক একটি ভগবন্নামকে সর্ববেদের অধিক বলা হইয়াছে ;— "বিষ্ণোরেকৈকনামানি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্॥" আবার যেমন নামী বা শ্রীভগবানের সমান বা অধিক কেহ বা কিছুই নাই— এমন কী সমান মনে করিলেও অপরাধ। (যথা,— "যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ— ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।) সেইরূপ, উভয়ে অভিন্ন বলিয়া— শ্রীনামের সমান বা অধিক কিছুই নাই, এমন কী সমান মনে করিলেও অপরাধ। (শ্রীনাম সম্বন্ধে— বলা হইয়াছে,— "সর্ব্ব শুভ-ক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ—।") এবিষয়ে বাহুল্য বোধে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে,—

(১) শ্রীনাম সর্বতীর্থ হইতেও অধিক মহিমান্বিত ; যথা,—

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ॥ (বামনপুরাণে)

অর্থ,— শত সহস্র তীর্থের সমূদয় ফলই একমাত্র শ্রীবিষ্ণুনাম অর্থাৎ শ্রীহরিনাম-কীর্তন হইতেই লভ্য হয়।

(২) সর্ব শুভক্রিয়াফল একত্র করিয়া শ্রীনামে স্থাপিত, এই ফল সাধুগণ অপেক্ষাও অধিক। যথা,—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদীনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু॥ —(স্কান্দে)

অর্থাৎ,— দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থাদিতে, দেবতা ও সাধুসেবায়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, জ্ঞান ও অধ্যাত্ম বস্তুসমূহে সর্বপাপ-হারিণী ও মঙ্গলদায়িনী যে সকল শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সর্ব-শক্তি আকর্ষণ পূর্বক শ্রীহরি নিজ নাম সকলে স্থাপন করিয়াছেন।[১]

অন্য অন্য যুগবাসীর পক্ষে সেই সেই যুগধর্মই প্রধান। কিন্তু কলিযুগ-ধর্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন মধ্যে অপর সর্বযুগ-ধর্মফল নিহিত রহিয়াছে। যথা,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
—(শ্রীভাঃ ১২।৩।৫২)

---

১ এবিষয়ে স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু জীবের জ্ঞাতার্থ তদীয় শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীনামের সর্বশক্তিমত্তা নির্দেশ করিয়াছেন,—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

"অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥ (৩।২০।১৩-১৫)

অর্থাৎ,—সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়,— কলিযুগের জীব তৎ সমুদয় ফলই এক মাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তন— শ্রীভগবন্নামাশ্রয় হইতেই সহজে লাভ করিতে পারে। [অন্বয়— তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ = তৎ (তৎ সর্ব্বং) হরি কীর্ত্তনাৎ।]

এখন এই পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা আমরা ইহাই বুঝিতে পারিলাম যে— সর্ববেদনির্দেশ্য সেই পরতত্ত্ব-বস্তুই হইতেছেন-- শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনাম। যাঁহাকে নির্দেশ করাই সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় হইলেও, "অরুন্ধতী দর্শন ন্যায়ে" তদনধিকারীদিগকে তাহাদের অধিকারানুরূপ ধর্মের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সুকৌশলে জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্বাভিমুখে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যেই,— যাহা গৌণ বা অবান্তর বিষয়, সেই কর্মকাণ্ড প্রভৃতির মধ্যেই বিবিধ অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হইয়াছে ; কিন্তু যাহা মুখ্য অভিপ্রায়,— সেই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব বিষয়ে অর্থবাদের কোনও আবশ্যকতা না থাকায়, তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' করা হয় নাই এবং উহা সম্ভবও নহে।

যেমন বিবাহের পর নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করাইবার প্রথা আছে। অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া উহা সহসা দৃষ্টিগোচর হয় না, এই জন্য প্রথমে তন্নিকটবর্তী কোনও একটি উজ্জ্বল "তারকাকে" ইহাই 'অরুন্ধতী'— এই প্রকার নির্দেশ পূর্বক দেখান হয়। তৎপ্রতি লক্ষ্য স্থির হইলে, অতঃপর অরুন্ধতীর নিকটতম কোন একটি সূক্ষ্ম নক্ষত্রকে পুনরায় "উহাই অরুন্ধতী" বলিয়া নির্দেশ করা হয় ; সেই সূক্ষ্ম তারাটির প্রতি লক্ষ্য স্থির হইলে, পরিশেষে যথার্থ অরুন্ধতী নক্ষত্রকে দেখাইয়া, "ইহাই অরুন্ধতী,— ইহাকে দর্শন কর"— এই বলিয়া অরুন্ধতী প্রদর্শন কার্য শেষ করা হইয়া থাকে। এস্থলে পূর্ববর্তী নক্ষত্র দুইটিকে যে, 'অরুন্ধতী' বলিয়া নির্দেশ,— ইহা অযথার্থ উক্তি বা 'অর্থবাদ' হইলেও সত্য অরুন্ধতী দেখাইবার উদ্দেশ্যেই এরূপ উক্তি করা হয় বলিয়া ইহা

কোন দোষের বিষয় হয় না, বরং সাধু উদ্দেশ্যেই ব্যক্ত করিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত অযথার্থ উক্তি সকলের মুখ্য অভিপ্রায় যাহা সেই অরুন্ধতীকেই "ইহাই অরুন্ধতী" বলিয়া যখন নির্দেশ করা হয়, তখন যেমন সেই উক্তির মধ্যে আর কোন অযথার্থ উক্তি বা অর্থবাদের আবশ্যকতা অথবা সম্ভাবনা থাকে না।

সেইরূপ বেদোক্ত ধর্ম বা দেবতাকাণ্ডোক্ত বিষয় সকলের মধ্যে বহুল অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তির প্রয়োজন থাকিলেও, সেই সকলের যাহা মুখ্য প্রয়োজন,— সেই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব বিষয়ে যে অর্থবাদের কোনও আবশ্যকতা নাই, সুতরাং সম্ভাবনাও থাকিতে পারে না,—একথা এখন একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই সহজে বুঝা যাইবে।

পরতত্ত্বই সর্ববেদের পরম সারসম্পদ। ইহা বিভু—অপরিচ্ছিন্ন ও অপরিসীম বস্তু ; প্রাকৃত বস্তুর ন্যায় ক্ষুদ্র অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন ও ক্ষয়শীল নহে। সুতরাং যে বস্তু অপরিসীম, তাহার মহিমার সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে, এমন কোনও ভাব ও ভাষা না থাকায়, তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' বা অতিশয়োক্তি কি প্রকারে সম্ভব হইবে? সম্ভব নহে বলিয়াই, তদ্বিষয়ে তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"— (তৈত্তিঃ ২।৯) অর্থাৎ যাঁহার অপরিসীম মহিমার অন্ত না পাইয়া, বাক্য মনের সহিত ফিরিয়া আসে। — সেই "অবাঙ্মনসগোচর"— সেই নিরতিশয় মহান্ পরতত্ত্ব বা পরমেশ্বরের মহিমাদি সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি যে কোন প্রকারেই সম্ভব হইতে পারে না, একথা নিম্নোক্ত বিষয়টি চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

'অতিশয়' কথাটির অর্থ হইতেছে— অতিরিক্ত বা অধিক। 'অতিশয়' দুই প্রকার হইতে পারে ; যথা,— (১) সাতিশয় এবং (২) নিরতিশয়। যে অতিশয়ের অতিশয় আছে,— যে অধিকের অধিক

আছে, অর্থাৎ যাহা অতিশয়ের সহিত বিদ্যমান্,— তাহাই হইতেছে সাতিশয়। আর নাই অতিশয় যাহার অর্থাৎ যে অতিশয়ের অতিশয় নাই,— যে অধিকের আর অধিক নাই,— তাহারই নাম 'নিরতিশয়'। পরিচ্ছিন্ন বা প্রাকৃত বিষয় সকলের সম্বন্ধে যে মহিমাদি উক্ত হইয়া থাকে তাহা সাতিশয় মহিমাময়; অর্থাৎ উহা হইতে অধিক থাকায় সেই মহিমাও পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ হইতেছে। সুতরাং সসীম বস্তুর সীমাকে অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারে বলিয়াই, যে কোন পরিচ্ছিন্ন বা প্রাকৃত বস্তুর মহিমা—উহা যতই অধিক হউক না কেন,— সেই মহিমাদি বিষয়ে অতিশয়োক্তি অর্থাৎ অধিক বলা সম্ভব হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মবস্তু বা পরতত্ত্ব— পরমেশ্বর হইতেছেন নিরতিশয় মহিমান্বিত অর্থাৎ তাঁহা হইতে অতিরিক্ত বা অধিক মহিমান্বিত বস্তু আর কিছু না থাকায় তাঁহার সেই মহিমাও অপরিচ্ছিন্ন বা অসীমই হইতেছে। অসীম বস্তুর সীমাকে কোন প্রকারেই অতিক্রম করা সম্ভব হয় না বলিয়া, সেই নিরতিশয় মহিমান্বিত পরতত্ত্ব-বস্তুর মহিমাদি সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' অর্থাৎ অতিশয়োক্তি বা অধিক বলা একেবারেই অসম্ভব হইয়া থাকে। তাই দেখা যায়, শ্রুতি সাতিশয় অর্থাৎ অতিশয়ের সহিত যুক্ত যাহা— সেই প্রাকৃত বিষয় সকলকেই 'অল্প' বলিয়া এবং যাহা হইতে অতিশয় নাই, —সেই নিরতিশয় মহিমামণ্ডিত মহান্ ব্রহ্মবস্তুকে 'ভূমা' বলিয়া উল্লেখ পূর্বক, উভয়বিধ বস্তুর মধ্যে পরিচ্ছিন্নতা ও অপরিচ্ছিন্নতা রূপ পার্থক্য দেখাইয়াছেন; যথা,—

"যদ্ বৈ ভূমা তৎ সুখম্। নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি তদল্পম্। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যম্।" (ছান্দোঃ। উঃ। ৭।২৩।২৪)

অর্থ,— যাহা 'ভূমা' তাহাই সুখস্বরূপ। অল্পে সুখ নাই; ভূমাই সুখ। ('ভূমা' কি? তাহাই বলিতেছেন।) যাহা দেখিবার পর আর কিছু

দেখিবার থাকে না, যাহা শুনিবার পর আর কিছু শুনিবার থাকে না, যাহা জানিবার পর আর কিছু জানিবার থাকে না,— তাহাই 'ভূমা'। আর যাহা দেখিয়া অন্য দেখিবার থাকে, যাহা শুনিয়া অন্য শুনিবার থাকে, যাহা জানিয়া অন্য জানিবার থাকে,— তাহারই নাম 'অল্প'। যাহা ভূমা তাহা অমৃত বা নিত্য। আর অল্প বা পরিচ্ছিন্ন যাহা— তাহাই 'মর্ত্ত্য' অর্থাৎ ক্ষয়শীল— প্রাকৃত বিশ্ব-সংসার।

"পক্ষী যথা আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যার যত শক্তি তত দূর উড়ি যায়॥ (লোচনদাস)

সেইরূপ যাঁহার অসীম শক্তি বা মহিমাকাশের ইয়ত্তা করিতে যাইয়া, মোহপ্রাপ্ত তার্কিকগণের কেবল বাদ ও প্রতিবাদ রূপ মহা কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে,— সেই অচিন্ত্য অত্যদ্ভুত— অনন্ত মহিমাময় শ্রীভগবানকেই 'ভূমা' বা নিরতিশয় মহান্ বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতও নমস্কার করিয়াছেন ; যথা,—

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ, বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং, তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে॥
—(৬।৪।৩১)

অর্থ,— যাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যাদি বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ অনন্ত শক্তি সকল বিবাদরত বাদিগণের নিকট কখন বিবাদের কখনও সম্বাদের বিষয় হইয়া থাকে, এবং যাহা সেই সকল বাদিগণের চিত্তে বারম্বার মোহ আনয়ন করে,— সেই অনন্ত গুণের আশ্রয় ভূমা— শ্রীভগবানকে প্রণাম করি।

এতাদৃশ নিরতিশয় মহান্ শ্রীভগবানের অপরিসীম বিভূতি বা মহিমারাশির কোনক্রমেই সীমা বা অন্ত পাওয়া সম্ভব হয় না বলিয়াই তাঁহাকে 'অনন্ত' নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।[১] সেই পরতত্ত্ব-বস্তু

[১] মায়াতীত অপ্রাকৃত, অপরিচ্ছিন্ন, অখণ্ড বিভু আত্ম বা 'ভূমা' বস্তুর অধিক বা অতিশয় না থাকায় তদ্বিষয়ে অতিশয়োক্তি হইতে পারে না। যাঁহার মহিমার

বা শ্রীভগবানের এতাদৃশ নিরতিশয় মহা-মহিমাদি সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' মনন অর্থাৎ অতিশয়োক্তি বা অতিস্তুতি মনে করা কেবল যে অসঙ্গত, তাহাই নহে,— ইহা এতদূর অনর্থকর যে, যাহারা সেরূপ মনে করে, তাহারা ঘোরতর অপরাধেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে যেখানে 'অর্থবাদ' সম্ভব হয়, সেই স্বর্গাদি প্রাকৃত নশ্বর বিষয় সম্বন্ধে অর্থবাদ মনে করা কিছুমাত্র দোষাবহ হইতে পারে না। এই জন্য অন্যের কথা কি? —শ্রীভগবান স্বয়ংই গীতোক্ত "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং—"। (২।৪২) ইত্যাদি পূর্বোক্ত শ্লোকে, স্বর্গাদি ভোগৈশ্বর্যপর কর্মকাণ্ডোক্ত বিষয় সকলের বাহ্যার্থকে 'অর্থবাদ' বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই কর্মকাণ্ডোক্ত স্বর্গাদি ফল লাভকেই 'পরম' বলিয়া নির্ধারণ পূর্বক তৎপ্রাপ্তি বিষয়ে একান্ত প্রলুব্ধ হইয়া, জ্ঞানকাণ্ডোক্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান শূন্য বা নিরপেক্ষ থাকেন,— উহা অনর্থকর হইলেও, উহার অনর্থকারিতা তাদৃশ গুরুতর হয় না, যাহাতে উহা সাক্ষাদ্ভাবে অপরাধ-রূপে গণ্য হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা সেই সকল অর্থবাদকেই 'পরম-সত্য' বোধে তাহাতেই একান্ত আসক্ত হইয়া, যথার্থ সত্য ও পরমার্থ যাহা, সেই জ্ঞান বা ব্রহ্মকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব বিষয়কেই 'অর্থবাদ' বা স্তুতিমাত্র মনে করেন,— অধিক কথা কি? 'স্বর্গাদি ভিন্ন অপর কোন পরমার্থ নাই'— এইরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সেই অপচেষ্টা

অন্ত বা অধিক না থাকায়, যিনি 'অনন্ত' নামে কীর্তিত হয়েন,—

"ন হ্যন্তো ষড়্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়সে॥" —(শ্রীভাঃ ৪।১০।৬১)

—তাঁহার মহিমা বিষয়ে অতিশয়োক্তির সম্ভাবনা কোথায়? ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পরতত্ত্ব-বস্তু স্বীয় অপরিমিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত তিনি। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি।
স্বে মহিম্নীতি॥" —(ছান্দোঃ ৭।২৪।১)

—তিনি যুগপৎ বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বশক্তিমান বলিয়া, তাঁহার মহিমা রাশির অন্ত না থাকায়, উহা কেহই কোন দিন অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না।

দ্বারা সমস্ত বেদের মুখ্য অভিপ্রায় ব্যাহত হওয়ায়, তদ্দ্বারা জীব সকলকে পরম সত্যের পথ হইতে পরিভ্রষ্ট করা হয় বলিয়া, উহা অপরাধজনক হইয়া থাকে।

বেদে নিম্নাধিকারিগণকে আপাততঃ তদধিকারানুরূপ ধর্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য সেই সকল বিষয়ে 'অর্থবাদ' দ্বারা পরম ধর্মের ন্যায় বর্ণিত হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব বা তদ্বিষয়ক পরম ধর্মের সহিত তুলনা করিয়া কোথাও এরূপ উল্লেখ করা হয় নাই যে, "যজ্ঞাদি বা তৎফল স্বর্গাদি বিষয় সকল, পরতত্ত্ব ও তদুপাসনা হইতেও পরম" কিম্বা "স্বর্গাদিই সত্য ও শ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্ম অসত্য ও অশ্রেষ্ঠ"—ইত্যাদি। আরও দেখা যায়, বেদশির শ্রুতিতে পরব্রহ্ম ও পরতত্ত্ব সম্বন্ধে কেবল উৎকর্ষ ও প্রশংসাদিই কীর্তিত হইয়াছে; কুত্রাপি তদ্বিষয়ে কোন অপকর্ষতার কথা উক্ত হয় নাই; কিন্তু পক্ষান্তরে কর্মকাণ্ডোক্ত ইষ্টাপূর্ত কিম্বা স্বর্গাদি ফলাসক্ত ব্যক্তিগণকেই শ্রুতি স্পষ্টতঃ অজ্ঞানী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন; যথা,—

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং
নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূঢ়াঃ।
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেঽনুভূত্বে-
মং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

—(মুণ্ডকে। ১।২।১০)

অর্থ,— অজ্ঞানী লোকেরা ইষ্ট (যাগাদি কর্ম) ও পূর্ত (বাপী কূপ খননাদি কর্মকেই প্রধান মনে করে, এবং অন্য শ্রেয়ঃ জানে না। তাহারা নিজ পুণ্যকর্মলব্ধ স্বর্গের উপরিস্থানে (কর্মফল) অনুভব করিয়া (পুনরায়) এই লোকে কিম্বা (ইহা অপেক্ষা) হীনতর লোকে প্রবেশ করে।

সুতরাং কর্মকাণ্ডে বিমোহিতবুদ্ধি এতাদৃশ মীমাংসকগণের মধ্যে যাঁহারা বেদের সেই মুখ্য উদ্দেশ্য আচ্ছাদন পূর্বক উক্ত প্রকার

বিরুদ্ধ ও কল্পিত মতবাদ প্রচার দ্বারা, জীবসকলকে যথার্থ পরমার্থ হইতে বিচ্যুত করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহাদিগের সেই অপরাধজনক অপচেষ্টাকেই উদ্দেশ্য করিয়া, স্বয়ং শ্রীভগবান তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়াছেন, যথা,—

এবং ব্যবসিতং কেচিদবিজ্ঞায় কুবুদ্ধয়ঃ।
ফলশ্রুতিং কুসুমিতাং ন বেদজ্ঞা বদন্তি হি ॥
কামিনঃ কৃপণা লুব্ধাঃ পুষ্পেষু ফলবুদ্ধয়ঃ।
অগ্নিমুগ্ধা ধূমতান্তাঃ স্বং লোকং ন বিদন্তি তে ॥
ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।২১।২৬-২৮)

অর্থ,— শ্রীভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! যাহারা বেদের প্রকৃত উদ্দেশ্য না জানিয়া প্রবৃত্তিজনক ফলশ্রুতিকেই বেদ-তাৎপর্য বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকে, তাহারা কুবুদ্ধি পরায়ণ; যেহেতু ব্যাস প্রভৃতি বেদজ্ঞগণ সেরূপ বলেন না।

সেই কুবুদ্ধি কর্মপর মীমাংসকগণ কামনা-সন্তপ্ত, কৃপণ ও লুব্ধ, তাহারা অগ্নিসাধ্য কর্মে আসক্তি বশতঃ বিবেকহীন হইয়া পুষ্পকেই, ফলবোধ অর্থাৎ স্বর্গাদি অবান্তর বিষয়কেই পরমার্থ বুদ্ধি পূর্বক যজ্ঞীয় ধূমে আচ্ছন্ন ও হতবুদ্ধি হইয়া স্বীয় লোক অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারে না।

হে উদ্ধব! ভোগাভিলাষী প্রাণতর্পণ-পরায়ণ, হিংসাদি সাধনপর, কর্মকাণ্ডজীবী সেই অজ্ঞানান্ধগণ, অন্ধকারে বিলুপ্তদৃষ্টি ব্যক্তি যেমন নিকটস্থ বস্তু দেখিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ এই জগৎ যাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহে এবং যাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, সেই হৃদয়স্থিত আমাকে জানিতে পারে না।

তাহা হইলে 'অর্থবাদ' সম্বন্ধে এই পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা

আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহার সারমর্ম হইতেছে এই যে, বেদের কর্ম-কাণ্ড প্রভৃতির মধ্যে বহুল 'অর্থবাদ' থাকিলেও, কিন্তু সমস্ত বেদের মুখ্য তাৎপর্য যাহা, সেই জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব-বস্তু ও তদীয় সাক্ষাৎ উপাসনাদি সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' করা হয় নাই এবং তদ্বিষয়ে অর্থবাদ সম্ভবও নহে। যাহা 'অর্থবাদ' তাহাকে 'অর্থবাদ' বলা বা মনে করা কখনই দোষাবহ হইতে পারে না। এইজন্য শ্রীভগবান্ নিজেই কর্মকাণ্ডোক্ত বিষয় সকলকে 'অর্থবাদ' রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত বেদের সার সত্য যে পরতত্ত্ব-বস্তু, তদ্বিষয়ে যাহারা 'অর্থবাদ' মনে করে বা বলিয়া থাকে তাহারা ঘোরতর অপরাধীরূপেই তিরস্কারের যোগ্য হয়।

এখন ইহাই বিবেচ্য যে,— জ্ঞানকাণ্ডোক্ত পরতত্ত্ব-বস্তুই সর্ববেদ-সার পরমসত্য বলিয়া, তদ্বিষয়ে 'অর্থবাদ' যেমন অসম্ভব এবং তদ্রূপ মনে করাও যেমন অপরাধজনক হইয়া থাকে— সেই পরতত্ত্ব-বস্তু বা শ্রীভগবৎ সম্বন্ধে বাচ্য ও বাচকে অর্থাৎ নামী ও নামে তত্ত্বতঃ ভেদ না থাকায় (শ্রীনামচিন্তামণি ১ম কিরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে) নামী অর্থাৎ শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীভগবন্নামেরও সেই একই অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য মহিমাদি সম্বন্ধে সেইরূপ 'অর্থবাদ' অসম্ভব, সুতরাং তদ্রূপ মনে করা যে অবশ্যই অপরাধজনক হইবে, একথা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অধিকন্তু অভিন্ন হইয়াও, শ্রীভগবৎ স্বরূপ হইতে শ্রীভগবন্নাম স্বরূপে কারুণ্যের আধিক্য থাকায়, (১ম কিরণ—৮ম উল্লাস দ্রষ্টব্য) পরতত্ত্ব বিষয়ে অর্থবাদ মননে যে অপরাধ ঘটে, শ্রীনামে অর্থবাদ মননের অপরাধ তদপেক্ষা অধিক হওয়ায় ইহা স্পষ্টতঃ সর্বাপরাধ প্রধান— 'নামাপরাধ' রূপে পরিণত হইয়া, শ্রীনামের সাধন পথে ও বিশেষভাবে শ্রীনাম-মহিমা কথনের পথে যে প্রবল অনর্থ বিস্তার করিয়া থাকে— এখন এ-কথার আর অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

অতএব শ্রীনাম-মহিমা বর্ণনের পথে, প্রথমেই উক্ত প্রকার সম্ভাব্য

বিঘ্ন যাহা, সেই নাম-মহিমায় অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি মননরূপ—'নামাপরাধ' ঘটিয়া ও তাহারই বিষময় ফলে 'কল্পনা' বা কুব্যাখ্যাদিরূপ অপর অপরাধ সকল সৃজিত হইয়া, জীবজগতের এই পরম মঙ্গলের পথ প্রথম হইতেই যাহাতে অবরুদ্ধ না হইতে পারে, শাস্ত্র সকল সে বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন ; যথা,—

ঈদৃশে নামমাহাত্ম্যে শ্রুতি-স্মৃতি-বিনিশ্চিতে।
কল্পয়ন্ত্যর্থবাদং যে তে যান্তি ঘোরযাতনাম্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৭৭)

অর্থ,—শ্রুতি-স্মৃতি-বিনির্দ্ধারিত ঈদৃশ শ্রীভগবন্নামের মহা-মাহাত্ম্য বিষয়ে যাহারা অর্থবাদ মনন করে, তাহারা নিদারুণ নরকাদি দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।[১]

এ-বিষয়ে কাত্যায়ণ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৮)

অর্থ,— যে মনুষ্য হরিনাম সম্বন্ধে অর্থবাদ সম্ভাবনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে নিপতিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মসংহিতায় বৌধায়নের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতেও প্রকাশ,—
যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য, ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্।
যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি, সংসারঘোরবিবিধার্ত্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৭৯)

---

১ এই শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতনপাদ লিখিয়াছেন,—"এবং বহুল-শ্রুতি-স্মৃতি-বচনৈঃ শ্রীমন্নাম-মাহাত্ম্যং নির্দ্ধার্য্য তত্র কথঞ্চিদপ্যর্থবাদোন কল্পয়িতব্য ইতি দুষ্টমীমাংসকান্ শিক্ষয়ন্নিব লিখতি—ঈদৃশ ইতি।

২ টীকা— যঃ সম্ভাবয়ত্যপি, কিং পুনঃ কল্পয়েদিতি। —শ্রীসনাতনঃ।

অর্থ,— যে মনুষ্য শ্রীনামকীর্তনের বিবিধ ফলের কথা শ্রবণ করিয়াও তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া, প্রত্যুত অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, আমি সংসারের বিবিধ প্রকার নিদারুণ যন্ত্রণায় তাহার দেহ নিপীড়িত করিয়া তাহাকে ইহলোকে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকি।

এইরূপ জৈমিনি-সংহিতায় বলা হইয়াছে,—

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু নাম-মাহাত্ম্যবাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮০)

অর্থ,— যাহারা নাম-মাহাত্ম্য বিষয়ক শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণবাক্য সমূহে 'অর্থবাদ'— এই কথা বলে, তাহাদের নরক ভোগের ক্ষয় না হইয়া. উহা নিরন্তর চলিতে থাকে।[১]

অর্থবাদের অনর্থকারিতা বিষয়ে উক্ত শাস্ত্র-প্রমাণ সকল প্রদর্শন করাইয়া, পরিশেষে পূজ্যপাদ শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার স্বয়ংই উক্ত অপরাধ উপলক্ষে জগন্মঙ্গল শ্রীভগবন্নামের সাধন পথে সমস্ত 'নামাপরাধ' হইতে সাবধান থাকিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছেন,—

তস্মিংশ্চ ভগবন্নাম্নি জগদেকোপকারিণি।
বিশ্বৈকসেব্যে মতিমানপরাধান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮১)

অর্থ,— যাহা হউক, সুবুদ্ধি ব্যক্তি সকল জগতের একমাত্র উপকারক ও নিখিল বিশ্ব-জীবের একমাত্র সেব্য— সেই শ্রীভগবন্নামের প্রতি অপরাধ সমূহ বিশেষরূপে বর্জন করিবেন।[২]

---

১ টীকা— নিরয়াণাং ক্ষয়ো নাশো ন ভবতি, কিন্তু সদা নিরয়েষু বসন্তীত্যর্থঃ।
—শ্রীসনাতনঃ।

২ টীকা— এবং শ্রীভগবন্নাম্নোঽশেষদোষহরণাখিল জগন্মঙ্গলাদি মাহাত্ম্যবিশেষং বিলিখ্য, তেন চাবিনীতানামুচ্ছৃঙ্খলতয়া শ্রীবৈষ্ণবাদিষপরাধমাশঙ্ক্য, তদ্বি-

এমন কি স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকট-লীলায়, তদীয় আচরণে যে লোকশিক্ষা দিয়াছেন, যথা,—

ভক্তগণে প্রভু নাম মহিমা কহিল।
শুনি এক পড়ুয়া নামে অর্থবাদ কৈল॥
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ।
সবে নিষেধিল— ইহার না হেরিবে মুখ॥
সগণে সচেলে যাইয়া কৈল গঙ্গাস্নান।
নামের মহিমা সেথা করিল বর্ণন॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৭।৬৮-৭০)

অতএব সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে,— শাস্ত্র বা সাধুমুখে শ্রীভগবানের নাম-মহিমাদি বিষয়ে উহা অর্থবাদ বা অতিশয়োক্তি কিম্বা স্তুতিমাত্র— এইরূপ মনে করা— ইহাই হইল পঞ্চম নামাপরাধ— এবং উহা সর্বথা পরিত্যাজ্য।

———

বারণার্থ নামাপরাধান্ লিখিষ্যন্, আদৌ বিভীষিকার্থমপরাধফলমগ্রে দর্শয়ন্, তাং ত্যাজয়তি—তস্মিংশ্চেতি। অপরাধ বিবর্জ্জনে হেতুঃ—জগদেকোর্ণকারিনীতি বিশ্বৈকসেব্যে ইতি চ। —শ্রীসনাতনঃ।

॥ ষষ্ঠ নামাপরাধ ॥

"নামে অর্থান্তর কল্পনা বা কুব্যাখ্যা।"

প্রথম প্রসঙ্গ

পূর্বে ৫ম অপরাধ—"হরিনাম্নি অর্থবাদঃ"— সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইয়াছে। অতঃপর ৬ষ্ঠ নামাপরাধ সম্বন্ধে আলোচনা। ইহা হইতেছে—"তথা হরিনাম্নি কল্পনম্।"

পূর্বোক্ত হরিনাম সম্বন্ধে 'অর্থবাদ' যেমন একটি অপরাধ, সেইরূপ হরিনাম সম্বন্ধে—'কল্পনা'ও একটি নামাপরাধ।

কল্পনার আভিধানিক অর্থ হইতেছে—স্বকল্পিত অবাস্তব বিষয়ে বাস্তবতা চিন্তন বা তদ্বিষয়ে মনোবিলাস।

এই অপরাধরূপ 'কল্পনম্' শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন;—"তন্মাহাত্ম্য-গৌণতা-করণায় গত্যন্তর-চিন্তনম্।"—(ভক্তি সন্দর্ভঃ)। অর্থাৎ সর্বমুখ্য শ্রীভগবন্নামের স্বয়ংসিদ্ধ ও অসমোর্দ্ধ অপরিসীম অনন্ত মহিমা গৌণ হইয়া পড়ে যাহাতে,—এমন স্বকল্পিত উপায়ান্তর চিন্তন।[1]

ইহার তাৎপর্য এই যে, নাম মহিমার অনুপলব্ধির কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, কিম্বা স্বতঃই নামমহিমাদি বর্ণন অভিপ্রায়ে নামমাহাত্ম্যের গৌণতা সম্পাদনের উপযুক্ত স্বকল্পিত বিধানে নিজোক্তি (যাহা নামগ্রহণাদি বিষয়ে শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয় নাই।) প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা "হরিনামে কল্পনা" নামক নামাপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে।

---

১ টীকা,—'যথা, হরিনাম্নি কল্পনঞ্চ, তন্মাহাত্ম্যার্থপরিত্যাগেন দুর্বুদ্ধ্যা বৃথার্থান্তর-কল্পনা চৈকোঽপরাধ ইত্যর্থঃ।" —শ্রীসনাতনঃ। (হঃ ভঃ বিঃ, ১১।২৮৪)

অর্থ,— শ্রীনামের মহিমার গৌণতা সম্পাদক (অর্থাৎ স্বাভাবিক মহিমা পরিত্যাগ করিয়া) দুর্বুদ্ধি বশতঃ বৃথা অর্থান্তর চিন্তা, 'হরিনামে কল্পনা' রূপ এক নামাপরাধ সৃজন করে— এই অর্থে। —শ্রীসনাতনঃ।

এইরূপ উক্তি বহুপ্রকার হইতে পারে। দিগ্‌দর্শন স্বরূপ কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে ;—

(১) চিত্তস্থির করিয়া নাম গ্রহণীয় ; (২) ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া নাম গ্রহণীয় ; তদ্রূপ (৩) পুরশ্চরণ করিয়া, (৪) দীক্ষান্তে, (৫) শুদ্ধাবস্থায়, (৬) শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের সহিত, (৭) সত্যাভ্যাস করিয়া, (৮) ইন্দ্রিয় সংযম করিয়া, (৯) তিলক-মালা ধারণ করিয়া, (১০) সাত্ত্বিক আহারাদি করিয়া। অর্থাৎ এইরূপ ভাবে নামগ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে ফল পাওয়া যাইবে—ইত্যাদি।

শ্রীনাম-গ্রহণাদি সম্বন্ধে এই যে স্বকল্পিত 'বিধি'— ইহাও কোন দোষের বিষয় হয় না ; যেহেতু ভক্তির ভজন পথে যাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তির পথে যাহা অনুকূল এতাদৃশ নৈতিক সদ্‌গুণাবলীর ও ভক্ত্যঙ্গসকলের অধিকার লাভের সঙ্কল্প সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক। অর্থাৎ, "যাহাতে আমার এই সকল সদ্‌গুণের বিকাশ হয় এবং ভক্তির সাধন পথে যাহা দোষের তাহার যেন স্পর্শমাত্র না হয়।" যথা,—"আনুকূল্যস্য সংকল্পং প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।"— ইত্যাদি ভক্তিপথের প্রথম সোপান— শরণাগতির লক্ষণে, উহাই প্রথম লক্ষণ। সুতরাং নামগ্রহণের প্রারম্ভ কালে তদ্রূপ নৈতিক অবস্থা না থাকিলেও যাহাতে শ্রীনামের কৃপায় ক্রমশঃ তদ্রূপ গুণসম্পন্ন হইতে পারি— এইরূপ অনুকূল মনোভাব থাকা আবশ্যক।

অতএব সেই ভক্তিলাভের পরম উপায় স্বরূপ শ্রীনামগ্রহণকারী —কাহাকেও যদি কেহ উক্ত উপদেশ করেন, তাহাতে দোষের কিছু না ভাবিয়া শ্রীনামেরই কৃপায় উক্ত গুণসম্পন্ন কোন দিন হইতে পারি, এইরূপ আশা করিয়া, একান্তভাবে শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকা আবশ্যক।

কিন্তু, নামের মহিমা প্রকাশ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত উক্তি সকল যদি এই ভাবে প্রযুক্ত হয় যে, "এইরূপ এক বা একাধিক গুণ সম্পন্ন হইয়া নাম

গ্রহণ করিবেন, তবেই নামের শক্তি প্রকাশ পাইবে, বিধিপক্ষে এই কথা এবং নিষেধ পক্ষে যদি বলা হয়, উক্ত প্রকারে নাম গ্রহণ না করিলে নামের কোন শক্তি বা মহিমার প্রকাশ পাইবে না।"— এইরূপ শ্রীনাম গ্রহণাদি বিষয়ে স্বকল্পিত উক্তি বা বিধি নিবেধের আরোপ— ইহাই হইতেছে 'কল্পনা' নামক— নামাপরাধ।

উক্ত প্রকার অভিপ্রায়ে, এইরূপ বলাও অপরাধ এবং উহা শ্রবণে তদ্বাক্যে বিশ্বাস করাও অপরাধ।

যেহেতু— শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় নামী ও নাম, অর্থাৎ শ্রীভগবান ও শ্রীভগবন্নাম অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া শ্রীভগবানের ন্যায় শ্রীভগবন্নামও সর্বশক্তি ও মহিমাদি সমন্বিত। শ্রীনামও সর্বকারণ-কারণ বলিয়া, নামের শক্তি বা মহিমা লইয়াই অপর সকল বিষয়ের মহিমা, কিন্তু অন্য বিষয়ের কোন শক্তি লইয়া, মহিমান্বিত হইবার জন্য শ্রীনামের কোনও অপেক্ষা নাই।

সুতরাং যদি, উক্ত প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধ, শ্রীনামের প্রতি প্রয়োগ করিয়া, তদ্দ্বারা সর্বমুখ্য শ্রীনামের মহিমা বা শক্তি বজায় রাখিবার প্রচেষ্টায়— নামের স্বরূপগত মহামহিমাকে 'গৌণ' বা খর্ব করিয়া অন্য উপায় বিধানের দ্বারা অপর বস্তুর মহিমাকেই মুখ্য করা হয়, তাহা হইলে, এইরূপ মনোবৃত্তি লইয়া যে উক্ত নৈতিক উপদেশ সকল —তাহা নামাপরাধরূপেই গণ্য হইয়া থাকে।

শ্রীনামী ও শ্রীনামের অভিন্নতা বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এস্থলে স্মরণীয় এই যে,— বেদাদি শাস্ত্রে, সর্বকারণেরও কারণ তত্ত্ব যাহা, তাহাকেই বীজ রূপে বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের বাচক বা নাম 'প্রণব'কে অভিন্নরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুত্যুক্ত সেই ব্রহ্ম ও প্রণব উপলক্ষ্যে শ্রীভগবান ও শ্রীভগবন্নামকে বুঝা যায়। আবার তন্মধ্যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনামের কথা আলোচিত হইলেই— ব্রহ্ম ও প্রণব এবং ভগবান্ ও

ভগবন্নাম বিষয়ে সকল তত্ত্বই উহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনামের আলোচনায়— পরতত্ত্ব বিষয়ের সমস্তই আলোচিত হইয়া যায়। সর্বশাস্ত্রের এই মর্ম শ্রীচরিতামৃতের ভাষায় এই-রূপ ব্যক্ত হইয়াছে, যথা,—

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিদের সার।
ব্রহ্ম জ্ঞানাদিক সব তার পরিবার॥"

—(১।৪।৫৮)

সেই শ্রীকৃষ্ণই যে সমস্তের 'বীজ' তত্ত্ব— "বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।" —(গীতা ৭।১০) অর্থাৎ—হে পার্থ! আমাকে সর্বভূতের সনাতন (সর্বাদি নিত্য) বীজ-স্বরূপ (কারণ-স্বরূপ) বলিয়া জানিবে।

সুতরাং প্রাকৃত অপ্রাকৃত যেখানে যে কোন পদার্থ— সমস্তের সত্তা, যাঁহার সত্তায় অবস্থিত,— যাঁহার সত্তা ব্যতীত কোন বস্তুরই সত্তা নাই। সমস্তই যাঁহার স্বরূপ ও শক্তির প্রকাশ— তদ্ভিন্ন কোথাও কোন বস্তুই নাই,— এমন যিনি, তিনিই হইতেছেন, সর্বকারণ-কারণ অচ্যুতবস্তু— শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভাগবত হইতে ইহা জানা যায়। যথা,—

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্মহদল্পকঞ্চ।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তু তরাং ন বাচ্যং
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥

—(শ্রীভাঃ।১০।৪৬।৪৩)

অর্থাৎ,— মহৎ হইতে অণু পর্যন্ত স্থাবর বা জঙ্গমাবধি— অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে,— তৎ সমুদয় একমাত্র অচ্যুত, অব্যয়, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কিছুই বলা সঙ্গত হয় না; একমাত্র সেই শ্রীকৃষ্ণই নিখিলরূপে প্রকাশ পাইতেছেন ও নিখিল পদার্থের অন্তর্যামী পরমাত্মবস্তুও তিনিই।

অতএব, যেমন শ্রীকৃষ্ণ হইতেই সকল বস্তুসত্তার বিকাশ। তদীয় সত্তা ভিন্ন কোন বস্তুর সত্তাই নাই ; সেইরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ অভেদতত্ত্ব বলিয়া তদীয় শ্রীনামও শ্রীনামীর সমপ্রভাব বিশিষ্ট হইতেছেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ হইতেই যেমন নিখিল বিশ্ব ও তৎসহ বেদাদির উৎপত্তি। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেও উক্ত বিষয় সকল— এবং দ্রব্য, গুণ, কর্মাদি বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সমস্তেরই 'বীজ' বা পরম কারণ শ্রীনামই হইতেছেন। তাহা হইলে অপর যে কোন দ্রব্যের সত্তার সংরক্ষণ বিষয়ে, যে কোন গুণের প্রকাশ বিষয়ে ও যে কোন কর্মের প্রচেষ্টা বিষয়ে সমস্তই শ্রীনামাপেক্ষী ; কিন্তু শ্রীনাম কাহারও অপেক্ষা করেন না ;— সমস্তই নামাধীন কিন্তু শ্রীনাম কাহারও বা কিছুরই অধীন নহেন। স্বাধীন ও সর্বাধীশ তিনি।

এতাদৃশ শ্রীনামের শক্তি বা মহিমা প্রকাশের জন্য পূর্বোক্ত স্বকল্পিত— বিধি নিষেধাত্মক কোন দ্রব্য, কোন গুণ ও কোন কর্মের অপেক্ষা করিতে হয় না— সর্বাধীশ ও সর্বকারণ শ্রীনামের পক্ষে। কিন্তু নামাধীন ও তৎকার্য স্বরূপ যাহা কিছু, তৎসমুদয় বিষয়কেই— স্বশক্তি প্রকাশের জন্য শ্রীনামের সহায়তাকেই অপেক্ষা করিতে হয়। ইহা একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,—

(১) সূর্য হইতেই— অগ্নি, আলোক প্রভৃতির উৎপত্তি ; ইহারা সূর্যেরই অপেক্ষী বা অধীন ও আশ্রিত ; কিন্তু সূর্য ইহাদের কোন অপেক্ষা না করিয়া স্বাধীনভাবেই নিজ অসীম তেজ ও কিরণাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন। এতাদৃশ সূর্যের শক্তির প্রকাশের জন্য যদি বলা হয়, আগুন জ্বালাইয়া প্রদীপ দেখাইয়া সূর্যের শক্তির বা মহিমার প্রকাশ হইবে, নচেৎ হইবে না— এরূপ উক্তি যেমন সূর্যের মহিমা বিষয়ে অজ্ঞতারই পরিচায়ক, তদ্রূপ—শ্রীনামের মহিমা বা শক্তির প্রকাশের জন্য

পূর্বোক্ত— 'মনঃসংযোগ', 'ব্রহ্মচর্য', পুরশ্চরণাদির সহায়তা আবশ্যক, নচেৎ নামের শক্তির প্রকাশ হইবে না— ইত্যাদি প্রকার 'কল্পনা' দ্বারা শ্রীনামের স্বতঃসিদ্ধ সর্বমুখ্য মহিমাকে গৌণ করিয়া তদধীন, 'মনঃ-সংযোগ', ব্রহ্মচর্যাদি— তৎসৃষ্ট গৌণ বিষয়ের শক্তিকে মুখ্য উপায় রূপে বর্ণন করা কেবল অজ্ঞতারই পরিচায়ক নহে,— ইহা একটি বিশেষ নামাপরাধ।

(২) পূর্বে ভক্তি সম্বন্ধে যেমন জানা গিয়াছে— কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি অপর সকল সাধনা ও শুভ ক্রিয়াদিকে ভক্তির সহায়তা লইয়া সিদ্ধিদানে সমর্থা হইতে হয় ; কিন্তু ভক্তি কাহারও কোন সহায়তা না লইয়া স্বয়ং নিজ সর্বশক্তি প্রকাশ করেন,—

ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সর্ব্ব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রধান॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২২।১৪)

সেইরূপ, সেই ভক্তিরও 'অঙ্গী' বা 'কারণ' শ্রীনামের পক্ষে, নিজ মহিমা প্রকাশের জন্য তদধীন অপর কাহারও বা কোন কিছুরই সহায়তা লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না— কিন্তু অপর যে কোন বস্তু বা বিষয়ের পক্ষে —নামের কৃপা ও সহায়তার অপেক্ষা করিতে হয়।

ইহার সার কথা এই যে,— উক্ত মনঃ-সংযোগ, ব্রহ্মচর্যাদি, কয়েকটি গুণের কথা কী ? —"সর্ব সদ্‌গুণ বৈসে বৈষ্ণব শরীরে॥" প্রকৃষ্ট বৈষ্ণব শরীরে সকল গুণেরই অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহা একমাত্র সর্বকারণ-সর্বভক্তির 'অঙ্গী' শ্রীনামেরই শক্তি ও কৃপা হইতে যথাকালে ও যথাক্রমে আবির্ভূত হইয়া থাকে ; নামের আশ্রয় ও সহায়তা ছাড়িয়া দিয়া, ঐ সকল গুণাবলীর জন্য যেমন স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না, প্রেমোদয়ই শ্রীনামের মুখ্য ফল হইলেও তদানুষঙ্গিক বা গৌণ ফলরূপে শ্রীনামই সাধক ভক্ত-হৃদয়ে নিখিল সদ্‌গুণের বিকাশ করাইয়া থাকেন— যথাকালে ও যথাক্রমে।

তবে এস্থলে ইহাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, শ্রীহরিনাম গ্রহণে মনঃসংযোগ, ব্রহ্মচর্যাদি না থাকিলেও, শ্রীনামই যখন স্বকৃপায় তৎসমুদয়ের বিকাশ করাইবেন, তখন ভক্তির সাধনপথে যদি এইরূপ মনে করা হয় যে,— "আমি উক্ত গুণ সকলের বিপরীত ভাবেই চলিব, নাম ইচ্ছা করিয়া উহা সংশোধন করিয়া দিতে হয় দিবেন"— এরূপ মনে করাও কোন প্রকারে সঙ্গত নহে। যেহেতু,— "নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি"— ইহাও একটি নামাপরাধ। (এবিষয়ে পরে যথাস্থলে আলোচিত হইবে।) সুতরাং উক্ত সদ্‌গুণ সকলের বিপরীত যে নিষিদ্ধ কার্য বা দোষ সকল, "নামের দোহাই দিয়া, যদি তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে, কেবল সেই নিষিদ্ধাচার বা পাপ সকল হইতেও উহার অধিকতর কুফল যাহা, সেই "নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি"রূপ নামাপরাধই সৃজন করিয়া থাকে। এই হেতু ভক্তির সাধকগণের পক্ষে একান্ত ও সর্বমুখ্যভাবে শ্রীনামেরই আশ্রিত থাকিয়া— তৎকালে চিত্তবিক্ষেপাদি দোষ সকলের বিদ্যমানতা থাকিলেও, সর্বদা উহা বর্জনের জন্য ও গুণ সকলের প্রাপ্তির নিমিত্ত হৃদয়ে সঙ্কল্প পোষণ করিয়া ও যথাশক্তি সচেষ্ট হইয়া শ্রীনামেরই কৃপার অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। —সেই সাধু সঙ্কল্পের সহিত নামের কৃপা ও ইচ্ছার সংযোগ হইলেই উহা কার্যে পরিণত হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না— ইহাই 'শরণাগতির' প্রথম লক্ষণ।

শ্রীনামের মহিমা বা শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে যদি এই প্রকার বলা হয় যে,—

(১) হোমাদি শুভকার্যের অনুষ্ঠান সহ নাম গ্রহণীয়;

(২) ব্রহ্ম হইতে সমস্তই অভেদ ভাবনা সহ নাম গ্রহণীয়;

(৩) প্রাণায়ামাদি সহ নাম গ্রহণীয়;— এতাদৃশ উক্তি যদি এইরূপ অর্থে প্রযুক্ত হয় যে,—

(১) কর্মের অঙ্গ— হোমাদি শুভ কর্মের সহিত নামের

সংযোগে 'কর্ম' সিদ্ধ হয় ;

(২) জ্ঞানের অঙ্গ— অভেদ ব্রহ্ম ভাবনাদির সহিত নামের সংযোগে জ্ঞান সিদ্ধ হয় ;

(৩) যোগের অঙ্গ— প্রাণায়ামাদির সহিত নামের সংযোগে —'যোগ' সিদ্ধ হয় ;— এরূপ উক্তি খুবই সমীচীন এবং ইহা'র কোন দোষ থাকিতে পারে না।

কিন্তু, যদি এই উক্তি সকল নিম্নোক্ত অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া, ইহা যদি শ্রীনামের শক্তি প্রকাশ সম্বন্ধে স্বকল্পিত 'বিধি' ও তৎবিপর্যয়ে 'নিষেধ' রূপে উক্ত হইয়া থাকে ; যেমন—

(১) কর্মের অঙ্গ— হোমাদি শুভ ক্রিয়ার সহযোগে নাম গৃহীত হইলে, তবেই নামের মহিমা বা শক্তির প্রকাশ হয়,— ইহাই স্বকল্পিত 'বিধি' পক্ষে এবং তৎ-বিপর্যয়ে অর্থাৎ তাহা না হইলে, নামের শক্তি প্রকাশিত হয় না,— ইহাই স্বকল্পিত— 'নিষেধ' পক্ষে যদি উক্ত হয় ; কিম্বা,—

(২) জ্ঞানের অঙ্গ— অভেদ ব্রহ্মভাবনাদির সহযোগে নাম গৃহীত হইলে, তবেই নামের মহিমা বা শক্তির প্রকাশ হয়,— ইহাই স্বকল্পিত 'বিধি' পক্ষে এবং তাহা না হইলে, নামের শক্তির প্রকাশ হয় না— ইহাই স্বকল্পিত 'নিষেধ' পক্ষে যদি উক্ত হয় ; কিম্বা

(৩) যোগের অঙ্গ— প্রাণায়ামাদির সহযোগে নাম গৃহীত হইলে, তবেই নামের মহিমা বা শক্তির প্রকাশ হয়,— ইহাই স্বকল্পিত 'বিধি' পক্ষে এবং তাহা না হইলে নামের মহিমা বা শক্তির প্রকাশ হয় না,— ইহাই স্বকল্পিত 'নিষেধ' পক্ষে যদি উক্ত হয়,— তাহা হইলে ইহাই সুস্পষ্ট 'কল্পনং' অর্থাৎ শ্রীনাম-মহিমায়— কল্পনা রূপ নামাপরাধ।

উক্ত কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি, নিখিল শুভক্রিয়া ও সাধনা যে ভক্তির সহায়তা ও সঙ্গ ব্যতীত সিদ্ধ হয় না,— সেই ভক্তিরও অঙ্গী অর্থাৎ যাঁহা হইতে 'নববিধ ভক্তির' আবির্ভাব হয়— সেই শ্রীনামের মহিমা বা শক্তি

প্রকাশের জন্য, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনাঙ্গের কোন অপেক্ষা থাকিতে পারে না, ইহা সহজবোধ্য এবং সর্বশাস্ত্র-সম্মত।

বিশেষতঃ, যে শ্রীকৃষ্ণনামের— ভগবন্নামের মুখ্যফলে শুদ্ধাভক্তি ও তৎফলে শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় হইয়া থাকে, সেই শুদ্ধাভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তদঙ্গী যে, শ্রীনাম গ্রহণরূপ সর্বমুখ্য সাধন, তৎসহ কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি সাধনের কোন অঙ্গের সংযোগ ঘটিলে,— উহা মিশ্রাভক্তির উৎপাদক হইয়া, নিজ মুখ্য ফলের স্থলে কেবল ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি নিজ গৌণ ফল মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন ; যাহা শুদ্ধাভক্তির মহামহিমা সম্বন্ধে অজ্ঞাত, কর্মী, জ্ঞানী ও যোগিজনের নিকট 'মুখ্যফল'-রূপেই বিবেচিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনাঙ্গের সহিত যাহা অসংস্পৃষ্ট এতাদৃশ শ্রীনাম হইতে সমুদ্ভূতা শুদ্ধাভক্তিই 'উত্তমা' ভক্তিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তদ্বিষয়ে সর্বশাস্ত্র সারমর্ম—শ্রীরূপপাদের নিম্নোক্তিতে প্রকাশিত রহিয়াছে, যথা ;—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্—"[১]

অর্থাৎ, যাহা ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি বাসনাশূন্যা,—যাহা কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধনাঙ্গ দ্বারা অস্পৃষ্ট ইত্যাদি তাহাই—'উত্তমা' বা শুদ্ধাভক্তি নামে কীর্ত্তিতা।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমাদি প্রকাশ ও অপ্রকাশ সম্বন্ধে উক্ত প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধের আরোপ—ইহা শ্রীনামের স্বতঃ-সিদ্ধ মহামহিমাদি সম্বন্ধে কেবল অজ্ঞতাই নহে—ইহা 'কল্পনা'রূপ নামাপরাধের উৎপাদক।

সুতরাং এতাদৃশ অপরাধজনক অভিপ্রায় পোষণ না করিয়া, এইরূপ উক্তিই সুসঙ্গত হইতে পারিত যে,—সর্বসাধনার সিদ্ধিদাতৃ—ভক্তিরও অঙ্গী যে শ্রীনাম, তৎ-সংযোগে সকল সাধন সিদ্ধ হয়,—তৎ সহায়তা বা সংযোগ না ঘটিলে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ

১ ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—১।১।১১।

সকল যোগেরই বিয়োগ ঘটিয়া থাকে।

তাই সর্বশাস্ত্রেই ভক্তির সংযোগ ও সহায়তাকেই সকল সাধনার সিদ্ধিদাতৃরূপেই নির্দেশ করিতে দেখা যায়,—

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্।

তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।৩২৭ বৃহন্নারদীয়ে—)

অর্থাৎ,—(বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীনারদের উক্তিতে প্রকাশ,—জল যেরূপ সকল লোকের জীবন স্বরূপ, সেইরূপ ভক্তিই সকল প্রকার সিদ্ধির জীবন।

তাই শাস্ত্রে সর্বকর্মের সিদ্ধির জন্য, শ্রীনামের সংযোগ ব্যবস্থা দিয়াছেন ;—"সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥"

এই জন্যই জ্ঞানীগুরু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যেরও নির্দেশ—"মোক্ষ-কারণ-সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।"

অর্থাৎ, মোক্ষ বা মুক্তিলাভের সাধনাঙ্গ সকলের মধ্যে ভক্তিই গরীয়সী।

স্বয়ং যোগাচার্যবর্য ভগবান শ্রীপতঞ্জলি, তদীয় যোগ দর্শনের নিম্নোক্ত সূত্র সকলে যোগের সাধনায় ভক্তি ও শ্রীনামের সহযোগিতার আবশ্যকতাই স্বীকার করিয়াছেন,— "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা ॥"
—(যোগসূত্র, ১।২৩)[১]

"তজ্জপস্তদর্থ-ভাবনম্।" —(ঐ ১।২৮)

[সেই ভগবানের নাম ও তদর্থ চিন্তা করা আবশ্যক]—ইত্যাদি।

এইরূপে পূর্বাচার্যগণ সকলেই 'ভক্তি' ও তাঁহার 'অঙ্গী'—শ্রীনামের আনুগত্যই স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু, আজ অপরাধজনক কলিপ্রভাবেই উহার বিপরীত অর্থ

---

১ 'প্রণিধান' অর্থে 'ভক্তি-বিশেষ'— টীকায় লিখিয়াছেন—প্রণিধানাৎ ভক্তি-বিশেষাৎ।

প্রযুক্ত হইতেছে শ্রীনাম-মহিমাদি সম্বন্ধে ;—যাহা হইতে শ্রীনামের অপ্রসন্নতা সৃজিত হইয়া, নামের শক্তির প্রকাশ অনুভূত হইতেছে না। একমাত্র নামাপরাধ ব্যতীত নামের শক্তির প্রকাশ সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা থাকিতে পারে না।

এই হেতু, শ্রীনামের মুক্ত মহিমা—সর্বশাস্ত্রসার কথা—শ্রীচরিতামৃতে নিম্নোক্তরূপে মুক্তকণ্ঠেই কীর্তিত হইয়াছে, যথা ;—

খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশ কাল নিয়ম নাহি—সর্ব্ব সিদ্ধি হয় ॥ —(৩।২০।১৪)

দেশ, কাল, পাত্র, স্থানাস্থান, কালাকাল কোনও অপেক্ষা নাই, শ্রীনামের মহিমা প্রকাশে—তাই, এইরূপ ঢালা হুকুম প্রদত্ত হইতে পারে। নামাপরাধ ব্যতীত শ্রীনামের মহিমা প্রকাশের পক্ষে অপর কাল্পনিক যে কোন 'বিধি-নিষেধ' আরোপ করিতে যাইলে—ইহাই হয় নামাপরাধ—'কল্পনা' যাহার নাম।

'আত্মারাম' শ্লোকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে, সাক্ষাৎ স্বয়ং-ভগবান্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের উক্তিতে শ্রীনামের নিরঙ্কুশ মহামহিমার ঢালা হুকুম —যাহা সর্বশাস্ত্র সারমর্ম—তাহা এইরূপে দেখা যায়, যথা ;—

'হরি' শব্দের নানা অর্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে,—প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে তৈছে—যোই কোই—করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ ॥
তবে করে ভক্তি বাধক—কর্ম্ম অবিদ্যা নাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল 'প্রেমা' করয়ে প্রকাশ ॥ —ইত্যাদি।
—(চৈঃ চঃ ২।২৪।৪৬)

[চারিবিধ পাপ = পাতক, উপপাতক, অতিপাতক, মহাপাতক। অথবা—অপ্রারব্ধ, কূট, বীজ, ফলোন্মুখ বা প্রারব্ধ]

[যৈছে তৈছে অর্থাৎ যে কোন রূপে—। যোই কোই = যে কেহ।]

এরূপ ঢালা হুকুমে শ্রীমুখের উক্তিতে অবারিত শ্রীনামের মহিমাকে, যদি কাল্পনিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হয়—ইহাই হইবে সেই নামাপরাধ—যাহার জন্য শ্রীনাম স্বীয় মহান্ ও অব্যর্থ মহিমা প্রকাশ করেন না।

তাহা হইলে পূর্বোক্ত আলোচনার সারমর্ম হইতেছে এই যে,—

সর্বভাবে নিরঙ্কুশ—অবারিত, অব্যর্থ ও অব্যাহত শ্রীনামের মহিমা বা শক্তি প্রকাশের ও অপ্রকাশের কারণ সম্বন্ধে একমাত্র 'নামাপরাধের' অঘটন ও সংঘটন ব্যতীত অপর কোন কারণ থাকিতে পারে না, ইহাই স্থিররূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। তাহা চিন্তা না করিয়া যদি স্বকল্পিত বিধি ও নিষেধরূপ কাল্পনিক উপায়ান্তরের সংযোগে নামের শক্তির প্রকাশ হয়, তদ্বিয়োগে অর্থাৎ তাহা না হইলে শক্তির প্রকাশ হয় না,—এইরূপ স্বকল্পিত অন্য উপায়ের আরোপ দ্বারা তাহাকে 'মুখ্য' করিয়া, স্বয়ংসিদ্ধ অপ্রতিহত ও অন্য-নিরপেক্ষ শ্রীনামের মহামহিমাকে 'গৌণ' করণের যে প্রচেষ্টা, ইহাই 'কল্পনং' নামক ষষ্ঠ নামাপরাধ।

শাস্ত্রসকলে সর্বত্রই শ্রীনামের প্রভাব বা মহিমাকে সর্বভাবে 'মুক্ত' রাখা হইয়াছে। এক 'নামাপরাধ' ব্যতীত অর্থাৎ শ্রীনামের বিশেষ অপ্রসন্নতার কারণ ঘটে যাহার অনুষ্ঠানে, কেবল সেই দশবিধ নামাপরাধ ভিন্ন, অপর সমস্ত বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ছিন্ন করিয়া দিয়া, শ্রীনামের স্বরূপসিদ্ধ স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশের পথ সর্বভাবে উন্মুক্ত রাখিয়া শাস্ত্রসকলে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতে দেখা যায়। সেই অপরিসীম অনন্ত মহিমাকে কোথাও কোনরূপে সঙ্কোচ বা খর্ব করিয়া বর্ণন করিবার কোনরূপ প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই।

এবিষয়ে বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারিলেও বাহুল্য-বোধে নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, বুঝিবার সুবিধার জন্য। সর্বত্রই কল্পনার প্রতিবাদ করা হইয়াছে "কৈমুতিক" ন্যায়ে। "কিমুত"

অর্থাৎ অধিক কথা কী ? —শব্দ হইতেই 'কৈমুত'। অর্থাৎ অল্পেই যখন হয়, তখন অধিকে হইবে, ইহা আর বেশী কথা কী ?

কল্পনারূপ অপরাধ কারণে যদি বলা হয় ;—	তৎ-বিরুদ্ধে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ;— (কৈমুতিক ন্যায়ে—)
(১) স্থিরচিত্তে নামগ্রহণে, নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।	"অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্ম্মৃগৈরিব"-(১৪০)*
(২) দীক্ষান্তে বা পুরশ্চরণাদির সহিত নামগ্রহণে, নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।	"নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মকঃ।"—(পদ্যাবলী-২৯)
(৩) শ্রদ্ধাদির সহিত নামগ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।	—"শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা নরমাত্রং তারয়েৎ।" —কিম্বা— "শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম রটন্তি মম জন্তবঃ। তেষাং নাম সদা পার্থ বর্ত্ততে হৃদয়ে মম ॥"—(২৪৫)
(৪) শুদ্ধাবস্থায় নামগ্রহণে নামের ফল হয় ; নচেৎ হয় না।	"ন দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদি-কমপেক্ষতে।"—(২০৪)
(৫) দেশ কালাদির অপেক্ষা অনু-সারে নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।	"ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কাল-নিয়মস্তথা—" —(২০৬) "কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে—" ইত্যাদি।

*উপরোক্ত শ্লোক সকলে সংযুক্ত সংখ্যা সকল শ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত ১১শ বিলাসের শ্লোক সংখ্যা।

(৬) সদাচার পরায়ণ হইয়া নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥ —(২০১)

(৭) জাগ্রত অবস্থায় নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

"স্বপ্নেঽপি নামস্মৃতিরাদিপুংসঃ ক্ষয়ং করোত্যাহিত-পাপরাশেঃ। —(২৫২)

(৮) ভক্তির সহিত নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

"গোবিন্দেতি তথা প্রোক্তং
ভক্ত্যা বা ভক্তিবর্জ্জিতৈঃ।
দহতে সর্ব্বপাপানি
যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ॥
—(১৪৪)

(৯) বিষয় বাসনা ও মমতাদি ত্যাগ করিয়া নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

নরাণাং বিষয়ান্ধানাং
মমতাকুলচেতসাম্।
একমেব হরের্নাম
সর্ব্বপাপ-বিনাশনম্॥—(১৩৫)

(১০) শুচিপরায়ণ হইয়া নাম গ্রহণে নামের ফল হয়, নচেৎ হয় না।

"চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্র-করো যতঃ॥ —(২০৩)

—কিম্বা—

"ন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ॥"—(২০৫)

শ্লোকার্থ—

হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৪০—অনিচ্ছাকৃতেও যাঁহার (গোবিন্দের) নাম

উচ্চারিত হইলে, যেরূপ মৃগকুল বৃকের (নেকড়ে বাঘের) আক্রমণে সন্ত্রস্ত হয় এবং অকস্মাৎ সিংহ দর্শনে বৃকাদি যেমন মৃগকুলকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে তদ্রূপ পাপী লোক সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। (অর্থাৎ পাপ সকল শ্রীনাম-সিংহ সন্দর্শনে সেই ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যায়।)

পদ্যাবলী-২৯—দীক্ষা, সৎকর্ম, পুরশ্চরণাদির অল্পমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র জিহ্বাস্পর্শমাত্রই ফলদান করেন।

হঃ ভঃ বিঃ।১১।২৪৫—(আদি পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন), হে পার্থ! শ্রদ্ধা বা অবহেলাক্রমে যাহারা আমার নাম জপ করে, সর্বদা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে তাহাদের নাম জাগরিত থাকে।

হঃ ভঃ বিঃ।১১।২০৪—এই শ্রীভগবানের নাম কীর্তনে, দেশ, কাল ও অবস্থা [কি বাল্য, কি যৌবন, কি প্রৌঢ়, কি বৃদ্ধ, সকল সময়ে বা জাগ্রতকাল, উন্মাদাবস্থা, প্রমাদাবস্থা, সকল অবস্থায় হরিই সকলের অবলম্বনীয়। তাঁহাকে পাইবার বা তাঁহার নাম কীর্তন করিবার পক্ষে শৌচাশৌচ, কালাকাল, বা বয়সের অপেক্ষা নাই] বিষয়ে শুদ্ধির অপেক্ষা নাই। —(স্কান্দে।)

হঃ ভঃ বিঃ।১১।২০৬—(বৈষ্ণব চিন্তামণিতে যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশ) হে রাজন্! বিষ্ণুর নাম কীর্তনে দেশ বা কালের কোন নিয়মের অপেক্ষা নাই। এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইও না। সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নান এবং মন্ত্রাদি বিষয় কালসাপেক্ষ বটে, কিন্তু শ্রীহরির নাম সঙ্কীর্তনে কালের অপেক্ষা নাই।

হঃ ভঃ বিঃ।১১।২০১—(শ্রীনারায়ণব্যূহে প্রকাশ) স্ত্রীজাতি, শূদ্র, চণ্ডাল এমন কি, অন্য কোন অন্ত্যজে যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্তন করে, তবে তাহাদিগকেও নমস্কার।

হঃ ভঃ বিঃ।১১।২৫২—যখন আমি পুরুষ পুরুষোত্তমের নাম

স্বপ্নেও স্মরণ হইলে, সঞ্চিত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে, তখন যত্নসহকারে জনার্দনের নাম চিন্তা করিলে যে পাপরাশি স্খালিত হইবে, একথা কি বলিবার প্রয়োজন আছে ?

হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৪৪—যেরূপ যুগান্তকালীন অগ্নি সমুত্থিত হইয়া, বিশ্ব সংসার দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভক্তি বা অভক্তি যেরূপেই হউক, গোবিন্দনাম মুখে উচ্চারণ করিলেই, সকল পাপ ভস্মীভূত হইয়া থাকে। —(স্কান্দে)

হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৪৫—যাহারা বিষয়ান্ধ, মায়াকবলিতচিত্ত, এরূপ ব্যক্তিগণের পক্ষে হরিনাম কীর্তনই সকল পাপ নাশ করিয়া থাকে। —(বৃহন্নারদীয়ে লুব্ধক উপাখ্যান।)

হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০৩—শ্রীহরি যখন স্বয়ং পবিত্রকারী, তখন তাঁহার নাম কীর্তনে অশৌচাশঙ্কা নাই, অতএব সর্বদা সর্বত্র তাঁহার নাম কীর্তন করা কর্তব্য। —(স্কান্দে)

হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০৫—দেশ কালের নিয়ম বা শৌচাশৌচের অপেক্ষা নাই, জীব কেবল মাত্র 'রাম রাম' এই নাম কীর্তন করিতে থাকিলেই, মুক্ত হইতে পারিবে। —(বৈশ্বানর সংহিতায়।)

নামের ফলপ্রসূ হইবার সম্বন্ধে কাল্পনিক "গত্যন্তর" বা সকল উপায় সম্পূর্ণ বিবর্জিত হইয়াও যে নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং তাহা অপর উপায় সকলের ফল হইতেও অনেক অধিক, (অপরাধ শূন্য ক্ষেত্রে) ইহাই নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হইয়া থাকে। 'কৈমুতিক' ন্যায়েও ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে।

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥

(পাদ্মে)—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২০১)

অর্থাৎ,—যাহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বর্জিত, ব্রহ্মচর্যশূন্য এবং সর্বধর্মত্যাগী, তাহারাও বিষ্ণুর নাম মাত্র জপ করিয়াই অনায়াসে ধর্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভ যাহা, এতাদৃশী পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।

"কল্পনা"	"শাস্ত্রনির্দ্দেশ"
(১) গত্যন্তর চিন্তন— অন্য উপায় চিন্তা—	"অনন্যগতয়ো"— অন্য কোন গতি (উপায়) নাহি যাহাদের।
(২) ভোগবাসনাশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ—	"ভোগিনোঽপি—" বিষয়ভোগরত হইয়াও।
(৩) জ্ঞান বৈরাগ্যাদিযুক্ত হইয়া নাম গ্রহণ—	"জ্ঞানবৈরাগ্য-রহিতা—" জ্ঞান-বৈরাগ্য রহিত হইয়াও।
(৪) ব্রহ্মচর্যাদি পালন করিয়া নাম গ্রহণ—	"ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতা—" ব্রহ্মচর্যাদি না থাকিলেও।
(৫) ধর্মপরায়ণ হইয়া নাম গ্রহণ—	"সর্ব্বধর্ম্মোজ্ঝিতা—" সর্ব ধর্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াও।

এতাদৃশ হইয়াও কেবল শ্রীনামগ্রহণে সুখে যে গতি লাভ করে (অবশ্যই নিরপরাধ ক্ষেত্রে) অপর সকল ধর্মপরায়ণগণও সে গতি প্রাপ্ত হয়েন না।

(১) কৈমুতিক ন্যায়ে—উক্ত প্রকারে সকল গতি বা উপায়-হীন হইয়াও যখন শ্রীনামের ফল ব্যর্থ হয় না—নামের স্বতঃসিদ্ধ মহিমায়, তখন অন্য উপায় যুক্ত হইলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে—ইহা আর অধিক কথা কী ? ("কিম্ উত" ? =অধিক কথা কী ?) ইহার তাৎপর্য এই যে, শ্রীনাম যখন উত্তম বা অনুত্তম কোন উপায়ের অপেক্ষা না করিয়া নিজ মহিমা প্রকাশ করেন অর্থাৎ উপায়হীনেরও যখন

নামের পূর্ণফল লাভ হয়, তখন উত্তম উপায় অবলম্বনে যে হইবে ইহা আর অধিক কথা কী ?

(২) 'কল্পনা' রূপ অপরাধ লক্ষণে—উক্ত উপায় সকলের সংযোগে নাম গৃহীত হইলে ফলপ্রসূ হয়েন নচেৎ হয়েন না—স্পষ্টতঃ এইরূপ উক্তিই 'নামাপরাধ'। শাস্ত্র তাহার প্রতি বাক্যে উক্ত প্রকার —শ্রীনামের সর্বনিরপেক্ষতা ও মুক্ত মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

পূর্বোক্ত আলোচনায় শাস্ত্রাদি প্রমাণ হইতে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহার সারমর্ম এই যে, —শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্নতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ-নাম—ভগবন্নাম নিজ অচিন্ত্য অপরিসীম ও অনন্ত মহিমায়, নিখিল গৌণ ও আনুষঙ্গ ফলের সহিত নিজ মুখ্যফল—শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় করাইয়া থাকেন—অপর কোন সদ্‌গুণাদির বা দোষাদির লেশমাত্রও অপেক্ষা না করিয়া।

সুতরাং শ্রীনামের পক্ষে নিজ শক্তি প্রকাশের ও অপ্রকাশের কারণ সম্বন্ধে অপর নিখিল গুণদোষের সংযোগ বা বিয়োগের কোনরূপ অপেক্ষা দেখা যাইতেছে না—কেবল দশবিধ নামাপরাধ লক্ষণের সীমা মধ্যে গণ্য হইতে পারে, এতাদৃশ বিষয়ের বিয়োগ ও সংযোগ অপেক্ষা ব্যতীত।

একমাত্র নামাপরাধের সংঘটনেই অপ্রসন্নতা বশতঃ সেই জীবে শ্রীনাম স্বেচ্ছায় নিজ শক্তি প্রকাশে বিরত হইলেও, উহা বর্জনের সঙ্কল্প লইয়া, যদি একান্তভাবে 'শ্রীনামাশ্রয়' পূর্বক নাম গ্রহণে ও বিশেষভাবে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অনন্যগতি শ্রীনাম, সেই অনুতপ্ত আশ্রিতের প্রতি কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হইয়া পুনরায় নিজ অব্যর্থ শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন, যেহেতু নামাপরাধ ক্ষেত্রে নিরন্তর—শ্রীনামকীর্তন ব্যতীত অপরাধ মোচনের গত্যন্তর নাই। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ;—

জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।২৮৭)

অর্থ,—ভ্রম বা অনবধান বশতঃ কিঞ্চিৎ নামাপরাধ ঘটিলে একমাত্র নামেরই শরণাপন্ন হইয়া সর্বদা নামকীর্তন দ্বারা উহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।[১]

অতএব কেবল নামাপরাধের সংযোগ ব্যতীত শ্রীনাম গৃহীত হইলে, তৎফল প্রাপ্তির নিমিত্ত আর কোন বিধিনিষেধের অপেক্ষা দেখা যায় না। বরং পূর্বোক্ত স্বকল্পিত কোন বিধিনিষেধের আরোপ দ্বারা যথাক্রমে 'উহার সংযোগে নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিয়োগে অর্থাৎ তাহা না হইলে নামের ফল প্রকাশ হয় না'—এতাদৃশ উক্তি বা মনন দ্বারা সর্বনিরপেক্ষ ও সর্বমুখ্য শ্রীনামের মুক্ত মহিমাকে উপায়ান্তর সংযোগে 'গৌণ' করিবার ও সেই উপায় বিশেষকে 'মুখ্য' করিবার যে প্রচেষ্টা তাহাকেই 'কল্পনা' নামক নামাপরাধ-রূপে গণ্য করা হইয়াছে শাস্ত্রে।

এই হেতু পূর্বোক্ত "অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা—"ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে,—একদিকে সর্বসদ্‌গুণবর্জিত ও (নামাপরাধশূন্য ক্ষেত্রে) সর্বদোষ অর্জিত এমন অনন্যগতিজনও কেবল শ্রীনাম-গ্রহণ প্রভাবে যে উত্তমা গতি লাভের অধিকারী হয়—অপর পক্ষে সমস্ত দোষবর্জিত ও (শ্রীনাম ব্যতীত) সর্ব সদ্‌গুণার্জিত পুন্যশীলগণেরও তৎগতি প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না। ইহা হইতেও শ্রীনামের মহিমা প্রকাশে অপর কোন গুণ-দোষের সংযোগ ও বিয়োগের যে কিঞ্চিৎ-মাত্রও অপেক্ষা নাই, ইহাই প্রমাণিত হইতেছে।

---

১ টীকা—কথঞ্চন প্রমাদেন ভ্রমেণ জাতে সতি তৎ নামৈব একং শরণমাশ্রয়ো যস্য তথা, তথাভূতো ভবেৎ সর্বথা নামপরো ভবেদিত্যর্থঃ।
—শ্রীসনাতনঃ। হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮৭

সকল শাস্ত্রের এই সারমর্ম, স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখের নির্দেশ দ্বারা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সেইরূপ মুক্ত কণ্ঠেই শ্রীনামের অবারিত মুক্ত মহিমা বিঘোষিত হইতে দেখা যায় ;—

যৈছে তৈছে যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥

—ইত্যাদি পূর্বোদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ, যে কোন লোক—শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী বা পুরুষ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে—অহিন্দু বা হিন্দু—ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা পতিত জাতি, অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণব, ধনী, দরিদ্র, অজ্ঞ বা বিজ্ঞ—পাত্রাপাত্র-বিচারশূন্য—বুঝাইতেছে। এক কথায় স্থাবর জঙ্গমাবধি নিখিল জীব মাত্রেরই স্মরণ-কীর্তন বা শ্রবণাদি যে কোনরূপে শ্রীনাম গৃহীত হইলে তৎফল পাপনাশ, মুক্তি ও প্রেম ভক্তি পর্যন্ত লাভ করিবার অধিকার যে অনিবার্য—ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে উক্ত শ্রীভগবৎ বাক্যে। (কেবল নামাপরাধ না থাকিলেই হইল।) "যৈছে তৈছে—" অর্থাৎ যে কোন প্রকারে গৃহীত শ্রীনাম। শ্রদ্ধায়, হেলায়, বিশ্বাসে, উপহাসে, পরিহাসে অবিশ্বাসে অথবা শুচি বা অশুচি অবস্থায়, সদাচারে বা অসদাচারে. পবিত্র বা অপবিত্রস্থলে ; শুভ বা অশুভ কালে ; অথবা সুস্থ চিত্তে কিম্বা অবশে, ম্রিয়মাণ বা আতুর অবস্থায় অথবা পতিত স্খলিত, ভগ্ন বা সর্পাদি দংশিত অথবা অন্যত্র সঙ্কেতেও—এক কথায়, শুভাশুভ সর্বাবস্থা নির্বিশেষে, শ্রীনাম গৃহীত হইলে, স্বীয় অব্যর্থ মহিমা প্রকাশের কোন ব্যতিক্রম হয় না—কেবল মাত্র নামাপরাধের বিদ্যমানতা ভিন্ন।

তাহা হইলে উক্ত প্রকার প্রাকৃত অশুভ বা অসৎ বিষয়ের বিদ্যমানতা কালেও তদ্‌বিরুদ্ধ শক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া শ্রীনাম যখন মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিতে অণুমাত্রও প্রতিকূলতা বোধ করেন না, তখন শ্রীনামের সেই স্বতঃসিদ্ধ প্রভাব বিস্তারে উক্ত প্রাকৃত কোন শুভ বা সৎ বিষয়ের সংযোগের শ্রীনামের পক্ষে যে কোনও অপেক্ষা

থাকিতেছে না, সুতরাং শ্রীনাম স্বমহিমার প্রকাশে যে প্রাকৃত শুভ বা অশুভ সংযোগ বা অসংযোগ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, ইহাই উক্ত শ্রীভগবৎ বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে।

অতঃপর বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রীভগবান ও তদীয় অভিন্নাত্ম—শ্রীনাম হইতে তদীয় বহিরঙ্গা শক্তি স্থানীয় ত্রিগুণাত্মক নিখিল প্রাকৃত জগৎ সৃষ্ট হইয়া তদীয় সত্তায় অবস্থিত ও তৎ শক্তিকণ ধারণে শক্তিমন্ত হইলেও শ্রীনামী ও শ্রীনাম প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের সহিত সম্পূর্ণ অসংস্পৃষ্ট,—একথা তদীয় গীতোক্তি হইতেই জানা যায়;—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
—(গীতা ৭।১২)

অর্থ,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—যত প্রকার ভাব, তৎসমুদয় —আমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। কিন্তু (আমার অচিন্ত্য মহিমায়) আমিও তাহাতে নহি, তাহারাও আমাতে নহে।

ইহার সহিত অপর গীতোক্তি (৯।৪)-"ময়া ততমিদং সর্ব্বং—" ইত্যাদি শ্লোকের সমন্বয়ে দ্রষ্টব্য।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,—ত্রিগুণা প্রকৃতি ও তৎ সম্ভূত জাগতিক নিখিল গুণদোষ ও অপর যাহা কিছু বিষয় তৎ সমুদয় শ্রীভগবান বা তন্নাম হইতে প্রাদুর্ভূত হইলেও, তৎসহ শ্রীনামী বা শ্রীনামের কোনরূপ স্পৃষ্টতা বা সংযোগ নাই!

জাগতিক সত্য, শৌচ, সংযম, দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনয়, নম্রতা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ সকল এবং যজ্ঞ, দান, তপ, ত্যাগ, তীর্থ, ব্রত, নিয়ম, পুরশ্চরণ প্রভৃতি সৎকর্ম সকল—সমস্তই প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন। এমন কী যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সকল ও শম দম উপরতি, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষাদি জ্ঞানের অঙ্গ সকল—উহাও

প্রাকৃত সত্ত্বগুণ হইতে সম্ভূত।

আর জাগতিক কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপু সকল এবং হিংসা, দ্বেষ, অসত্য, অনাচার, অশুচি, তন্দ্রা, আলস্যাদি দোষ সকল প্রাকৃত রজো ও তমোগুণ হইতে সঞ্জাত।

শ্রীভগবান বা তদীয় শ্রীনাম যখন প্রাকৃত সর্বভাব হইতে সম্পূর্ণ অস্পৃষ্ট তখন প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণত্রয়োৎপন্ন উক্ত নিখিল সদ্‌গুণ ও সৎক্রিয়াদির কিম্বা প্রাকৃত রজঃ তমোত্থিত দোষ সকল তাঁহাতে সংযোগের যে কোন প্রকারে সম্ভাবনা নাই—ইহা এখন সহজবোধ্য।

শ্রীভগবান ও তদভিন্ন শ্রীভগবন্নামের স্বরূপগত, সর্বদোষমুক্ত ও সর্বমঙ্গলপ্রদ যে অশেষগুণ সকল নিত্য বিরাজমান, উহা তদীয় স্বরূপ হইতে অভিন্ন এবং তৎসদৃশ অপ্রাকৃত ও সচ্চিদানন্দ বস্তু। উহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণময় নহে। এইহেতু প্রাকৃত রজঃ তমঃ কেবল দোষস্বরূপ বলিয়া তদীয় সর্বদোষশূন্য স্বরূপে রজঃ তমের নাম মাত্রেরই কোন উল্লেখ নাই; প্রাকৃত সত্ত্ব, তন্মধ্যে নির্মল ও প্রকাশ স্বভাব হেতু, উত্তম হইলেও, উহাও জীবের অকল্যাণকর সংসারবন্ধনের কারণ স্বরূপ—বহিরঙ্গা প্রকৃতি সঞ্জাত বলিয়া (গীতার ১৪।৫, ১৬ এবং ২০ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীনামী ও শ্রীনামের সহিত প্রাকৃত সত্ত্বগুণেরও কোন সংস্পর্শ নাই। পরম শুদ্ধ তৎ-স্বরূপ ও স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সমস্ত গুণাবলীই—"বিশুদ্ধ-সত্ত্ব" নামক চিচ্ছক্তি বৃত্তি বিশেষ হইতে সমুদ্ভূত হওয়ায় তন্মধ্যে প্রাকৃত দোষাদির লেশমাত্রেরও সংযোগ না থাকায়, শাস্ত্র সকলে তদীয় সেই অপ্রাকৃত শুভ ও সুপবিত্র অনন্ত সদ্‌গুণ সকল "কল্যাণ গুণ" নামে কীর্তিত হইয়াছে। এবং ত্রিগুণাত্মক বিষয় মাত্রেই দোষযুক্ত বলিয়া, উহা শাস্ত্রে "হেয়গুণ" নামে কথিত হইতে দেখা যায়। শ্রীনামী ও শ্রীনাম সেই অশেষ কল্যাণগুণাকর হইলেও, তাহাকে 'নির্গুণ' বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করিবার কারণ সম্বন্ধে, শাস্ত্র হইতেই জানা যায়; যথা,—

যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।

প্রাকৃতৈ র্হেয়-সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ॥ —(পাদ্মে)

অর্থ,—প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয় গুণের কোন সংযোগ না থাকায় শ্রীভগবান শাস্ত্রে নির্গুণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। এই হেতু শ্রীভগবন্নাম সকলও হইতেছেন—"সর্ব্বহেয়গুণশূন্য—নিখিল কল্যাণগুণাত্মক।"

আবারও দেখিতে পাই যে,—

সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ।

স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যোঃ পুমান্ আদ্যঃ প্রসীদতুঃ॥

—(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থ,—শ্রীভগবানে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ নাই। সকল পবিত্র বস্তু হইতেও তিনি পবিত্র, আদি পুরুষ সেই ভগবান প্রসন্ন হউন।

শ্রীনামের উক্ত প্রকার স্বরূপ-লক্ষণ অবগত হইলে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীনামে কোনরূপ পূর্বোক্ত প্রাকৃত সত্ত্ব-গুণোৎপন্ন সদ্‌গুণ ও সৎক্রিয়াদিরই যখন স্পর্শ মাত্র নাই, তখন তাঁহাতে রজঃ তমোদ্ভব দোষ সকলের অস্পৃষ্টতা বিষয়ে আর কোন কথাই উঠিবার অবকাশ থাকিতে পারে না।

অতএব এতাদৃশ প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয়গুণাস্পৃষ্ট শ্রীনামস্বরূপের স্বতঃসিদ্ধ অশেষ কল্যাণগুণাত্মক স্বমহিমাদি প্রকাশের ও অপ্রকাশের কারণ সম্বন্ধে কেবল নামগ্রহণকারীতে নামাপরাধের অসংযোগ ও সংযোগ ভিন্ন, যদি পূর্বোক্ত স্বকল্পিত 'বিধি-নিষেধ' আরোপ করিয়া বলা হয় যে, "উক্ত প্রকার কোন প্রাকৃত সত্ত্বাদিগুণোদ্ভব সদ্‌গুণ ও সৎকর্মাদির সংযোগ হইলে, তৎপ্রভাবে নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার বিয়োগে অর্থাৎ তাহা না হইলে নামের ফল লাভ বা শক্তির প্রকাশ হয় না,"—শ্রীনামের অবারিত 'মুখ্য' মহিমাকে এতাদৃশ 'কল্পনা' দ্বারা 'গৌণতা' সম্পাদন করিয়া, নামমহিমার সহায়করূপে অন্য আরোপিত উপায় বিশেষকে 'মুখ্য' করিবার যে প্রচেষ্টা—ইহা কেবল

অজ্ঞতারই পরিচায়ক নহে—শাস্ত্রমতে ইহাই "কল্পনা" নামক নামাপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য—তাহা এখন সহজে বোধগম্য হইবার কথা।

নির্গুণ জীবাত্মার অনাদি কর্মবশে মায়িক সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সংযোগেরই ফলে বারম্বার দেহ সংযোগ ও বিয়োগ বা জন্ম ও মৃত্যুরূপ সংসার ভ্রমণের বিরাম হইতেছে না। সুতরাং যখন প্রাকৃত সত্ত্বগুণোৎপন্ন সদ্‌গুণ ও সৎকর্ম সকল জীবের অমঙ্গলকর সংসার বন্ধনেরই কারণ হইতেছে, তখন রজঃ তমোগুণ সংযোগের তো কথাই নাই। এমত অবস্থায় যখন কেবল নামাপরাধ সম্বন্ধীয় বিষয়ে অস্পৃষ্ট থাকিয়া জীবের পক্ষে অপর যে কোন ভাবে, যে কোন অবস্থায় যে কোন প্রকারে সর্বমুখ্য শ্রীকৃষ্ণনামের—শ্রীভগবন্নামের সংযোগ ঘটিলে নিজ গৌণ অথবা আনুষঙ্গ ফলে জীবের সর্বপ্রকার প্রাকৃত হেয়গুণ-সম্বন্ধ—নিখিল গুণদোষ বিদূরীত করিয়া দিয়া নিজ স্বরূপভূত—অপ্রাকৃত কল্যাণগুণসমূহ দ্বারা তৎস্থান পূর্ণ করিয়া, শ্রীনাম নিজ মুখ্য ফল—শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় করাইয়া থাকেন।

যেমন পবিত্র গঙ্গার প্লাবনে বদ্ধ জলকে,—তাহা পূতিগন্ধ, পঙ্কিল বা স্বচ্ছ যাহাই হউক, তৎসমুদয় বিদূরীত করিয়া, তৎস্থল যেমন নিজ পবিত্র বারিতে পূর্ণিত করিয়া থাকে সেইরূপ অঙ্গী শ্রীনামের সংযোগ হইলে, উহার তরঙ্গস্বরূপ নবধা ভক্ত্যঙ্গের প্লাবনে, অনাদি দেহ-গেহাদি বদ্ধ দেহী বা জীবাত্মার বন্ধন স্বরূপ—প্রাকৃত তমো, রজঃ ও সত্ত্বগুণজাত সমস্ত দোষ বা "হেয়গুণ"রাশি বিধৌত হইয়া, তৎস্থলাভিষিক্ত হয়েন—স্বরূপশক্তির সার বা বৃত্তিরূপা—হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বময়ী 'শ্রীহরিভক্তি'। যাহার সহচরীরূপে 'শ্রদ্ধাদি' ক্রমে নিখিল 'কল্যাণগুণ' জীবাত্মায় সঞ্চারিত হইয়া, সেই জীবকে ভক্তরূপে পরিণত ও তদ্‌হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমোদয়ে কৃতকৃতার্থ করিয়া থাকেন।

অঙ্গী শ্রীনামের অঙ্গস্বরূপ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধ-সত্ত্বরূপা নির্গুণা

ভক্তি হইতে উত্থিত অশেষ কল্যাণগুণ সকল, বাহ্যদৃষ্টিতে প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাত সদ্‌গুণ সকলের সহিত নামে ও রূপে অর্থাৎ আকার প্রকারে সমতা লক্ষিত হইলেও উপাদানে উভয়ে মহান্ ব্যবধান রহিয়াছে।

যেমন "শ্রদ্ধা" ইহা একটি প্রাকৃত সদ্‌গুণ। ইহা প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাতা বলিয়া সাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক বিষয়ে 'বিশ্বাস' উৎপাদন করিয়া থাকে।

নির্গুণাভক্তি হইতে উত্থিতা 'শ্রদ্ধা' যাহা—নাম ও রূপে প্রাকৃত শ্রদ্ধার সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও, উপাদানে ইহা শুদ্ধসত্ত্ব হইতে আবির্ভূত অশেষ কল্যাণগুণের অন্যতমা; কিন্তু সত্ত্বোত্থিতা শ্রদ্ধা, উহা উপাদানে প্রাকৃত হেয়গুণের অন্যতমা এবং জীবের বা দেহীর দেহাদি বন্ধনের কারণ—উভয়ত্র নাম ও আকার প্রকারগত অভিন্নতা লক্ষিত হইলেও উপাদানে উক্ত ব্যবধান রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

সেইরূপ প্রাকৃত সত্ত্বগুণোৎপন্ন, সত্য, শৌচ, সংযম, শুচি, দয়া, ক্ষমা, ত্যাগ, বিনয়, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল হইতে শুদ্ধ-সত্ত্বোত্থিত, সত্য, শৌচ, সংযমাদি সদ্‌গুণ সকল নামে ও আকার প্রকারে সাদৃশ্য থাকিলেও উপাদানে উভয়ে পূর্বোক্ত ব্যবধান বিশিষ্ট।

অতএব নিরপরাধ ক্ষেত্রে অঙ্গী শ্রীনাম গৃহীত হইলে, উহার অব্যর্থ ফলে তদঙ্গরূপে হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বরূপা নির্গুণা ভক্তির সহিত শ্রদ্ধাদি অশেষ কল্যাণ গুণের আবির্ভাব ঘটে। যাহা দ্বারা জীবের অনাদি সংসারবন্ধনের কারণ স্বরূপ সত্ত্বাদি হেয়গুণজাত সমস্ত প্রাকৃত গুণদোষ বা শুভাশুভ সমস্ত কর্ম-বন্ধন সদ্যই মুক্ত হইবার কারণ সংঘটিত হয়। ক্রমশঃ উহা কার্যভাবে প্রকাশ পাইয়া যথাক্রমে সাধু-সঙ্গাদির পর অনর্থ-নিবৃত্তিরূপে তৎসমুদয় অপসারিত হইয়া, তৎস্থলে, কল্যাণগুণসমূহের উদয়ে উহা পরিপূর্ণ হইয়া যায়—শ্রীনামের স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপগত নিজ অচিন্ত্য মহিমায়। ("সর্ব্ব সদ্‌গুণ বৈসে বৈষ্ণব শরীরে॥"—"মদ্ভক্তা মত্তুল্যগুণশালীনঃ॥"— ইত্যাদি —শাস্ত্র প্রমাণ দ্রষ্টব্য)।

তাহা হইলে, প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয়গুণাস্পৃষ্ট এতাদৃশ শ্রীনামের মহিমাদি প্রকাশের ও অপ্রকাশের কারণরূপে, সেই প্রাকৃত সত্ত্বাদি ত্রিগুণজাত কোন গুণদোষের বা শুভাশুভ কর্মের লেশমাত্রও অপেক্ষা থাকিতে পারে না ; সুতরাং শ্রীনামের শক্তি বা মহিমাদি প্রকাশ বিষয়ে পূর্বোক্ত স্বকল্পিত বিধিনিষেধের আরোপে অর্থাৎ পূর্বোক্ত কোন সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়া "এইরূপ গুণসম্পন্ন হইয়া নাম গৃহীত হইলেই উঁহা ফলপ্রদ হয়েন নচেৎ হয়েন না"—এতাদৃশ উক্তি বা মনন যে কতদূর অসঙ্গত ও 'কল্পনা' নামক অপরাধজনক—ইহা বুঝিবার পক্ষে, এখন কোন অসুবিধা নাই।

তাহা হইলে পূর্বোক্ত আলোচনার সারমর্ম হইল এই যে,—প্রাকৃত সত্ত্বাদি ত্রিগুণবদ্ধ জীবের পক্ষেই সত্ত্বোদয়ে সদ্‌গুণ ও সৎক্রিয়াদি শুভযুক্ত এবং তমো ও রজঃ সংস্পৃষ্ট অবস্থায়, পাপ দোষাদি অশুভযুক্ত হইয়া, সেই প্রাকৃত হেয়োগুণোদ্ভব শুভাশুভ কর্মানুসারে জন্ম-মৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপে অনাদি সংসার-পথে ভ্রমিত হইয়া স্বর্গ-নরকাদি শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয়।

এই হেতু, মায়াধীন ও মায়িক বা প্রাকৃত সত্ত্বাদি হেয়-গুণযুক্ত জীবের পক্ষে যথাক্রমে তমো হইতে রজঃ ও রজো হইতে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি ও হ্রাসানুরূপ সদসদ্‌ভাব বা শুভাশুভ সংঘটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু, মায়াধীশ পরমেশ্বরে ত্রিগুণা মায়া বা মায়িক গুণের সংযোগ দূরের কথা,—সংস্পর্শই ঘটিতে পারে না। অধিক কথা কী ? মায়া তদীয় দৃষ্টিপথেই অবস্থান করিতে সন্ত্রস্তা ও বিলজ্জিতা। সেই মায়া হরিবৈমুখ্য দোষে অণু জীবকে বিমোহিত ও নিজ ত্রিগুণপাশে আবদ্ধ করিয়াছে। দেহ গেহাদি মায়িক বিষয়ে জীব কর্তৃক "আমি" ও "আমার" বোধ ও তদনুরূপ উক্তি করা হইলে, যে ত্রিগুণা প্রকৃতির পক্ষে ত্রিগুণাস্পৃষ্ট ভগবানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও সামর্থ্য নাই, তৎকর্তৃক শ্রীহরিবৈমুখ অতিক্ষুদ্র জীবকে অনাদিকাল হইতে সংসার

দশা প্রাপ্ত করাইতেছে। যথা,—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ॥
—(শ্রীভাঃ ২।৫।১৩)

অর্থ,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথেও অবস্থান করিতে বিলজ্জিতা হয়েন, সেই মায়ায় মোহিত দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকে।

অতএব, উক্ত ত্রিগুণা প্রকৃতি বা মায়া ও তজ্জাত সত্ত্বাদি কোন হেয়গুণ সংযোগ যে, শ্রীভগবানে ও তদভিন্ন শ্রীনামে ঘটিতে পারে না, একথা আর অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

ত্রিগুণা প্রকৃতি তাহা হইতে উৎপন্না হইলেও তিনি (পরমেশ্বর) প্রকৃতিতে স্পৃষ্ট নহেন; প্রকৃতিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না— ইহা পূর্বোক্ত গীতাদি শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। ("যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবাঃ—" ইত্যাদি। গীতা, ৭।১২)

অতএব, এতাদৃশ স্বপ্রকাশ শ্রীনাম, ত্রিগুণপাশবদ্ধ যে কোন জীবের (কেবল নামাপরাধ ব্যতীত) অপর যে কোন অবস্থায়— যে কোন প্রকারে গৃহীত হইলে, নিজ স্বরূপভূত ও স্বতঃসিদ্ধ অব্যর্থ মহিমার গৌণ বা আনুষঙ্গ ফলে, সেই জীবের পাপদোষ ও সংসারাদি সর্ব অশুভের ক্ষয় ও প্রাকৃত বা হেয় সত্ত্বাদিজাত স্বর্গাদি প্রাপক পুণ্য বা শুভ সকল বিদূরীত করিয়া, মুখ্যফলে—নিজ স্বরূপভূতা শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্তির উদয় করাইয়া, ভক্ত্যুত্থ অশেষ কল্যাণগুণে সেই ভক্তহৃদয় পূর্ণিত করিয়া দেন।

সুতরাং, শ্রীনামাশ্রিত ভক্তহৃদয়জাত নিখিল সদ্‌গুণই প্রাকৃত সত্ত্বগুণজাত সদ্‌গুণাদির সহিত নামে ও আকার প্রকারে সমতা থাকিলেও, উহাকে প্রাকৃত হেয়গুণ-বর্জিত শুদ্ধসত্ত্বজাত বলিয়াই অবগত হওয়া আবশ্যক। যেহেতু ইহা কোন প্রাকৃত সত্ত্বগুণের

বিকাশের ন্যায় জীবের স্বেচ্ছা বা চেষ্টাকৃত সদ্‌গুণ নহে ; ইহা মূলতঃ স্বপ্রকাশ শ্রীনাম হইতে সঞ্জাতা ভক্তি ও তৎকৃপাসঞ্জাত শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত বস্তু।

তাহা হইলে, শ্রীনামাশ্রিত ভক্তজনে, তৎকৃপাসঞ্চারিত শ্রদ্ধা, অনুরাগ, সহনশীলতা, ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা, নিরভিমানিতা প্রভৃতি যে অশেষ গুণসম্পদ,—দৃষ্ট হইয়া থাকে তৎসমুদয় যে স্বপ্রকাশ বস্তু—জীবের স্বাভাবিক ইচ্ছা বা চেষ্টাকৃত নহে,—ইহা শ্রীনামেরই ইচ্ছাকৃত অবদান বলিয়া বুঝিতে হইবে।

॥ "দ্বিতীয় প্রসঙ্গ" ॥

অতঃপর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত জগন্মঙ্গল "তৃণাদপি সুনীচেন—" ইত্যাদি শ্লোকার্থ লইয়া, তাহার যথার্থ অর্থের অনুপলব্ধি বশতঃ যে অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সমাধান প্রচেষ্টা করা আবশ্যক।

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

—(শিক্ষাষ্টক ৩য় শ্লোক।)

অর্থাৎ, তৃণ হইতেও সুনীচ, বৃক্ষ সম সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক শ্রীহরি সর্বদা কীর্ত্তনীয় হয়েন। ইহার তাৎপর্য হইল এই যে,—উক্ত গুণসকল শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্ত্যুত্থ কল্যাণগুণ। ইহার অধিকার ভক্তির সাধকের স্বচেষ্টায় সম্ভব হয় না। শ্রীনাম গ্রহণের ফলেই যথাকালে, ভক্তে উক্ত গুণসকল সমুদিত হয়—শ্রীনামের কৃপা হইতেই।

তথাপি, ভক্তির সাধন পথে—সকল শুদ্ধসত্ত্বোত্তব গুণাবলী লাভের সঙ্কল্প ("আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং—" ইত্যাদি।) সাধকের চিত্তে থাকায়, তল্লাভের বাঞ্ছা হয় এবং জীবহিতৈষী মহদ্গণও তদ্রূপ "হও" বা "তদ্রূপ হইয়া নাম গ্রহণ কর"—এইরূপ শুভেচ্ছা করিতে পারেন। যেহেতু "তৃণাদপি সুনীচ—" ইত্যাদি শ্লোকের আচরণ করিয়া নাম গ্রহণ কর; এরূপ উপদেশ প্রদান করা, ইহা ভক্তির সাধকগণের প্রতি মহদ্গণের হিতোপদেশ ও মঙ্গল কামনারই পরিচায়ক।

সুতরাং শ্রীনামের কৃপায় তদ্রূপ গুণসম্পদের অধিকার লাভের পূর্বে, তদ্রূপ হইয়া নাম কর—এরূপ উপদেশ ও শুভকামনা প্রদানের পক্ষে কোন অযৌক্তিকতা নাই। কিন্তু যদি এরূপ বলা হয় যে,—"তৃণাদপি সুনীচ—" ইত্যাদি শ্লোকের আচরণ করিয়া নাম গ্রহণেই নামের ফল হইবে, নচেৎ হইবে না—ইহাই 'কল্পনা' নামক নামাপরাধ রূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

তাই দেখা যায়,—উক্ত শ্লোকের আচরণ উপদিষ্ট হইলেও কোনস্থলে বলা হয় নাই যে, "অগ্রে তৃণাদপি শ্লোকোক্ত আচারবান্ না হইলে শ্রীনাম গ্রহণে নামের ফল লাভ হইবে না।"

তথাপি, উক্ত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া—কেহ যদি তদ্রূপ উপদেশ দেন অর্থাৎ "অগ্রে তৃণাদপি সুনীচ ইত্যাদি শ্লোকোক্ত গুণসম্পন্ন না হইয়া, নাম গ্রহণ করিলে, নামের ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।"— ইহাই, তাঁহাদিগের পক্ষে "কল্পনা" অর্থাৎ শ্রীনামের মুখ্যমহিমাকে গৌণ করিয়া নামোত্থ "তৃণাদপি সুনীচ"— ইত্যাদি শুদ্ধ সত্ত্বময় গুণ সকলকে মুখ্য করিবার প্রচেষ্টারূপ নামাপরাধ। যে অপরাধজনক স্বকল্পিত বিধিনিষেধের প্রভাবে নিম্নোক্ত প্রবাদবাক্য প্রচলিত হইয়াছে,—

"বৈষ্ণব হইতে মনে ছিল বড় সাধ।
তৃণাদপি শ্লোকেতে পড়ি গেল বাধ॥"

সুতরাং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত জগন্মঙ্গল "তৃণাদপি" শ্লোক বৈষ্ণব হইবার পথে জীবের প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষা, শুভাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা-স্বরূপ হইলেও বিপরীত অর্থ বুঝিবার ফলে অনর্থ সৃজিত হইয়া অপরাধীজন কর্তৃক উহা বৈষ্ণব হইবার পক্ষে বাধা স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের আচরণ ও উপদেশ স্থলে, তদ্রূপ না হইয়া নাম গ্রহণীয় নহে বা গ্রহণে কোন ফলোদয়ই হইবে না—এরূপ উক্তি কোন স্থলেই দেখা যাইবে না। নিম্নে মূল গ্রন্থ হইতে তদ্বিষয়ে উপদেশ উক্তি সকল উদ্ধৃত হইতেছে। ইহার মধ্যে কুত্রাপি নিষেধোক্তি দেখা যায় না। অর্থাৎ তদ্রূপ না হইয়া নাম লইবে না—একথা কোথাও নাই।

ভক্তির সাধকগণের "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং—" ইত্যাদি শরণাগতি লক্ষণ থাকায়, সর্বদা তদবস্থায় না হইলেও—ভক্তিপথের অনুকূল গুণ বা বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা সঙ্কল্প ও প্রতিকূল বিষয় বর্জনের ইচ্ছা থাকা স্বাভাবিক এবং হিতাকাঙ্ক্ষী গুরুজন, শিক্ষক বা অপর কোন সজ্জনের পক্ষে তদনুরূপ উপদেশ প্রদান ও শুভেচ্ছা প্রকাশ করাও স্বাভাবিক।

এই উদ্দেশ্যেই উক্ত উপদেশ ও তৎসহ "তৃণাদপি—" শ্লোক আচরণের যোগ্য হইবার শুভেচ্ছা মাত্রেরই প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু তদ্রূপ না হইয়া নাম গ্রহণীয় নহে কিম্বা গ্রহণ করিলে নামের ফলোদয় হইবে না—এরূপ নির্দেশ ইহার মধ্যে কোথাও আবিষ্কার করা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীমৎ দাসগোস্বামীর প্রতি উপদেশ, যথা;—

"গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী, মানদ; কৃষ্ণ নাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

এইতো সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাইবে বিশেষ ॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৬।২৩৬)

এইস্থলে 'তৃণাদপি' শ্লোকের উল্লেখ আছে।

উপদেশের এক উদ্দেশ্য ও বিধি-নিষেধের আর এক উদ্দেশ্য। ইহার উপদেশ মাত্র নাম-গ্রহণে; বিধি-নিষেধে নহে। তৃণাদপি শ্লোকোক্ত অমানী, মানদ ও কৃষ্ণনাম সদা লইতে উপদেশ; তদ্ব্যতীত অন্য উপদেশগুলি 'তৃণাদপি' শ্লোকে উক্ত হয় নাই। তাহা হইলে—সে গুলি না হইয়া, নাম গ্রহণ করাও তো নিষেধ হওয়া উচিত? কিন্তু তাহা নহে। এ সমস্তই সজ্জন কর্তৃক শুভ উদ্দেশ্যে—উপদেশ মাত্র।

অন্যত্রও এরূপই উপদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই,—

"তৃণ হৈতে নীচ হৈয়া সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী—অন্যে দিবে মান ॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কারে কিছু না বলিবে ॥
কাটিলেহ তরু যেন কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে তবু জল না মাগয় ॥
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিব।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাইব ॥
সদা নাম লইব, যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই তো আচার করে ভক্তিধর্ম্ম পোষ ॥

ইহার পর সেই আচারের দৃষ্টান্তরূপে, "তৃণাদপি—" শ্লোক উক্ত হইয়াছে। —(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৭।২৩-২৭)

তদবস্থায় সাধক তদ্রূপ গুণসম্পন্ন না হইলেও, তদ্রূপ সঙ্কল্প বিশিষ্ট থাকায়—এতাদৃশ উপদেশ, হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জন কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া—স্বাভাবিক ও আশীর্বাদ স্বরূপ হইয়া থাকে।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে—তদ্রূপ না হইয়া নাম গ্রহণে, নামের ফলোদয় হইবে না এরূপ কোন কথা—বা ইঙ্গিত ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না; যাহার ফলে বৈষ্ণব হইবার' 'সাধে' বাদ পড়িতে পারে।

উক্ত তৃণাদপি শ্লোকোক্ত সদ্‌গুণ সকল প্রাকৃত সত্ত্বগুণোত্থিত হেয় সদ্‌গুণ নহে—ইহা হইতেছে, শ্রীনাম হইতে আবির্ভূতা শুদ্ধসত্ত্বময়ী ভক্ত্যুত্থ কল্যাণ গুণ। সুতরাং ইহা জীবের স্বচেষ্টায় হওয়া যায় না; শ্রীনামের কৃপাতেই হওয়ায়।

সুতরাং, কোন সদ্‌গুণযুক্ত হওয়া—দ্বিবিধ। স্বচেষ্টায় হওয়া ও অপরের প্রভাবে বা শক্তিতে হওয়া। অতএব যেখানেই 'তৃণাদপি'—শ্লোকোক্ত গুণসকল হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বচেষ্টাকৃত 'হওয়া' নহে; শ্রীনামের প্রভাব বা কৃপা জাত 'হওয়া' বুঝিতে হইবে। যেহেতু, প্রাকৃত সত্ত্বগুণোত্থ সদ্‌গুণ সকল—যাহা জীবের স্বচেষ্টায় হইবার অধিকার থাকিলেও তদ্রূপ ঐকান্তিক চেষ্টাও প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। আর—উক্ত শুদ্ধসত্ত্বময় কল্যাণগুণ—যাহা 'তৃণাদপি' শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীনামের কৃপা বা শক্তি ব্যতীত জীব নিজ চেষ্টায় লাভ করিতে সমর্থ হইবে ইহা অসম্ভব বলিয়াই জানা আবশ্যক। তবে মহৎগণ তদ্রূপ হইবার উপদেশ ও আশীর্বাদ দান করিতে পারেন। এবং সাধক ভক্তজনেরও সতত তদ্রূপ হইবার সঙ্কল্প থাকা আবশ্যক।

মানুষ কোন বড় অধিকার নিজ চেষ্টায় পাইতে না পারিলেও —তাহার ইচ্ছা করিবার অধিকার সকলেরই আছে,—তদ্রূপ সঙ্কল্প করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিম্বা তদ্রূপ হইবার উপদেশ প্রদানেরও কোন বাধা নাই। এসকল স্থলেও সেইরূপ জানিতে হইবে।

নিরপরাধে নামাশ্রিত থাকিলে ভক্তির সাধকের পক্ষে যথাকালে ও যথাক্রমে 'তৃণাদপি' শ্লোকোক্ত এবং তদ্রূপ অপর কল্যাণগুণাত্মক সদ্‌গুণ সকল, নামেরই কৃপায়, সাধকদেহে আপনিই আশ্রয় করিয়া

থাকে। অতএব তদ্রূপ হইতে বলার অর্থ শ্রীনামই স্বকৃপায় তদ্রূপ হওয়াইবেন।

এই হেতু, অগ্রে শ্রীনাম গ্রহণেই যথাক্রমে 'তৃণাদপি' শ্লোকোক্ত সদ্গুণশালী হওয়া যায়। কিন্তু অগ্রে নাম গ্রহণ না করিয়া, স্বচেষ্টায় তৃণাদপি শ্লোকোক্ত সদ্গুণ লাভ হইতে পারে না—কারণ ইহা স্বপ্রকাশ, অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। সুতরাং যেখানেই তদ্রূপ হইবার কথা বলা হইয়াছে—নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণেই, শ্রীনাম হইতেই তদ্রূপ হওয়াইবে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক উপদিষ্ট শ্লোকটির উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা বশতঃ উহার কিঞ্চিৎ বিশেষ আলোচনা করা যাইতেছে :—

"যে রূপে লইলে নাম, প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন—স্বরূপ রামরায় ॥" —(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।২০।১৬)

অতঃপর, "তৃণাদপি সুনীচেন—" ইত্যাদি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে। উহার ব্যাখ্যা সূত্রে বলা হইয়াছে,—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, অন্যের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান ॥
এই মত হৈয়া যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
কৃষ্ণের চরণে তার প্রেম উপজয় ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।২০।১৭-২১)

এস্থলে উপদেশ ছাড়া অন্য কথা মনে আসিতে পারে—"যেরূপে লইলে নাম—প্রেম উপজয়—" এই কথা হইতে। অর্থাৎ,—এইরূপে নাম না লইলে—প্রেম হয় কী? হয় না? তাহা ঠিক করিয়া বলা হয় নাই। পূর্বোক্তি সকলে—কেবল উপদেশ ব্যতীত অন্য ভাব দেখা যায় নাই। কিন্তু এখানে কিঞ্চিৎ সন্দেহের অবকাশ এই যে, উক্তরূপে নাম না লইলে, 'প্রেম' হয় না। —কিন্তু, এরূপ অনুমান ঠিক নহে।

তাহার কারণ এই যে,—প্রেমোদয়ের পূর্বে নাম লইতে লইতে যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ হয়, সেই লক্ষণে বুঝিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণচরণে তাহার প্রেমোদয় আসন্ন। ঠিক প্রেমোদয়ের পূর্ববর্তী লক্ষণটীই ইহাতে জানান হইয়াছে। —"তৃণাদপি সুনীচেন—" ইত্যাদি শ্লোকে।

নচেৎ, এইরূপে প্রথম হইতেই নাম গ্রহণ না করিলে প্রেমোদয় হইবে না—ইহার এরূপ অর্থ হইতে পারে না। তাহা হইলে,—শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক—"চেতোদর্পণমার্জ্জনং—" ইত্যাদি শ্লোকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় না কী? নামাপরাধ ব্যতীত জীবের সকল দোষের বিদ্যমানতারূপ মলিনতা থাকিলেও, শ্রীনাম সঙ্কীর্তনে সেই মলিন চিত্তকে যথাক্রমে মার্জ্জিত করিয়া, যথাকালে অশেষ কল্যাণগুণের উদয় করাইয়া থাকেন। উহার ক্রম এইরূপ ;—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—(ভঃ রঃ সিঃ ১।৪।১৫-১৬)

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ শ্রীনাম হইতে চিত্তমার্জনের পথে ভক্তির উদয় হইয়া তাহা ক্রমশঃ 'শ্রদ্ধা' (নিগুর্ণা) ও 'সাধুসঙ্গ' নামক সোপানদ্বয় অতিক্রম পূর্বক 'ভজনক্রিয়া' রূপ তৃতীয় স্তরে সমারূঢ় হইলে, ঠিক তৎ প্রারম্ভ হইতেই 'সাধনাঙ্গ' রূপ বহু শাখা প্রশাখাদির দ্বারা উহা ক্রমশঃ

পরিব্যাপ্ত হইয়া, যথাকালে অনর্থ নিবৃত্তির সহিত 'নিষ্ঠা', 'রুচি' ও 'আসক্তির' স্তর অতিক্রম পূর্বক, 'ভাবভক্তি' ও পরিশেষে 'প্রেমভক্তি' রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। শ্রীনাম হইতে নবধা ভক্ত্যঙ্গের সহিত প্রেমোদয় অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে নিরপরাধ ক্ষেত্রে।

শ্রীনাম, সকল দোষযুক্ত অমার্জিতচিত্ত জীব কর্তৃক গৃহীত হইলেও নিজ প্রভাবে, জীবে অবস্থিত সকল হেয় বা প্রাকৃত দোষ ও গুণ দূরীভূত করিয়া, অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় অশেষ কল্যাণগুণে পূর্ণ করিয়া দেন। "তৃণাদপি সুনীচেন—" ইত্যাদি পূর্বোপদিষ্ট সদ্‌গুণ সকল, ইহা শ্রীনাম কর্তৃক ভক্তির সাধক শরীরে আবির্ভাবিত কল্যাণগুণ —সুতরাং স্বপ্রকাশ বস্তু। ইহা সাধকের নিজ চেষ্টায় উদয় হইতে পারে না; সুতরাং তদ্রূপ নিজে হইয়া নাম করিবার কথাই উঠিতে পারে না। শ্রীনামেরই শক্তি ও কৃপায় সাধক ক্রমশঃ 'ভাব' বা 'রতি' স্তরে উপনীত হইলে—তদবস্থায় অপর সদ্‌গুণের সহিত তৃণাদপি সুনীচতাদি কল্যাণগুণেরও লক্ষণ প্রকাশ হয়—সেই অবস্থায়, সতত শ্রীনাম-কীর্তনেরও সামর্থ্য আসে। উক্ত ভাব বা রতি স্তরে উপনীত সাধক কর্তৃক সদা নাম-কীর্তন করিতে করিতে "ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি" —অর্থাৎ, তৎপরেই প্রেমোদয় হয়। এই হেতু বলা হইয়াছে যেরূপ অবস্থায় সতত নাম লইতে লইতে প্রেমোদয় হয় তাহার লক্ষণ শুন।

ভাবভক্তি বা 'রতি' স্তরের লক্ষণ ; যথা,—

> ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
> আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
> আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতি স্থলে।
> ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

—(ভঃ রঃ সিঃ ১৷৩৷২৫)

অর্থ,—ভাবস্তরে সমারূঢ় সাধক ভক্তের পক্ষে ভক্তিদেবী ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ, মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদারুচি, ভগবদ্‌গুণাখ্যানে আসক্তি ও তদ্‌বসতিস্থলে প্রীতি,—এই অনুভাব সকল উদয় করাইয়া থাকেন। 'ক্ষান্তি' অর্থে, শ্রীচরিতামৃতে বলা হইয়াছে—"প্রাকৃত ক্ষোভেতে যার ক্ষোভ নাহি হয়॥"—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও যাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ—পরীক্ষিত মহারাজ; শ্রীবাস পণ্ডিত; ভিক্ষু গীতোক্ত ব্রাহ্মণ কিম্বা জড় ভরতের কথা উল্লিখিত হইতে পারে।

অতএব,—যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায়।

তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ-রামরায়॥ —সেই লক্ষণ ভাব ভক্তির উদয়েই দেখা যায়—শ্রীনামেরই কৃপায় ও মহিমায়। ইহা সাধকের নিজ শক্তিতে নহে। সুতরাং এস্থলেও, প্রেমোদয়ের পূর্বে ভাবস্তরে যেরূপ লক্ষণ হইয়া থাকে—তাহাই 'তৃণাদপি' শ্লোক মধ্যে নিহিত থাকায়, এস্থলে সেই শ্লোকই উক্ত হইয়াছে; নচেৎ প্রথম হইতেই এইরূপ হইয়া নাম না লইলে, প্রেমোদয় হইবে না—এরূপ অর্থ কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না। তবে ভক্তির সাধকের পক্ষে সর্বদাই "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং" থাকা প্রয়োজন—এইজন্য তদ্রূপ হইবার বাসনা যেমন সর্বদা থাকা উচিত ও মহৎজনের নিকট তদ্রূপ শুভেচ্ছা শ্রবণে বা উপদেশে সুখী হওয়া উচিত। তাই সেই শিক্ষাষ্টকেই অপর শ্লোকে—তদ্রূপ হইবার কামনাই বা প্রার্থনা জানান হইয়াছে—সাধক ভক্ত কর্তৃক; যথা,—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্‌গদরুদ্ধয়া গিরা।

পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা, তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

—কবে, তোমার শ্রীনাম গ্রহণে আমার এইরূপ হইবে? এই যেমন ভক্তের সঙ্কল্প ও প্রার্থনা, তেমনি কবে "তৃণাদপি"—ইত্যাদি শ্লোকের অধিকার লাভ করিব—এইরূপ সঙ্কল্প মাত্রই সাধকে থাকিবে।

শ্রীনামই যথাকালে ও যথাক্রমে উহা উদয় করাইবেন। ইহাই যথার্থ অভিপ্রায়—উক্ত শ্লোকের।

কিন্তু তাহা না বুঝিয়া প্রথম হইতেই তদ্রূপ না হইয়া নাম গ্রহণীয় নহে—এরূপ মনে করা বা উপদেশ 'কল্পনা' নামক নামাপরাধ। যেহেতু, অঙ্গী শ্রীনামের স্বতঃসিদ্ধ মহিমাকে গৌণ করিয়া, তদঙ্গ 'তৃণাদপি' শ্লোকোক্ত লক্ষণের মহিমাকে মুখ্য করা হইলে তাহা অবশ্যই উক্ত অপরাধ মধ্যে গণ্য হইবার যোগ্য।

সুতরাং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরচিত উক্ত "তৃণাদপি" শ্লোকে বৈষ্ণব হইবার বা ভক্তি লাভের পথে কোন 'বাদ' সাধিবার কারণ থাকিতে পারে না। ইহার ভ্রান্ত ব্যাখ্যার দ্বারাই বাদ সাধিত হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

॥ তৃতীয় প্রসঙ্গ ॥

অতঃপর একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় এই যে,—দ্বাত্রিংশাক্ষর হরেকৃষ্ণাদি ষোড়শ নাম যুক্ত 'মহামন্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ—কলিযুগের "তারকব্রহ্ম" নাম সম্বন্ধেও—"ইহা কেবল সংখ্যা পূর্বক মানস জপাই, —কিন্তু সংখ্যাত বা অসংখ্যাত কোন প্রকারেই কীর্তনীয় নহে,"—এইরূপ যদি বলা হয়—তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে, ইহার শাস্ত্রাদি প্রমাণ ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তি দ্বারা, যথামতি ও যথাসম্ভব 'সংক্ষেপে —কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র' করা যাইতেছে। বিস্তারিত আলোচনা পৃথক গ্রন্থ সাপেক্ষ।

যেমন, "প্রাকৃত হেয় সত্ত্বগুণজাত সদ্‌গুণ কর্মাদির সংযোগেই নামের প্রভাব ব্যক্ত হয়—নচেৎ হয় না"—ইত্যাদি প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধের বেড়াজালের বন্ধনে বা আরোপে শ্রীনামের স্বরূপগত মুখ্য মহিমাকে 'গৌণ' করিয়া, প্রাকৃত হেয়গুণের মুখ্যত্ব চিন্তনে ও কথনে 'কল্পনা' নামক নামাপরাধ রূপে গণ্য হইয়া থাকে, ইহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সেইরূপ যেমন নামাপরাধশূন্য জীব কর্তৃক যে শ্রীনাম যে-কোন ভাবে গৃহীত হইয়া, নিজ স্বরূপগত অপ্রতিহত মহিমায়, যথাক্রমে সেই জীবহৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বময়ী নির্গুণা ভক্তির উদয় করাইয়া, তাহা হইতে যথাকালে "তৃণাদপি সুনীচতাদি" কল্যাণ-গুণসমূহের বিকাশ করাইয়া নিজ অচিন্ত্য প্রভাবে প্রতিভাত হয়েন—জীবের পক্ষে সেই তৃণাদপি সুনীচতাদি কল্যাণগুণের অধিকার প্রথমে স্বচেষ্টায় অর্জন করিয়া নাম গ্রহণে নামের ফল হইবে, নচেৎ হইবে না—ইত্যাদি প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধের বন্ধনে, শ্রীনামের অন্যনিরপেক্ষ স্বতঃসিদ্ধ মুখ্য প্রভাবকে 'গৌণ' করিয়া, তৎকৃপাজাত বা তদধীন "তৃণাদপি সুনীচতাদি" নামোত্থ কল্যাণগুণসকলের মুখ্যত্ব স্থাপন ইহাও যেমন "কল্পনা" নামক নামাপরাধের কারণ হইয়া থাকে; তদ্রূপ শ্রীমহামন্ত্র-নাম সম্বন্ধে—পূর্বোক্ত মন্তব্য দ্বারা, শ্রীনামের অপ্রতিহত, উন্মুক্ত মহিমাকে 'গৌণ' বা সঙ্কুচিত করিয়া, জপ ও সংখ্যাদির প্রভাবকে মুখ্য করিবার মত কোন কারণ সংঘটিত হইতে পারে কিনা—তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষ আলোচনার আবশ্যকতা রহিয়াছে।

তদ্বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তব্য এই যে,—

"মহামন্ত্র-নাম—সংখ্যাপূর্বক মানসে জপ্য—কিন্তু অসংখ্যাত বা সংখ্যাত কীর্তনীয় নহে;" —কেবল এই পর্যন্ত উক্তি দ্বারা বা মনন দ্বারা তেমন কোন অপরাধের কথা উঠিতে পারে না, যেহেতু—ইহাকে নিজ অভিরুচির প্রকাশ মাত্র বলা যাইতে পারে। কারণ শ্রীভগবানের যে কোন নাম—যাহার পক্ষে যে কোন প্রকারে গ্রহণের অভিরুচি ও

নিষ্ঠা, তৎকর্তৃক সেই নাম, সেই প্রকারে গ্রহণীয় ও অন্য প্রকারে গ্রহণীয় নহে—এইরূপ বিবেচিত হওয়া, ইহা স্বীয় নিষ্ঠারই পরিচায়ক ও তদ্দ্বারাই তিনি নামের ফল লাভে সমর্থ হইবেন—যেহেতু "যাদৃশী রোচতে নাম তৎ সর্বার্থেষু যোজয়েৎ" ইহা শাস্ত্রেরই নির্দেশ রহিয়াছে। ইহার টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"যস্য যন্নাম্নি প্রীতিঃ তেন তদেব সেব্যঃ। তেনৈব তস্য সর্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ—।" অর্থাৎ—যাঁহার যে নামে প্রীতি, তিনি সেই নামেরই সেবা করিবেন। তাহা হইতেই তাঁহার সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

কিন্তু উক্ত প্রকার মন্তব্য সকল যদি স্বকল্পিত বিধিনিষেধ বলে, এইরূপ বলা হয় যে, মহামন্ত্র-নাম কেবল সংখ্যাত ও মানস জপে গৃহীত না হইয়া উহা যদি অসংখ্যাত বা সংখ্যাত কীর্তিত হয়, তাহা হইলে তদ্রূপ নাম গ্রহণ বিফল হয় বা অধিকন্তু তদ্দ্বারা অনর্থাদি অমঙ্গল সৃজিত হইয়া থাকে,"—ইত্যাদি প্রকার কথন বা মনন দ্বারা শ্রীনামের অবারিত মুখ্য মহিমার গৌণত্ব এবং সংখ্যা ও জপাদি শক্তিরই মুখ্যত্ব সাধিত হওয়ায়, তদ্দ্বারা "কল্পনা" নামক নামাপরাধ ঘটিবার কারণ হইয়া থাকে।

যেহেতু, ইহাই বিবেচ্য যে, শ্রীনামী ও শ্রীনাম সম্বন্ধীয় শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, জপ, ধ্যানাদি যাহা কিছু প্রক্রিয়া, উহাদের প্রভাব কেবল তৎ সম্বন্ধ ও সংযোগেই। শ্রীনামী বা শ্রীনামের সংযোগ ব্যতীত কেবল শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, জপাদি আকাশকুসুমবৎ অলীক বিষয় মাত্র। সুতরাং যাহার সংযোগেই কীর্তনাদি প্রক্রিয়া সকল সিদ্ধ হইয়া থাকে, সেই প্রক্রিয়া সকলের সংযোগ বা অসংযোগে অর্থাৎ জপেই নাম ফলপ্রদ হইবে,—কীর্তনে নহে; কিম্বা কীর্তনেই হইবে—জপে নহে; অথবা সংখ্যাতই হইবে—অসংখ্যাত নহে—এই প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধের আরোপ দ্বারা, শ্রীনামের অবারিত ও অনন্যাপেক্ষি মহিমার সঙ্কোচ সাধন বা বাধা দান প্রয়াস—ইহা দ্বারা উক্ত অপরাধ সৃজনেরই কারণ

হইয়া থাকে।

অতএব, একমাত্র নামাপরাধের সংযোগ ভিন্ন—শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব শ্রীভগবন্নাম সকলের মধ্যে যে কোন নাম, স্বপ্রকাশ মহিমায় জীবের গ্রহণীয় হইলে—উহা যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক, যে কোন অবস্থায়, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, জপ ও ধ্যানাদি যে কোন প্রকারে—অথবা শ্রদ্ধা হেলা,—শুদ্ধ অশুদ্ধ, আগ্রহে অনাগ্রহে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সংযত বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে—যে কোন ভাবে গৃহীত হইলে—অর্থাৎ দেশকাল পাত্রাদি বা সংখ্যা অসংখ্যাদি, কোন কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীনাম কর্তৃক স্পৃষ্ট হইবামাত্র সেই ব্যক্তিতে যে শ্রীনাম নিজ নির্বাধ ও নিরপেক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন অচিন্ত্যরূপে,—সেই শ্রীনামের প্রভাব, স্বকল্পিত বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ বা উহার মহিমা সঙ্কোচ করিবার যে কোন সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা, উহা যে উক্ত নামাপরাধ মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য, এ-কথার আর অধিক উল্লেখ অনাবশ্যক।

তাই শাস্ত্র সকলে শ্রীনামের অপ্রতিহত অন্যনিরপেক্ষ, অপরিসীম, অসম অনূর্ধ্ব—মুক্ত মহিমাকে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রের কোথাও শ্রীনামের মহিমার লেশমাত্রও সঙ্কোচ করিবার প্রয়াস দৃষ্ট হয় না। অতএব সর্বশাস্ত্রে এক স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণই যেমন শ্রীনারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-বামনাদি নিখিল ভগবৎ-স্বরূপে প্রকাশ, তেমনি এক কৃষ্ণনামেরই প্রকাশ—নিখিল ভগবন্নামরূপে। তাই সকল শ্রীনামেরই একই অর্থ—এক শ্রীকৃষ্ণ-ই ব্যক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং পূর্ণতম পূর্ণতর মহিমার কথায় কিছু বিশেষ থাকিলেও পূর্ণ শক্তি প্রকাশের পক্ষে যে কোন শ্রীভগবন্নামই সমান প্রভাবান্বিত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

সুতরাং শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, জপ, ধ্যান, সংখ্যাত অসংখ্যাত বা অপর যে কোন প্রকারে—যে কোন অর্থ বা প্রয়োজনে

যে কোন নাম—যে কোন ভাবে যে কোন জীবে স্পৃষ্ট হইলে, সর্বার্থ সিদ্ধিলাভের পক্ষে লেশমাত্রও ব্যতিক্রম হয় না,—যদি নামাপরাধের সংযোগ না থাকে—ইহাই শাস্ত্র সকলের নির্দেশ। শ্রীনামের সেই নিরঙ্কুশ মুক্ত মহিমাকে স্বকল্পিত কোন বিধি বা নিষেধের আরোপে সঙ্কোচ সাধনের যে কোনরূপ প্রচেষ্টাকে শাস্ত্রে, এই হেতু 'কল্পনা' নামক 'নামাপরাধ' রূপে গণ্য করা হইয়াছে।

উক্ত বিষয় সকলের শাস্ত্র প্রমাণ; যথা,—শ্রীভগবানের সকল নামই যে একার্থবাচক, সুতরাং সর্ব প্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে যে কোন ভগবন্নামই যে পূর্ণ ফলপ্রদ এবং যে কোন নামই যে কীর্তনীয় হইতে পারে—শাস্ত্রে শ্রীনামের সর্ববন্ধন-শূন্য সেই মুক্ত মহিমাই কীর্তিত হইতে দেখা যায়; যথা,—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৩৪)

অর্থ—চক্রপাণি দেবদেব শ্রীহরি (আদ্য হরি শ্রীকৃষ্ণ) সর্বার্থশক্তিশালী। তাঁহা হইতে অভিন্ন বলিয়া, তদীয় সকল নামই একার্থবাচক, সুতরাং একই মহিমায় সর্ব প্রয়োজনের সিদ্ধি-প্রদাতা। এই হেতু সকল নামেই জীবের সর্ব প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যে নামে রুচি যাঁহার, তিনি নিজ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সেই শ্রীনামই কীর্তন করিবেন।

এখন যদি বলা হয়, কীর্তনীয় নাম সম্বন্ধেই শাস্ত্রের এইরূপ নির্বাধ নির্দেশ; কিন্তু জপ্য নাম সম্বন্ধে, অবশ্যই বিশেষ বিধি-নিষেধ আছে। তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—জপ্য নাম সম্বন্ধেও সর্বনাম নির্বিচারে এইরূপ যে কোন নামের একই অপ্রতিহত মহিমা ঘোষিত হইতে দেখা

যায়—শাস্ত্রে ; যথা ;—

সর্ব্বাণি নামানি হি তস্য রাজন্,
সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যৈ তু ভবন্তি পুংসঃ।
তস্মাৎ যথেষ্টং খলু কৃষ্ণনাম,
সর্ব্বেষু কার্য্যেষু জপেত ভক্ত্যা ॥

(হঃ ভঃ বিঃ—।১১।১৩৮)

অর্থ,—হে রাজন্, নিখিল ভগবন্নামই সেই এক শ্রীকৃষ্ণেরই নাম; সুতরাং সাধকের সর্বার্থসিদ্ধি প্রদান বিষয়ে, সকল নামই একই মহিমার প্রকাশক। এই হেতু সকল কার্যে—সকল প্রয়োজনে—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম যথেষ্টভাবে সভক্তি জপ্য।

তাহা হইলে, দেখা যাইতেছে, পূর্ব শ্লোকোক্ত শ্রীভগবানের যে কোন নাম, যে কোন প্রকারে, যে কোন প্রয়োজনে যেমন কীর্তনীয় হইতে পারে এবং উহার কোন বাধা রাখা হয় নাই ; তেমনি সেই শ্রীভগবানের সেই সকল নামই সকল প্রয়োজনে সকলের জপ্যও হইতে পারেন এবং উহাতে কোন বাধা রাখা হয় নাই। নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া মানসে নাম গ্রহণকেই 'জপ' এবং অসংখ্যাত ভাবে অপরের শ্রবণযোগ্য হইয়া নাম উচ্চারিত হইলে, তাহাই কীর্তন। সুতরাং সমস্ত শ্রীনামই—কীর্তনে এবং জপে—উভয় প্রকারেই গ্রহণীয় হইবার নির্দেশ পক্ষে শাস্ত্রের উপদেশ রহিয়াছে। এই নাম কীর্তনীয়—জপ্য নহে; কিম্বা এই নাম জপ্য—কীর্তনীয় নহে ;—এরূপ কোন বিধি-নিষেধের বন্ধন শ্রীনাম সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায় না। যাহার যেরূপ অভিরুচি তদ্রূপেই শ্রীনাম গ্রহণীয়। ইহার জন্য কোন ফল-পার্থক্য বা ফল-বৈপরীত্যও উক্ত হয় নাই।

এখন যদি বলা যায় যে, শ্রীনাম কীর্তন ও জপ সম্বন্ধেই উক্ত শ্লোকে সমতাসূচক উক্তি দেখা যাইতেছে কিন্তু শ্রবণ-স্মরণাদি অপর প্রক্রিয়ায় নাম-গ্রহণে শাস্ত্রে বিশেষ বিধি-নিষেধ থাকা সম্ভব। তদুত্তরে

বক্তব্য এই যে,—কীর্তন ও জপ ব্যতীত অপর কোন প্রকারে নাম গ্রহণ বিষয়েও, শাস্ত্রে কোন বিশেষ বিধি প্রযুক্ত না হইয়া, উক্ত একই উন্মুক্ত মহিমা কীর্তিত হইতে দেখা যায়। তাই শ্রীনামের পূর্বোক্ত শ্লোকের নির্দেশ কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়াই, স্মরণাদি অপর সর্বপ্রকারে নাম গ্রহণেও যে সমশক্তির প্রকাশ হয়,—ইহাই বুঝাইবার জন্য পূর্বোক্ত শ্লোকের কেবল "কীর্তয়েৎ" ও "জপেত" শব্দের স্থলে "যোজয়েৎ" অর্থাৎ অপর যে কোন প্রকারে শ্রীনামের সংযোগ হইতেও, সমপ্রভাব ব্যক্ত হইয়া থাকে—এই কথাই প্রচারিত হইয়াছে, যথা ;—

সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যচ্চাভিরুচিতং নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু যোজয়েৎ ॥

— (হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত ব্রহ্মাণ্ড পুঃ বাক্য ।১১।৪০১)

অর্থ,—সর্বার্থশক্তিযুক্ত চক্রধারী শ্রীভগবান—সকল দেবতারও দেবতা তিনি ("তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্"—শ্রুতি) তাঁহা হইতে তদীয় নাম সকল অভিন্ন বলিয়া,—নিজ অভিরুচিত যে কোন নাম, সর্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সংযোজন করিবে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে গ্রহণীয়।

উহার টীকায়, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, যথা ;—
"সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্যেত্যনেন নাম-নামিনোরভেদান্নাম্নোঽপি সর্ব্বস্য সর্ব্বার্থশক্তিযুক্ততা সূচিতৈব। অভিরুচিতং নিজাভীষ্টং যন্নাম, এতচ্চ ভক্তিবিশেষেণাচিরাৎ সম্যক্ সর্ব্বার্থসিদ্ধ্যপেক্ষয়োক্তম্ ॥"

(টীকা ।১১।৪০১। পুরীদাস সং)

অতএব, উক্ত শাস্ত্রনির্দেশ সকল হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে—অপ্রতিহতমহিম শ্রীভগবানের নিখিল শ্রীনামই সমপ্রভাবে যে কোন জীব কর্তৃক যে কোন প্রকারে অর্থাৎ—শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, জপ, ধ্যান—যে ভাবেই হউক গৃহীত হইলে, জীবের সর্বার্থ,—সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন, অপর কোন বিধি-নিষেধের অপেক্ষা না করিয়াই।

অতএব, যদি কোন নাম জপ্যই—কীর্তনীয় নহে, কীর্তনে অনিষ্ট

সাধক হয় ; কিম্বা নাম কীর্তনীয়ই—জপ্য নহে, জপে অনিষ্ট উৎপাদন করে ; কিম্বা এই নাম, সংখ্যায় গ্রহণেই সুফল হয়, অসংখ্যাত হইলে অমঙ্গল প্রসূত হইয়া থাকে ; কিম্বা এই নাম কেবল শ্রবণেই কিম্বা কীর্তনেই বা জপেই বা স্মরণেই—অন্য প্রকারে গ্রহণীয় নহে ; তাহাতে অশুভ উৎপাদন করে—ইত্যাদি প্রকার শ্রীনাম গ্রহণ সম্বন্ধে যদি কোন বিধি-নিষেধ থাকিত, তাহা হইলে, মনুষ্যলোকের ভজন সাধন বিষয়ে যাহা একমাত্র পথ প্রদর্শক ও তদ্বিষয়ে "বিধি-নিষেধ" বা কর্তব্যা-কর্তব্যের নির্দেশক, সেই শাস্ত্র সকল কর্তৃক নাম গ্রহণ বিষয়ে উক্ত অবাধ ও নিরঙ্কুশ সর্বপ্রকার নিষেধমুক্ত বিধি, কখন প্রবর্তিত হইত না।

ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন চিকিৎসকের ব্যবস্থাপিত ঔষধ সকলের মধ্যে, যদি কোন ঔষধ, কেবল সেবনীয় বা কোন ঔষধ মর্দনীয়, কিম্বা কোন ঔষধ আঘ্রেয় অথবা কোন ঔষধ প্রলেপে প্রযোজ্য হইলে এবং উহাদের অন্যথা ব্যবহারে বিপরীত ফল বা বিষক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, প্রত্যেক ঔষধের যেমন পৃথক পৃথক গ্রহণ বিধি ও তন্মধ্যে বিষাক্ত ঔষধ থাকিলে উহা সেবনে নিষেধ-চিহ্নের সহিত ঐ সকল ঔষধ প্রদত্ত হইয়া থাকে ; শ্রীনাম গ্রহণ বিষয়ে যদি তদ্রূপ ফল-পার্থক্য ও পৃথক পৃথক গ্রহণ বিধি এবং তদ্ব্যতীরিক্তে বিপরীত ফল প্রসূত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে বিধি নিষেধের প্রবর্তক শাস্ত্র সকল কর্তৃক স্পষ্টরূপেই উহা জানাইয়া দেওয়া উচিত হইত। নিষেধ ব্যতিরেকে কেবল বিধিই শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই। যথাযথ স্থানে বিধি ও নিষেধের নির্দেশ—ইহাই শাস্ত্রের শাস্ত্রত্ব।

এই হেতু, দান, যজ্ঞ, স্নানাদি সর্বশুভক্রিয়া, এমন কী মন্ত্র জপেও, কালাকালাদি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা—সর্বশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইলেও কেবল একমাত্র স্থল—কেবল গ্রহণ বিধি ব্যতীত কোন প্রকার নিষেধের বন্ধন বা সঙ্কোচন নাই যেখানে,—তাহাই হইতেছে শ্রীভগবন্নাম গ্রহণে! তাই শাস্ত্রে অতি সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ দেখা যায়, যথা ; —

কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০)

অর্থ—হে রাজন্। শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীহরিনাম গ্রহণে দেশ-কালাদির কোন নিয়ম (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ) নাই, এবিষয়ে কোন সন্দেহ করিও না। সংসারে দান, যজ্ঞ, স্নানাদি অথবা মন্ত্রাদি জপ বিষয় কালাদি নিয়ম সাপেক্ষ হইলেও, শ্রীহরিনাম-সংকীর্তনাদিরূপ নাম গ্রহণে কোন কালাকালের অপেক্ষা নাই।

অধিকন্তু, শ্রীনাম নিজে সর্বভাবে সর্বদা শুদ্ধ থাকিয়া মন্ত্রাদি শুভক্রিয়া সকলের ন্যূনতা বা বিধি-নিষেধের পরিমাপে কোন ছিদ্র বা অসম্পূর্ণতা রূপ দোষ ঘটিলে নিজ অমৃতময় সংযোগ দ্বারা তাহাদের জীবনদান করিয়া থাকেন—শ্রীনামের এতাদৃশই সর্বনিরপেক্ষ প্রভাব!

মন্ত্রতন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০)

অর্থ,—মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি দ্বারা, তন্ত্রে ক্রমবিপর্যয়াদি দ্বারা এবং দেশ-কাল-পাত্র ও বস্তুতে অশৌচাদি দ্বারা, যে ছিদ্র বা ন্যূনতা রূপ দোষ উপস্থিত হয়, নিরন্তর তোমার (শ্রীহরির) নাম-কীর্তনে সে সমুদয় নিশ্ছিদ্র বা নির্দোষ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে এখন সর্বপ্রকারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে,—'শ্রীনাম' কীর্তনাদি যে কোনরূপে গৃহীত হইলে তাহার ফল লাভের পক্ষে শাস্ত্রে কোথাও কোন বিধি-নিষেধের অপেক্ষা দেখা যায় না—যেমন শাস্ত্রবিহিত পূর্বোক্ত মন্ত্রাদি অপর শুভ ক্রিয়া বিষয়ে দেখা যায়। তাই সর্বশুভক্রিয়াদি হইতে, শ্রীনামের শাস্ত্রসম্মত এই বিশিষ্টতার জন্য শ্রীনাম-মহিমার আসন সর্বোপরি নির্ধারিত হইয়াছে।

এমন কী, নামের সহিত অপর যে কোন শুভক্রিয়াদির তুলনা

বা সমতা চিন্তা করিতে যাইলেও তাহাও একটি নামাপরাধরূপে গণ্য হইবে বলিয়া শাস্ত্র সর্বজনকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। (যে অপরাধ বিষয়ে পরে যথাস্থানে আলোচিত হইবে।) এতাদৃশ শ্রীনাম-গ্রহণাদি বিষয়ে, যদি—উহার অবারিত উন্মুক্ত মহিমার সংকোচসাধক কোন প্রকার স্বকল্পিত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়, তাহা যে পূর্বোক্ত 'কল্পনা' নামক নামাপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হইবে, এবিষয়ে আর অধিক বলিবার কি আবশ্যক ?

ইহার সারমর্ম হইতেছে এই—শ্রীভগবান হইতে অভিন্ন বলিয়া তদীয় নিখিল শ্রীনামই একার্থবোধক-সমশক্তি প্রকাশক বলিয়া সর্বার্থপ্রদ এবং সর্বজন কর্তৃক নিজ অভিপ্রেত যে কোন নাম সর্বপ্রকারে ও সর্বভাবে গৃহীত হইলে (কেবল নামাপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংযোগ ব্যতীত) সমফল প্রদানে সমর্থ।

সুতরাং, নিজ অভিরুচি অনুরূপ অভিপ্রেত যে কোন নাম, যে কোন প্রকারে, যে কোন প্রয়োজনে গৃহীত হইবার কালে তদ্বিষয়ে পরিশেষে একটি 'ই' বর্ণের স্থলে 'ও' বর্ণ প্রয়োগে উহা বুঝিয়া লইলে বা বুঝান হইলে, নামের মুক্ত প্রভাবের কোনরূপ সঙ্কোচ সাধিত কিম্বা নিজ নিজ নিষ্ঠারও কোন ব্যতিক্রম হয় না।

যেমন, "এই নামই" বলিলে বা বুঝিলে, অন্য নামের প্রভাবের সঙ্কোচসাধন প্রচেষ্টা হয় ; কিন্তু 'এই নামও' বলিলে, অপর নামের মহিমা এবং নিজ অভীষ্ট বিষয়—উভয় পথই মুক্ত থাকে। সুতরাং শ্রীনাম সম্বন্ধীয় সর্বস্থলেই 'ই'কার স্থলে 'ও'-কার প্রয়োগে, বুঝিবার ও বুঝাইবার আবশ্যক ; যেমন—

"জপ্যই" স্থলে "জপ্যও"
"কীর্ত্তনীয়ই" " "কীর্ত্তনীয়ও"
"স্মরণীয়ই" " "স্মরণীয়ও"
"অসংখ্যাতই" " "অসংখ্যাতও"

"সংখ্যাতই" স্থলে সংখ্যাতও" —ইত্যাদি প্রকার মনন কথন দ্বারা নিজ নিষ্ঠার ও শ্রীনামের মহিমার কোন দিকেই সঙ্কোচ সাধিত হয় না।

এখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবার যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে যে,—শ্রীভগবানের যে কোনও নাম নিরঙ্কুশ মহিমায় সর্বার্থে—সর্বকার্যে সুতরাং জপেও প্রযুক্ত হইবার পক্ষে যখন শাস্ত্রে কোনও বাধা দেখা যাইতেছে না, তখন কেবল মহামন্ত্র-নাম জপার্থে গৃহীত না হইয়া, নিজ অভিরুচি সঙ্গত অপর কোন নাম গ্রহণেই বা বাধা কী থাকিতে পারে? অথবা নাম জপ না করিয়া কেবল কীর্তন করিলেই বা কী প্রতিবন্ধক হইতে পারে?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—সর্বার্থশক্তিযুক্ত শ্রীভগবানের অপর যে কোন নাম জপার্থেও গ্রহণ করায় কিম্বা জপ না করিয়া কীর্তনে কিম্বা অন্য প্রকারেও শ্রীনাম গ্রহণ করা হইলে সেদিক দিয়া কোন বাধা বা ভজনপথের প্রতিবন্ধক না থাকিলেও, উহাতে অপর দিক দিয়া এক বিশেষ বিঘ্নের সম্ভাবনা রহিয়াছে এই যে,—তদ্রূপ আচরণে শ্রীনামের বলে সদাচার লঙ্ঘনরূপ পাপদোষ ঘটিয়া তৎফলে নামাপরাধ পর্যন্ত সংঘটিত হইবার বিশেষ রূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেহেতু নাম বলে যে কোন প্রকার পাপ দোষে প্রবৃত্তি—শাস্ত্রে ইহাও একটি নামাপরাধ রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। (যাহা পরবর্তী সপ্তম অপরাধ প্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয়)।

সামান্য লক্ষণে, নির্দিষ্ট সংখ্যায় শ্রীনাম-গ্রহণকে 'জপ' বলা হয়। সংখ্যাব্যতীত অসংখ্যাত 'জপ' হয় না। সেই জপার্থে নাম গ্রহণ করা ইহা চিরাচরিত 'সৎকর্ম' বিশেষ বা সদাচার। এই সদাচার স্বেচ্ছাকৃত নহে। ইহা শাস্ত্রবিহিত জানিতে হইবে। এই হেতু, সত্যাদি চারি যুগেই শাস্ত্র-বিহিত চতুর্বিধ "তারকব্রহ্ম"-নাম জপ্য রূপে নির্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রচলিত পঞ্জিকার মধ্যেও তাহা দৃষ্ট হইতে পারে।

কলিযুগের জপ্য তারকব্রহ্ম-নাম হইতেছেন—হরেকৃষ্ণাদি দ্বাত্রিংশাক্ষর-যুক্ত ষোল নাম, যাহা এই যুগের "মহামন্ত্র" নামে প্রসিদ্ধ এবং জপার্থে এই মহামন্ত্র-নামই গ্রহণীয় বলিয়া, অদ্যাবধি সদ্ধর্মপরায়ণ সর্বজন কর্তৃক গৃহীত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত শাস্ত্র বিহিত ও মহদাচরিত সদাচার কেহই লঙ্ঘন না করিয়া অবশ্য কর্তব্য একটি ভজনাঙ্গ বোধে, নিষ্ঠার সহিত এই সদাচার সকলেরই পালনীয় হইয়া আসিতেছে।

সুতরাং উক্ত কারণে, সেই শ্রীনামের মহিমাকে বল করিয়া, জপে অন্য নাম গ্রহণ কিম্বা 'জপ' ত্যাগ করিয়া কেবল নামকীর্তনাদির আচরণ করা হইলে নাম-বলে সদাচার লঙ্ঘনরূপ পাপে প্রবৃত্তি হেতু, উহাও একটি স্বতন্ত্র নামাপরাধে পরিণত হইয়া, সাধকের ভজনপথে দারুণ অনর্থের উৎপাদক হইয়া থাকে। যেহেতু নামাপরাধ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের যে কোন রূপ সংঘটন ভিন্ন, শ্রীনাম হইতে সর্বমঙ্গলোদয়ের পক্ষে অপর কোন বাধা নাই। এই হেতু শাস্ত্রে বিহিত সদাচার পালনার্থে, অন্য নামের স্থলে কেবল 'হরে-কৃষ্ণাদি' মহামন্ত্র-নাম জপ রূপে সর্বজনের গ্রহণীয় এবং সংখ্যা ব্যতীত 'জপ' হয় না বলিয়া জপকালে ইহার সংখ্যাত জপ বিষয়ে এইজন্য কোন পক্ষেরই মত-বিরোধ দেখা যায় না।

এই মহামন্ত্র সম্বন্ধে অপর বক্তব্য বিষয় হইতেছে এই যে,—দীক্ষা-মন্ত্র বা অপর যে কোন মন্ত্র—উহা জপবিধি অনুসারে উপাংশু ও মানসে কেবল জপ্যই এবং মানস জপই অধিক প্রশস্ত। এই হেতু, ইহা অন্যের শ্রুতিগোচর হওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া, সেই সকল মন্ত্র, কীর্তনীয় নহে। এতদ্ব্যতীত উহাদের সাধনায় দীক্ষা পুরশ্চরণাদি শাস্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধের সম্পূর্ণ অপেক্ষা দেখা যায়—যাহার পালনে ও লঙ্ঘনে সাধকের মঙ্গল ও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু "কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ"—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন কলিযুগের যুগধর্ম রূপে বিহিত হওয়ায়, এই যুগ বিশেষে যুগধর্মেরই মুখ্যত্ব বা প্রাধান্য

থাকায় এবং নাম গ্রহণ প্রক্রিয়া মধ্যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন সর্বাধিক প্রশস্ত হইলেও ("যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ।"—শ্রীভাঃ ১১।৫।৩২) জপ প্রক্রিয়া সর্বযুগেরই একটি অবশ্য কর্তব্য সদাচার বিশেষ বলিয়া, সেই মহদাচরণের অনুবর্তী হইয়াই এই যুগে শ্রীমহামন্ত্র-নাম জপার্থেও গ্রহণীয় হইয়াছেন।

তথাপি, অপর মন্ত্র সকল হইতে, বৈশিষ্ট্য প্রকাশার্থে, 'মহা'-শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া, এই হরে-কৃষ্ণাদি নাম-মন্ত্র, "মহামন্ত্র"-নামে কীর্তিত হওয়ায়, অপর মন্ত্র সকল হইতেও ইহার মহিমা বিশেষ ব্যঞ্জিত হইয়াছে।

মহামন্ত্রের সেই বিশেষ মহিমা এই যে,—সদাচারপালনার্থে নিয়মিত সংখ্যানাম অবশ্যই করণীয় বলিয়া, সকলের পক্ষেই যেমন জপার্থে মহামন্ত্র গ্রহণীয় হওয়ায় তদ্বিষয়ে কোন পক্ষেই মতপার্থক্য নাই, সেইরূপ আবার অন্য মন্ত্র হইতে মহামন্ত্রের অবাধ মহিমা বিশেষে, ইহা সংখ্যাত জপ ব্যতিরিক্তও ধ্যানে (বা স্মরণে), গানে ও কীর্তনাদি সর্বপ্রকারে নিরন্তর (অর্থাৎ অসংখ্যাত) গ্রহণীয় বলিয়া শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপেই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে;—যাহা অন্য মন্ত্র সম্বন্ধে নিষিদ্ধ। সকল প্রকার নিষেধের বন্ধন-নিরপেক্ষতা—ইহাও মহামন্ত্রের একটি অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচায়ক। সুতরাং সেই শাস্ত্র-সিদ্ধ মহামন্ত্রের অপ্রতিহত মহিমা বিশেষকে,—সাধারণ মন্ত্রসহ মহামন্ত্রের সমতাবুদ্ধি করিয়া—স্বকল্পিত বিধি-নিষেধের বেড়াজালের বন্ধনে ব্যাহত করিবার প্রয়াস যে কোন দিকেই শুভদায়ক হইতে পারে না, ইহা একটু স্থির চিত্তে ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাই, শাস্ত্র—জপ্যরূপ হরিনামের অর্থাৎ মহামন্ত্রের জপ্যত্ব বিধি নির্দেশ করিয়াও, অন্য মন্ত্রসকলের 'নিষেধ' রূপ বন্ধন যাহা কিছু, মহামন্ত্রকে তৎ-সমস্ত হইতে মুক্ত করিয়া, মহামন্ত্রের সেই অবাধ মহিমা-বিশেষ ঘোষণা করিয়াছেন, যথা;—

হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্।
কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্বৃ'তীর্বহুধেচ্ছতা ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।৪৮৩। পুরীদাস সং। জাবালিসংহিতাবাক্য।)

ইহার, তাৎপর্যার্থ হইতেছে এই যে,—শ্রীহরিনাম যেমন পরম জপ্য —'জপ্য' শব্দে মন্ত্রকে এবং 'পরম' শব্দে মহা অর্থাৎ মহামন্ত্রকেই নির্দেশ করা হইয়াছে—যাহা বর্তমান যুগে সর্ব-সম্মত জপ্য নাম। তেমনি সেই জপ্য নাম বা মহামন্ত্রই আবার, নিজ অভিরুচি ও প্রয়োজন অনুরূপ নিরন্তর—অর্থাৎ সংখ্যাদি নিয়ম না রাখিয়া—যদৃচ্ছায় সর্বক্ষণ—বা যখন তখন ধ্যেয় বা স্মরণীয়, গেয় বা গীতালাপ যোগ্য ও কীর্তনাদি বহুপ্রকারে গ্রহণীয়ও হয়েন, বহুপ্রকারে আনন্দলাভেচ্ছায়।

অতএব বর্তমান যুগে জপ্য বিষয় সর্বসম্মত বলিয়া, মহামন্ত্রই জপার্থে গ্রহণীয় হইলেও, ইহা শ্রবণে, স্মরণে ও বহু প্রকারে কীর্তনেও অবাধে 'নিরন্তর'—অর্থাৎ সর্বক্ষণ কিম্বা যখন তখন (সুতরাং অসংখ্যাত) নিজ-নিজ প্রয়োজন ও অভিরুচি অনুসারে গ্রহণীয়ও হইতেছেন,—ইহাই উক্ত শ্লোকে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মহামন্ত্র সম্বন্ধে অপর কয়েকটি বিরুদ্ধ ধারণা ও উহার খণ্ডন ঃ—

(১) আবার কেবল জপ্য মন্ত্র সকল হইতে মহামন্ত্রের উক্ত বৈশিষ্ট্য না বুঝিয়া ইহাকেও সাধারণ মন্ত্র বোধে, যদি বলা হয়—মহামন্ত্র অন্যের অশ্রুতভাবে কেবল জপ্যই—ইহা সংখ্যাত কীর্তনীয়ও নহে, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—এবিষয়ে কর্তব্য সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসের আচরণেই প্রমাণ রহিয়াছে। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ মহামন্ত্র-নাম, সংখ্যা করিয়াই জপ করিতেন। তন্মধ্যে একলক্ষ নাম, উচ্চ-কীর্তন করিতেন, বহু জীব স্থাবর-জঙ্গমাদিকে শ্রবণ করাইয়া,—তাহাদের ভবপাশ হইতে উদ্ধারের ও ভক্তিলাভের নিমিত্ত। তৎকালে হরিনদী প্রভৃতি গ্রামের কতিপয় ভক্তিবিমুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই মহামন্ত্র কীর্তনের বিরোধিতা করেন,—এসকল বিস্তারিত কাহিনী সর্বজন-

বিদিত বলিয়া পুনরায় উল্লেখ করা হইল না। সুতরাং সংখ্যাত মহামন্ত্র-নামের উচ্চ-কীর্তনের বিধি সম্বন্ধে ইহাই যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। যে শ্রীঠাকুর হরিদাসের মহিমাদি বর্ণনে স্বয়ং শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু পঞ্চমুখ হইয়াছেন এবং যিনি সর্বত্র গৌর-পরিকর মধ্যে বিশেষভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন—তাঁহার এই সংখ্যাত মহামন্ত্রের উচ্চ কীর্তনের মধ্যে যে অশাস্ত্রীয় ও দোষজনক কিছু থাকিতে পারে না, ইহার আর অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। সগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীনামমহিমা-বিষয়ে জগৎ অজ্ঞপ্রায় থাকায় শ্রীনামের মুক্ত মহিমা বহুপ্রকারে সঙ্কোচ করায় অপরাধগ্রস্ত ছিল। সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুই সমহিমা নাম প্রচার করিয়া জগৎকে নামাপরাধ-মুক্ত করিয়াছিলেন।

(২) শ্রীহরিদাস ঠাকুরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এখন যদি বলা হয় যে,—সংখ্যাত ভিন্ন মহামন্ত্র কোন প্রকারেই গ্রহণীয় নহে; উহা কীর্তন করিতে হইলেও, শ্রীঠাকুর হরিদাসের ন্যায়, সংখ্যাপূর্বক কীর্তনীয়। এইরূপ মন্তব্য পূর্বোক্ত "হরের্নাম পরং জপ্যং—" ইত্যাদি শ্লোকেই খণ্ডিত হইয়াছে,[১] ইহার আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। উহাতে মহামন্ত্র-নাম, জপের অতিরিক্ত—ধ্যেয়, গেয় ও নিরন্তর অর্থাৎ অসংখ্যাত কীর্তনীয় বলিয়াও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পুরাণেও মহামন্ত্রের জপ্যত্ব ও সংকীর্তনীয়ত্ব উভয়ই সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শ্রীলোমহর্ষণ সূতের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন,—

> হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
> হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
> ইত্যষ্টশতকং নাম্নাং ত্রিকালকল্মষাপহম্।
> নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু বিদ্যতে॥

১। হঃ ভঃ বিঃ। ১১।৪৮৩।। পুরীদাস সং। জাবালি সংহিতা বাক্য।

তন্নামকীর্ত্তনং ভূয়স্তাপত্রয়-বিনাশনম্।
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমুদাহৃতম্॥
নাতঃ পরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
নাম-সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥
নাম-সংকীর্ত্তনং তস্মাৎ সদা কার্য্যা বিপশ্চিতা।
(উত্তর খণ্ড ৬।৫৫-৬০)

অর্থ,—(হে সূত!) 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—এই মহামন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা ১০৮ বার জপে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সমস্ত বেদে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন উপায় বিদ্যমান নাই। পুনরায় সেই মহামন্ত্র-নাম কীর্তনই ত্রিতাপের বিনাশক ও সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পবিত্র বস্তু ত্রিলোকে নাই। এই নাম-সংকীর্তন হইতেই তারকব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। অতএব এই নাম-সংকীর্তনই বিজ্ঞজন কর্তৃক সর্বদা কর্তব্য।

পদ্মপুরাণেও সূতোক্তি রহিয়াছে,—

হরিনাম-মহামন্ত্রৈর্নশ্যেৎ পাপ-পিশাচকম্।
হরেরগ্রে স্বনৈরুচ্চৈর্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ।
পুনাতি ভুবনং বিপ্রা গঙ্গাদি সলিলং যথা।
(স্বর্গখণ্ড আদি ২৪ অঃ)

অর্থাৎ,—শ্রীহরিনাম মহামন্ত্রের দ্বারা পাপ-পিশাচ বিনষ্ট হয়। শ্রীহরির সম্মুখে উচ্চ-বাদ্যাদি সহযোগে ও নৃত্য সহকারে তাঁহার নাম কীর্তনকারী ব্যক্তি পৃথিবী পবিত্র করেন, ভুবনপাবনী গঙ্গার ন্যায়।

(৩) মহামন্ত্র-নাম কেবল জপ্যই,—ইহার প্রমাণে বহু বৈষ্ণবগণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ পূর্বক, যদি বলা হয় যে,—ইহাদের সকলেই সংখ্যাত বা জপের সহিতই উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়—যেমন বাণীনাথের চাঙ্গে চড়ান অবস্থায় অঙ্গে রেখাপাত দ্বারা সংখ্যারক্ষণে

মহামন্ত্র গ্রহণ। কিম্বা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া কর্তৃক তণ্ডুলের দ্বারা সংখ্যা-রক্ষণ করিয়া মহামন্ত্র গ্রহণ ইত্যাদি প্রকারে অথবা মালিকায় সংখ্যা-রক্ষণ পূর্বক যখন মহামন্ত্র-নাম গ্রহণ করিবার বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ইহা যে অসংখ্যাত গ্রহণীয় হইতে পারে না—উক্ত দৃষ্টান্ত সকল তাহার বিশেষ প্রমাণ।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—পূর্বেই বলা হইয়াছে—সদাচার পালনার্থে সংখ্যাত বা জপ্য রূপে মহামন্ত্র-নাম প্রতিদিন নিয়মিত সংখ্যায় গ্রহণ করা সদ্ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য,—অন্ততঃ এবিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। এই হেতু কেবল উক্ত কয়েকটি স্থলের দৃষ্টান্ত কেন?—প্রত্যেক স্বধর্মনিষ্ঠ ভজনশীল বৈষ্ণব মাত্রকেই এখন পর্যন্ত দেখা যাইবে,—জপকালে মহামন্ত্র-নামই সংখ্যাত গ্রহণ করিতে। যেহেতু জপকালে সকলেরই মহামন্ত্রই গ্রহণীয়, এবং উক্ত প্রক্রিয়ায় মহামন্ত্র গ্রহণ কালটা ছিল, তাঁহাদের সকলেরই জপ কাল—এবং সেই জপের প্রয়োজনেই উক্ত সংখ্যাত মহামন্ত্র গ্রহণ।

কিন্তু কেবল মহামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনে—তৎকালেও যদি উহা সংখ্যাত গ্রহণের রীতি দেখা যায়,—তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে, সংখ্যাব্যতীত মহামন্ত্র গ্রহণীয় নহে। এরূপ কথা শাস্ত্রের কুত্রাপি উক্ত হইতে দেখা যায় না।

এই হেতু মহামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনে অসংখ্যাত নাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে—যেমন কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে নাম শুনাইবার প্রয়োজনে—কাহাকেও উচ্চৈঃস্বরে হরে-কৃষ্ণাদি মহামন্ত্র শুনাইবার কালে—উহা অসংখ্যাতই উচ্চারিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সংখ্যারক্ষণ পূর্বক নহে। যেহেতু কাহারও মৃত্যুকালে—সেই দুঃখ, শোক ও ক্রন্দনের রোলের মধ্যে—নির্দিষ্ট সংখ্যা রাখিয়া, সেই নাম উচ্চারণ—ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক।

সুতরাং পূর্বোক্ত সদাচার পালনস্থলে সর্বত্রই সংখ্যাত মহামন্ত্র

গ্রহণের দৃষ্টান্ত হইতে উহা যে অসংখ্যাতও কীর্তনীয় নহে—ইহার প্রমাণ হয় না। যেহেতু সেস্থলে জপেরই প্রয়োজন—তাই সংখ্যাত মহামন্ত্রের গ্রহণ, কিন্তু উহা মহামন্ত্র গ্রহণের প্রয়োজনস্থলে নহে। উহা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মহামন্ত্র-নাম শুনাইবার স্থল প্রভৃতি ক্ষেত্রের ন্যায় হইলে তবে বুঝা যাইত।

যাহা হউক উক্ত বিষয়ে অন্য কথার বিস্তার না করিয়া কেবল শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের নির্দেশ ও তদীয় আচরণ হইতেই প্রমাণিত হইতে পারে—মহামন্ত্র-নামই জপে সংখ্যাপূর্বক গ্রহণীয় এবং সংখ্যাদি কোন নিয়ম না রাখিয়া সর্বক্ষণ বলা বা কীর্তন করায়ও আদেশ আছে, কোন নিষেধ নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য খণ্ড ২৩ অঃ) দেখা যাইতেছে—নিজ পার্ষদ বা পরিকরগণকে নহে—নাগরিক-জনসাধারণকে শ্রীমহামন্ত্র নাম দান করিয়া, উহার আচরণ সম্বন্ধে যে কিছু বিধিনিষেধ, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক সর্বসাধারণ জীবের পরম মঙ্গল উদ্দেশ্যেই উপদিষ্ট হইয়াছে—তাহা নিম্নোক্ত পয়ার হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা;—

"আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
"হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"
প্রভু বোলে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব সিদ্ধি হইবে সভার।
সর্বক্ষণ বোল ইথে বিধি নাহি আর।

তাহা হইলে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে—সদাচার পালনার্থ নিত্য জপের প্রয়োজনে এই মহামন্ত্র-নাম নির্বন্ধ বা সংখ্যারক্ষণাদি জপের নিয়মে, ইহা সকলের অবশ্যই 'জপ্য' নাম। কিন্তু জপের নির্দিষ্ট সংখ্যা

বা কাল ব্যতীত সর্বক্ষণ এই মহামন্ত্র নামই—বল অর্থাৎ উচ্চারণ পূর্বক কীর্তন কর (আদেশ)।—কীর্তনে সংখ্যা নিয়ম অতিক্রম করিয়াই বলিতে হয়—ইহাই বুঝাইবার জন্য—"ইথে বিধি নাহি আর"—এই উক্তি দ্বারা মহামন্ত্রকে অপর সকল বিধিনিষেধমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

অর্থাৎ, কেবল নিজ নিয়মিত জপ কালে উহা সংখ্যাদি নিয়ম রক্ষণ পূর্বক জপ করিবে। নির্দিষ্ট জপ সমাপ্ত হইলে, অন্য সময়ে কোন বিধি-নিষেধ রাখিবার আবশ্যক হয় না, সেই অবসরে ইহা সর্বক্ষণ যাহার যতটা ক্ষমতা—সকল সময় বা যখন তখন ইহা বলো বা কীর্তন করো—ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের স্পষ্ট নির্দেশ। 'জপ' ও 'বলো' এই দুই শব্দের—দুইটি পৃথক অর্থ নির্দেশ করিতেছে ইহা সহজবোধ্য।

(২) মহামন্ত্র-নাম সম্বন্ধে শুধু এই নির্দেশ মাত্রই নহে;—তিনি যে এই মহামন্ত্র সর্বজনসাধারণকে খোল করতালাদি যন্ত্র সহযোগে সংকীর্তন করাইয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ নিম্নোক্ত শ্রীচরিতামৃতের উক্তি হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে;—

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক মহামন্ত্র-নাম, বারম্বার যখন তখন জনসাধারণ দ্বারা উচ্চ সঙ্কীর্তন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল—ভক্তি বিমুখ—শ্রীনাম-মহিমাদি বিষয়ে অজ্ঞ কতিপয় পাষণ্ডি-হিন্দু কর্তৃক কাজীর নিকট মহাপ্রভুর আচরিত মহামন্ত্র-নাম কীর্তনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়াছিল, যাহা কাজী কর্তৃক নিজ মুখে মহাপ্রভুকে বিজ্ঞাপিত করা হয়, সে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা মূল গ্রন্থে দ্রষ্টব্য, নিম্নে তাহার কতিপয় ছত্র মাত্র উদ্ধৃত করা হইতেছে;—

"নাগরিয়াকে পাগল কৈল—সদা সঙ্কীর্তন।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই করি জাগরণ॥"—(শ্রীচৈঃচঃ ১।১৭।২০২)

—এবং—

'নিমাই' নাম ছাড়ি এবে বোলায় 'গৌরহরি'।
হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট কৈল কীর্তন সঞ্চারি।

কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বারবার।[১] (বারম্বার)
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজার ॥" —(ঐ ।১।১৭।২০৩-২০৪)

এই পর্যন্ত উক্তি দ্বারা উহা যে মহামন্ত্র-নাম, তাহা বুঝা যায় না—কিন্তু পরবর্তী উক্তি হইতে স্পষ্টতঃ মহামন্ত্রের কথা বুঝা যাইতে পারে ; যথা—

"হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের নাম 'মহামন্ত্র' জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ॥
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন।
নিমাই বোলাইয়া তারে করাহ বর্জ্জন ॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।১৭।২০৫ ২০৬)

কেবল নাম উচ্চারণে ইহাদের সেরূপ বাধা ছিল না ; কিন্তু মন্ত্রই অনুচ্চারিত ভাবে লইতে হয় এবং উহা অন্যে শ্রবণ করিলে উহার বীর্যহানি হইয়া দেশের অমঙ্গল আনয়ন করে—এই অভিযোগ হইতে উহা যে শুধু নাম নহে 'মন্ত্রই'—এবং সেই মন্ত্র যে মহামন্ত্রই—ইহা স্পষ্টতঃ 'মহামন্ত্র রূপ ঈশ্বরের নাম' এই কথা হইতেই প্রকাশ পাইতেছে। হরে কৃষ্ণাদি ষোড়শ নামই 'মহামন্ত্র' নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন অপর কোনও ভগবন্নামকে 'মহামন্ত্র' শব্দে নির্দেশ করা হয় না, ইহা বিশেষভাবে বিবেচ্য।

সুতরাং ভক্তিবিরোধী অজ্ঞজনের এই অভিযোগ হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'হরে কৃষ্ণাদি নাম'-'মহামন্ত্র' সর্বজনসাধারণকে বারম্বার সংকীর্তনের আদেশ দিয়াছিলেন—সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতেছে না।

এমন কি, স্বয়ং আচরণ করিয়াও এই মহামন্ত্র-নামের যুগপৎ জপ্যত্ব ও কীর্তনীয়ত্বরূপ বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন—যাহা অন্য কোন মন্ত্র বিষয়ে প্রযোজ্য নহে। তদীয় আচরণে শ্রীনামের কীর্তন বিষয়ে

১। শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীচরিতামৃতে দেখিতে পাই ; যথা,—

বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন।
সবা উপদেশ করে নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥ —(২।১৮।৭৩-৭৪)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক নির্বন্ধ পূর্বক নাম জপ ও অনুক্ষণ শ্রীনাম উচ্চারণ বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দৃষ্ট হয় ; যথা,—

ঈশ্বর করিয়া সংখ্যা নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥

*   *   *

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলি প্রেমসুখে।
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত সম্মুখে ॥ —(৩।১০ অধ্যায়)

পুনরায়, মহামন্ত্রের আদ্যন্ত উল্লেখ পূর্বক বলা হইয়াছে,—

সর্ব্বদা শ্রীমুখে হরে কৃষ্ণ হরে হরে।
বলিতে আনন্দ ধারা নিরবধি ঝরে ॥
—(চৈঃ ভাঃ ।৩।১ম অধ্যায়)

অতএব,—এই মহামন্ত্র-নাম, জপে সংখ্যা পূর্বক গ্রহণীয় এবং সংখ্যাদি কোন নিয়ম না রাখিয়াই, সর্ব বিধি-নিষেধের উর্দ্ধে থাকিয়া সর্বক্ষণ বলা ও কীর্তন করাও—ইহার অপর এক মহিমা ও বৈশিষ্ট্য বলিয়াই জানিতে হইবে।

পরিশেষে আরও একটি বক্তব্য এই যে,—শ্রীগৌরলীলাকালে, তদীয় অচিন্ত্যনীয় কৃপা বৈশিষ্ট্যে নামাপরাধেরও বিচার না রাখিয়া, নাম গ্রহণ মাত্রেই তৎক্ষণাৎ অপরাধ ক্ষমা করাইয়া প্রেমদান করা হইয়াছে।

"চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার ॥"
—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।৮।৩১)

তাৎপর্য এই যে—নিতাই-চৈতন্যের লীলাকালে, নামাপরাধ সম্বন্ধে কোন বিচার না রাখিয়া শ্রীভগবানের যে-কোন নামগ্রাহী জনকেই উক্ত নাম দ্বারা তৎক্ষণাৎ নামাপরাধমুক্ত করাইয়া প্রেমদান করা হইয়াছে। কিন্তু (তদীয় অপ্রকট কালের জন্য) নামের অঙ্গীত্ব ও নামাপরাধ বর্জন বিষয়ে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিশেষভাবেই নির্দেশ দিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তদীয় প্রকট কালে চাপাল-গোপাল-উদ্ধার প্রভৃতি লীলাভিনয় দ্বারা নামাপরাধ বর্জন বিষয়ে ভাবী কলি-যুগ-জনকে শিক্ষাও দিয়াছেন। তথাপি মহাপ্রভুর প্রকটের চারিশত বৎসর পরে সম্প্রদায় মধ্যে কলির প্রবেশ ও নামাপরাধ সৃজনের ফলে অঙ্গী শ্রীনামকে কেবল তদঙ্গের সহিত সমতা চিন্তাই নহে—নামকে বহিরঙ্গ সাধনরূপেও বলা হইতেছে। অধিকন্তু নামাপরাধ সংঘটন বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া "নিতাই চৈতন্য নামে নাহি এসব বিচার —" ইত্যাদি স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ সৃজন করিয়া অর্থাৎ নিতাই চৈতন্য নাম লইলে নামাপরাধ সম্বন্ধে কোনও রূপ সন্ধান রাখিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপ কলির প্রেরণায় সৃজিত নামাপরাধ সংঘটন বিষয়েই উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। নামাপরাধ বর্জন বিষয়ে যে নিতাই চৈতন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন, তাঁহাদেরই নামের দোহাই দিয়া সেই নামাপরাধকেই উপেক্ষা করা আরও কতদূর গর্হিত অপরাধ,—ইহা স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

———

॥ সপ্তম নামাপরাধ ॥

নামবলে পাপে প্রবৃত্তি

"নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি-র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ।"—অর্থ,—নাম বলে যাহার পাপবুদ্ধি হয়, তাহার পক্ষে বহু যমযন্ত্রণা ভোগেও, সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার নহে।

ইহার টীকায়—শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন ;— "নাম্নো বলাদ্—নাম-গ্রহণেন পাপক্ষয়ো ভবেদিতি নাম্নাং প্রভাব-জ্ঞানেন পাপে বুদ্ধিরপি, কিং পুনঃ প্রবৃত্তিঃ।

'তস্য যমৈঃ'—বহুল-ব্রতাদিভিরহিংসাদিভির্দ্বাদশাব্দাদিভির্বা। যদ্বা বহুভির্ধর্ম্মরাজৈঃ চিরকালং তৎকৃত-যাতনা-ভোগেনাপীত্যর্থঃ।" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮৪)

ইহার অর্থ,—নাম বলে অর্থাৎ নামগ্রহণে পাপাদি বিনষ্ট হয়,—নামের এই প্রভাব অবগত হইয়া, নামকে তদুপায়রূপে গ্রহণ করিয়া, পাপকর্ম্মে যাহার বুদ্ধি হয়,—পাপকার্যে প্রবৃত্তির তো কথাই নাই—সে ব্যক্তি নামাপরাধী।

সেই অপরাধ বহু ব্রতাদি দ্বারা কিম্বা অহিংসাদি আচরণ দ্বারা, কিম্বা দ্বাদশাব্দাদিপ্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা, কিম্বা বহু যমরাজ কর্তৃক প্রদত্ত চিরকাল যমযন্ত্রণা ভোগ দ্বারাও নিবৃত্তি হয় না।

যেহেতু নামাপরাধ ঘটিলে একমাত্র একান্তভাবে নামাশ্রয় পূর্ব্বক নাম গ্রহণ ব্যতীত তাহা হইতে মুক্ত হইবার উপায়ান্তর নাই। নামাপরাধ খণ্ডনে শ্রীনামই অনন্যগতি। যথা,—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥ —(পাদ্মে)

অর্থাৎ, সর্ববিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াও যদি কেহ শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সেই ব্যক্তিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ; আবার যে ব্যক্তি সেই শ্রীহরির প্রতি কৃতাপরাধ হয়, সেই নরাধম যদি কখন নামাশ্রয় করে, তাহা হইলে শ্রীনামের কৃপায় সে অপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করে, অতএব নাম সর্বকাল সকলেরই বন্ধু। এতাদৃশ নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে, তাহা হইতে উদ্ধারের অপর কোন উপায় না থাকায় অধঃপতিত হইতে হয়। ইহার তাৎপর্য এই যে,—

কেবল পাপে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বশতঃ যে পাপাচরণ, তাহা কেবল পাপই সৃজন করে, কিন্তু নামে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়,—ইহা অবগত হইয়া, পাপানুষ্ঠান করিয়া নামগ্রহণে সেই পাপক্ষয় হইবে—এইরূপ বুদ্ধিতে যে পাপানুষ্ঠান, তাহা আর পাপ না হইয়া, তদপেক্ষাও গুরুতর যাহা, সেই নামাপরাধ সৃজন করে। অর্থাৎ পাপকার্যের অনুষ্ঠান জন্য নামকে তাহার উপায়রূপে গ্রহণ করা হইলে ইহাই সপ্তম নামাপরাধ। যে অপরাধ ক্ষয় করিতে একমাত্র নামাশ্রয় ছাড়া অন্য কোন প্রতিকার নাই। 'সপ্তম' অপরাধ উপলক্ষণে অপর সমস্ত অপরাধ বিষয়েই উহা প্রযুক্ত।

সুতরাং নামাপরাধ অখণ্ডিত হইয়া তদ্দ্বারা সংসারপাশে চিরবদ্ধ থাকিলে—চিরকাল যমরাজের শাসন মধ্যেই অবস্থান করা হয়।

"পাপবুদ্ধি" অর্থের বিচার,—বুদ্ধি দ্বিবিধা—'সু' ও 'কু' অর্থাৎ সৎবুদ্ধি ও অসৎবুদ্ধি। এস্থলে পাপ বুদ্ধির অর্থ—পাপকর্মের অনুষ্ঠানে নিজ স্বার্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে কুমতি বা কুবুদ্ধি তাহাকেই 'পাপবুদ্ধি' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ—'কুমতলব'।

আর তদ্‌বিপরীত—নাম বলে সুবুদ্ধি বা সৎবুদ্ধি হইলে, নামের প্রভাবে আমার পাপাদি সমস্ত অনর্থের বা পাপ দোষের নিবৃত্তি হইয়া সর্বশুভোদয় হইবে, আমি যেন আর পাপে রত না হই। ইত্যাদি অনুকূল সঙ্কল্প ও প্রতিকূল বর্জনের ইচ্ছায় যে নাম গ্রহণ তাহাকেই

বুঝায়। এই শুভ বুদ্ধির বলে নাম গ্রহণে ভক্তির উদয় হয়।

উক্ত শুভবুদ্ধির উদয় মহৎ কৃপাদি ভিন্ন হয় না। আর উক্ত পাপবুদ্ধি বা কুমতলব সংস্কার বশতঃ স্বাভাবিক হইলে উহার ফলে 'পাপ' সঞ্চারিত হয় ; কিন্তু নাম বলে হইলে উক্ত সপ্তম নামাপরাধ-ই ঘটে।

যে নামের আভাসে বা গৌণফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং মুখ্যফলে প্রেমোদয় হয়, সেই পরম মঙ্গলময় শ্রীনামকে পাপানুষ্ঠানরূপ কুকর্মের সহায়তা করিবার উপায় স্বরূপে গ্রহণ করা হইলে যে কি পরিমাণ গর্হিত কার্য হয়, তাহা বুঝিলেই ইহার অপরাধত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

শ্রীনামের পাপহরণ ও প্রেমদান মহিমা বিষয়ে, নিম্নোক্তি হইতে জানা যায় ; যথা,—

'হরি" শব্দে নানা অর্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে—প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে তৈছে—যোই কোই করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ পাপ তার—করে সংহরণ ॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৪।৪৪-৪৫)

চারিবিধ পাপ কি প্রকার ?

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, জীবের যত প্রকার পাপ হইতে পারে তাহা অল্পাধিক অনুসারে নিম্নোক্ত চারি প্রকারের অন্তর্গত, যথা ;—(১) পাতক, (২) উপপাতক, (৩) অতিপাতক এবং (৪) মহাপাতক। উহাদের অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তাবস্থাও হইতেছে চারি প্রকার, যথা ;—

(১) অপ্রারব্ধ = যাহা কোনরূপে ব্যক্ত হয় নাই, সঞ্চিত পাপ মাত্র।

(২) কূট = প্রারব্ধভাবে উন্মুখ।

(৩) বীজ = বাসনাময়—ইচ্ছামাত্র ; ক্রিয়াশীল হয় নাই।

(৪) ফলোন্মুখ = প্রারব্ধ—যাহার ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে—জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি ক্রমশঃ।

স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত উক্ত চতুর্বিধ পাপনাশের (তারতম্য অনুসারে) প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। তন্মধ্যে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত হইল।

(১) চান্দ্রায়ণ—শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রত্যহ ভক্ষ্য অন্ন এক হইতে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া আহার। আবার কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে প্রত্যহ এক এক গ্রাস কম করিয়া অমাবস্যায় সম্পূর্ণ উপবাস।

২) তপ্ত কৃচ্ছ্র— ৩ দিন ৬ পল গরম জল পান।
৩ „ ৩ „ „ দুগ্ধ „।
৩ „ ১ „ „ ঘৃত „।
৩ „ কেবল বায়ুভক্ষণ বা উপবাসী।

৩) পরাক্—একাদিক্রমে দ্বাদশ দিন উপবাসী।

অনুষ্ঠিত পাপ সকল উক্ত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নাশ হয় সত্য; কিন্তু পাপবীজ বা বাসনা নষ্ট হয় না। যেমন জমির ঘাস চাঁচিয়া দিলেও পুনরায় আবার ঘাসের উদ্গম হয়, তদ্রূপ প্রায়শ্চিত্ত ফলে পাপনাশ হইলেও, উহার বাসনা বিনষ্ট না হওয়ায় সময়ে পুনরায় সেই পাপ বাসনা ফলবতী হইতে পারে।

একারণে প্রায়শ্চিত্তাদি অপেক্ষা পাপনাশে 'নামই' সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। নামাপরাধ না থাকিলে নামের আভাসেই সর্বপাপ সবীজ উন্মূলিত হইয়া থাকে।

বারাণসী ধামে পণ্ডিতগণের সমক্ষে সুবুদ্ধিরায়ের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি ;—

প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাও বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর, কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্তন॥
এক নামাভাসে তব পাপ দোষ যাবে।
আর নাম হৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥ —ইত্যাদি

—(শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৫।১৫১-১৫২)

সর্বপ্রায়শ্চিত্ত হইতে পাপনাশে নামের প্রভাব, যথা ;—

পরাক্-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈ-
র্ন দেহি শুদ্ধি র্ভবতীহ তাদৃক্ ।
কলৌ সকৃন্মাধবকীর্ত্তনেন
গোবিন্দনাম্নো ভবতীহ যাদৃক্ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৬৪)

অর্থ,—কলিকালে মানবগণ পরাক্, চান্দ্রায়ণ, তপ্তকৃচ্ছ্র প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ শুদ্ধ হইতে পারে না, শ্রীগোবিন্দের নাম কীর্তনের দ্বারা যেরূপ শুদ্ধি লাভ করা যায়।

সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও আগামী—সমস্ত পাপ নামের গৌণ ফলেই সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া যায় ; এমন কী পাপবীজ পর্যন্ত দগ্ধ হইয়া যায়, সকল প্রায়শ্চিত্তের ফলেও যাহা হয় না।

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎসর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৫৬)

অর্থ,—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল প্রকার পাপই শ্রীগোবিন্দ নাম-কীর্তন রূপ অনলে ভস্মীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

অধিক কথা কী,—

একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাপী হইয়া তত পাপ করিতে না পারে ॥

—(মহাজন বাক্য)

ইহার অনুরূপ শাস্ত্রোক্তিও রহিয়াছে, যথা ;—

"নাম্নোঽস্য যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী জনঃ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৫৯)

ইহার অর্থ পূর্বোক্ত মহাজন বাক্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—নামের দ্বারা পাপক্ষয়ের এমন সহজ উপায় থাকিতে, শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে কেন ?

তদুত্তরে বক্তব্য,—প্রায়শ্চিত্ত সকলের বিধান অন্য যুগের জন্য, নামের যুগের জন্য নহে। শ্রীনাম কেবল কলিযুগেরই ধর্ম, অন্য কলিযুগে নাম 'যুগধর্ম' রূপে প্রবর্তিত হইলেও, সাধারণে গ্রহণীয় হয়েন না। ("যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।"—ইত্যাদি। ভাঃ, ১২।৩।৪৪) কেবল বর্তমান কলিযুগেই শ্রীগৌরকৃপায়—তদীয় আবির্ভাব সময়েই গ্রহণের ছলে উহা গ্রহণীয় হইয়াছে। একারণেই হেলায়, শ্রদ্ধায়, যেভাবেই হউক সকলেই নাম গ্রহণ করিতে পারিতেছে। অন্ততঃ শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও তাহা গৃহীত হইতেছে।

নামের দ্বারা সাধ্য হইতেছে কেবল সর্বোত্তম সেই ব্রজপ্রেম—যাহা কেবল রাগভক্তিজাত, এবং উহার একমাত্র প্রদাতা সগণ শ্রীচৈতন্যদেব। শুধু তাহাই নহে, কল্পের মধ্যে কেবল বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগেই উহা প্রদত্ত হয় এবং উহার প্রাপ্তির পরম উপায়ও হইতেছে—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন। তাই এইযুগে শ্রীনামেরও বিশেষ আবির্ভাব। অন্য যুগে এই 'ব্রজপ্রেম'—'রাগভক্তি' প্রদত্ত হয় না বলিয়া—তৎপ্রাপ্তির উপায় শ্রীনামেরও আবির্ভাব নাই। তৎকালে ব্রত, তীর্থ, প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারাই তৎযুগোপযোগী সাধ্য সাধিত হইতে কোন বাধা ছিল না।

কিন্তু, ব্রজপ্রেমরূপ পরম সাধ্য প্রদানের জন্য তৎকালেই কেবল প্রয়োজন হয়—তাহার একমাত্র সাধন শ্রীনাম—নাম সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন ও উহার মহিমাদি জ্ঞাপন ; যাহা পূর্বে হয় নাই কারণ তৎকালে তাহার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া।

পূর্বোক্ত, "প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণ-পথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ কো বেত্তা……" ইত্যাদি। (চৈতন্যচন্দ্রামৃত। ১৩০) শ্লোকে এ বিষয়ে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীনামের এই অপ্রতিহত মহামহিমা ও গৌণ ফলে এমন কি নামাভাসেও অখিল পাপার্তিহরণ এবং মুখ্যফলে

ব্রজপ্রেমোদয়রূপ পরমপুরুষার্থদানরূপ সামর্থ্য বিষয়ে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে জগৎ বিদিত ছিল না।

তাই, তৎকালে মহাজনগণও (মনু প্রভৃতি) নামের মহিমাদি না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তাদির বিধান দিয়াছিলেন, তৎকালোচিত প্রয়োজন অনুরোধে। যথা,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিত-মতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধু-পুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ॥

—(শ্রীভাঃ ৬।৩।২৫)

তাৎপর্যার্থ—যেমন মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ না জানিয়া বৈদ্যগণ রোগ নিবারণের জন্য ত্রিকটু নিম্ব, পাচন প্রভৃতির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু প্রভৃতি দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত এই মনু প্রভৃতি মহাজনগণ (ঋষিগণ) অতি গুহ্য এই শ্রীনামমহিমা না জানিয়া দ্বাদশবর্ষব্যাপী প্রায়শ্চিত্তাদি ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। আরও মায়াদেবী কর্তৃক বিমোহিত বহির্মুখ ব্যক্তিগণ মধুপুষ্পিত মনোরম প্রশংসাবাক্য দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মে অভিনিবিষ্টবুদ্ধি, অতএব মহা মহা অগ্নিষ্টোমাদি কার্যে শ্রদ্ধাযুক্ত, অনায়াসসাধ্য শ্রীনাম-কীর্তনাদিতে শ্রদ্ধাহীন (যেমন লৌকিক জগতেও দেখা যায় জনগণের বৃহৎ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা, অল্প বা অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা) হয়। সুতরাং 'শ্রীনাম-সংকীর্তনের গ্রাহক নাই' এই ভাবিয়া মন্বাদি ঋষিগণ জানিয়াও বলেন নাই; অথবা প্রীতি দ্বারা নিজ বশীভূত সিংহকে যেমন কেহ শৃগাল কুক্কুরাদি তাড়াইবার জন্য নিযুক্ত করে না, তদ্রূপ অতি তুচ্ছ পাপ স্খালনের জন্য পরম মঙ্গলময় শ্রীনামকে স্মরণ করেন নাই। যেমন, মৃতসঞ্জীবনীর শক্তি-মহিমা না জানা পর্যন্তই বৈদ্যগণ কর্তৃক পাচনাদির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—তদ্রূপই শ্রীনামের মহা মহিমার অনুপলব্ধিকাল পর্যন্তই শাস্ত্রোক্ত

প্রায়শ্চিত্তাদির বিধানের প্রয়োজনীয়তার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে।

এতাদৃশ মহাভাগ্য সাপেক্ষ শ্রীনাম—যাঁহার মুখ্য ফল রাগভক্তি মাধ্যমে—ব্রজপ্রেমোদয়,—তাঁহাকে পাপ নাশে ব্যবহার করা মানেই কতদূর তাঁহার মর্যাদা হানি করা হয়। "পাপাদি অনর্থ নাশ না হইয়া প্রেমোদয় হয় না"—এই হিসাবে না হয় শ্রীনাম কৃপা করিয়া নিজ মহত্ত্বে বা গৌণ ফলেই পাপ নাশ করিয়া, তদীয় মুখ্যফলে প্রেমদান করেন। কিন্তু তদীয় সেই মহত্ত্ব অবগত হইয়া যদি কেবল পাপকার্য করিয়া উহা পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য নামকে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ সেই নাম বলে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা নামের প্রতি দৌরাত্ম্য আর কি হইতে পারে?

যেমন, কোন রাজরাণী স্বকীয় স্বভাবের স্বাভাবিক ঔদার্য বশতঃ তদীয়া কোন দাসীর রোগগ্রস্তা অশুচি অবস্থার অবসান কল্পে, করুণা পরবশ হইয়া স্বহস্ত সেবায় তাহার পরিচ্ছন্নতা ও রোগ নিরাময় সম্পাদন করেন—কিন্তু এই মহৌদার্যের সুযোগ লইয়া সেই দাসী যদি বারম্বার তদ্রূপ কার্যে নিরতা হইবার জন্য রাজরাণীর নিকট প্রার্থনা করে—তবে তাহা ঘোরতর দুর্বিনীত অপরাধেরই সামিল হয়। মহারাণীও এইরূপ ভাবের অনুরোধে যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হন—এই বিবেচনায় যে, দাসী ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট অপর মহানিধি লাভ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা না করিয়া অতি ঘৃণ্য ও তুচ্ছ কাজে তাঁহাকে নিয়োজিতা হইবার প্রার্থনা করায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইল।

সেইরূপ নাম বলে পাপে প্রবৃত্ত মানুষের প্রতিও শ্রীনাম তদ্রূপ অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। পাপ বিনাশের জন্য শ্রীনামকে বারম্বার প্রয়োগ করা হইলে তাঁহার কদর্থনাই করা হয়। এই জন্য বহু পাপের যে গুরুত্ব, তাহা এই অপরাধের উৎপত্তির জন্য আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেক্ষেত্রে বহু যমনিয়মাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অথবা অধিকার প্রাপ্ত

অনেক দণ্ডধরগণ কর্তৃক দণ্ডিত হইলেও তাহার শোধন হয় না। অপরাধের গুরুত্ব এমনই অসীম।

অতঃপর "নামবলে পাপে বুদ্ধি" ইহার উপলক্ষণে—'ভক্তিবলে' বা সাধুত্ব (বেশ ও আচরণ) বলে, অর্থাৎ উপায় রূপে গ্রহণ করিয়া যে 'পাপবুদ্ধি'— ইহাও পরম নামাপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য ; সেই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার সারমর্ম ও দিগ্‌দর্শন হইতেছে এই যে,

১) নামের পাপক্ষয় প্রভাব জানিয়া, বা না জানিয়াই হউক, নামাপরাধশূন্য ও অশেষ পাপ-সংরত ব্যক্তির পক্ষেও যদি কোন প্রকারে শ্রীনাম গৃহীত হয়েন, তাহার সর্বপাপ-ধ্বংসের সদ্যই কারণ হইয়া, যথাক্রমে প্রেমোদয় ঘটিয়া থাকে—শ্রীনাম-প্রভাবে।

২) নামে সর্বপাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানিয়া ও সেই বিশ্বাসে নিজ-কৃত অশেষ পাপকার্যের জন্য অনুতপ্ত হইয়া ও উহা হইতে নিবৃত্ত হইবার সঙ্কল্প লইয়া, যাহারা সেই সঞ্চিত পাপক্ষয়ের উপায়রূপে নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, ইহা দ্বারা "নাম বলে পাপ বুদ্ধি রূপ" "কুবুদ্ধি" না হইয়া—"নাম বলে নিষ্পাপবুদ্ধি" বা "সুবুদ্ধি" রূপে তাহার অশেষ শুভোদয় অর্থাৎ শুভদা ভক্তির উদয় হইয়া থাকে—শ্রীনাম-প্রভাবে।

৩) অপরপক্ষে,—নামে পাপ ক্ষয় হয়, ইহা জানিয়া, যে ব্যক্তি সর্বদা পাপকর্মে রত থাকিয়া এবং নাম গ্রহণে সেই কৃত পাপ বিনষ্ট হয়, এই বোধে, পুনঃ পুনঃ পাপাচরণ ও সেই পাপক্ষয়ের উপায় রূপে, তৎসহ নাম গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ ক্ষেত্রেই "নাম বলে পাপবুদ্ধি" নামক সপ্তম নামাপরাধরূপে পরিণত হইয়া, সেই কুমতি বা কুমতলবী জনের অশেষ যমদণ্ডের কারণ ঘটিতে পারে—অপ্রসন্ন শ্রীনাম-প্রভাবে।

এখন বিবেচ্য এই যে—বেদনা সেই পর্যন্তই অনুভূত হয়, যে পর্যন্ত বেদনা লাগিতে লাগিতে সেইস্থানে ঘাঁটা পড়িয়া না যায়। ঘাঁটা পড়িলে তখন যেমন আর ব্যথার অনুভব থাকে না, সেইরূপ নিরন্তর

পাপকর্মে সংরত ব্যক্তির পক্ষে, তখন আর পাপ, পুণ্য, নরক বা স্বর্গ কিম্বা আত্মা বা পরকাল প্রভৃতি বিষয়ের কোন বোধ থাকে না। সুতরাং সেরূপ 'দেহ ও ইহ সর্বস্ব' ব্যক্তির পক্ষে "নামে পাপক্ষয় হয়, এবং সেই নাম গ্রহণে পাপক্ষয় করিব ও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ নাম গ্রহণে পাপনাশ করিয়া পাপাচরণের সুযোগ হইবে"—এইরূপ পাপবুদ্ধি ও কুমতলবে উক্ত নামাপরাধ ঘটিলেও—যাহার পাপ-পুণ্যের কোন বোধই নাই,—সে ব্যক্তির পক্ষে—"নাম গ্রহণে পাপ ক্ষয় করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইব"—ইত্যাদি প্রকার বুদ্ধি বা কুমতি উদয় হইবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং সেরূপ পাপ-পুণ্য ও পরলোকাদি সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য ও সতত পাপাসক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নামকে 'বল' বা পাপনাশক জানিয়া নাম বলে পাপাচরণের পক্ষে যখন কোন প্রয়োজন বা সন্ধানই থাকিতে পারে না তখন তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিরই বা সম্ভাবনা কোথায় ?

অতএব, উক্ত অপরাধজনক আচরণ সংঘটিত হইতে পারে কেবল সেই ক্ষেত্রেই,—যে সকল পাপকার্যরত ব্যক্তির পক্ষে পাপ-পুণ্যাদির বিশেষত্ব ও নামে পাপক্ষয়াদি শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বোধ একেবারে ধাঁটা পড়িবার মত বিলুপ্ত না হইয়া, তখনও কিছু অনুভব আছে,—অর্থাৎ পাপকর্মের আসক্তি বশতঃ তাহাতে প্রবৃত্তি ও তৎসহ পাপেরও কিছু ভয় রহিয়াছে, এবং নামে পাপনাশ শক্তির কথাও শোনা আছে,—এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে, নামকে বল অর্থাৎ পাপনাশের উপায় বোধ করিয়া, উক্ত প্রকারে 'পাপবুদ্ধি' রূপ কুবুদ্ধি বা কুমতলব সংঘটিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

উক্ত বিষয়ে আরও বিশেষ কথা এই যে,—নামে পাপক্ষয় হয়, ইহার সামান্য বোধ সাধারণ্যে থাকিলেও ইহার বিশেষ বোধ বা বিশ্বাস ভাগবতী শ্রদ্ধান্তরে উপনীত হইবার পূর্বে যখন সাধকগণের পক্ষেও দুর্লভ, তখন সতত পাপকর্মে রত ব্যক্তির পক্ষে,—উক্ত বোধ

যে বিরল হইবার কথা—ইহা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

এই হেতু, "নামবলে পাপবুদ্ধি" এই নামবলের উপলক্ষণে 'ভক্তিবলে' বা 'সদ্ধর্মবলে' কিম্বা 'ধর্মবলে,' পাপাচরণরূপ কুবুদ্ধি বা কুমতলব—উক্ত অপরাধ বিষয়ে এইরূপ ব্যাপক অর্থই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে,—সত্যাদি প্রতি যুগে যুগধর্মেরই প্রাধান্য থাকায়, শ্রীনামই এই যুগের যুগধর্ম বলিয়া, নামেরই উল্লেখ পূর্বক "নামবলে পাপবুদ্ধি" বলা হইয়াছে।

সুতরাং 'নাম বল' এই উক্তির উপলক্ষণে নাম-জাত 'ভক্তিবলে' কিম্বা 'সদ্ধর্ম বলে' অথবা 'ধর্মবলে' পাপে প্রবৃত্তি পর্যন্ত বিষয়সমূহ উক্ত অপরাধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে—ইহা নিশ্চিত বুঝিতে হইবে।

উপলক্ষণ হইতেছে—যেমন, "কাক হইতে দধি রক্ষা কর" এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইলে, কুকুর বিড়াল বা তদ্রূপ অন্য প্রাণী হইতেও দধি সংরক্ষণের কথা বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ নামবলে পাপে প্রবৃত্তির উপলক্ষণ হইতেছে—কেবল নাম বলেই নহে,—'ভক্তিবলে', 'সদ্ধর্মবলে' অথবা 'ধর্মবলে' পাপবুদ্ধিও উহার অন্তর্গত হইতেছে। অর্থাৎ ইহার সারমর্ম এই যে,—

নিজ পরমার্থরূপ শ্রেয়োলাভ বা জগতের মঙ্গল উদ্দেশ্য ব্যতীত, যে ব্যক্তি কেবল ঐহিক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির ভাণ কিম্বা সাধুর ছদ্মে অজ্ঞজনকে মুগ্ধ করিয়া, নিজ বিষয়ভোগ-লালসা সিদ্ধ করে, দেহাতিরিক্ত আত্মা বা পরকাল সম্বন্ধে নিজের কোনরূপ বিশ্বাস না থাকিলেও, সেই 'দেহ ও ইহ সর্বস্ব' জন মুখে সতত নামোচ্চারণাদি সহ ভক্ত চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া কিম্বা দণ্ড গৈরিকাদি ভক্তিপথে সাধুর 'ছদ্ম' গ্রহণ করিয়া মুখে ধর্মোপদেশ দ্বারা লোকবঞ্চনা পূর্বক কেবল নিজ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি অর্জন নিমিত্তই, শ্রীনাম ও তদুপলক্ষিত ভক্তি কিম্বা সৎ-ধর্মকে তাহার বল বা উপায় রূপে ব্যবহার করে—সেই পাপবুদ্ধি বা কুমতলবী

জন, যাহাকে সাধারণ ভাষায় 'ভক্তবিটেল' ও 'ধর্মধ্বজী' নামে নির্দেশ করা হয়,—তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর জন নাম বলে পাপে প্রবৃত্তিরূপ সপ্তম নামাপরাধীরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। 'ভক্তবিটেল' নামাপরাধী হয়, কিন্তু যদি নাম ও ভক্তির সহিত কোন সংশ্রব না থাকে তবে 'ধর্মধ্বজী'র নামাপরাধ হয় না— কেবল পাপ হয়। তাই, শ্রীজীবপাদও উক্ত প্রকার নাম উপলক্ষণে অপরাধী জনকেই নির্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন. যথা ;—

যেন নাম্নো বলেন পরমপুরুষার্থ-স্বরূপং
সচ্চিদানন্দসান্দ্রং সাক্ষাচ্ছ্রীভগবচ্চরণারবিন্দং
সাধয়িতুং প্রবৃত্তস্তেনৈব পরম-ঘৃণাস্পদং
পাপ-বিষয়ং সাধয়তীতি পরম-দৌরাত্ম্যম্ ॥

—(ভক্তিসন্দর্ভঃ—২৬৫ অনু।)

অর্থ,—যে নামের বলে পরমপুরুষার্থস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ প্রাপ্তির প্রবৃত্তি হয়, সেই শ্রীনামকে পরম ঘৃণাস্পদ পাপ বিষয়ে প্রবৃত্তির জন্য তৎ উপায় রূপে নিয়োগ, ইহা তৎপ্রতি পরম দৌরাত্ম্যই হইয়া থাকে (অর্থাৎ পরম অপরাধ।)।

সাধুজনের বন্দনীয় শ্রীধরস্বামিপাদও সাধকসমাজকে উক্ত অপরাধ হইতে সতর্ক করিবার জন্য দৈন্য স্বভাবে নিজেতে উক্ত দোষ সকল আরোপ করিয়া, তাহা হইতে রক্ষার জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইতেছেন, যথা,—

দণ্ড-ন্যাসমিষেণ বঞ্চিতজনং ভোগৈকচিন্তাতুরং
সম্মুহ্যন্তমহর্নিশং বিরচিতোদ্‌যোগক্লমৈরাকুলম্।
আজ্ঞালঙ্ঘিনমজ্ঞমজ্ঞজনতা সম্মাননাসম্মদং
দীনানাথদয়ানিধান পরমানন্দ প্রভো পাহি মাম্ ॥

শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকায়াং।

—(শ্রীভাঃ ১০।৮৭।৩৯)

অর্থ,—দণ্ড ও সন্ন্যাস গ্রহণাদিরূপ ছলনা দ্বারা লোক-বঞ্চনাকারী, একমাত্র বিষয়ভোগ চিন্তায় আতুর, সম্যক্‌রূপে মোহগ্রস্ত, সর্বদা স্বকৃত কর্মক্লান্তি দ্বারা আকুল, ভগবদাজ্ঞা লঙ্ঘনকারী, অজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ জনতা কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানাদি প্রাপ্তিতে গর্বিত,—এইরূপ মাদৃশ দীন ও অনাথ জনকে, হে দয়ানিধে পরমানন্দ প্রভো! রক্ষা করুন।

বর্তমানে কলির প্রায় প্রবৃদ্ধাবস্থায় বিভিন্ন উপধর্মের প্রাবল্যই সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব সম্প্রদায়গত ভক্তিপথের ভজনশীল জনের প্রতিও কলির প্রবল প্রভাব বর্তমানে অনস্বীকার্য। এমন কি, নামসাধনপর অতি সীমিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যেও কলির প্রবেশ ঘটিয়াছে। সেই অবিসম্বাদিত কাল প্রভাবের ফলে যেখানে যাহা কিছু ধর্মানুষ্ঠান সকল পরিলক্ষিত হইতেছে তন্মধ্যে, অতি অল্পসংখ্যক ব্যতিরেকে, অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য— যশোলাভ। যে বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাই—"যশোঽর্থে ধর্ম্মসেবনম্ ॥" (১২।২।৬) শ্লোকে।

তদ্রূপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ধর্মানুষ্ঠান সকল কলিরই প্ররোচনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমশঃ বিবর্ধিত হইয়া বহুল জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত হয় এবং কলি-প্রদত্ত উৎকোচ স্বরূপ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির সমাগম সূচনা করে,—যাহা বর্জনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামি-পাদের শিক্ষায় সুস্পষ্ট রূপেই নির্দেশ দান করা হইয়াছে। পরিশেষে বহু শিষ্য ও প্রভূত অর্থাগমের ফলে পরমার্থ বিষয় বিস্মৃত ও বিষয়সেবাই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। পরমার্থের পরিবর্তে অর্থ ও বিষয় সংযোগ—ইহা কখনও সাধন ভজনের উদ্দেশ্য বা ফলশ্রুতি হইতে পারে না। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে,—নামবলে পাপে প্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ আত্মিক শ্রেয়োলাভের পরিবর্তে, উক্ত যশাদি স্বসুখতাৎপর্যময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, কলিকৃত বিষয় সংযোগ

সকলকে অপরাধ জনিত অনর্থ-প্রসূত—এই বোধের পরিবর্তে নামকৃত বা স্বভজন জনিত সুকৃতোত্থ বলিয়াই ভ্রম হয়। সুতরাং বিপুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভোগরাগাদি, দীর্ঘকালব্যাপী জাঁকজমকসহ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্তনাদির আসর ও বিভিন্ন প্রাচুর্যপূর্ণ মঠ, মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা—এসবের অধিকাংশের নেপথ্যে প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিকবাদের পরিবর্তে ভক্ত ও ভক্তি-চিহ্নধারী জড়বাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সুচিন্তিত ও সুকৌশল প্রচার ও স্বার্থান্বেষণতৎপরতাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে—যাহা উক্ত সপ্তম অপরাধেরই সুস্পষ্ট নিদর্শন। আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির পরিবর্তে বাহ্যিক আচার আচরণ ও লোকবিভ্রান্তকারী প্রচারাদির দ্বারা ভজনানুষ্ঠানে যে অপরাধ, তজ্জনিত প্রবল অনর্থের নিবৃত্তি সহজে হইবার নহে—একথা প্রকৃষ্ট ভজনেচ্ছু-জন মাত্রেরই সর্বদা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য।

———

॥ অষ্টম নামাপরাধ ॥

সর্বশুভক্রিয়াদির সহিত নামের তুল্যত্ব চিন্তন

"ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদি সর্ব্বশুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।" টীকা,—"ধর্ম্মাদীনাং সর্ব্বাসাং শুভক্রিয়ানাং সাম্যং নাম্না তুল্যত্বমপি, প্রমাদঃ অপরাধ ইত্যর্থঃ॥" —(শ্রীসনাতনপাদ।) অর্থ—ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ ও হোমাদি সকল শুভ ক্রিয়াদিকে নামের সহিত সমতা অর্থাৎ সমান মনে করা—ইহাও একটি নামাপরাধ।

উপরোক্ত মন্তব্যের মুক্তপ্রগ্রহ অর্থ হইতেছে,—যে-কোন শুভ বস্তু (দ্রব্য), গুণ ও কর্মের তুলনায় শ্রীনামই সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত। শ্রীনামের ন্যায় শুভবস্তু (নাম নামীর অভিন্নতা নিবন্ধন—"যে হরি সে নাম"।), শ্রীনামের ন্যায় শুভগুণ (পাপনাশ হইতে প্রেমোদয় ও রসাস্বাদন পর্যন্ত।), শ্রীনামের ন্যায় শুভকর্ম (শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণাদি) অপর কিছুই নাই—শ্রীনাম এমনি অসম অনূর্ধ্ব মহামহিমায় বিরাজিত। সুতরাং এমন কী অপর শুভ দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া (কর্ম) সহ তুলনা বা সমত্ব চিন্তা করিলেও অপরাধ স্পর্শ করে।

। কার্য মাত্রেই কারণকে অপেক্ষা করে অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কোন কার্য হয় না। যাহা কিছু হয়, তাহাই 'কার্য'; যাহা দ্বারা হয় তাহাই 'শক্তি', এবং যাহা হইতে হয় তাহাকেই 'কারণ' বলে।[১] আবার কারণ মাত্রেই 'শক্তিমান' (অর্থাৎ শক্তির আধার বা যাঁহার শক্তি) বলিয়া অভিহিত হইলেও যাহা সকল কারণেরও কারণ,—যাহার পূর্বে আর কোনও কারণ নাই, অর্থাৎ যাহা সকলের প্রকৃষ্ট বা পরম কারণ —আর সমস্তই যাহার শক্তি অথবা শক্তিকার্য, তাহাই হইতেছে সর্বাদি বা স্বয়ংসিদ্ধ যথার্থ শক্তিমান। যথার্থ শক্তিমান পদার্থ যাহা, তাহাকেই

---

১ "শক্তিঃ—কারণ-নিষ্ঠঃ কার্য্যোৎপাদনযোগ্য-ধর্ম্মবিশেষঃ।"—তত্ত্বদীপিকা।

"যস্য কার্য্যাৎ পূর্ব্বভাবো নিয়তোঽনন্যথাসিদ্ধশ্চ তৎ কারণম্।"—তর্কভাষ্যকার।

'শক্তিমত্তত্ত্ব' কহে। মুখ্য কারণ যাহা তাহাই 'শক্তিমৎ-তত্ত্ব' এবং তদ্ভিন্ন সমস্তই 'শক্তি' অথবা 'শক্তিকার্য'।

মৃগনাভিকে তৎসৌরভের কারণ বলিয়া, কারণের গৌরবময় আসন প্রদান করিলেও পরক্ষণে আবার সেই মৃগনাভিকে কস্তুরি মৃগের কার্য জানিয়া সেই আসন আবার কস্তুরি-মৃগকে প্রদান করিয়া থাকি। এই প্রকার, সেই 'কারণত্ব' উত্তরোত্তর মৃগ হইতে পঞ্চভূতে, পঞ্চভূত হইতে পঞ্চতন্মাত্রে ইত্যাদি ক্রমে পরিশেষে প্রকৃতিতে অর্পণ করিয়া থাকি। আবার সেই প্রকৃতিরও কারণরূপে[১] এক সর্বশক্তিমান—সর্বকারণ শক্তিমৎ-তত্ত্ব অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান সংবাদ শাস্ত্রে বিঘোষিত হইয়াছে। যথা,—

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" —ইত্যাদি। — বৃহদারণ্যক। (৩।৭।৩)

অর্থাৎ,—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ রহিয়াছেন, যাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রীরূপা পৃথিবীও জানেন না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালন করেন, ইনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত—নিত্য অন্তর্যামী পরমাত্মা।

অচিন্ত্য—মহামহিমান্বিত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর—সর্বকারণ, নিজ 'শক্তি' দ্বারা কার্যাত্মক জগৎরূপে ব্যাপ্ত হইয়াও তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়াও, নিজ অধিষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিশ্বসংসার বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন ; অথচ তিনি মায়িক জগতের সহিত কোনও রূপে

---

১ প্রকৃতি যখন কারণ-লীন অর্থাৎ কারণ শয্যায় সুষুপ্তা, তখন একমাত্র কারণ-তত্ত্ব বা সর্বশক্তিমান, পরমেশ্বর ব্যতীত অপর কিছুই বিদ্যমান ছিল না ; —"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।"—(ছান্দো:—৬।২২।১) ; এই বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্বে এক আত্মাই ছিলেন ;—"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।" —(ঐতরেয় ১।১।১)

লিপ্ত নহেন। শক্তি-কার্যরূপ জগৎ ও শক্তিমান জগদীশ্বরের মধ্যে এইরূপ এক অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধের কথা স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শাস্ত্রবাণী হইতে প্রচারিত হইয়াছে—

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥

—(গীতা ।৯।৪-৫)

অর্থাৎ—আমি অব্যক্তমূর্তি; আমা-কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। আমাতে ভূতসকল অবস্থিত, কিন্তু আমি ভূতসকলে অবস্থিত নহি। ভূতসকল আমাতেও অবস্থান করে না; আমার অসাধারণ অসঙ্গ ধর্ম অবলোকন কর; আমি ভূতসকলকে ধারণ ও পালন করি অথচ আমি ভূত কর্তৃক সংস্পৃষ্ট নহি; কারণ আমার সঙ্কল্প দ্বারাই উহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তাহা হইলে বুঝিলাম এই পরম-কারণ বা কারণ-তত্ত্বই হইতেছেন—'শক্তিমৎ-তত্ত্ব'। শাস্ত্রে যাঁহাকে পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষাদি নামে কীর্তন করা হইয়া থাকে। নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে জীব, জড়—প্রাকৃত, অপ্রাকৃত—অপর যাহা কিছু সমুদয় তাঁহারই শক্তি বা শক্তিকার্য। নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা[১] বা ঘনীভূত ব্রহ্ম-স্বরূপ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন—শক্তিমৎ-তত্ত্বের সবিশেষ পূর্ণতম স্বরূপ।[২] এইজন্য শ্রীকৃষ্ণই সকল কার্য ও কারণের পরম কারণরূপে শাস্ত্রে পরিকীর্তিত হইয়াছেন।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥ —(ব্রহ্মসংহিতা।)

---

১ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং"—গীতা।১৪।২৭।

২ "তস্মাৎ কৃষ্ণ এব পরো দেবঃ।" —গোঃ উঃ। পূর্ব। ৫০।

অর্থাৎ,—সচ্চিদানন্দ-ঘন শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ; তিনি অনাদির আদি, সুরভিবৃন্দের পরিপালক এবং সমস্ত কারণের পরম কারণস্বরূপ।

শ্রীভগবানের বহুবিধ শক্তির কথা এবং নিখিল বিশ্ব-সংসার যে তাঁহারই বিভূতি অর্থাৎ শক্তির বিকাশ, ইহা শ্রুতি ভক্তিভরে বহুস্থানে গাহিয়াছেন।[১] এক অগ্নির শক্তি যেমন প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম—এই ত্রিবিধাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ শক্তিমান পরমেশ্বরের নিখিল শক্তিই প্রধানতঃ নিম্নোক্ত ত্রিবিধা শক্তির অন্তর্গত ; যথা—(১) চিৎ-শক্তি। (২) চিদচিৎ-শক্তি। (৩) অচিৎ শক্তি। চিচ্ছক্তির অপর নাম অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ শক্তি ('পরা' শক্তি ইহার আর একটি নাম) —ইহা উত্তমা। চিদচিৎ-শক্তির অপর নাম তটস্থা বা জীব শক্তি ('ক্ষেত্রজ্ঞা' ইহার অন্য নাম)—ইহা মধ্যমা। এবং অচিৎ (জড়) শক্তির অপর নাম বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি ('অবিদ্যা' ইহার অন্য নাম)—ইহা কনিষ্ঠা। উক্ত শক্তিত্রয়ের বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ

> বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
> অবিদ্যাকর্ম্ম-সংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥— (৬।৭।৬১)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা নামে তিনটি শক্তি আছে ; বিষ্ণুর স্বরূপভূতা শক্তিকে পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা নাম্নী শক্তিকে জীবশক্তি এবং অবিদ্যা যাহার কার্য এবম্বিধ শক্তিকে মায়া বা অপরা শক্তি বলে।

এখন শক্তিভাব নিজেই কারণভাব নহে। 'কারণ'-নিহিত শক্তির সমূর্ত বা ব্যক্ত অবস্থার নাম কার্য। 'কার্য' শক্তিতে নিহিত ও 'শক্তি' 'কারণে' আশ্রিত থাকে বলিয়া কারণের শ্রেষ্ঠতা ও পারম্য জানিতে হইবে। এই বিশ্বকার্য প্রকৃতি ও জীবশক্তির ব্যক্তাবস্থা হইলেও, প্রকৃতি ও জীব উভয়েই শক্তিতত্ত্ব ; একারণে সর্বথা কারণ-তত্ত্ব হইতে ন্যূন। কারণকে আশ্রয় না করিয়া শক্তি যখন কার্যরূপে ব্যক্ত হইতে অসমর্থ, তখন সেই সর্বকারণ পরমেশ্বর ভিন্ন প্রকৃতি বা

১ শ্বেতাশ্বঃ।৬।১। এবং ৪।১।

স্বভাবাদিকে জগতের মূল কারণ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না, যেহেতু ইহা পূর্বোক্ত শ্রুতি-বিরুদ্ধ।

আবার অন্তরঙ্গা বা স্বরূপ-শক্তি চিন্ময় ও অপ্রাকৃত হইলেও উহাও শক্তিতত্ত্ব,—উহাও পরমেশ্বরের আশ্রিত; সুতরাং কারণ-তত্ত্ব নহে। যে কারণের পূর্বে আর কোনও কারণ নাই, তাহাকেই মুখ্য-বা পরম কারণরূপে শাস্ত্র নির্দেশ করিয়া থাকেন। আশ্রয় ও আশ্রিতে সেব্য-সেবক সম্পর্ক—একারণে আশ্রয়ের পরতাই বিদ্যমান জানিতে হইবে।

দৃষ্টান্ত-স্থানীয় অগ্নি ও অগ্নি-শক্তির সহিত শ্রীভগবান ও তদীয় শক্তির তুলনা করিলে কিয়দংশে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, চিচ্ছক্তি—প্রভা স্থানীয়া, জীবশক্তি—স্ফুলিঙ্গস্থানীয়া, মায়া বা জড়শক্তি—ধূম-স্থানীয়া এবং সর্বাশ্রয় শ্রীভগবান—প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূমের আশ্রয়—অগ্নিস্থানীয়।

সর্বশক্তিমান—নিখিল কার্য ও কারণের পরম কারণ, পরতত্ত্ব—পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনি অগ্নিরাশি স্থানীয়। শ্রীরাম-নৃসিংহ-মৎস্য-কূর্মাদি তাঁহার বিবিধ স্বরূপ বা অবতার সকল অগ্নিরাশির বিশেষ বিশেষ শিখাস্থানীয়। অবতারসকল—অংশ শক্তিমৎ-তত্ত্ব বা শক্তিমৎ-তত্ত্বেরই আংশিক প্রকাশ; অবতারী যিনি, তিনিই অংশী শক্তিমৎ-তত্ত্ব বা শক্তিমৎ-তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ। একই পরিপূর্ণ শক্তিমান বা কারণ-তত্ত্বের যেখানে পরিপূর্ণ প্রকাশ সেখানে তিনি অবতারী বা স্বয়ং ভগবান; আর যেখানে প্রায় পরিপূর্ণ কিম্বা আংশিক প্রকাশ, সেখানে তিনি বিলাস ও স্বাংশাদি অবতার রূপে উক্ত হয়েন। প্রতি কলায় বিবর্ধিত সুধাকরের দ্বিতীয়া তৃতীয়াদি রূপ ও নামভেদ সকল, যেমন একই শক্তিমান স্থানীয় পূর্ণ চন্দ্রের আংশিক প্রকাশভেদ ভিন্ন অপর কিছুই নহে,—কিন্তু পূর্ণিমাই যেমন পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তেমনি একই শক্তিমৎ-তত্ত্ব বা পরমেশ্বরের আংশিক ও পরিপূর্ণ প্রকাশে সেইরূপ পার্থক্যই জানিতে হইবে। অবতারী ও অবতার

স্বরূপতঃ একই শক্তিমৎ-তত্ত্বের প্রকাশভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥

(শ্রীভাঃ।১।৩।২৬)

অর্থাৎ হে দ্বিজগণ! যেমন এক অক্ষয় হ্রদ হইতে বহু সহস্র নদী উৎপন্ন হয়; সেইরূপ এক সত্ত্বতনু অবতারী শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার প্রকাশ রহিয়াছেন।

অগ্নিশিখা যেমন অগ্নির আংশিক প্রকাশ কিন্তু প্রভা, স্ফুলিঙ্গ ও ধূম প্রভৃতির মত অগ্নির শক্তি নহে; তেমনি অবতারী ও তাঁহার অবতার সকল একই শক্তিমৎ-তত্ত্বের অংশী ও অংশরূপ প্রকাশ বিশেষ ভিন্ন অপর কিছু নহে। তবে একই পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়াদি প্রকাশ-ভেদমাত্র হইলেও যেমন শক্তি প্রকাশের অর্থাৎ জ্যোৎস্নালোকের তারতম্য হইয়া থাকে, তেমনি অবতারী ও অবতার সকল একই শক্তিমৎতত্ত্বের প্রকাশভেদ মাত্র হইলেও প্রকাশ ভেদ অনুরূপ শক্তি প্রকাশের তারতম্য আছে,—ইহাও বুঝিতে হইবে।

অতএব পর ও অপর ভেদে 'তত্ত্ব' দ্বিবিধ। যাহা শক্তিমৎ তত্ত্ব—তাহাই 'পরতত্ত্ব' বা পরমতত্ত্ব উপাসনা-ভেদে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান—এই তিন পরতত্ত্বরূপে প্রকাশ হয়েন—এক স্বয়ংরূপ পরমতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান—শ্রীকৃষ্ণ। আর তদ্ভিন্ন ত্রিবিধা শক্তির সমুদয় বিষয়ই উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে অপর-তত্ত্ব।

এই হেতু, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় বিলাস-স্বাংশাদি নিখিল পরতত্ত্ব-বস্তুকে অপর সমস্ত তত্ত্ববস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে,—অপর-তত্ত্বান্তর্গত কাহারো বা কোন কিছুরই সহিত তাহার সমতা করা হয় নাই—শাস্ত্র হইতে ইহাই অবগত হওয়া যায়।

পরতত্ত্ব-বস্তু হইতে অপরতত্ত্ব-বস্তুর এই বৈশিষ্ট্য না রাখিয়া—যদি উভয়ের সমতা মনে করা হয়, তাহা অপরাধ রূপে গণ্য হইবার

যোগ্য। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়,—পরতত্ত্ব-স্বরূপ নিখিল ভগবত্তত্ত্বের সহিত ব্রহ্মাদি নিখিল দেবতার মধ্যে কেহই যে সমান নহেন, প্রথমে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা ;—

অতো বিধি-হরাদীনাং নিখিলানাং সুপর্ব্বণাম্।
শ্রীবিষ্ণোঃ স্বাংশবর্গেভ্যো ন্যূনতাভিপ্রকাশিতা ॥

—(লঘুঃ ভাঃ ১।৫৬)

অর্থ,—অতএব ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতাই শ্রীবিষ্ণুর স্বাংশবর্গ—মৎস্য, কূর্মাদি অবতার সমূহ হইতে ন্যূন অর্থাৎ অল্প সামর্থ্য-যুক্ত।

মূল বিষ্ণু বা মূল নারায়ণ হইতেছেন স্বয়ংরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। তদীয় বিলাস-স্বাংশাদি সকলেই পরতত্ত্ব-বস্তু বলিয়া তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতারও সমতা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণই মূল বিষ্ণু হইলেও তদীয় মৎস্য-কূর্মাদি অবতার সকলও বিষ্ণু-তত্ত্বই হইতেছেন। এই হেতু, মূল বিষ্ণু হইতে তদেকাত্মতত্ত্ব প্রকাশ হওয়ায়, মূল বিষ্ণু হইতে তাঁহাদিগের অভিন্নতা বশতঃ তাঁহাদিগকে বিষ্ণুর 'সম' বা সমান বলা হয় ; কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতাকে 'অসম' ও স্বরূপ-শক্তিনামা প্রকৃতিকে 'সমাসমা'রূপে শাস্ত্রে নিরূপণ করা হইয়াছে ; যথা,—

মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদ্যা সমা বিষ্ণোরভেদতঃ।
ব্রহ্মাদ্যাস্ত্বসমা প্রোক্তাঃ প্রকৃতিস্তু সমাসমা ॥

অর্থ,—শ্রীবিষ্ণুর অংশাংশীতে ভেদ না থাকায় মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি শ্রীবিষ্ণুর সম; ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ জীবতত্ত্ব বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর সহিত অসম; আর প্রকৃতি স্বরূপ-শক্তি বলিয়া সমা ও অসমা।

এই হেতু মূল নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ বা তদীয় বিলাস-স্বাংশাদিরূপ নারায়ণাদির সহিত ব্রহ্মা-রুদ্রাদিরও সমতা চিন্তা করিলে, উহা অপরাধ রূপে পাষণ্ডত্বের কারণ হইয়া থাকে, যথা ;—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥
—(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ৭৩ অঃ)

অর্থ—যে ব্যক্তি সর্বারাধ্য শ্রীনারায়ণকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি দেবতাবৃন্দের সহিত সমদৃষ্টি করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী মধ্যে গণ্য হইবে।

অতএব, পরতত্ত্ব বা শ্রীভগবত্তত্ত্বের সহিত অপরতত্ত্ব কোন কিছুরই সহিত সমতা হইতে পারে না। এমন কি, সমতা চিন্তা করিলেও উহা অপরাধ সৃজন করিয়া থাকে।

'অপর'তত্ত্বের সহিত 'পর'তত্ত্ব-বস্তুর সমতা মননে দোষের কথা জানা গেল। সেইরূপ আবার—সকল পরতত্ত্ব-বস্তু বা শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব সকল শ্রীকৃষ্ণের একাত্ম বলিয়া সাধারণভাবে তাঁহাদিগকে, শ্রীকৃষ্ণের সমান বলা হইলেও, বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহিত তদীয় বিলাস-স্বাংশাদি অবতার সকলের সমতা চিন্তায়ও তদ্রূপ অপরাধের আশঙ্কা করা যায় ; তাই দেখা যায়, শ্রীসূত গোস্বামী সামান্য লক্ষণে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকল অবতারের সমতারূপে বর্ণনা করিলেও, উক্ত প্রকার অপরাধের আশঙ্কা করিয়া পরে, বিশেষ লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকেই স্বয়ং ভগবান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যথা,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"
—(শ্রীভাঃ ১।৩।২৮)

অর্থ,—পূর্বোক্ত অবতার সকলের মধ্যে কেহ কেহ পুরুষের অংশাবতার, কেহ কেহ বা অংশের অংশ অবতার ; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

এ বিষয়ে চরিতামৃতে বলা হইয়াছে ;—

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে করিলা গণন ॥

তবে সূত গোঁসাই মনে পাইয়া বড় ভয়।
যার যা লক্ষণ তাহা করিলা নিশ্চয়॥
সব অবতার পুরুষের কলা অংশ।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ সর্ব্ব অবতংস॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ১।২।৫৫-৫৭)

অধিক কথা কি? স্বয়ং ব্যাসদেব, যিনি বেদ চতুর্ধা বিভাগ করিয়াছেন, পুরাণ ও মহাভারতাদি প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—তাঁহারও চিত্তে প্রসন্নতা আসিল না—সমানভাবে পরতত্ত্ব সকলের সহিত পরতত্ত্বসীমা শ্রীকৃষ্ণের সমতারূপে বর্ণন করা হইয়াছে বলিয়া। পরবর্তী সময়ে দেবর্ষি নারদ সেই দোষের বিষয় বুঝাইয়া দিলে, শ্রীব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণকথা-প্রধান শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে পুনরায় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন।

সুতরাং, মুনীশ্বর শ্রীব্যাসদেবে পর্যন্ত যে সমতা চিন্তায় অপরাধ সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহা যে সাধারণ জীবের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর হইতে পারে, তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

উপাস্য বিষয়ে যেমন বুঝা গেল—পরতত্ত্ব-বস্তুর সহিত অপর কোন উপাস্যেরই সমতা চিন্তা করা অপরাধ, সেইরূপ উপাসনা বিষয়েও বুঝিতে হইবে। সেই পরতত্ত্ব-বস্তুর উপাসনারূপ নামকীর্তনের সহিত অপর কোন ভজন-সাধনরূপ শুভ ক্রিয়াদির সমতা চিন্তাও সেইরূপ অপরাধ।

পরতত্ত্ব-বস্তুর নামী ও নাম অভিন্ন-তত্ত্ব। পূর্বে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অতএব উপাস্য বা সাধ্য বিষয়েও যেমন পরমতত্ত্ব রূপ সাধ্যের সহিত, অপর কোন সাধ্য বা উপাস্যের সমতা চিন্তাও অপরাধ, সেইরূপ উপাসনা বা সাধন বিষয়েও—"পরতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের উপাসনা বা সাধনা শ্রীনামের সহিত—অপর ধর্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হোমাদি

শুভক্রিয়া বা শ্রেয়োলাভের সাধনা সকলের সমতা মনন করাও তদ্রূপ, অর্থাৎ অপরাধ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ইহা দ্বারা শ্রীভগবান ও শ্রীভগবন্নামের অভিন্নতাও বিশেষভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

সুতরাং, কেবল পরতত্ত্ব-বস্তু সম্বন্ধীয় শ্রীনামী ও শ্রীনাম—এই অভিন্ন-স্বরূপ দুইটি বস্তুকে বেদাদি সর্বশাস্ত্র কর্তৃক সর্বোপরি আসন প্রদত্ত হইয়াছে—তাহাদের শক্তিমৎ-তত্ত্বত্ব বা কারণ-তত্ত্বত্ব-রূপ মহা মহিমতার জন্য। এই হেতু, কেবল উক্ত নামী ও নাম স্থলেই অপর কোন কিছুর সহিত সমতা চিন্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অপর কোন বিষয়েই কাহারও বা কোন কিছুর সহিত সমতা চিন্তা কোনরূপে নিষিদ্ধ হয় নাই—ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১) যত পুণ্য বা শুভ বস্তু (দ্রব্য), গুণ ও কর্ম আছে বিচার করিয়া দেখিলে শ্রীভগবন্নাম—শ্রীকৃষ্ণনাম হইতে অধিক বা সমান অপর কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে শুভ দ্রব্য—যেমন গঙ্গা বা তুলসী। উহাদের শুভগুণ,—যেমন গঙ্গার—সুখদা, মোক্ষদা, ত্রিভুবনতারিণী, ভক্তিপ্রদায়িনী প্রভৃতি এবং তুলসীর—গোবিন্দবল্লভা, ভক্ত-চৈতন্যকারিণী, বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী ইত্যাদি। তৎ সম্পর্কীয় শুভকর্ম—গঙ্গার পূজা, স্নান, দর্শন, স্পর্শনাদি এবং তুলসীর প্রণাম, জলদান, প্রদক্ষিণাদি। এখন দেখা যাইবে, যে-কোন শুভ বস্তু, গুণ ও কর্মের তুলনায় শ্রীনামই সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত।

গঙ্গাদি পুণ্যতোয়া নদীসকল ও তীর্থসকল সকাম জীবের পাপক্ষয়; পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষসাধন পর্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ 'চতুর্বর্গ' প্রদান করিতে সমর্থ। এইজন্য তাঁহারা 'পাবন'। শ্রীনাম তাঁহাদেরও পবিত্রতা দান করেন বলিয়া—"পাবনং পাবনানাম্।" কারণ উক্ত পাপনাশ ও পুণ্যাদি চতুর্বর্গ প্রদান করিতে গিয়া নদী ও তীর্থ সকল নিজেরাই জীবের পাপাদি গ্রহণে মলিন হইয়া পড়েন। তদবস্থায় তাঁহারা তীর্থে সমাগত ভক্ত-সাধুগণের সংস্পর্শ লাভ করিয়া উক্ত

মালিন্যাদি অপসারিত করিয়া পুনরায় যেমন পাবনী শক্তি লাভ করেন,[১] সেইরূপ শ্রীহরিকথা স্থানে স্বকীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে অবস্থান ও উহা শ্রবণ করিয়া অধিকতর পবিত্রতা লাভ করেন। শ্রীহরিকথা বলিতে, শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথাকে বুঝায়। ইহাদের যথাক্রমে সন্নিবেশ দ্বারা তন্মধ্যে শ্রীনামই অগ্রগণ্য বা সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। শ্রীহরি হইতে তদীয় নাম, রূপ, গুণ, লীলা অভিন্ন হইলেও,— নামীর সহযোগেই রূপ, গুণ, লীলা—স্মরণ, কীর্তনাদি কর্ম সাধিত হয় কিন্তু নামীর সহযোগ না রাখিয়াও, এমন কি নামাভাসেও—নামের ফল লাভ হওয়ায়—"তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন" বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

২। সর্ব শুভ কর্ম হইতে আবার ভক্তির উৎকর্ষ আর সেই ভক্তি হইতেও শ্রীনামের উৎকর্ষ—ভক্তির কারণ বলিয়া। সর্ব শুভ কর্মের ফলে 'ভুক্তি' এবং জ্ঞান-যোগাদির ফলে 'মুক্তি' লভ্য হয়। সেই 'ভুক্তি' ও 'মুক্তি' হইতেও ভক্তি গরীয়সী। কারণ জ্ঞানযোগাদি সকল কিছুই ভক্তিমুখাপেক্ষী ; একমাত্র ভক্তিই অনন্যাপেক্ষী।

ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম যোগ জ্ঞান।
সর্ব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রধান ॥ —(শ্রীচৈঃ চঃ ।২।২২।১৪)

দান, যজ্ঞ, তপ, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সর্ব শুভ কর্ম হইতেও শ্রীহরিভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা শাস্ত্রে বহুপ্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে ; যথা,—

হরিভক্তি-মহাদেব্যাঃ সর্ব্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ।
ভুক্তয়শ্চাদ্‌ভুতাস্তস্যাশ্চেটিকাবদনুব্রতাঃ॥
—(ভঃ রঃ সি)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—দান যাগাদি ও জ্ঞান যোগাদি সকল শুভ কর্মের ফলে ভুক্তি মুক্তি যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভুক্তি-মুক্তি রূপ সিদ্ধিসকল শ্রীহরিভক্তি-মহারাণীর চেটিকা বা দাসী রূপে অনুবর্তিনী

[১] শ্রীভাঃ।১।১৩।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হইয়া থাকেন—ভক্তিদেবীর এতাদৃশী আশ্চর্য প্রভাব।

সুতরাং দানাদি ও জ্ঞান-যোগাদি সর্ব শুভ কর্ম হইতেও ভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। সেই ভক্তিই আবার যে শ্রীনামের কার্যরূপে প্রকাশ হইয়া থাকেন,—সেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের সমান বা অধিক অপর কোন শুভক্রিয়া থাকিতে পারে?—তাই উক্ত হইয়াছে,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্তন।
নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ।৩।৪।৬৫-৬৬)

কিম্বা "নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।" (শ্রীচৈঃ চঃ ।২।১৫।১০৮)

আবারও— সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥ —ইত্যাদি।

—(শ্রীচৈঃ চঃ ।৩।২০।১০)

ইহার পর প্রায়শ্চিত্তাদি সর্ব শুভ দ্রব্য ও কর্মাদি এবং জ্ঞান ও যোগাদি প্রত্যেকটির উল্লেখ করিয়া শ্রীনামের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হইয়াছে শাস্ত্রে, তাহা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখিতে পাইব। শাস্ত্রের কোথাও শ্রীনামের সমত্ব বা অপকর্ষতা দেখান হয় নাই। নিম্নে বাহুল্যভয়ে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা:—

১) প্রায়শ্চিত্ত:—

পাপনাশে প্রায়শ্চিত্তই প্রসিদ্ধ। কিন্তু সেই প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করিয়া তাহা হইতে শ্রীনামের শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে; যথা,—

পরাক-চান্দ্রায়ণ-তপ্তকৃচ্ছ্রৈর্ন দেহিশুদ্ধির্ভবতীহ তাদৃক্।
কলৌ সকৃন্মাধব-কীর্তনেন গোবিন্দনাম্না ভবতীহ যাদৃক্॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৬৪)

অর্থাৎ—(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে)—এই কলিকালে একবার

মাত্র গোবিন্দ এই নাম দ্বারা মাধবের সঙ্কীর্তন করিয়া দেহিদিগের যাদৃশী শুদ্ধি সম্পাদিত হয়, পরাক্ ব্রত, চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্র[১] সমূহের দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধি হয় না।

প্রায়শ্চিত্তের ফলে কৃত পাপের ক্ষয় হয়। কিন্তু পাপবাসনা বা মূল ক্ষয় হয় না। কিন্তু (নিরপরাধে) শ্রীনামগ্রহণে সঞ্চিত ও প্রারব্ধ সকল পাপই, নামের গৌণ ফলেই সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পাপ বাসনার মূল অবিদ্যা ক্ষয় করিয়া চিত্তশুদ্ধির পর নামের মুখ্যফলে, শ্রদ্ধাদি ক্রমে পরিশেষে প্রেমামৃত লাভ হয়। যথা,—

সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ।৩।২০।১০)

এমন কি—

বর্ত্তমানন্তু যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি।
তৎ সর্ব্বং নির্দহত্যাশু গোবিন্দানল-কীর্ত্তনাৎ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৫৬)

অর্থ,—(লঘুভাগবতের বর্ণনা) যে পাপ বর্ত্তমান, যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে গোবিন্দনাম কীর্তন রূপ অনলের সংস্পর্শে তৎসমুদয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইহারই প্রতিধ্বনিরূপে মহাজনোক্তি দেখিতে পাই—

---

১ এই তিনটি ব্রতের বিধি অত্রিসংহিতায় এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। যথা,—

পরাক্=দ্বাদশ দিন উপর্য্যুপরি উপবাস। —(১২৭ শ্লোক)

চান্দ্রায়ণ=শুক্লা প্রতিপদ হইতে একগ্রাস অন্নবৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত; পুনরায় কৃষ্ণা-প্রতিপদ হইতে হ্রাস করিয়া অমাবস্যায় পূর্ণ উপবাস।—(১১২ শ্লোক)

তপ্তকৃচ্ছ্র=৩ দিন করিয়া প্রত্যহ ৬ পল উষ্ণ জল, ৩ পল উষ্ণ দুগ্ধ এবং ১ পল উষ্ণ ঘৃত পান করিতে হয় ও পরবর্তী ৩ দিন উপবাস করিতে হয়।

এক কৃষ্ণ নামের ফলে যত পাপ হরে।
পাপী হৈয়া তত পাপ করিতে না পারে ॥
—(শ্রীচৈঃ চঃ ।১।৮।২৪)

২) তীর্থ :—যে পুণ্যতীর্থ সকল পতিত জীবকে পবিত্র করে, সেই তীর্থের উল্লেখে, তদপেক্ষা শ্রীনামের উৎকর্ষাধিক্য দেখান হইয়াছে, যথা,— কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ বা।
জিহ্বাগ্রে বসতে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮৪)

অর্থাৎ, 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় যাঁহার জিহ্বাগ্রে সর্বদা স্ফুরিত হইতেছে, তাঁহার পক্ষে কুরুক্ষেত্রেরই বা কি প্রয়োজন, কাশী কিম্বা পুষ্করেরই বা কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই নাই।

বিভিন্ন তীর্থের নাম আর কত উল্লেখ করা যাইবে ? সমষ্টি হিসাবে তীর্থের সহিত তুলনায়, তাহাদের অপেক্ষা শ্রীনামেরই উৎকর্ষাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,

তীর্থকোটি-সহস্রাণি তীর্থকোটি-শতানি চ।
তানি সর্ব্বাণ্যবাপ্নোতি বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮৫)

অর্থাৎ—(স্কান্দে) শত সহস্র কোটি তীর্থার্জিত যাহা কিছু পুণ্যফল তৎসমুদয়ই বিষ্ণুর নাম-কীর্তন হইতেই লাভ করা যায়।

৩) শুভকর্ম—সর্ব শুভ কর্ম মধ্যে কর্ম হইতে জ্ঞান ও জ্ঞান হইতে যোগ শ্রেষ্ঠ। সেই জ্ঞান ও যোগের সহিত তুলনায় শ্রীনামের উৎকর্ষ বিঘোষিত হইয়াছে ;—

কিং করিষ্যতি সাঙ্খ্যেন কিং যোগৈর্নরনায়ক।
মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮৭)

অর্থ, –(গরুড়পুরাণে শৌনকাম্বরীষ সংবাদে—) হে নরনাথ ! যোগেই

বা কি হয় ? জ্ঞানেই বা কি হয় ? মুক্তিই যদি ইচ্ছা করিয়া থাকেন তবে গোবিন্দ নামই কীর্তন করুন।

শ্রীনামের সহিত অপর কোন শুভক্রিয়াদিরই সমতা হইতে পারে না। তাই দেখিতে পাই, শাস্ত্র বলিতেছেন,—

গোকোটিদানং গ্রহণে খগস্য
প্রয়াগগঙ্গোদককল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরুসুবর্ণদানং
গোবিন্দকীর্ত্তের্ন সমং শতাংশৈঃ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮৬)

অর্থাৎ,—গ্রহণের সময় কোটি গাভী দান, কিম্বা প্রয়াগেতে কল্পবাস, অযুত যজ্ঞ অথবা মেরুতুল্য স্বর্ণদানও যদি করা হয়, তথাপি তৎফল সকল শ্রীগোবিন্দ নামের কীর্তনে যে ফল লাভ হয়, তাহার শতাংশেরও এক ভাগের সমান হয় না।

৪) শুভক্রিয়া--পৃথক পৃথক ভাবে শুভক্রিয়া ও শুভদ্রব্যের আর কত উল্লেখ করা যাইবে ? তাই, সমষ্টি বা একসঙ্গেই সকল শুভক্রিয়াদির ও শুভদ্রব্যাদির উল্লেখ পূর্বক তুলনায় শ্রীনামের উৎকর্ষাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

দানব্রততপস্তীর্থক্ষেত্রাদিনাঞ্চ যাঃ স্থিতাঃ।
শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ।
আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৯৬-ধৃত স্কান্দ বাক্য।)

অর্থাৎ,—দান, ব্রত, তপস্যা ও তীর্থাদিতে, দেবতা ও সাধুসেবায়, রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে, জ্ঞান ও অধ্যাত্মবস্তু সমূহে সর্বপাপ-হারিণী ও মঙ্গলদায়িনী যে সকল শক্তি অবস্থিত রহিয়াছে, সেই সর্বশক্তি আকর্ষণ পূর্বক শ্রীহরি নিজ নাম সকলে স্থাপন করিয়াছেন।

৫) সর্ব শুভফল—যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু মঙ্গলপ্রদ, শ্রেয় সাধক সকল কিছুই একমাত্র মঙ্গলেরও মঙ্গলপ্রদ শ্রীনামেই পর্যবসিত। ইহাই শাস্ত্রে বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রকারে গীত হইয়াছে। যথা,—

ক) ঋগ্বেদো হি যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽপ্যথর্ব্বণঃ।
অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮১)

অর্থ,—(বিষ্ণুধর্মোত্তরে শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি) যে ব্যক্তি 'হরি' এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার পক্ষে ঋগাদি চতুর্বেদ পাঠ করা হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—"হরিরিত্যক্ষরদ্বয়োক্ত্যৈব সর্ব্ববেদাধ্যয়নসিদ্ধেঃ সর্ব্ববেদেভ্য আধিক্যং ব্যক্তমেব ॥"—অর্থাৎ 'হরি' এই নামাক্ষরদ্বয়ের উক্তিতেই সমস্ত বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হওয়ায়, হরিনাম যে সমস্ত বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ বেদের সর্ব সারবস্তু ইহাই বলা হইয়াছে।

খ) কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

—(শ্রীভাঃ ।১২।৩।৫২)

অর্থাৎ,—সত্যযুগে ধ্যানাদি দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞাদি দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্যাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়,—কলিযুগে জীব তৎ সমুদয় ফলই একমাত্র শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,—শ্রীভগবন্নামাশ্রয়—হইতে সহজে লাভ করিতে পারে।

৬) সর্বোত্তম পাবন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ন্যায় পরম পবিত্রতা-বিধায়ক, পরম পাবন আর কিছুই নাই। এই অসম-অনূর্ধ্ব মহিমার কথাই শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,—

নাম্নাং হরেঃ কীর্ত্তনতঃ প্রযাতি,
সংসারপারং দুরিতৌঘমুক্তঃ।

নরঃ স সত্যং কলিদোষ-জন্ম-
পাপং নিহন্ত্যাশু কিমত্র চিত্রম্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৬৪)

অর্থাৎ,—শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তনের ফলে দুরতিক্রম্য ভবভয়ও বিদূরিত হয়, অতএব ইহাতে জীব কলিদোষজনিত পাপমল হইতে মুক্ত হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য কী ?

দোষবহুল কলির প্রভাবে দেশ, কাল, পাত্র ও দ্রব্যাদির শুদ্ধি নাই। এমন কি, মন্ত্রে স্বরভ্রংশাদি কিম্বা ক্রমবিপর্যয়াদি জনিত ছিদ্রত্ব নিবন্ধন কর্ম-জ্ঞান-যোগাদি সাধনে কিম্বা দান-ব্রত-তীর্থাদি শুভ ক্রিয়ায় কোন ফলোদয়ই হয় না। কিন্তু তাহাদের সহিত শ্রীহরিনাম যুক্ত হইলে, ঐসকল দোষ, শ্রীনামের গৌণ ফলেই অপসারিত হয়, তখন আর যথোচিত ফলদানে কোন বাধা থাকে না।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং তব ॥
—(শ্রীভাঃ ।৮।২৩।১৬)

স্কন্দ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।
ন্যূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ।১১।১৮০। স্কান্দ বাক্য)

অর্থাৎ—যাঁহার স্মরণ ও নাম কীর্তনে, তপস্যা, যজ্ঞ ও অন্যান্য ক্রিয়াদির ন্যূনতা সদ্যই সম্পূর্ণতা লাভ করে, আমি সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি।

শুধু তাহাই নহে, একমাত্র শ্রীনামাশ্রয়ই কলিবাধা অপহারক। শ্রীনামের এই প্রাধান্য বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৭৩-ধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

অর্থাৎ—এই ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনামপরায়ণ, তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ ; নিশ্চয় কলি তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না।

কলিযুগ মহা অনিষ্টকারক কালসর্পতুল্য, কিন্তু নাম সঙ্কীর্তনও পরমসঙ্কটত্রাতা। শাস্ত্র তাই অভয়দান করিয়া বলিতেছেন,—

কলিকালকুসর্পস্য তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্য মা ভয়ম্।
গোবিন্দনামদাবেন দগ্ধো যাস্যতি ভস্মতাম্॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৭৩—ধৃত স্কান্দ-বাক্য)

অর্থাৎ,—কলিকাল রূপ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ক্রূর কালসর্প হইতে ভয় নাই। গোবিন্দনামরূপ দাবাগ্নিতে উহা দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

এমন কী! নামাপরাধ ব্যতীত—সর্বপ্রকারে পাতকী ও পতিত হইয়াও কোন ভাগ্যে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে পারিলে, অনায়াসে পরম গতি লাভ হয় ;—

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।' (হঃ ভঃ বিঃ ১১/২৮২)
শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত, অপর সর্বপ্রকার ধর্মের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তিও সেরূপ গতি প্রাপ্ত হইবেন না। ইহার দ্বারা সমষ্টিভাবে শ্রীনামের সর্বোৎকর্ষ মহামহিমা প্রদর্শিত হইয়াছে ; যথা,—

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥
—(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২০১। পাদ্মে)

অর্থাৎ যাঁহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়াদায়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্যবর্জিত, ব্রহ্মচর্যশূন্য এবং সর্বধর্মত্যাগী, তাহারাও বিষ্ণুর নাম মাত্র কীর্তন করিয়াই অনায়াসে ধর্মিষ্ঠদিগেরও দুর্লভ যাহা, এতাদৃশী পরমাগতি লাভ করিয়া থাকে।

নিরপরাধ ক্ষেত্রে নামের এতাদৃশ প্রভাবের বিষয়, শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃতোক্ত ব্যাধ ও শ্রীনারদ সংবাদ অনুধাবন করিলেই অনুভব করা যায়। হীনকর্মা প্রাণীঘাতক ব্যাধও শ্রীনাম -প্রভাবে অসদাচরণ বর্জিত ; যথা,—

ক্রুদ্ধ হৈয়া ব্যাধ তারে গালি দিতে চায়।
নারদ প্রভাবে গালি মুখে না বাহিরায় ॥ ইত্যাদি।

—(শ্রীচৈঃ চঃ ।২।২৪।১৫৭)

শ্রীনামের পারম্য বিষয়ক পূর্বোক্তি সকলের অনেক বিষয়ই মহদনুভব প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইতে দেখা যায় ; যথা,—

কল্যাণানাং নিধানং কলিমলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানম্।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিবর-বচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমস্য প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥

—(পদ্যাবলী-ধৃত ।১৯)

ইহার অর্থ,—যিনি নিখিল কল্যাণের আধার স্বরূপ, কলিদোষ সমূহের বিধ্বস্তকারক, পবিত্রকর 'বস্তুসকলেরও পবিত্রকারী, ভববন্ধন-মুক্তি-কামীর পাথেয় স্বরূপ ; যিনি ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও শুকাদি কবিবরগণের' নির্দেশবাণীর একান্ত বিশ্রামস্থল, যিনি সাধুগণের জীবন ও যিনি ধর্মরূপ মহীরুহের বীজস্বরূপ,—সেই শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আপনাদের মঙ্গলার্থ ও পরমপদ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিজ পারম্যশক্তি বিস্তার করুন।

৭) বেদের উদ্ভাবক—

শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন বলিয়া, উভয়ে একই শক্তি সম্পন্ন। সেইহেতু নামী হইতে যেমন বেদের উৎপত্তি—নামী অর্থাৎ সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হইতে নিজ উৎপত্তির বিষয় সনাতন ধর্মশাস্ত্রসকল নিজেই প্রদান করিতেছেন ; যথা,—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্

১ (শ্রীভাঃ ৩।৭।১৫, ১।৫।১১, ১২।১২।৫০, ২।১।১১, ১২।৩।৫১)

যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্।"
—(বৃহদারণ্যক।২।৪।১০) অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ,—সেই ব্যাপক ও পূজ্য পরমেশ্বরের নিঃশ্বাস-স্বরূপ তাঁহা হইতে অবলীলাক্রমে নিঃসৃত হইয়াছে। সেইরূপ, তদ্বাচক 'প্রণব' হইতেও (প্রণব উপলক্ষে শ্রীনাম হইতে) বেদাদি অখিল শাস্ত্র ও জগতের উৎপত্তির কথাও বিদিত হওয়া যায়; যথা,—

প্রণব সে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতের উৎপত্তি॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ।২।৬।১৫৮)

স্বয়ং বেদও এই কথাই বিদিত করাইয়াছেন; যথা,—

গৌরীর্মিমায় সলিলানি তক্ষত্যেকপদী দ্বিপদী সা চতুষ্পদী।
অষ্টাপদী নবপদী বভূবুষী সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্॥

—(ঋগ্বেদ। ১ম।১৬৪ সূ। ৪১)

ইহার অর্থ;—প্রলয়কালে পরব্রহ্মে লীন গৌরী (বাগ্‌দেবী) নিজেকে সর্বপ্রথম একপদী (অর্থাৎ 'ওঁ'কার) অনন্তর দ্বিপদী (ব্যাহৃতি ও সাবিত্রী রূপে) তৎপরে চতুষ্পদী (চতুর্বেদ) তদনন্তর অষ্টপদী (ষট্ বেদাঙ্গ, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র) তৎপরে নবপদী (মীমাংসা, ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, পাশুপত, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ ও গন্ধর্ববেদ—এই নয়) এবং পরিশেষে অনন্ত শব্দরূপে প্রকাশ করেন।

সুতরাং বুঝিলাম, এই প্রণবেরই পরাবস্থা বা পরিপূর্ণ সবিশেষ 'প্রণব' যাহা সেই "কৃষ্ণনাম" হইতেই অখিল বেদাদিশাস্ত্রের উৎপত্তি।

৮) সর্ববেদাধিকত্ব—

সর্বশুভবস্তু ও শুভক্রিয়াদি বেদেই প্রকাশ হইয়াছে; সুতরাং বেদ উহাদের আকর বা আশ্রয়। সেই বেদ সকল যাহা হইতে প্রাদুর্ভূ'ত,—সেই শ্রীনামের সমান প্রভাব বা মহিমা আর কোথায় থাকিবে? তাই শ্রীনামের বেদাধিকত্বরূপ মহা উৎকর্ষ প্রদর্শিত

হইয়াছে ; যথা,—(পাদ্মে)

"বিষ্ণোরেকৈকনামাপি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।" (১১।১৮৩)

অর্থাৎ, বিষ্ণুর এক একটি নাম, সর্ববেদ হইতেও মাহাত্ম্যে অধিক জানিতে হইবে। পূর্বোক্ত, "ঋক্‌বেদো হি যজুর্বেদঃ···হরিরিত্যক্ষর-দ্বয়ং॥"—শ্লোকে এই বিষয়ই বিদিত হওয়া যায়। শাস্ত্রের অন্যত্রও এইরূপই উল্লিখিত হইতে দেখা যায় ; যথা,—

মা ঋচো মা যজুস্তাত মা সাম পঠ কিঞ্চন।
গোবিন্দেতি হরের্নাম গেয়ং গায়স্ব নিত্যশঃ॥

—(হঃ ভঃ বিঃ।১১।১৮২—স্কান্দবাক্য)

অর্থ,—(স্কন্দ পুরাণে পার্বতীর উক্তিতে)—বৎস ! তুমি ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ কিছুই পাঠ করিও না ; শ্রীহরির 'গোবিন্দ' এই গানযোগ্য নাম নিত্য গান করিতে থাক।

এতাবৎ আলোচনায় আমরা, শ্রীনামী হইতে অভিন্নস্বরূপ শ্রীনামকে, তদীয় অসম-অনূর্ধ্ব মহিমায় পরম মহিমান্বিত হইয়া পরম শ্রেয়স্কর ; সর্বশুভ-ফল-দাতা ; পরম পাবকরূপেই প্রতিভাত হইতে দেখি। সুতরাং এতাদৃশ সর্বোৎকর্ষের সহিত বর্তমান শ্রীনামের সহিত অপর শুভক্রিয়াদির কোন তুলনাই চলিতে পারে না ; তুলনা করিতে যাইলেই নামাপরাধ সংঘটিত হয়।

প্রায় সমস্ত শ্রুতিরই প্রারম্ভে বা পরিসমাপ্তিতে মঙ্গল স্বরূপ 'ওঁ' অথবা 'হরি' শব্দের সন্নিবেশ দ্বারা শ্রীনামের আনুগত্যই পরিদৃষ্ট হইবে। "নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-দ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।" অর্থাৎ নিখিল শ্রুতিগণের শিরোরত্নমালার স্নিগ্ধ দ্যুতি দ্বারা যে শ্রীহরি নামের পাদপদ্মের শেষ সীমা নীরাজিত হইতেছেন—এতাদৃশ শ্রীনাম —ভগবন্নাম সকলের মধ্যে "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।"— শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তন পরমোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন।—স্বয়ং নামীই তদীয় অভিন্নাত্ম শ্রীনামের জয়ধ্বনি জগভরি ঘোষণা করিলেন।

শ্রীভগবানের বহু নাম থাকিতে শ্রীকৃষ্ণনামের উল্লেখ হইল কেন ?—শ্রীভগবানের বহু স্বরূপের মধ্যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই স্বয়ং ভগবান বলিয়া, তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণনামের স্বয়ংরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বেদাধিক নিখিল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীরামনামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ; শ্রীরাম পরাবস্থার দ্বিতীয় বলিয়া। তন্মধ্যে আবার শ্রীকৃষ্ণ পরাবস্থার চরম বলিয়া অর্থাৎ স্বয়ং-ভগবান বলিয়া কৃষ্ণনামেরই সর্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে হইবে।

বিষ্ণুরেকৈকনামানি সর্ব্ববেদাধিকং মতম্।
তাদৃঙ্ নাম-সহস্রেণ রামনাম সমং স্মৃতম্॥

অর্থাৎ—বিষ্ণুর এক একটি নাম সর্ববেদাধিক। আবার তাদৃশ সহস্র নাম এক রামনামের সমান বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীরামনামের এতাদৃশ মহিমা। তদপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, তিনবার রামনামের যে ফল, একবার কৃষ্ণ নামে সেই ফল।[১]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আবার উক্ত হইয়াছে ;—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

অর্থাৎ—তিনবার (বিষ্ণুর) সহস্রনাম গ্রহণ করিলে যে ফল হয়, একবার আবৃত্তিদ্বারা কৃষ্ণের একটি নামেও সেই ফল হয়।

কৃষ্ণের নাম সম্বন্ধেও সর্বোৎকৃষ্ট যে 'কৃষ্ণনাম' ইহারই নির্দেশ জন্য বলা হইয়াছে—"পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্।" —শ্রীহরি-সঙ্কীর্তন কিম্বা শ্রীভগবন্নাম-সঙ্কীর্তন বলা হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব বা স্বয়ং ভগবান্, বলিয়া শ্রীনারায়ণ রামাদি অপর শ্রীভগবৎস্বরূপসকল যেমন সেই এক শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ বিশেষ, সেইরূপ— শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেই অপর ভগবন্নাম সকলের প্রকাশ

১। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া 'কৃষ্ণনাম' ও 'গৌরনাম' সমফল-প্রদ।

বলিয়া—সকল ভগবন্নামই শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ-নামেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন ;—

"যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নাম,—তস্য সর্ব্বাবতারিত্বাদবতার-নাম্নামপি তত্রৈব পর্য্যবসানাৎ। অতএব সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণাদপি তত্তন্নামপ্রবৃত্তিঃ প্রকারান্তরেণ শ্রূয়তে ; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (৪।১৫।৭) "তত্র ত্বখিলানামেব ভগবন্নাম্নাং কারণান্যভবন্।" —ইতি গদ্যম্।" —(ক্রমসন্দর্ভ ১।১।১৪)। তাৎপর্য—যে-কোন ভগবন্নাম, তৎ তৎ স্বরূপকে উদ্দেশ্য না করিয়া গৃহীত হইলে, উহা কৃষ্ণনামে পর্যবসিত হইয়া—শ্রীকৃষ্ণনামই হইয়া থাকেন। উহা তৎ তৎ স্বরূপ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইলে—যেমন, "সীতাপতি রাম", তখন উহা সেই সেই ভগবৎ স্বরূপের নামরূপেই বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়।

শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণবের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণই ঘনীভূত ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দে পরোক্ষভাবে যে শ্রীকৃষ্ণকে নির্দেশ করা হইয়াছে, তদীয় নির্বিশেষ নাম অর্থাৎ 'প্রণব' দ্বারা সেই সবিশেষ 'কৃষ্ণনাম'কেই নির্দেশ করা হইয়াছে,—ইহাই জানিতে হইবে। গীতায় তিনি নিজ মুখেই—"অহমোঙ্কারঃ"—(৯।১৭)—এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামকেই শ্রুতি কেবল বেদাদির উৎপত্তি কারণ বা বীজরূপেই নহে, নিখিল বিশ্ব-সংসারের অভিব্যক্তির মূলেও বীজ ও অঙ্গীরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং বেদেও পরোক্ষভাবে এই কৃষ্ণনামের প্রাধান্যই কীর্তিত হইয়াছে। এমন কী, শ্রীকৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধিকারও জপ্য—শ্রীকৃষ্ণনাম। যথা,—"জপ্যঃ স্বাভীষ্টসংসর্গী কৃষ্ণনাম মহামনুঃ।[১]

অর্থাৎ—নিজ অভীষ্ট কৃষ্ণ সঙ্গ-প্রাপ্তির সহায় শ্রীকৃষ্ণনাম মহামন্ত্র—শ্রীরাধিকার জপ্য। তাই পরম সাধ্য হইয়া পরম সাধন রূপেও যে শ্রীকৃষ্ণনাম বিরাজিত, তাঁহারই পারম্য সেই শ্রীনামী কর্তৃক গীত শ্লোক

১। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-গণোদ্দেশ দীপিকা ; পরিশিষ্ট ভাগ।১৭৮।

মধ্যে উচ্চারিত হইয়াছে। কেবল সেই এক নাম হইতেই যে প্রকারে জীবের বাসনামলিন চিত্তদর্পণ সুমার্জিত হইয়া শ্রদ্ধাদি ক্রমে সর্বভক্ত্যঙ্গ ও সাধনাঙ্গ সকলের উদ্গমের সহিত, শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি রূপ পরমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়, তাহা স্বরচিত শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই প্রদর্শন করাইয়াছেন[১] যথা,—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥

ইহার অর্থ শ্রীচরিতামৃত হইতেই উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥"

(শ্রীচৈঃ চঃ ।৩।২০।১০-১৩)

যে শ্রীভগবানের সমান কেহই বা কিছুই নাই, সেই স্বয়ং শ্রীনামীও যাঁহার জয়গানে বিভোর, এতাদৃশ শ্রীনামের সহিত যে সর্বশুভ ক্রিয়াদি অপর কোন কিছুরই সমতা হইতে পারে না,—এমন কি, অজ্ঞতা বশতঃ সমতা চিন্তা করিলেও উহা অপরাধরূপে পরিণত হয়,—ইহা এখন সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

———

১। উক্ত "চেতোদর্পণ—" ইত্যাদি শ্লোকের প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যার মাধ্যমে নাম-মহিমা খ্যাপন—শ্রীল প্রভুপাদ কৃত "শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি—তৃতীয় কিরণ বা নামমাহাত্ম্য" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। —সম্পাদক

॥ নবম নামাপরাধ ॥

অশ্রদ্ধান্বিত জনকে নামোপদেশ

"অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ—শিব-নামাপরাধঃ ॥"

অর্থ,—অশ্রদ্ধান্বিত—নামাদি হরিকথা শ্রবণ-বিমুখ জনকে নামাদি উপদেশ,—ইহা এক নামাপরাধ।—ইহাকে "শিব-নামাপরাধ" বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবৎ বিষয়ে 'শ্রদ্ধা' বলিতে ভক্তির লক্ষণ বুঝায়। আর "শ্রদ্ধাহীন" বলিতে শ্রদ্ধার অভাব অর্থাৎ শ্রদ্ধা নাই, তবে অশ্রদ্ধাও না থাকিতে পারে—এইরূপ ক্ষেত্রকে বুঝায়। সুতরাং, সে স্থলেও নামোপ-দেশাদিতে বাধা নাই।

কিন্তু, 'অশ্রদ্ধা' যেখানে সুস্পষ্ট, অধিকন্তু 'বিমুখ' অর্থাৎ তৎ-বিদ্বেষী—প্রতিপন্ন হইতেছে—সে স্থলেই নামাদি শ্রীহরিকথা উপদেশ প্রচেষ্টা—উপদেষ্টার পক্ষে নবম নামাপরাধজনক হইতেছে।

এই হেতু—'শ্রদ্ধা' ও 'অশ্রদ্ধার' মধ্যবর্তী অবস্থা হইতেছে "হেলা"। নামাদি বিষয়ে—'হেলা' থাকিলেও, উহাতে নামাপরাধ হয় না বলিয়া—হেলায় নামগ্রহণেও, নামের প্রভাব দৃষ্ট হয়, যথা ;— "শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা—"। কিন্তু "অশ্রদ্ধা"— গুরুতর নামাপরাধের ফল—এমন কী তাহাকে নামাদি উপদেশ করিতে যাইলেও উপদেষ্টার পক্ষেও নামাপরাধ সঞ্চারিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, শ্রীহরিকথাদিতে বিমুখ—বিদ্বেষী হওয়ায় তৎকর্তৃক তদ্বিষয়ে নানা কটু-কাটব্য তথা দুর্বিনীত ভাষা প্রয়োগের সম্ভাবনা নিশ্চিত রহিয়াছে। এই হেতু, তদ্রূপ ব্যক্তির অবস্থা উপলব্ধি মাত্র, তৎস্থান পরিত্যাগ করা আবশ্যক—উপদেশতো দূরের কথা। নচেৎ উপদেষ্টার পক্ষেই নবম নামাপরাধ ঘটে। কিন্তু, যেস্থলে শ্রদ্ধাও নাই অশ্রদ্ধাও নাই—'হেলা' আছে—'হেলা' অর্থাৎ

'উপেক্ষা'—এবং 'উপেক্ষা' হইল নিরপেক্ষ অবস্থার সামিল—তৎস্থলে নামাদি উপদেশ, পূর্বোক্ত কারণে কোন অপরাধজনক হইতেছে না।

ভক্তিপথের পথিকগণ ব্যতীত প্রকৃষ্ট কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি কেহই হরিকথারূপ ভক্তি বিষয়ে অশ্রদ্ধা বা বৈমুখ্য পোষণ করেন না, যেহেতু ভক্তির সঙ্গ ও সহায়তাই তৎ-তৎ সিদ্ধির উপায়। কিন্তু পণ্ডিত না হইয়া তৎ-তৎ বিষয়ে পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিই শ্রীনামাদি হরিকথায় অশ্রদ্ধান্বিত ও বৈমুখ্যাদি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন, ইহাদিগকে সর্বাপেক্ষা 'শোচ্য' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, (বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ)—

তান্ শোচ্য শোচ্যানবিদোঽনুশোচে
হরেঃ কথায়াং বিমুখানঘেন।
ক্ষিণোতি দেবোঽনিমেষস্তু যেষা-
মায়ুর্ব্থাবাদগতিস্মৃতীনাম্ ॥

—(শ্রীভাঃ ৩।৫।১৪)

অর্থ,—শ্রীহরিকথাদি শ্রবণে বিমুখতাগ্রস্ত পাপী অর্থাৎ অপরাধী যাহারা, সেই বিমূঢ়গণের অবস্থা শোচনীয়গণেরও শোচ্য মনে করিয়া, শোক অর্থাৎ সমূহ দুঃখ প্রকাশ করি। যেহেতু, তাহাদিগের কায়িক, বাচিক, মানসিক সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পরিণত ও কাল কর্তৃক প্রতিনিয়ত আয়ুক্ষয় মাত্রই সার হইয়া থাকে।

একমাত্র, যে হরিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা কালকে বাধা দেওয়া যায়—সেই কালভয়হারী শ্রীহরিকথাদিতে অশ্রদ্ধান্বিত ও বিমুখ জনেরাই সাধুগণের যথার্থ শোকের পাত্র।

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া ॥

—(শ্রীভাঃ ২।৩।১৭)

অর্থাৎ, শ্রীহরিকথা শ্রবণ কীর্তনাদি ব্যতীত মনুষ্যের সমস্ত আয়ুই বৃথা

আয়ু। যেকালে শ্রীহরিকথাদির সহিত সংযোগ না থাকে—সূর্যের উদয় ও অস্ত কাল—তাহাদেরই আয়ুহরণ কাল মাত্র বলিয়াই জানিতে হইবে।

এতাদৃশ শ্রীনামাদি হরিকথা শ্রবণে অশ্রদ্ধান্বিত ও বিমুখ বা বিদ্বেষী জনকে নামাদি উপদেশ প্রচেষ্টা— নবম নামাপরাধ সৃজন করিয়া থাকে—ইহাই বুঝিতে হইবে।

"শিবনামাপরাধ"—

দশবিধ নামাপরাধ—ইহাতে শ্রীহরিনামের নিকট অপরাধের কথাই বলা হইতেছে। শ্রীহরি হইতে অভিন্ন শ্রীহরিনাম—সেই শ্রীহরি-নামের অপ্রসন্নতা যাহা হইতে হয়, তাহারই নাম "হরিনামাপরাধ"।

এই হেতু, পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অপরাধের আলোচনায়,—"শিবস্য শ্রীবিষ্ণু—" ইত্যাদি স্থলে— "সঃ খলু হরিনামাহিতকরঃ"— স্পষ্টতঃ হরিনামের এই উক্তি দ্বারা, দশটি নামাপরাধই যে শ্রীহরিনাম সম্বন্ধীয় —তাহাই নিঃসংশয়ে জানা যায়।

তথাপি, উক্ত নবম অপরাধ স্থলে—হরিনামাপরাধ বর্ণন মধ্যে শিবনামাপরাধ বলার হেতু কী?—ইহাই বিবেচ্য।

ইহার প্রথম অভিপ্রায় হইল—শ্রীহরির বা শ্রীবিষ্ণুর একটি নাম "শিব"। শিব শব্দের অর্থ যিনি মঙ্গলময়। শ্রীহরির এই 'শিব' নাম, বিষ্ণু-সহস্রনামস্তোত্রে (১৭, ৭৭) মহাভারতের মধ্যে দেখা যায়।

সুতরাং, এস্থলে 'শিবনামাপরাধ' উক্তি দ্বারা হরিনামাপরাধ-কেই নির্দেশ করা হইয়াছে, কারণ শ্রীহরিনাম অপরাধ প্রসঙ্গে শিবনাম উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক—ইহাই টীকাকারগণের অভিমত-সম্মত অর্থ। অধিকন্তু, ইহা হইতে অপর একটি তাৎপর্যের প্রকাশ হইতে দেখা যায়।

উক্ত দ্বিতীয় অপরাধে—যেমন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ মূল বিষ্ণু বা আদ্য-হরি হইতে—শিবাদি দেবতাসকলের কাহারও 'ভিন্নতা' অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা নাই অর্থাৎ কেহই স্বয়ং-সিদ্ধ নহেন, সকলেই শ্রীকৃষ্ণ হইতেই

অভিব্যক্ত জানা যায়। পূর্বোক্ত (ব্রঃ সং ৫।৫৪) "ক্ষীরাদ্ যথা দধি বিকার-বিশেষ-যোগাৎ—" ইত্যাদি শ্লোকার্থে যেমন দুগ্ধ হইতে দধি, অম্লযোগে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন প্রকার গুণ ও স্বাদাদি প্রাপ্ত হইলেও দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতি কিছুই যেমন ভিন্নবস্তু বা স্বতন্ত্র নহে,—সকলেরই মূল কারণ এক দুগ্ধ; সেইরূপ এক অদ্বয়-তত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শিবাদি নিখিল দেবতার অভিব্যক্তি হইয়া বিভিন্ন গুণ ও কার্যসম্পন্ন হইলেও, কেহই শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র নহেন—কেহই স্বয়ংসিদ্ধ নহেন—সকলেই শ্রীকৃষ্ণ সিদ্ধ—বলিয়া জানিতে হইবে।

সেইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণনাম অভিন্ন বলিয়া—অর্থাৎ শ্রীহরি ও শ্রীহরিনাম অভিন্ন বলিয়া—শ্রীকৃষ্ণ বা হরিনাম হইতেই শিবাদি নিখিল দেবতার ও নিখিল বস্তুর নাম অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই হেতু কোন নামই শ্রীহরিনাম হইতে একান্ত ভিন্ন বা স্বয়ংসিদ্ধ নহে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতেই শিবাদি সকল দেবতার অভিব্যক্তি বলিয়া, —অন্য দেবতা উপাসকগণেরও শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই হইয়া থাকে; বি ঃ তাহা না জানিয়া, না বুঝিয়া, দেবতান্তরকে কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র জ্ঞানে সুতরাং সমানবুদ্ধিতে উপাসনা করিলে তাহাই যেমন অবিধিপূর্বক অর্থাৎ অপরাধ জনক হয়; যথা,—

> যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥
>
> —(গীতা ৯।২৩)

অর্থ,—হে অর্জুন। যে অন্য দেবতার ভক্তগণ শ্রদ্ধা সহকারে যজনা করেন, তাঁহারাও না জানিয়াই আমারই পূজা করিয়া থাকেন।

সেইরূপ, মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীহরিনাম হইতেই শিবাদি দেবতা সকলেরও অপর সমস্ত নামই অভিব্যক্ত হওয়ায় এবং কোন নামই শ্রীহরিনাম হইতে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ না হওয়ায়, অন্য দেবোপাসকগণ যদি স্বতন্ত্র জ্ঞানে সুতরাং সমানবুদ্ধিতে শিবাদি দেবতা

প্রভৃতির অপর যে কোন নাম গ্রহণ করেন, উহাও সেই অবিধিপূর্বক অর্থাৎ অপরাধজনক হইয়া থাকে।

ইহার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, অন্য দেবতা-উপাসক কেহ যদি মনে করেন, হরিনামাপরাধ জানিবার বা তদ্বিষয়ে সাবধান থাকিবার আমাদের কি আবশ্যক? যেহেতু, আমরা শিব বা কালী বা দুর্গা বা সূর্য কিম্বা গণেশাদির উপাসক। তাঁহাদের নামই আমাদের শ্রেয়োবিধান করিবেন; সুতরাং আমাদের সহিত যখন হরিনামের কোন অপেক্ষাই নাই, তখন আর আমাদের পক্ষে নামাপরাধের কোন কথাই উঠিতে পারে না।

এইরূপ ভিন্ন সুতরাং সমবুদ্ধিতে শিবাদি দেবতাগণের নামগ্রহণকারী ব্যক্তিসকলও যে 'নামাপরাধী'—ইহাই উত্তমরূপে উপলব্ধি করাইবার নিমিত্ত উক্ত দশবিধ হরিনামাপরাধের আলোচনা মধ্যে অন্ততঃ একস্থানে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—

শ্রীকৃষ্ণনাম বা শ্রীহরিনাম যখন অপর সকল নামের মূল কারণ তখন হরিনামাপরাধ সংঘটিত হইলে শিবাদি অপর দেবোপাসকগণের গ্রহণীয় সেই সেই দেবতার নামের নিকটও অবশ্যই অপরাধ ঘটে।

এই হেতু, হরিনামাপরাধ ঘটিলে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে শিবনামগ্রাহী ব্যক্তির শিবনামাপরাধ ঘটে; সেইরূপ স্থলে কালী বা দুর্গানামগ্রাহীজনের পক্ষে হরিনামাপরাধে—কালীনামাপরাধ বা দুর্গানামাপরাধ ঘটিবে। এইরূপ অপর সমস্ত দেবতার নামের স্থলেই বুঝিতে হইবে। অতএব, উক্ত নবম অপরাধ স্থলে কেবল শিবনামাপরাধের উল্লেখে ইহা শিবাদি দেবতা নামাপরাধ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

তবে, শ্রীশিব হইতেছেন দেবতাদিগের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে প্রধান ("বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।"), সেই হেতু এস্থলে কেবল 'শিব' শব্দেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য হইতেছে—শিবাদি দেবতা সকলের নামের নিকটও নামাপরাধ ঘটিবে, যদি তৎসমস্ত নামের কারণ

—শ্রীহরিনামের নিকট অপরাধ ঘটে।

সুতরাং, মূল বিষ্ণু বা হরি হইতে স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে অন্য দেবতার উপাসনা যেমন অপরাধ, সেইরূপ সর্বমূল শ্রীহরিনাম হইতে শিবাদি নিখিল দেবতার নামকে স্বতন্ত্রবুদ্ধি করিয়া সেই সেই নাম গ্রহণেই সেই সেই নামের নিকটেই অপরাধী বলিয়া জানা আবশ্যক।

যেমন বৃক্ষের মূল শুষ্ক হইলে বৃক্ষের শাখা-পত্রাদি সমস্তই শুষ্ক হয়, সেইরূপ শব্দব্রহ্মরূপ সকল শব্দ বা নামের মূল শ্রীকৃষ্ণনাম—শ্রীহরিনাম অপ্রসন্ন হইলে—'শিবাদি' সকল দেবতা বা অপর নিখিল নামই অপ্রসন্ন হওয়ায়, উহা তৎ তৎ নামাপরাধরূপেই পরিণত হইয়া থাকে।

অতএব শ্রীহরি হইতে অপর কোনও দেবতা যেমন স্বতন্ত্র বা পৃথক্ বুদ্ধিতে উপাস্য নহেন; স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতেই সমতাবোধ হয় বলিয়া, শ্রীহরি হইতে অন্য দেবতাকে 'ভিন্ন' ও 'সাম্য' বোধ উভয়ই যেমন অপরাধজনক, সেইরূপ শ্রীহরিনাম হইতে অপর কোন দেবতাদির নাম স্বতন্ত্র বা পৃথক বুদ্ধিতে গ্রহণীয় নহেন, স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতেই সমতাবোধ ঘটে, সুতরাং শ্রীহরিনাম হইতে অন্য দেবতার নামকে 'ভিন্ন' ও 'সাম্য' (সমতা) বোধে,—মূলতঃ হরিনামাপরাধ সংঘটিত হওয়ায় অপর নামের নিকটও অপরাধজনক হয়। যথা,—শিবনামাপরাধ, দুর্গানামাপরাধ, কালীনামাপরাধ,—ইত্যাদি।

এক শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রহ্মবস্তু—এই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—দ্বিবিধ স্বরূপে অবস্থিত। "শব্দব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনু॥" —(শ্রীভাঃ ৬।১৬।৫১) ভগবানের দেহ-দেহী ভেদ নাই। এই হেতু, শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম উভয় স্বরূপকেই তাঁহার "শাশ্বতী (নিত্য) তনু" বলা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মের আকর নিখিল স্বরূপ প্রণবোপলক্ষিত শ্রীনাম হইতে প্রাদুর্ভূত।

পরব্রহ্ম বা শ্রীনামী ও শব্দব্রহ্ম—শ্রীনাম, উভয়ে অভিন্ন বস্তু বলিয়া, পরব্রহ্ম বা নামী যেমন সমস্ত সৃষ্টির ও বেদাদির বীজস্বরূপ বা

সর্বকারণ, তেমনি শব্দব্রহ্ম বা শ্রীনামকেও সমস্ত সৃষ্ট্যাদির ও বেদাদির, বীজ স্বরূপ বা সর্বকারণ বলিয়াই শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীনামী ও শ্রীনাম উভয়ে নিত্যযুক্ত অভেদ-তত্ত্ব। যেমন খোসা-আবৃত ছোলা। বহিরাবরণ প্রযুক্ত বাহ্যতঃ একরূপে প্রতিভাত হইলেও, খোসার মধ্যে দুইটি দানার বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ, তদ্রূপ তত্ত্ব-খোসার আবরণে শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন হইলেও আবরণ মোচনে উভয়ে পৃথক বোধ হয়। আবার ত্বকমধ্যে অবস্থান কালে উভয় দানার অঙ্কুরাদি কার্য বিষয়ে কাহার কোন ভূমিকা এরূপ বিচারের অবকাশ না থাকিয়া, যেমন যুগপৎ সিদ্ধ হইতেছে এইরূপই প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অনন্ত সৃষ্ট্যাদি কার্যও শ্রীনামী ও শ্রীনাম এই উভয়-স্বরূপ হইতে একযোগেই সম্পাদিত হইয়া থাকে। তাই শ্রুতিতে, 'ব্রহ্ম' বা 'কৃষ্ণ' এবং 'প্রণব' বা 'কৃষ্ণনাম'—এই নামী ও নাম, উভয়েরই অভিন্ন কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "অভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ—।" (পাদ্মে) অর্থাৎ—"নাম নামী ভেদ নাই, যে হরি সে নাম।"

নিখিল বেদ, প্রণবোপলক্ষিত শ্রীনাম হইতেই প্রাদুর্ভূত বলিয়া জানা যায়, যথা;—"বেদঃ প্রণব এবাগ্রে।" (শ্রীভাঃ ১১।১৭।৯) অর্থাৎ,—সমুদয় বেদই অগ্রে 'প্রণব' বা 'ওঁ'কার রূপ ছিলেন। তাহা হইলে সমস্ত বেদের 'প্রণবই' হইতেছেন সর্ব-কারণ। সুতরাং শব্দব্রহ্মের আকর হওয়ায়—উপাসনা জগতের যাহা কিছু শব্দ বা নাম—সমস্তই যখন বেদের অন্তর্ভুক্ত এবং সেই বেদই যখন প্রণব হইতে প্রসূত, তখন সকল নাম, সকল শব্দই যে প্রণবোপলক্ষিত শ্রীনামের অধীন এবং প্রণব বা নাম হইতে কেহই স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন—ইহাই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে।

———

॥ দশম নামাপরাধ ॥

নাম-মহিমা শ্রবণে অপ্রীতি

"শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ সোঽপ্যপরাধ-কৃৎ।"—এইরূপ অন্বয় দ্বারা দশবিধ নামাপরাধ শেষ হইল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে প্রীতি বা অনুরক্তি প্রদর্শন করে না, সে ব্যক্তিও নামাপরাধী।

আপাত দৃষ্টিতে শাস্ত্রাদি-বর্ণিত শ্রীনামের মহিমা বা শক্তির যথার্থতা অনেক স্থলেই উপলব্ধি করিতে না পারায়, নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জনসাধারণের চিত্তে যে সংশয় সমুৎপন্ন হয়, উহাও তৎকালে সেরূপ অনর্থকর হয় না,—যাহাতে শ্রীনামের অচিন্ত্য ও অমোঘ শক্তি প্রকাশের পক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু নিতান্ত দুর্দৈব বশতঃ সেই অমূলক সংশয় হইতে উহার বিষময় ফল প্রসূত হইয়া, সাধু-শাস্ত্র-বর্ণিত ভগবন্নামের, ভগবানের মতই সীমাহীন মুক্ত মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া, সংশয়াপন্ন ব্যক্তির চিত্তে যখন উহাকে 'অযথা স্তুতি মাত্র' বলিয়া বোধ হয়, তখন তদ্রূপ বোধের ফলে নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া উল্লাসের পরিবর্তে অন্তরে অপ্রীতির উদ্রেক হয়। শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তের এবম্বিধ অপ্রীতি স্বাভাবিকভাবে শ্রীনামেরও অপ্রীতি সৃজন করে বলিয়া, ইহা সেই ব্যক্তির পক্ষে নামাপরাধস্বরূপ প্রবল অনর্থকর।

ইহার পূর্বোক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে, "অশ্রদ্দধানে—" ইত্যাদি অশ্রদ্ধান্বিতজনকে নামোপদেশাদি যাহারা করিতে যায়, তাহাদের অর্থাৎ উপদেষ্টার অপরাধের কথা বলিয়া বর্তমানে দশম অপরাধের ক্ষেত্রে যাহারা শ্রীনামাদি হরিকথা শ্রবণে অশ্রদ্ধালু বা বিমুখ কিম্বা

অপ্রীত হয়[১] উক্ত দশম অপরাধে তাহারাও যে অধিকতর অপরাধী—ইহারই নির্দেশ দিয়া প্রসঙ্গ শেষ করা হইয়াছে।

ইহার পরে দশম অপরাধের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া, সেই সকল অপরাধের তটস্থ-লক্ষণ অর্থাৎ "কার্যদ্বারা জ্ঞান"—এই সকল নামাপরাধের ফলে কী হয়?— সেই বিষয়টিই কেবল সূত্ররূপে বলা হইয়াছে—"অহংমমাদি পরমঃ"—অর্থাৎ আমি ও আমার বোধের পারম্য সাধিত হয়।

অহংমমাদিপরমঃ—

পূর্বালোচনায়—সাধু, শাস্ত্র, গুরু প্রভৃতির স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে—নামাপরাধের স্বরূপ-লক্ষণ বলিয়া সর্বশেষে তটস্থ-লক্ষণ বলা হইতেছে।

পূর্বে "সতাং নিন্দা" বা সাধুনিন্দাদি প্রথম নামাপরাধ হইতে "শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ"—অর্থাৎ নাম-মাহাত্ম্যাদি শ্রবণ করিয়াও প্রীতিরহিত। —এই দশটি অপরাধ যাহা বলা হইল—তাহা হইতেছে, নামাপরাধের স্বরূপ-লক্ষণ। ("আকার প্রকার রূপ—স্বরূপ-লক্ষণ"।) উক্ত অপরাধ সকলের ফল যাহা, অর্থাৎ উক্ত নামাপরাধ অনুষ্ঠিত হইলে, তাহার "মুখ্যফলে কী অনর্থ ঘটিয়া থাকে,—সেই কার্যদ্বারা জ্ঞান"— ইহাই হইতেছে নামাপরাধের তটস্থ-লক্ষণ।

সেই তটস্থ-লক্ষণ—অর্থাৎ নামাপরাধের মুখ্য ফল—ইহাই উক্ত "অহংমমাদি পরমঃ—" কথাটির মধ্যে সূত্ররূপে নিহিত রাখা হইয়াছে।

১। পদ্মপুরাণের বৈশাখমাহাত্ম্যে এবিষয়ে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে, যথা,—

অবমন্য চ যে যান্তি ভগবৎকীর্ত্তনং নরাঃ।
তে যান্তি নরকং ঘোরং তেন পাপেন কর্ম্মণা॥

অর্থ,—যাহারা ভগবৎ-কীর্তনকে অবমাননা করিয়া চলিয়া যায়, তাহারা সেই পাপ-কর্মের দ্বারা ঘোর নরকে প্রবেশ করে।

সুতরাং, পূর্বোক্ত দশবিধ নামাপরাধের মুখ্যফল হইতেছে "অহং মমাদি পরতা" অর্থাৎ অহং বা 'আমি' ও মম বা 'আমার'—দেহ ও গৃহাদি সম্বন্ধীয় এই বোধটির পারম্য সংঘটিত হয়।

অনাদি হরিবিমুখতার ফলে মায়াগ্রস্ত জীবকে জন্ম-মৃত্যু-ভয়-ভাবনা-দুঃখ-শোকাদিময় সংসারপাশে সংবদ্ধ হইতে হইয়াছে—মায়ার অবিদ্যাদি "পঞ্চপর্বে"র বা গ্রন্থিদ্বারা।

ব্রহ্মা সর্বপ্রথমে যে তামসী সৃষ্টি করেন, তাহাই জীবের সংসার-বন্ধন স্বরূপ উক্ত পঞ্চপর্ব ; যথা,— (শ্রীভাঃ ৩।১২।২)

১) তমঃ=স্বরূপাপ্রকাশঃ, ২) মোহঃ=দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ। ৩) মহামোহঃ=ভোগেচ্ছা। ৪) তামিস্রঃ=তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ। ৫) অন্ধতামিস্রঃ=তন্নাশে অহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ। উক্ত ব্রহ্মাকৃত তামসী সৃষ্টিই, যথাক্রমে— ১) অবিদ্যা, ২) অস্মিতা, ৩) রাগ, ৪) দ্বেষ ও ৫) অভিনিবেশ—পঞ্চক্লেশ নামে পাতঞ্জল দর্শনাদিতে উক্ত হইয়াছে।

জীবের ত্রিগুণা মায়া-সম্বন্ধ-জনিত এই অবিদ্যাকৃত 'অস্মিতা' বা অহন্তা ও মমতা, ইহাই পরস্পর কার্যকারণরূপে জীবের সংসারপাশ হইয়া থাকে। গুণসম্বন্ধই জীবের দেহসম্বন্ধের কারণ এবং দেহে অহন্তাদি সম্বন্ধই গুণ-সম্বন্ধের কারণ হয়। শ্রীগীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি, যথা ;—

> সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
> নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ —(গীতা ১৪।৫)

অর্থ,—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই তিনটি গুণ, নির্বিকার দেহী বা জীবাত্মার, দেহসংঘটনপূর্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

স্বরূপতঃ নির্বিকার, নিত্য, অমৃত ও আত্মবস্তু হইয়াও অনাদি কৃষ্ণবিমুখ জীবের বিপরীত কর্মবশতঃ মায়া কর্তৃক ত্রিগুণরচিত দেহ-সংযোগ ও তৎফলে জন্ম-মৃত্যু রূপ উভয় পদক্ষেপে সংসারারণ্যে ভ্রমণ,

অনাদিকাল হইতেই চলিতেছে। সুতরাং সেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়াই জীবের সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ, শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অমৃতত্ব লাভের উপায় রূপে সেই শ্রীগীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে, যথা ;—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ —(গীতা ১৪।২০)

অর্থ,—দেহী (জীবাত্মা) দেহসংঘটক এই গুণত্রয়কে অতিক্রমপূর্বক সংসাররূপ জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

সুতরাং উক্ত ত্রিগুণসম্বন্ধ বর্জন করাই দেহ-সম্ভবরূপ সংসার-বন্ধন মোচনের উপায়।

তাই শাস্ত্রে বহুস্থলেই মমাহম্-বোধের অস্মিতা বন্ধনই সংসার-বন্ধনের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। সংক্ষেপার্থে, একটি মাত্র দৃষ্টান্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে ;—

যস্ত্বাসক্তমতির্গেহে পুত্রবিত্তৈষণাতুরঃ।
স্ত্রৈণঃ কৃপণধীর্মূঢ়ো মমাহমিতি বধ্যতে॥ —(শ্রীভাঃ ১১।১৭।৫৬)

অর্থ,—যে ব্যক্তি গৃহে আসক্তচিত্ত এবং পুত্র ও বিত্তাদিতে অভিলাষ বশতঃ আতুর, স্ত্রৈণ এবং দীনচেতা—সেই মূঢ় ব্যক্তি 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ জ্ঞানে বদ্ধ হয়।

আবার, দেহে গেহে অহং-মম-বুদ্ধি অতিক্রম করিতে পারিলেই বিমুক্তি বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি ঘটে ; যথা—

ত এতদধিগচ্ছন্তি বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।
অহং মমেতি দৌর্জন্যং ন যেষাং দেহগেহজম্॥
—(শ্রীভাঃ—১২।৬।৩৩)

অর্থ,—তাঁহারাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারেন, যাঁহাদের চিত্ত হইতে নিজ দেহে 'আমি' ও

দেহসম্বন্ধীয় গেহ-বিত্ত-কলত্রাদি অনাত্ম বিষয়ে 'আমার'-বুদ্ধিরূপ দুর্জনতা দূরীভূত হইয়াছে।

তাহা হইলে জানিলাম, সূর্যপ্রভাবের নিকট রজনীর ঘনান্ধকারের সম্পূর্ণ পরাভব ঘটিলেও, রজনী যেমন খদ্যোতের দ্যুতিকে পরাভূতই করিয়া থাকে, তদ্রূপ মায়া শ্রীভগবৎ সমীপে সর্বদাই বিলজ্জমানা থাকিলেও, স্বরূপ-বিস্মৃত ক্ষুদ্র জীব-চৈতন্যকে অভিভূত করিয়া জড়ীয় দেহকেই 'আমি' ও দেহ-সম্পর্কীয় জড় বিষয় সকলকে 'আমার' বলিয়া বোধ করাইয়া থাকে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

—(শ্রীভাঃ ২।৫।১৩)

অর্থাৎ,—যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও বিলজ্জিতা হয়, নির্বোধ জীব সেই মায়া কর্তৃক বিমোহিত হইয়া 'আমি' ও 'আমার' —এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে।

অহংমমাদি বোধ বা অস্মিতারূপ মায়ার মুখ্য গ্রন্থিছেদন ব্যতীত মায়ামুক্তির উপায় নাই। উক্ত গুণ-সম্বন্ধ ও তজ্জনিত দেহ-সম্বন্ধ হইতে মুক্তির উপায় কী ?

মানবের মঙ্গল লাভের নিমিত্ত, যে তিনটি মার্গের বিষয় শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে গুণসম্বন্ধ ও সংসারপাশ অতিক্রম বিষয়ে—

১) ভুক্তি বা কর্মমার্গে কোন উপায় বিহিত হয় নাই। কেবল অশুভ কর্মত্যাগ ও শুভ কর্মের আচরণ দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সাংসারিক সুখ ব্যতীত দুঃখ পাইতে না হয়। কিন্তু ইহাতে সাংসারিক প্রধান দুঃখ যে জন্ম-মৃত্যু উহা ঠিকই থাকিল।

২) এই হেতু, মুক্তিমার্গে ইহা বর্জন করিয়া, মুক্তির উপায় বিধান করা হইয়াছে—জগৎ মিথ্যা ও ব্রহ্ম সত্য জ্ঞানে নিজেকে ব্রহ্ম হইতে

অভিন্নাদি চিন্তা। কিন্তু তৎসাধনে জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখের বিনাশের সহিত ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভে নিজের আত্মারও পৃথক অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। বিশেষতঃ ইহার সাধনও বিশেষ কষ্টসাধ্য। যথা,—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥— (গীতা ১২।৫)

অর্থ,—যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহাদের অধিকতর ক্লেশ ভোগ হয়, কেন না নির্গুণ ব্রহ্ম লাভ দেহীর পক্ষে নিতান্তই দুঃখদ।

৩) ভক্তিমার্গে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে জগতে বৈধী-ভক্তিই জীবের লভ্য ছিল। সেই বৈধীভক্তি কেবল দুর্লভ মহৎসঙ্গসাপেক্ষ হওয়ায় বিধিভক্তিও অত্যন্ত সুদুর্লভা ছিলেন। এমন কী, কোটি মুক্তের মধ্যেও—একজনের উক্ত ভক্তি লাভ করা দুর্লভ হইত ;—

"কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত ॥" —(ইত্যাদি)।

অতএব ইহাতেও, সর্বসাধারণের আশার কথা না থাকায়, সংসার-বিমুক্তি—সুদুর্লভই হইয়াছিল।

কেবল শ্রীনামের মহিমায় উক্ত অহংমমাদি-বোধ তিরোহিত হইয়া জীবের সংসার-মুক্তি—শ্রীনামের গৌণ ফলেই—এমন কী নামাভাসেই হইয়া থাকে, ইহার মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি—রাগানুগা ভক্তির উদয় হয়। জীবের মায়াকৃত স্বাভাবিক অহংমমাদি-বোধ নাশ করা শ্রীনামের অতি তুচ্ছ ফল। যথা,—

"কেহো বোলে নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়।
কেহো বোলে নাম হৈতে জীবের মুক্তি হয় ॥
হরিদাস কহে নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥
অতি তুচ্ছ ফল নামের মুক্তি পাপনাশ।
ইহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ ॥" —ইত্যাদি

—(শ্রীচৈঃ চঃ ৩।৩।১৬৯-১৭১)

এখন প্রশ্ন হইল— তাহা হইলে শাস্ত্রাদিতে অন্য শুভক্রিয়াদির ব্যবস্থার আবশ্যকতা বা মূল্য কী ?

উত্তরে বক্তব্য এই,—যে কালে জগতে শ্রীনাম প্রকটিত নহেন কিম্বা গ্রহণীয় হয়েন না—সেইকালের জন্যই অন্য শুভ ক্রিয়াদির ব্যবস্থা।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকট কালেই কেবল তিনি শ্রীনামের সহিত প্রকট হইয়া, সেই শ্রীনাম সর্বজনের গ্রহণীয় করাইয়া থাকেন অচিন্ত্য কৃপাবৈশিষ্ট্যে,—তৎপ্রকটকালে নামাপরাধেরও কোন বিচার না থাকায় —সেই শ্রীনাম যে কোন ভাবে গ্রহণে সর্বজীবের উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু, তদীয় অপ্রকটকালে নামাপরাধের বিচার থাকায় এবং অকালে বিদায়োন্মুখ রুষ্ট কলি কর্তৃক বিপুলভাবে জনসমাজে নামাপরাধ সঞ্চারিত হওয়ায়—নামের অপ্রসন্নতা বশতঃ—শ্রীনাম নিজ প্রভাব প্রকাশ করেন না।

সেই নামাপরাধের কার্য বা তটস্থ-লক্ষণ হইতেছে—যে মায়াকৃত অহং মমাদি বুদ্ধি বশতঃ জীবের যে সংসার গতি চলিতেছে—যাহা হইতে নামাভাসেও মুক্ত হওয়া যায়—তাহাই দৃঢ় করিয়া দেওয়া। নামাপরাধ ঘটিলে, সেই অহংমমাদিবোধেরই পারম্য সাধিত হইয়া থাকে।

অর্থাৎ,—কোন কিছুর সহজলেপ জলে ধুইলে বা মাজিলে উঠিয়া যায়—কিন্তু কলাই করা বা বজ্রলেপ ক্ষয়ের যেমন অন্য সহজ উপায় নাই, তেমনি সাধারণ অবিদ্যাদিকৃত দেহ-গেহাদিতে অহং-মমাদি-বোধের পারম্য বা বজ্রলেপ সাধিত হয়। যাহা হইতে একমাত্র অনন্য-গতি শ্রীনামেরই আশ্রয় ব্যতীত মুক্ত হইবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই।

সুতরাং, অবিদ্যাকৃত স্বাভাবিক অহং-মমাদি-বোধ ইহা বিনষ্ট হইবার পক্ষে—যে জ্ঞানাদি সাধন বহু ক্লেশসাধ্য, তাহা নামাভাসেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এতাদৃশ নাম সম্বন্ধে অপরাধ ঘটিলে উহা—পরম অহং-মমাদি বোধ রূপে পরিণত হইয়া—বজ্রলেপ সৃষ্টি করে, তাই উক্ত পরম অহং মমাদির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইবার জন্য শ্রীজীবপাদ ভক্তি-সন্দর্ভে

তদীয় নামাপরাধ আলোচনাবশেষে—নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া —অহং মমাদির পারম্য প্রদর্শন করাইয়াছেন।

ক) নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।

খ) তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১১।২৮৯)

অর্থাৎ,—শ্রীভগবানের একটি নাম,—প্রসঙ্গক্রমে যাহার কথা মধ্যে উচ্চারিত কিম্বা কিঞ্চিমাত্র মনঃস্পৃষ্ট অথবা শ্রুত হয়,—আবার সেই নাম যদি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বর্ণও হয়; কিম্বা ব্যবহিতরহিত[১] হইয়াও গৃহীত হয়, তথাপি নাম, সেই ব্যক্তিকে সমস্ত সংসারবন্ধনাদি হইতে সত্যই পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু সেই শ্রীনাম যদি দেহ, দ্রবিণ অর্থাৎ অর্থ, জনসমূহ, লোভ এবং পাষণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়—অর্থাৎ দেহদ্রবিণাদির মঙ্গলের জন্য প্রয়োগ করা হয়, তবে শ্রীনাম সত্বর নিজ ফল প্রদান করেন না

১। শ্লোকোক্ত "ব্যবহিতরহিতং"—এই কথাটির মধ্যে যে গূঢ় অর্থের সমাবেশ রহিয়াছে,—তাহা শ্রীসনাতনপাদের টীকার প্রসাদ ভিন্ন কিছুতেই বোঝা সম্ভব হইত না। উক্ত কথাটীর তিনটি অর্থ টীকায় প্রকাশ করা হইয়াছে, যথা,— ১) ব্যবহিতরহিত ২) ব্যবহিত, ৩) রহিত। "ব্যবহিতরহিত" কিরূপ ? তদুত্তরে বক্তব্য একটি সম্পূর্ণ নাম, যদি শব্দ বা অক্ষরান্তর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত না হইয়া গৃহীত হয়েন, কিম্বা 'ব্যবহিত' হইয়া—অর্থাৎ একটি সম্পূর্ণ নাম যদি অপর শব্দ বা অক্ষরান্তর দ্বারা ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়াও গৃহীত হয়েন, কিম্বা 'রহিত' হইয়া—অর্থাৎ একটি নামের কিয়দংশ উচ্চারণ পূর্বক যদি অবশিষ্টাংশ গৃহীত না-ও হয়েন,—তথাপি শ্রীভগবন্নাম নিজ প্রভাব পরিত্যাগ করেন না।

[এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থকার-কৃত "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের প্রথম কিরণের পঞ্চমোল্লাস দ্রষ্টব্য।]

(অপ্রসন্নতা বশতঃ) অর্থাৎ শ্রীনামের মুখ্য ফল যে প্রেম তাহা সত্বর প্রকাশিত হয় না।

এস্থলে 'পাষণ্ড' শব্দ উল্লেখ করিয়া দশটি নামাপরাধকেই বুঝান হইয়াছে। যেহেতু দশটি নামাপরাধই পাষণ্ডময় অর্থাৎ অতি পাপময়। এস্থলে পাপ ও পাষণ্ডের যে পার্থক্য তাহার বিচার এই যে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করার নাম পাপ। আর সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবান ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-যুক্ত বস্তুর অমর্যাদা করা অপরাধ। ব্যবহার জগতে রাজার আইনের অমর্যাদা করিলে যে দণ্ড হয়; তাহা হইতেও রাজপুরুষের মর্যাদাহানি করিলে অধিকতর দণ্ডের যোগ্য হয়। পাপ ও অপরাধ মধ্যে এবম্বিধ ভেদ বুঝিতে হইবে।

উক্ত শ্লোকের প্রথম দুই চরণ—শ্রীনামের স্বাভাবিক মহিমা। দ্বিতীয় দুইচরণে—নামাপরাধজনিত পরম অহং মমাদির পরিণাম যে দেহ-গেহাদিতে লোভ অর্থাৎ অত্যাসক্তি সেই লক্ষণে নামাপরাধের ফল বা কার্য নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ,—নামাপরাধের ফলে অহংমমাদি বোধের পারম্য ঘটিলে, তৎফলে দেহ, বিত্ত কলত্রাদি বিষয়ে স্বাভাবিক আসক্তি হইতে অধিক অর্থাৎ অত্যাসক্তি ঘটে। উক্ত প্রকারে অত্যাসক্ত বা লোভী হইয়া থাকে যাহারা, তাহারাই যে নামাপরাধী—ইহা শ্লোকোক্ত "পাষণ্ড" শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীনামের একাশ্রয়তা ব্যতীত নামাপরাধজনিত বিষয়ে অত্যাসক্তি হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই। যেমন কারাগারের দ্বারে দড়ির বন্ধন ও শিকলের বন্ধন। দড়ির বন্ধন অস্ত্রের দ্বারা কাটা যায়, সেইরূপ স্বাভাবিক অহং-মমাদি বোধ নামাভাসে বিলোপ হয়, কিন্তু অপরাধজনিত অহংমমাদি রূপ শিকলের বন্ধন সেই নামরূপ অস্ত্রের বহুবার প্রয়োগেই কাটা সম্ভব হয়—ইহাই উক্ত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

———

অতঃপর "অহং মমাদি পরমঃ—" সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা।

সাংসারিক দুঃখ ও সুখভোগ, ইহা লৌকিক পাপপুণ্যেরই মুখ্যফল। নামাপরাধ ও তৎফল, বিস্তারিত ভাবে এ পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে—এস্থলে আর একটি বিবেচ্য বিষয় হইতেছে এই যে, সাধারণতঃ 'অপরাধ' অর্থে স্থলবিশেষে পাপকে নির্দেশ করা হইলেও, বিশেষার্থে 'অপরাধ' ও 'পাপ' পৃথক বস্তু ; সুতরাং পাপের ফল ও অপরাধের ফল এক নহে,—উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। পাপের ফলে—ইহ-লোকে রোগ, শোক, তাপ, ভয়, ভাবনা, দারিদ্র্য, অপমান প্রভৃতি দুঃখভোগ ও পরলোকে নরকযন্ত্রণাদি ভোগ হইয়া থাকে। অপরাধের ফল তদপেক্ষাও অধিক ভয়াবহ। উহা সূক্ষ্মভাবে মানবের আধ্যাত্মিক জীবনে—পরমার্থিক সাধনপথে প্রতিক্রিয়াশীল হয় বলিয়া, ব্যবহারিক জীবনে উহার যথার্থ কুফল,—উহার প্রবল অনর্থকারিতা সাধারণতঃ তেমন লক্ষ্যের বিষয় হয় না; এইজন্য সাধারণ দৃষ্টিতে পাপের ফলই অধিক সুস্পষ্ট ভয়াবহ রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে।

"অপগত হয় আরাধনা যাহা হইতে"—ইহাই হইতেছে 'অপরাধ' শব্দের সহজ ও সারার্থ। অর্থাৎ যাহা হইতে সংসার-পাশ-বিমুক্তির উপায় স্বরূপ ভজন স্পৃহা শিথিল হইয়া—সাধনাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে, তাহারই নাম 'অপরাধ'। সুতরাং অপরাধের ফলে জীবের সংসার-পাশ-বিমুক্তির সকল আশা লোপ পাইয়া থাকে,—যাবৎ সেই অপরাধ শাস্ত্রবিহিত উপায়ে স্খলিত না হয়।

অপরাধ সকল আবার প্রধানতঃ 'সেবাপরাধ' ও 'নামাপরাধ' ভেদে দ্বিবিধ। সহজ কথায়,—'নামী' সম্বন্ধে সেবাবিষয়ক অপরাধ যাহা, তাহাই 'সেবাপরাধ' এবং 'নাম' সম্বন্ধীয় অপরাধ যাহা, অর্থাৎ যাহা দ্বারা শ্রীনাম অপ্রসন্ন হইয়া, নিজ অব্যর্থ শক্তি প্রকাশে বিরত

হয়েন,—তাহাকেই 'নামাপরাধ' বলা হয়। সেবাপরাধ হইতেও নামাপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে,—"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে—" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বে যাহা বর্ণিত হইয়াছে—তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, অপর সকল প্রকার পাপাদির আচরণ করিয়া যে ব্যক্তি ঐকান্তিকভাবে শ্রীহরির অর্থাৎ নামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি উহা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ; ("অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য-ভাক্"—৯।৩০ ইত্যাদি গীতাবাক্যে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে।) এতাদৃশ পরম কারুণিক শ্রীভগবানের ভজন বিষয়েও যদি অপরাধ ঘটে (অর্থাৎ বরাহপুরাণোক্ত দ্বাত্রিংশ প্রকার সেবাপরাধ ঘটে ; শ্রীচৈঃ চঃ। দ্রষ্টব্য) তাহা হইলে সেই সেবাপরাধ সকল আর সেবা দ্বারা প্রশমিত হয় না ; উহা একমাত্র নামাশ্রয় দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ পরম পাবন যে শ্রীভগবন্নাম,—সেই নাম সম্বন্ধে অপরাধ ঘটিলে, (অর্থাৎ পদ্মপুরাণোক্ত দশবিধ নামাপরাধ ঘটিলে।) তাহা হইতে উদ্ধার করিতে অতঃপর আর কেহই বা কিছুই নাই। তবে শ্রীনাম অগতি-জনের একমাত্র শেষাশ্রয় বলিয়া, সেই নামাপরাধী ব্যক্তিও যদি একান্ত ভাবে নামেরই শরণাপন্ন হইয়া নাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই নামের দ্বারা যথাকালে নামাপরাধের ক্ষালন হইতে পারে। সকল পাপাদি অপেক্ষা সেবাপরাধের এবং সেবাপরাধ হইতেও নামাপরাধের গুরুত্বই উক্ত শ্লোকে বিঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং এতাদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে—শ্রীনামের মত জীবের পরম বন্ধু যেমন আর কেহই নাই, তেমনি নামাপরাধ অপেক্ষা জীবের পরম শত্রুও আর কিছুই নাই। নামাপরাধই হইতেছে সংসারবিমুক্তিরূপ দ্বারের বজ্র-কপাট স্বরূপ।

লৌকিক মহাপাপের যাহা মুখ্যফল,—সেই কুষ্ঠাদি রোগ অর্থাৎ ত্রিতাপজনিত দুঃখভোগ হইতেও যে, অপরাধের ফল অধিক গুরুতর, ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, —যেমন কোন অপরাধী ব্যক্তি তৎকৃত কর্মের ফলে কারারুদ্ধ হইয়া থাকে, তেমনি অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ্য

দোষ নিবন্ধন জীবসকল স্বকর্মার্জিত জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-কারাগারে মায়াপাশ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া অনাদিকাল হইতে অবস্থান করিতেছে। আবার সেই কারারুদ্ধ ব্যক্তি কারাগারে অবস্থান কালে, তদবস্থায় কৃত সদ্ ও অসদাচরণের জন্য যেমন কখন কিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ বা পুরস্কার এবং কখন তিরস্কার রূপ সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইলেও সেই সুখ ও দুঃখ যেমন কারাবন্ধনরূপ এক মহাদুঃখেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, উভয়ই 'দুঃখ' রূপে বিবেচিত হইবার যোগ্য হয়; সেইরূপ কৃষ্ণবৈমুখ্য অপরাধের মুখ্যফল সংসার-কারাবদ্ধ জীবের তদবস্থায় কৃত শুভাশুভ বা পুণ্য ও পাপ কর্ম জন্য কখন ঐহিক ধন-ধান্য-সম্মানাদি ও কখন ব্যাধি-দারিদ্র্য ও অপমানাদি এবং কখনও বা পারত্রিক স্বর্গাদি ও কখন নরকাদিরূপ বারম্বার যাহা কিছু সুখ ও দুঃখ ভোগ হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই সংসার-কারাবন্ধনরূপ এক পরম দুঃখের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, প্রাকৃত সুখ ও দুঃখ উভয়কেই এক কথায় 'দুঃখময়' বলিয়া বিবেকী ব্যক্তিগণ গণ্য করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও তাই উক্ত হইয়াছে ;—

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥

অর্থ,—যেমন লৌহনির্মিত পাশ কিম্বা স্বর্ণনির্মিত পাশ—উভয় বিধ শৃঙ্খল দ্বারাই বন্ধন ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ শুভকর্মই হউক অথবা অশুভ কর্মই হউক, উভয়বিধ কর্মশৃঙ্খল দ্বারাই জীব সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সাংসারিক শুভকর্মজ সুখও যে দুঃখস্বরূপ, তাহার তিনটি প্রধান কারণ এই যে,— ১) সেই শুভকর্মজনিত সুখভোগের জন্য জীবকে মৃত্যু এবং পুনরায় জন্মরূপ জঠর যন্ত্রণা অবশ্য ভোগ করিতে হয়। ২) প্রাকৃত সুখ মাত্রেই অনিত্য ও ক্ষয়শীল ; সুতরাং সুখভোগ ক্ষয় হইলে, পুনরায় কর্মানুসারে সুখ বা দুঃখ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সংসারবন্ধন বিমুক্তি না হওয়া পর্যন্ত জীবকে কর্মবশতঃ কখন সুখ এবং কখনও দুঃখ—

এই প্রকারে চক্রাবর্তনবৎ বারম্বার সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এমন কি স্বর্গসুখেরও ক্ষয়ে জীবকে পুনরায় মর্ত্যে আসিয়া কর্ম করিতে হয়। ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।" —গীতা ৯।২১।) ; অতএব যে সুখ প্রতিক্ষণেই ক্ষয়শীল ও দুঃখ সম্ভাবনায় সমাকুল, তাহাকে "দুঃখ" ভিন্ন 'সুখ' নামে অভিহিত করা যায় না। ৩) আলোকের পর অন্ধকার যেমন পূর্বাপেক্ষা অধিক অন্ধকার রূপেই অনুভূত হয়, তেমনি কেবল দুঃখ ভোগ অপেক্ষা, ক্ষণভঙ্গুর সুখভোগের পর পুনরায় দুঃখ ভোগ অধিকতর দুঃখকর হওয়ায়, এই অনিত্য সুখ, দুঃখের যন্ত্রণাকে বর্দ্ধিত করিবার ইন্ধন স্বরূপই হইয়া থাকে।

অতএব যে মায়িক সুখরূপ মধুচক্র, নিরন্তর ভাবী দুঃখ সম্ভাবনা বা 'ভয়' ও দুঃখাদিরূপ দংশনরত মধুমক্ষিকাসঙ্কুল, —সেই সুখ, কখন সুখ পর্যায়ভুক্ত হইতেই পারে না। সংসারের সকল সুখকর বিষয়ই, যে ভয়ভাবনাদি দুঃখসঙ্কুল, মহাকবি ভর্তৃহরি কৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি দ্বারা সুন্দরভাবে প্রমাণিত হইতে পারে, যথা,—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ং।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

অর্থ,—ভোগে রোগভয়, কুলে চ্যুতিভয়, ধনে রাজভয়, মানে দৈন্যভয়, বলে রিপুভয়, রূপে জরাভয়, শাস্ত্রে বাদিভয়, গুণে খলভয়, দেহে মৃত্যু-ভয়,—সকল সুখ বস্তুই জগতে ভয়ান্বিত ; মনুষ্যের পক্ষে বৈরাগ্যই কেবল অভয় সম্পদ।

যে সুখ-মকরন্দ দুঃখ রূপ মধুমক্ষিকা বিরহিত ও নিত্য, একমাত্র সেই পরমার্থ বিষয়ক সুখই হইতেছে প্রকৃষ্ট সুখ বা পরমানন্দ। উহা সংসার-কারাপ্রাচীরের বহির্দেশে অবস্থিত। সাংসারিক সুখের দুঃখ-ময়তা বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন ;—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

—(শ্রীচৈঃ চঃ ।২।২০।১০৪-১০৫)

তাৎপর্য,—কৃষ্ণ-বিস্মৃতি নিবন্ধন অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকে সেই দোষে মায়া, সংসারবন্ধনরূপ দুঃখ দিয়া থাকেন। সংসারবন্ধনাবস্থায় জীবের শুভাশুভ কর্মফলে কখন স্বর্গাদি সুখভোগের জন্য উপরে স্বর্গে উঠিতে হয় এবং কখন নরকাদি দুঃখ ভোগের জন্য নীচে নরকে নামিতে হয়। এই যে সাংসারিক সুখ-দুঃখ-ভোগরূপ উঠা নামা,—এই উভয় অবস্থাই রাজাদেশে দণ্ডভোগকারী ব্যক্তিকে নদীতে নিমজ্জিত করিয়া মারিবার ন্যায় দারুণ দুঃখজনক।

পূর্বকালে রাজার আদেশে মৃত্যুদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে নদীতে ডুবাইয়া মারিবার জন্য একবার জলে ডুবাইয়া পুনরায় উপরে উঠাইয়া ধরা হইত। মরণাবধি বারবার এইরূপই করা হইত। একেবারে ডুবাইয়া মারিবার দুঃখ অপেক্ষা, কিয়ৎকাল নিমজ্জনের দুঃখ ভোগ করাইয়া আবার উপরে উঠাইয়া বায়ু সেবনাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ বা সুখভোগ করাইবার পর পুনরায় জলে ডুবাইয়া রাখিবার দুঃখ অধিকতর হইবে বলিয়াই যেমন দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বারম্বার এইরূপ করা হয়—মায়া কর্তৃক সংসারকারাবদ্ধ জীবকে ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য—প্রাকৃত সুখ ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যও সেইরূপ দুঃখের যন্ত্রণাকে অধিকতর করিবার জন্যই বুঝিতে হইবে।

তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, জীবের পক্ষে মায়া কর্তৃক সংসাররূপ কারাবন্ধনই হইতেছে প্রধান দুঃখ এবং তদবস্থায় কৃত শুভাশুভ কর্মলব্ধ সুখ ও দুঃখ বা এক কথায় উভয়বিধ দুঃখই হইতেছে,—কারাবন্ধনরূপ সেই প্রধান দুঃখেরই গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফল; সুতরাং

একমাত্র সংসারকারামুক্তিই হইতেছে দুঃখমুক্তির প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু তদন্তর্গত সুখপ্রাপ্তি নহে।

অতএব সংসারকারারুদ্ধ জীবের পক্ষে তন্মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় যাহা,—তদপেক্ষা উপকারক বা বন্ধু যেমন আর কেহই হইতে পারে না, তেমনি আবার যাহা দ্বারা সংসার-কারাদ্বারের স্বাভাবিক অর্গল বিশেষ ভাবে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, তদপেক্ষা অপকারক বা শত্রুও যে আর কিছুই নাই,—একথা একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা ও মায়াধীনতা নিবন্ধন জীবের যে স্বাভাবিক সংসারবন্ধন, উহা নামীর বা শ্রীভগবানের আশ্রয় লাভে ও তদনুশীলন-রূপা ভক্তির গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলে, অথবা উহার আভাসমাত্র ঘটিলেও, তৎফলেই সেই অনাদিকালের কঠিন মায়াপাশ তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হইয়া,—সেই সংসারবিমুক্তিরই আনুষঙ্গিক ফলে, কিম্বা ভক্তির অতি তুচ্ছ—গৌণ ফলেই নিখিল পাপ, তাপ, দুঃখ, ভয়াদি বিনষ্ট হইবার এবং উহার মুখ্য ফলে শ্রীভগবৎ পদারবিন্দে প্রেমভক্তি উদয় হইবার সদ্যই কারণ হইয়া থাকে।

আবার এতাদৃশ প্রভাবশালী ভগবদনুশীলন বিষয়ে 'অপরাধ' ঘটিলে, সেই সেবাপরাধের ফলে, জীবের উক্ত স্বাভাবিক সংসারবন্ধন, অস্বাভাবিকরূপে দৃঢ়তর হইয়া যায়। যে সেবাপরাধ ভগবদ্‌সেবাদিরূপ নামীর অনুশীলন দ্বারাও বিমুক্ত হয় না, উহা একমাত্র নামের অনুশীলনরূপা ভক্তি বা নামাশ্রয় হইতেই অপগত হইয়া থাকে। নামীর আশ্রয়ের ন্যায় নামাশ্রয়েরও গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলে, কিম্বা নামাভাস মাত্র হইতেই জীবের পূর্বোক্ত স্বাভাবিক সংসারপাশ বিমুক্ত হইয়া, সেই সংসারক্ষয়ের আনুষঙ্গিক ফলে বা নামের অতিতুচ্ছ—গৌণ ফলেই জীবের পাপাদির হেতুভূত নিখিল কর্মবন্ধন ছিন্ন হইবার এবং শ্রীনামের মুখ্য ফলে শ্রীকৃষ্ণপদাব্জে প্রেমোদয় হইবার সদ্যই কারণ হইয়া থাকে।

অতএব যে ভগবদনুশীলনের কিম্বা ভগবন্নামের আভাস ঘটিলেও অনাদিকালের স্বাভাবিক ভববন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যায়,—সেবাপরাধ ঘটিয়া সেই বন্ধন অস্বাভাবিকরূপে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, একমাত্র যে নামের আশ্রয় দ্বারা সেবাপরাধেরও সেই দৃঢ়তর বন্ধন বিমোচন হয়,—এতাদৃশ শ্রীভগবন্নামাপেক্ষা জীবের মহা উপকারক বা পরম বন্ধু যেমন আর কেহই বা কিছুই হইতে পারে না, তেমনি আবার নামের নিকট অপরাধ ঘটিলে, সেই নামাপরাধ সংসার-কারাগারের বজ্রকপাটরূপে পরিণত হইয়া, স্বাভাবিক সংসার-বন্ধনকে অস্বাভাবিক রূপে দৃঢ়তম করিয়া রাখে, সুতরাং নামাপরাধ অপেক্ষা জীবের মহা অপকারক বা পরম শত্রুও যে আর কিছুই নাই,—ইহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে।

তাহা হইলে বুঝিলাম এই যে, লৌকিক পাপবিশেষের ফল—কুষ্ঠাদিজনিত দুঃখভোগ অপেক্ষা, অপরাধের ফল অধিক এবং সর্বাপরাধের মধ্যে আবার নামাপরাধেরই অনর্থকারিতা সর্বাধিক ভয়াবহ হইতেছে। যেহেতু, যে নামের আভাসমাত্র ঘটিলেও পাপাদি নিখিল কর্মবন্ধনের মূল স্বরূপ—অবিদ্যাকৃত সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়,—সাক্ষাৎ সেই নামের আশ্রয় লাভ করিলে যে, পাপাদি কর্মবন্ধনের ফল স্বরূপ কুষ্ঠাদি বিবিধ দুঃখভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে অর্থাৎ মূল বিনষ্ট হইলে ফলের নাশ যে অবশ্যম্ভাবী এ-কথার আর উল্লেখেরই বা আবশ্যকতা কি? কিন্তু নামাপরাধরূপ বজ্রকীলক দ্বারা সংসার-কারাদ্বার চিররুদ্ধ হইয়া থাকিলে,—উহার বিমোচন না হওয়া পর্যন্ত, সেই অস্বাভাবিক কঠিনতম সংসারবন্ধনে সংবদ্ধ জীবের পক্ষে তদন্তর্গত কর্মফলে চক্রাবর্তনবৎ কখন সুখ ও কখন দুঃখ ভোগের পর্যায় ক্রমে কোটি কোটি জন্ম কুষ্ঠাদি ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করাও যে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে—ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং কোটি ত্রিতাপ যন্ত্রণাদি ভোগ অপেক্ষা নামাপরাধের ফল গুরুতরই হইতেছে।

তাহা হইলে নামাপরাধের মুখ্য বা প্রধান ফল হইতেছে—জীবের অবিদ্যাকৃত যে স্বাভাবিক সংসারবন্ধন—সেই বন্ধনকে অস্বাভাবিক কঠিনতম বন্ধনে পরিণত করিয়া রাখা। যে নাম একবার গ্রহণে সংসারের সকল বন্ধনের বিমুক্তি এবং মুক্তিরও উপর—প্রেমভক্তি লাভের কারণ হইয়া থাকে,—নামাপরাধ স্থলে কেবল সেই অপরাধ মোচনের জন্যই,—অগতি জীবের সর্বশেষগতিস্বরূপ একমাত্র সেই নামেরই শরণাপন্ন হইয়া, এতাদৃশ মহাপ্রভাবশালী নামের বহু নাম—বহুবার গ্রহণ করিতে করিতে সেই অপরাধ যথাকালে অপগত হইতে পারে।

সুতরাং পাপাদির ফল অপেক্ষা নামাপরাধের ফলের সর্বাধিক ভীষণতা—ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায়।

অবিদ্যাকৃত স্বাভাবিক সংসারবন্ধনরূপ প্রধান দণ্ডভোগ কালে, যেমন কারান্তর্গত সুখদুঃখের ন্যায় এক কথায় 'দুঃখময়' যাহা,—জীবের সেই লৌকিক শুভাশুভ কর্মজনিত প্রাকৃত সুখ ও দুঃখ ভোগ করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই, সেইরূপ 'অপরাধ' ও সর্বোপরি 'নামাপরাধ' জনিত অস্বাভাবিক সংসারবন্ধনরূপ সর্বোচ্চ দণ্ডভোগ কালেও, প্রায়শঃ জীবের পক্ষে তদন্তর্গত লৌকিক পাপ-পুণ্য কর্মজনিত দুঃখ ও সুখরূপ উভয়বিধ দুঃখ যাহা—তৎপ্রাপ্তির পক্ষেও বাধা হয় না। সুতরাং নামাপরাধের একমাত্র মুখ্য ফল—সংসার-কারাগারের অস্বাভাবিক কঠিনতম বন্ধন হইলেও, উহা সূক্ষ্মরূপে জীবের আধ্যাত্মিক জীবনে বা পারমার্থিক সাধনপথে সঞ্চারিত হয় বলিয়া, বাহ্যদৃষ্টিতে উহার প্রতিক্রিয়া তেমন লক্ষ্যের বিষয় হয় না,—যেমন কুষ্ঠাদি ব্যাধি প্রভৃতি লৌকিক পাপের ফল সকল প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। এইজন্য, নামাপরাধের মুখ্য ফলের ভীষণ অনর্থকারিতা সাধারণতঃ স্থূলদৃষ্টির গ্রাহ্য বিষয় না হওয়ায়, অথচ তদ্বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করিবারও একান্ত প্রয়োজন হওয়ায়—অন্ততঃ সাধারণ দৃষ্টিতে চরম দণ্ড বলিয়া

বিবেচিত যাহা,—সেই কুষ্ঠাদি ব্যাধি দ্বারা প্রয়োজনস্থলে কোন কোন নামাপরাধী ব্যক্তিকে আক্রান্ত করাইয়া, শ্রীনামই জীব সাধারণকে তদ্বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিবার শিক্ষা দিয়া থাকেন। অবশ্য ইহা লৌকিক মহাপাপেরই মুখ্য ফল হইলেও প্রকারান্তরে যখন কঠিনতম সংসারবন্ধনরূপ নামাপরাধেরই মুখ্য ফলের আনুষঙ্গিক বা অন্তর্গত তুচ্ছ ফল হইতেছে, তখন উক্ত প্রয়োজন অনুরোধে বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন অপরাধী বিশেষে—নামাপরাধের দণ্ড স্বরূপ সেই তুচ্ছ ফলও যে প্রযুক্ত হইতে না পারে—এমত নহে। পূর্বোক্ত গৌরলীলাকালে গোপাল চক্রবর্তী ; চাপাল গোপাল প্রভৃতি অপরাধিগণের দণ্ডভোগ ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। শাস্ত্রগ্রন্থাদিতেও যে অনেক স্থলে অপরাধ কিম্বা নামাপরাধের ফলস্বরূপ সাধারণবোধ্য চরম দণ্ড যাহা,—সেই কুষ্ঠাদি কিম্বা নরকাদি যন্ত্রণাভোগের উল্লেখ দেখা যায়, উহাও পূর্বোক্ত অভিপ্রায়েই অপরাধের গৌণ ফল মাত্রেরই উল্লেখ বুঝিতে হইবে।

নামাপরাধ ঘটিবামাত্র উহার প্রতিবিধানে পরাঙ্মুখ হইলে উক্ত অপরাধের ফলে প্রথমতঃ অলৌকিক—অপ্রাকৃত পরমার্থ বিষয়ে অর্থাৎ ভগবৎ ও সাক্ষাৎ তৎসম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি আনয়ন করিয়া থাকে —একথা শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। নামাপরাধ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে,—

> কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।
> বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ ॥
>
> (মাধুর্য্যকাদম্বিনী-ধৃত পাদ্মবাক্য)

অর্থ,—হে বিপ্রেন্দ্র! যে সকল অপরাধের অনুষ্ঠানে মনুষ্যের সকল কৃত্য (সাধন) নষ্ট করিয়া, অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি আনয়ন করে ভগবন্নাম সম্বন্ধীয় সেই সকল অপরাধ কি? তাহাই বলুন।

ভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে অপ্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে অবিদ্যাকৃত যে স্বাভাবিক অবজ্ঞা অথবা প্রাকৃত বোধ জীবের অন্তরে নিহিত থাকে,

নামগ্রহণাদিরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎবিষয়ে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু নামাপরাধ ঘটিলে যদি উহার প্রতিকার বিষয়ে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলে উহার বিষময় ফলে, সেই অপ্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাস শ্রদ্ধাদি আবৃত হইয়া গিয়া তৎস্থলে যে প্রাকৃত বুদ্ধির উদ্রেক হইতে থাকে,—ইহাকেই নামাপরাধোত্থ অনর্থরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক।

অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু সম্বন্ধে, (অর্থাৎ ভগবানে, ভগবদ্বিগ্রহে, ভগবদ্ধামে, ভগবদ্ভক্তে, ভগবৎ-প্রসাদ-নির্মাল্যাদিতে ও ভগবন্নাম রূপ-গুণ-লীলাদি বিষয়ে) নামাপরাধ জনিত প্রাকৃত বুদ্ধির উদয়ে, সেই অপ্রাকৃত বিষয়ে ও ভজনাদি সম্বন্ধে জীবের অন্তরে ক্রমশঃ যে পরিমাণে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে লৌকিক বা ব্যবহার বিষয়ে উৎসাহ ও অনুরাগ বিবর্ধিত হইয়া উঠে ; পরিশেষে অপরাধের প্রাবল্যে ব্যবহার বিষয়ে অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যাসক্তি নিবন্ধন ভজন-সাধন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া তৎস্থলে দেহ-গেহাদিতেই প্রগাঢ় অভিনিবেশ জন্মিয়া থাকে।[১] ইহাই হইতেছে নামাপরাধজনিত অচ্ছেদ্য ও অস্বাভাবিক সংসারবন্ধন। যাহার গৌণ বা আনুষঙ্গিক ফলে জীবকে সাংসারিক সুখ-দুঃখ রূপ চিরদুঃখের আবর্তে পরিভ্রমণ করিতে হয়।

পাদ্মোক্ত "সতাং নিন্দাদি" দশবিধ নামাপরাধ বর্ণনের শেষ দুই পংক্তি হইতেছে,—

"শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ ॥"

ইহার মধ্যে "নামমাহাত্ম্যে শ্রুতেঽপি অপ্রীতি" অর্থাৎ নামের মহিমা

১। দুষ্কৃতোত্থ ও সুকৃতোত্থ অনর্থের ফলে জীবের যে অস্বাভাবিক ও স্বাভাবিক ভোগাভিনিবেশ,—অপরাধোত্থ অনর্থের ফলে, উহা হইতে বিলক্ষণ এক অস্বাভাবিক পরম দেহ-গেহাভিনিবেশ।

শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রীতি,—এই পর্যন্তই দশম বা সর্বশেষ অপরাধ রূপে গণনা করিয়া, শেষ পংক্তিতে "অহং-মমাদি পরমঃ" এই বাক্যটি নামাপরাধের ফলরূপে বিবেচিত হওয়ায়, শ্রীজীব, শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি আচার্যপাদগণের তালিকায় ইহা দশবিধ নামাপরাধের অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখা যায় না। আচার্যচূড়ামণি মহানুভব শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামি-চরণ নামাপরাধ প্রসঙ্গে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় উহার যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাকে নামাপরাধ অপেক্ষা নামাপরাধের ফলরূপেই বুঝিতে পারা যায় ; যথা, —"যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ, অহন্তা মমতা চ, আদি শব্দেন বিষয়ভোগা-দিকং চৈব পরমং প্রধানং, ন তু নাম-গ্রহণং যস্য, তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্য-পরাধকৃৎ।"—(১১।২৮৬) অর্থাৎ যে ব্যক্তি 'অহন্তা' (দেহে 'আমি' বোধ) মমতা (গেহাদি বিষয়ে 'আমার' বোধ) 'আদি' শব্দে বিষয় ভোগাদিকে বুঝিতে হইবে ; 'পরম' অর্থে প্রধান অর্থাৎ নিরতিশয়, কিন্তু নামগ্রহণাদি ভজন বিষয়ে সেরূপ নহে,—এমন লক্ষণান্বিত ব্যক্তিকেও নামাপরাধকারী বলিয়া জানিতে হইবে।

ইহার তাৎপর্য এই যে,—যে ব্যক্তিকে পরম অর্থাৎ প্রধান বা প্রগাঢ়রূপে 'আমি' ও 'আমার' বোধ ও তন্নিবন্ধন বিষয় ভোগে নিরতিশয় অভিনিবেশ বশতঃ নামগ্রহণাদি-রূপ ভজন বিষয়ে চেষ্টাহীন দেখা যাইবে,—এইরূপ লক্ষণ সকলের বিদ্যমানতায় সে ব্যক্তিকে নামাপরাধের অনুষ্ঠানকারী বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ফল দৃষ্টে তৎকারণের অনুমানের ন্যায় উক্ত লক্ষণ সকলকে নামাপরাধেরই কার্য বা ফলরূপে জানিয়া, সেই ব্যক্তিকে 'নামাপরাধী' বলিয়া বুঝিতে হইবে—ইহাই পূজ্যপাদ টীকাকারের অভিপ্রায়। নিম্নোক্ত প্রকার অন্বয় দ্বারা উক্ত অর্থেরই উপলব্ধি হইতে পারে ; —"শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যোঽধমঃ প্রীতিরহিতঃ নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃদিতি। পরমো অহং মমাদি (যস্য ফলম্)।"—অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত নয়টি অপরাধের পর

দশমটি হইতেছে—নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও যে অধম ব্যক্তি তাহাতে প্রীতিরহিত হয়, সে ব্যক্তিও নাম সম্বন্ধে অপরাধী। অতঃপর নামাপরাধের ফলের কথাই উক্ত হইতেছে,—পরম অর্থাৎ নিরতিশয় প্রাধান্য প্রাপ্ত যে 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি বোধ বা অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ জনিত দেহ-গেহাদি বিষয়ে যে অত্যাসক্তিরূপ অস্বাভাবিক কঠিনতম সংসারবন্ধন,—ইহাই হইতেছে নামাপরাধের ফল।

তাই দেখা যায়,—সেই পদ্ম-পুরাণেরই পরবর্তী শ্লোকে নামাপরাধের ফলস্বরূপ পরম অহং-মমাদি-বোধজনিত দেহ-বিত্ত-কলত্রাদি পরিজন বিষয়ে অত্যাসক্তিরূপ নামাপরাধের ফলেরই উল্লেখ দ্বারা, সেই লক্ষণবিশিষ্ট নামাপরাধী ব্যক্তিতে নাম নিক্ষিপ্ত হইলেও অপ্রসন্নতা বশতঃ শ্রীনাম ত্বরায় স্বীয় ফল প্রদান করেন না। একথা অতি সুস্পষ্টরূপেই শাস্ত্রে, পূর্বোক্ত "নামৈকং যস্য বাচি—" (পাদ্মে হঃ ভঃ বিঃ। ১১।২৮৯) ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।

উক্ত শ্লোকের প্রথম দুই চরণে, নিরপরাধ ক্ষেত্রে নামের অব্যর্থ শক্তির কথাই বলা হইয়াছে। পরবর্তী দুইটি চরণে বর্ণিত,—দেহ-বিত্ত-পরিজনাদি বিষয়ে 'লোভ' অর্থাৎ অত্যাসক্তি-লক্ষণের উল্লেখ দ্বারা নামাপরাধের ফল এবং 'পাষণ্ড' শব্দে নামাপরাধী ব্যক্তিকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। পরম অহংমমাদি জনিত নিরতিশয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ভজন অন্তর্হিত হওয়ায় নাম গ্রহণেরও সম্ভাবনা থাকিতেছে না; তাই 'নিক্ষিপ্ত' শব্দ দ্বারা অন্যের কীর্তিত নাম কোনরূপে সেই অপরাধী ব্যক্তির শ্রুতিপথে নিপতিত হইয়া এইরূপে তাহাতে সংন্যস্ত হইলেও, নামের অপ্রসন্নতা বশতঃ সেস্থলে শ্রীনাম ত্বরায় ফলপ্রদ হয়েন না,—এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং জীবের স্বাভাবিক সংসার-বন্ধনের উপর, এক অস্বাভাবিক—অচ্ছেদ্য কঠিনতম বন্ধন সৃজন করাই যে নামাপরাধের মুখ্যফল,—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

নামাপরাধের অনিবার্য ফলে একদিকে যেমন, দেহ-গেহাদি অনাত্মবস্তুতে অত্যাসক্তি বা অস্বাভাবিক অভিনিবেশ জাগিয়া উঠে তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে, অন্যদিকে ভক্তি, ভক্ত, ভগবান প্রভৃতি অপ্রাকৃত বিষয়মাত্রেই অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস জন্মিয়া আবার তৎফলে ভজন বিষয়ে উৎসাহের শিথিলতা উৎপন্ন হওয়াও স্বাভাবিক হইয়া থাকে। এই অবস্থা আধিক্যপ্রাপ্ত হইলে, তখন হৃদয়ে কুটিলতা আসিয়া দেখা দেয় এবং নিজেকে যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও ভজনবিজ্ঞাদি বোধ করিয়া আত্মাভিমান উৎপন্ন হয় ;—যাহার প্রভাবে সরল চিত্তে—দীনতা ও ঐকান্তিকতার সহিত, উৎকর্ষ বা আদর বুদ্ধিতে শ্রীনামাদি ভক্ত্যঙ্গ সকল আশ্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। নামাপরাধমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপরাধী ব্যক্তিকে এইরূপে এক কঠিনতম অস্বাভাবিক সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ থাকিতে হয়।

নামাপরাধ হইতে উত্থিত উক্ত প্রকার চিত্তের অসরলতা ও অভিমানাদি সঞ্জাত অবাঞ্ছিত বিজ্ঞতা হইতে পুনঃ পুনঃ অপরাধ সঞ্চারিত হইতে থাকে বলিয়াই, এই প্রকার বিপরীত বিজ্ঞতাকেই পরমার্থ পথের পরম বিঘ্ন বলিয়া জানিতে হইবে ; কিন্তু অকুটিলচিত্ত ব্যক্তির নাম বা ভক্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাও সেরূপ দোষের নহে, যাহাতে মহৎসঙ্গাদি লাভ করিয়া শ্রীনামগ্রহণাদি দ্বারা ভক্তিপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে অন্তরায় হইতে পারে। সুতরাং ভক্তিসন্দর্ভে 'উক্ত হইয়াছে,—

"যথৈব ভগবদ্ভক্তা অপি অকুটিলাত্মনোঽজ্ঞাননুগৃহ্ণন্তি ন তু কুটিলাত্মনো বিজ্ঞানিতি দৃশ্যতে।"— (১৫৪)

অর্থ,—যেমন ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিলস্বভাব অজ্ঞ জীবগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্তু কুটিলাশয় বিজ্ঞগণকেও তেমন অনুগ্রহ করিতে দেখা যায় না।

অতএব পূর্বোক্ত প্রগাঢ় অহংমমাদি বোধ জনিত অত্যন্ত বিষয়াভি-

নিবেশ ও তৎসহজাত ভগবদ্ বিষয়ে অশ্রদ্ধা, ভজন-শৈথিল্য ও কৌটিল্যাদি যে নামাপরাধের ফল বা কার্য, এবিষয়ে মহানুভব শ্রীমজ্জীবগোস্বামিচরণ তদীয় ভক্তিসন্দর্ভে সুস্পষ্টরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

"ভদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতি বিতর্কাৎ। যতঃ কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবকবস্ত্বন্তরাভিনিবেশো ভক্তিশৈথিল্যং স্বভক্ত্যাদিকৃত-মানিত্ব-মিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য লিঙ্গানি।"

— (১৫৩)

ইহার তাৎপর্য এই যে,—যখন শ্রীনামাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান সত্ত্বেও যথাক্রমে হৃদয়ে ভগবৎ স্ফূর্তির অন্তরায় দেখা যাইবে, তখন অপরাধের অবস্থিতি অবশ্যই অনুমেয়। যেহেতু (১) চিত্তের কুটিলতা (২) অশ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্-বিষয়ক অপ্রাকৃত বস্তুতে অবিশ্বাস, (৩) ভগবন্নিষ্ঠার বিপর্যয়ে দেহ-গেহাদি অনাত্ম বিষয়ান্তরে অত্যাভিনিবেশ, (৪) ভজন বিষয়ে উৎসাহের শিথিলতা এবং (৫) নিজেকে ভজনবিজ্ঞাদি-বোধে অভিমান প্রভৃতিকে, যখন মহৎসঙ্গাদি লক্ষণ অব্যর্থ শক্তিযুক্ত ভক্তি সাধন প্রভাবেও নিবৃত্তি করা দুষ্কর হয়, তখন বুঝিতে হইবে বর্তমান কিম্বা পূর্বজন্ম-কৃত নামাপরাধের কার্য বা ফলস্বরূপ উক্ত কৌটিল্যাদি লক্ষণ সকল হৃদয়ে বিদ্যমান রহিয়াছে।

যে নামের শ্রদ্ধায়, হেলায় অথবা আভাস মাত্রের সংযোগেও অনাদি কোটি কল্পের অবিদ্যাদি বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে,—এতাদৃশ পরম মঙ্গলময় শ্রীনাম সম্বন্ধে পরম অনর্থ স্বরূপ 'নামাপরাধ' সংঘটিত হইলে, জীবের সেই গতিহীন অবস্থায়ও শ্রীনামই শেষাশ্রয় বলিয়া, তখনও অপরাধ পরিহার পূর্বক কৃতাপরাধের জন্য পরিতাপ সহকারে—একান্তভাবে নামেরই শরণাপন্ন হইয়া নিরন্তর নাম গ্রহণ করিতে পারিলে, সেই নামাপরাধোত্থ প্রবলতম অনর্থ হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করা

পাইতে পারে,—শ্রীনাম-স্বরূপের এমনই অশেষ অনির্বচনীয় কৃপা। তাই শাস্ত্র নামাপরাধগ্রস্ত অনন্যগতি জীব সকলকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—

নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্ত-প্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥
(হঃ ভঃ বিঃ-ধৃত পাদ্মোক্তি ১১।২৮৮)

অর্থ,—নামাপরাধযুক্ত ব্যক্তির নিরন্তর নামকীর্তন দ্বারা নাম সকলই সেই অপরাধ হরণ করিয়া নানাবিধ প্রয়োজন (মঙ্গল) সাধক হইয়া থাকেন।

অতএব নামাপরাধের অনর্থকারিতা এবং শ্রীনামের শেষাশ্রয়তা ও অনন্ত কৃপার কথা অনুভব করিয়া, কৃতাপরাধ ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত ও নম্র হৃদয়ে একমাত্র শেষাশ্রয় শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া নিরন্তর নামকীর্তন করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য উপায় দ্বারা অনতিক্রমণীয় 'নামাপরাধ' হইতেও উত্তীর্ণ হইয়া সেই নামেরই ফলে প্রেমভক্তি পর্যন্ত লাভ করিয়া পরম ধন্য ও কৃতার্থ হইবারও যথেষ্ট আশা রহিয়াছে। তবে এই আশার মধ্যেও নিরাশার কথা এই যে, নামাপরাধের প্রগাঢ় অবস্থায়, অপরাধী ব্যক্তির অন্তরে সরলতার পরিবর্তে কৌটিল্য বা বামাশয়তার বিকাশ হইয়া থাকে বলিয়া, সেই ব্যক্তির পক্ষে উৎকর্ষতা বুদ্ধিতে নামাশ্রয় পূর্বক নামের নিকট অবনত হওয়া কিম্বা অনুতপ্ত হৃদয়ে কাতরতা প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয় না; বরং কুটিলতাকৃত অহমিকা বশতঃ তদ্বিপরীত আচরণেই প্রবৃত্তি জন্মে। এইজন্য কুটিলাশয় নামাপরাধী ব্যক্তির নামাপরাধ-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেমভক্তি পর্যন্ত প্রাপ্ত হইবার পক্ষে নিরাশ হইবার কারণ দেখা যায়।

নামাপরাধ ঘটিলে, উহার অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে সাধন পথে অগ্রসর হইবার প্রতিকূলে প্রধানতঃ নিম্নোক্ত প্রকার তারতম্য লক্ষিত হইতে পারে; যথা,—

ক) যেখানে সাধনার গতি পূর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রম বা কিঞ্চিৎ মন্থর—সেখানে অপরাধের অল্পতা অনুমেয়।

খ) যেখানে অগ্রগতির স্তব্ধিভাব,—সেখানে অপরাধের মধ্যমতা অনুমেয়।

গ) যেখানে গতি অধঃপ্রবাহিনী,—সেখানে অপরাধের প্রাচুর্য অনুমেয়।

ঘ) যেখানে সাধন ভজন বিলুপ্তপ্রায়,—সেখানে অপরাধের পূর্ণতা বুঝিতে হইবে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পূর্ব। ৩য় লঃ। ৫৪) উক্ত হইয়াছে,—

ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ।
আভাসতাঞ্চ শনৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি ॥

তাৎপর্য—শ্লোকোক্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বা মহৎগণের নিকট অপরাধ—এই উপলক্ষণে, দশবিধ নামাপরাধ এবং তৎফলে উক্ত 'ভাব' তারতম্য হইতে পূর্বোক্ত সাধনাভিনিবেশ বা সাধনপথের অগ্রগতির প্রতিকূল অবস্থা তারতম্যের কথাই বুঝিতে পারা যায়।

নামাপরাধের সঞ্চার উপলব্ধি করা মাত্র প্রথমতঃ অপরাধ স্থলে ক্ষমাদি প্রার্থনা দ্বারা সেই অপরাধ তৎস্থলেই বিমোচন করা আবশ্যক। তাহা কোন প্রকারে একান্তই অসম্ভব হইলে, শ্রীনামেরই শরণাপন্ন হইয়া নিরন্তর নাম কীর্তনই নামাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি লাভের সর্বশেষ উপায়।

'জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম'।

———

॥ * ॥ শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত হউন ॥ * ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

———

এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার বিশেষত্ব পঞ্চতত্ত্ব লীলা, ভক্তি ও ভানুনন্দিনী প্রভৃতি ১৯টি অপূর্ব প্রবন্ধ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে, শ্রীমৎ গ্রন্থকারের আলেখ্যসহ। প্রকৃত সাধকগণের পক্ষে ভজন পথের দিশারী স্বরূপ এই গ্রন্থ অনন্য মৌলিকতায় ও হৃদয়গ্রাহী প্রাঞ্জল উদাহরণে সমৃদ্ধ।

৩। শ্রীশ্রীনাম-চিন্তামণি (প্রথম কিরণ)

(চতুর্থ—সংস্করণ) আনুকূল্য—৩৫ টাকা।

শতগ্রীব বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থখানি দেখিয়া আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেরণা ভিন্ন এরূপ গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নহে। আমার এই সুদীর্ঘ বয়সে এইরূপ অপূর্ব গ্রন্থ দেখি নাই।"

ইহাতে শ্রীনামের স্বরূপ লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে শাস্ত্র প্রমাণ সহ।

৪। শ্রীশ্রীনাম চিন্তামণি (দ্বিতীয় কিরণ)

বা নামাপরাধ দর্পণ। আনুকূল্য—১২ টাকা

"হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি নহে প্রেম নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'উজ্জীবন' হইতে সমালোচনায় কিয়দংশ মাত্র লিখিত হইল—

মানুষের সাধনপথের সর্বাপেক্ষা বড় বাধা "নামাপরাধ" পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পদ্মপুরাণোক্ত এই দশটি নামাপরাধের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। কিভাবে সাধক এইগুলি এড়াইয়া সাবধানতা সহকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। তাঁহার লেখার মধ্যে শাস্ত্র এবং যুক্তির অদ্ভুত সমাবেশ। বিচারশৈলী অকাট্য অথচ মনোরম।

৫। শ্রীনাম চিন্তামণি (তৃতীয় কিরণ)

বা শ্রীনামের মাহাত্ম্য। আনুকূল্য—১৬্ টাকা

শ্রীনামের মহিমা অর্থাৎ শক্তিকার্য বিষয়ে অপর সকল পন্থা পরিহার পূর্বক কেবল স্বয়ং শ্রীনামীকৃত শিক্ষাষ্টকেরই প্রথম শ্লোকটিকে প্রকৃষ্ট নাম মহিমা রূপে ব্যক্ত করিবার নির্দেশ ও প্রেরণা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কর্তৃক প্রদত্ত হইয়া গ্রন্থকারের লেখনী মুখে মর্মার্থের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এই গ্রন্থে।

৬। শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা

(দ্বিতীয় সংস্করণ) আনুকূল্য—১৫্ টাকা।

শ্রীগোবর্ধন নিবাসী পণ্ডিত শ্রীমৎ অদ্বৈত দাস বাবাজী মহারাজ লিখিয়াছেন—

আপনার প্রণীত শ্রীভক্তিরহস্য কণিকা আস্বাদন করিয়া বুঝিলাম ইহা 'কণিকা' নহে—কৌস্তুভমণি।

মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ, এম, এ, ডি, লিট, মহোদয় লিখিয়াছেন—

"ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সুসমৃদ্ধ বিস্তারিত আলোচনাত্মক একখানা গ্রন্থের নির্মাণ ও প্রকাশন বহুদিন হইতে ভক্ত-সমাজ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। জগতের বর্তমান পরিস্থিতিতে উহার একান্ত অভাব অনুভূত হইতেছিল। গ্রন্থকারকে নিমিত্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এতদিনে ঐ অভাব দূর করিলেন।"

৭। শ্রীশ্রীরাগভক্তি রহস্য দীপিকা

আনুকূল্য—২০্ টাকা।

ইহাতে রাগভক্তি মার্গের উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য স্বরূপের পরম বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভজন রীতিতে যে সুগোপ্য মঞ্জরী ভাবের ভজন পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় এবং সিদ্ধ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রদত্ত হয়—সেই অতি গূঢ়

রাগভক্তি পরিসীমার সিদ্ধান্তের দিকটিই প্রভুপাদ অনন্য মৌলিকতায় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

৮। মহৎ-সঙ্গ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত এই বাক্যের ব্যাখ্যায় মহৎ-সঙ্গ সুদুর্লভ, অহৈতুকী ও অমোঘ ফলদায়ক। ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইবেন—কলিকৃত এই ধর্মসঙ্কটের অন্ধকার মধ্যে। মূল্য যথাসম্ভব সুলভ—টাকা ৮-০০ মাত্র।

৯। পথের গান ও লালসা-মুকুল (কবিতা)

একত্র মূল্য—২৲ টাকা মাত্র।

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী ও শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী বিরচিত কবিতা গ্রন্থ।

১০। লালসা মুকুল (দ্বিতীয় স্তবক) মূল্য—৩৲ টাকা

১১। লীলা মাধুরী। মূল্য—৪৲ টাকা।

১২। শ্রীশ্রীকৃষ্ণনাম মহিমা কীর্ত্তন। আনুকূল্য—২৲ টাকা।

শ্রীমৎ গোকুলানন্দ গোস্বামী বিরচিত।

—গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা—

১। শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলী পাড়া লেন
পাইক পাড়া, কলিকাতা—২
পিন্—৭০০০০২

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা—৭৩
পিন্—৭০০০৭৩

৩। ঢাকা ষ্টোরস্
রাজার বাজার
পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া
পিন্—৭৪১৩০২

৪। শ্রীগৌররায় গোস্বামী
কোয়াটার নং সি, এন, ৮৬
কোক ওভেন কলোনী,
দুর্গাপুর ২, বর্ধমান
পিন্—৭১৩২০২

৫। স্বাগতম্
মহাপ্রভুপাড়া,
নবদ্বীপ,
নদীয়া
পিন্—৭৪১৩০২

৬। শ্রীকিশোর রায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌরকিশোর শান্তিকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর, পোঃ—নবদ্বীপ
পিন্—৭৪১৩০২

৭। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

৮। পাঠক ষ্টোর্স
শ্রীবাস অঙ্গন রোড
নবদ্বীপ (নদীয়া) ৭৪১৩০২

দ্রষ্টব্য :—প্রত্যেক পুস্তক ডাকে পাঠাইতে মাশুল স্বতন্ত্র লাগিবে। ভিঃ পিঃ তে লইতে হইলে উপরিউক্ত ১, ৪ ও ৬ নং ঠিকানায় গ্রন্থের অর্ধমূল্য পূর্বেই পাঠাইতে হইবে।